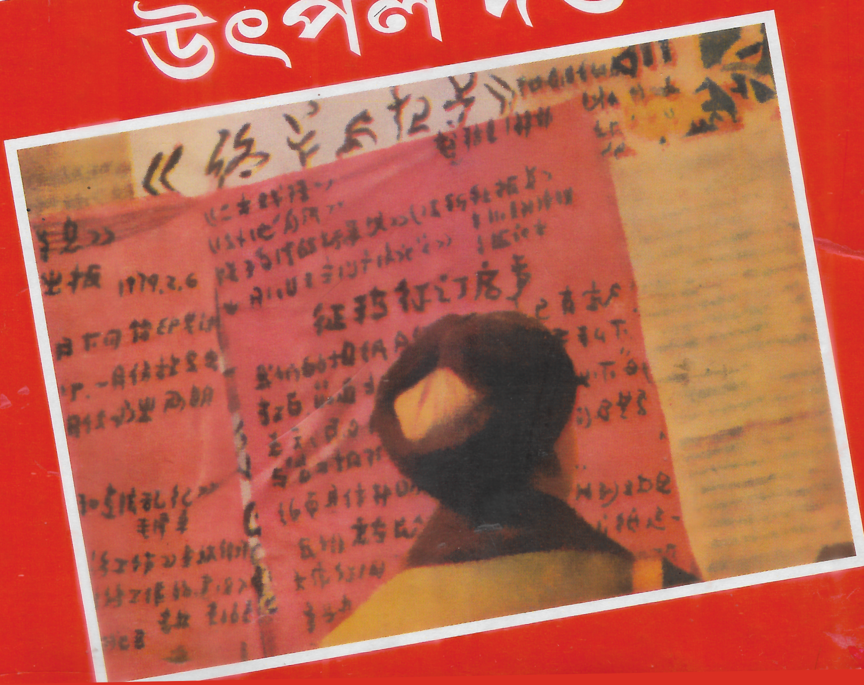
চীনযাত্রী



উৎপল দত্ত



চীনযাত্রী

উৎপল দত্ত

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শিলাদিত্য সরকার
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৪০০
তৃতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৪১৫
চতুর্থ সংস্করণ : আশ্বিন, ১৪২৯

মূল্য : ২৫০ টাকা

ISBN : 978-81-949406-5-4

বর্ণ সংস্থাপন :
জি ডি আর কম্পিউটার সেন্টার
৬ডি, কৃষ্ণ রাম বোস স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক :
স্পেকট্রাম অফসেট
৫বি কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০৩৭

বিষ্ণুপ্রিয়াকে দিলাম

বাবা

তা-লি গণকমিউন

মহাচীনের অবিশ্বাস্য অগ্রগতির কথা বিশ্ব জানে। এখন আর সবিস্তারে বলার প্রয়োজন হয় না যে, সেখানে জমিদার নেই, মালিক নেই, নেই বেকারি, নেই শিশুমৃত্যু, নেই ধনবৈষম্য, অনাহার আর দারিদ্র্য। এই সেদিনও বলতে হোতো। ভারতের নৃশংস ধনিকশ্রেণী আর তাদের ভাড়াটে কলমপেষারা এই সেদিনও চীনের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নির্লজ্জ মিথ্যা ফেঁদেছে। আজ সারা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ চীনে আসছেন মানবজাতির বৃহত্তম সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রত্যক্ষ করতে। চীনের সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে মানবেতিহাসের আগামী অনেক অধ্যায় এত বৃহৎ পশ্চাদপদ দেশে এমন বৃহৎ জনসমষ্টি নিয়ে এমন বিশাল একনিষ্ঠ নিরলস সৃষ্টিতপস্যা আর কখনো হয়নি। মানবতার এমন গান আর কেউ কখনো গায়নি।

ক্যান্টন শহরের কাছে তা-লি গণকমিউনের কথা ধরা যাক। ১৯৫৮ সালে এই কমিউনের প্রতিষ্ঠা। পনেরো হাজার নয় শত পরিবার এখানে এক বৃহৎ পরিবারের মতন কর্মযোগে মগ্ন। অর্থাৎ আটষট্টি হাজার মানুষ এখানে এক দেহে লীন। তিন হাজার ছ'শ হেক্টার জমিতে তারা ধান ফলায় বছরে তিনবার। আর চার শ' হেক্টার জমিতে তারা কমলালেবু, তরমুজ, আখ, চিনেবাদাম আর তরকারি ফলিয়েছে। এসব জমির সার তারা তৈরি করে নিজেদের বিপুলাকায় সার-কারখানায়। তা-লির পশ্চিমের পাহাড়গুলো ছিল মরুভূমির মতন শুষ্ক। তাই ৬৮,০০০ মানুষ মিলে বিশাল হ্রদ খুঁড়ে ফেললো, বাঁধ তৈরী করলো সুউচ্চ, তারপর চীনা কবিতার পাহাড়ের কোল বেয়ে টেনে নিয়ে গেল কংক্রীটের নল, পাম্প বসিয়ে জল পাঠালো পাহাড়ের বাদামী অনুর্বরতা ঢাকা পড়ে গেছে।

৬৮,০০০ মানুষ স্থির করলো কোথাও জলের অভাব তারা রাখবে না। তাই স্বহস্তে ৪৭ টি পাম্পিং স্টেশন বসালো চতুর্দিকে। ৩০০ টি ট্র্যাক্টর কিনলো। কারখানা বসালো কৃষির নানা যন্ত্র মেরামত করার জন্য। আস্ত একটি সিমেন্ট কারখানা গড়লো। চালের বৃহৎ কল বসালো। ইঁট তৈরী নিজেরাই করছে। এমন কি কৃষির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য একটি অতি-অগ্রসর গবেষণাগার বসালো।

আগে এ-অঞ্চলে বন্যা হোতো। তাই ময়দানবের হাতে-গড়া এক বিশাল বাঁধ গড়ে উঠলো। খরাও হোতো মাঝে মাঝে, তাই তিরিশটি রিজারভোয়া তৈরী হোলো।

এই কমিউনে ১৯ টি বিগ্রেড কাজ করে। এই বিগ্রেডগুলি ২১১ টি টিমে বিভক্ত। কমিউন চালায় উচ্চ বিদ্যালয়, আর প্রতি ব্রিগেড চালায় নিজ নিজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সবশুদ্ধ ১৩,০০০ ছাত্র এখন পড়ছে মাধ্যমিকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাইনে বছরে ৬ ইউয়ান, মাধ্যমিকে ৮, উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৪। বড় হাসপাতাল চালায় কমিউন, যেখানে ১৮০ জন ডাক্তার-নার্স কাজ করেন। প্রতি ব্রিগেডের আছে নিজস্ব ক্লিনিক। প্রতি টিমের আছে নিজস্ব কিণ্ডারগার্টেন। মায়েরা কাজে যান আর শিশুরা সুদক্ষ শিক্ষিকার কাছে গান-আবৃত্তি শেখে, ছবি আঁকে, গল্প শোনে, অধ্যক্ষ মাও-এর বিচিত্র জীবনী শোনে। মা অন্তঃস্বত্ত্বা হলে মাইনে সহ ৪৫ দিন ছুটি।

যাঁরা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তাঁদের পাঁচটি গ্যারান্টি দিয়ে রেখেছে কমিউন— বিনামূল্যে খাদ্য, বাসস্থান, পোষাক, চিকিৎসা এবং মৃত্যুর পর যথাযোগ্য সৎকার। তা ছাড়া পেনশন হচ্ছে মাইনের শতকরা ৪০ ভাগ।

কমিউন-সদস্যদের গড় মাইনে মাসিক ২০০ ইউয়ান— এমন দেশে যেখানে খাওয়া-খরচ মাসিক ৭ ইউয়ানের বেশি হওয়া একরকম অসম্ভব, যেখানে ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ নামমাত্র, যেখানে পোষ্য নামে কেউ নেই ঘরে। যেখানে সাদাসিধে নীল পোষাকে রাষ্ট্রের প্রধান ও শ্রমিক দুজনেই সজ্জিত। সুতরাং রেডিও, সাইকেল, সেলাই-কল কেনা ছাড়াও সবাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে ছুটছে এবং বই-পত্রিকা কিনছে। একটি কমিউনের ছ'য়টি পেশাদার চলচ্চিত্র-প্রদর্শকের দল রয়েছে, তারা ঘুরে ঘুরে নানা ছবি দেখাচ্ছে। বাস বোঝাই ক'রে সদস্যরা ছোটেন ক্যান্টনে, অপেরা ও নাটক দেখতে। টেলিভিশন রয়েছে প্রতি টীমের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে; সন্ধ্যায় ঘর ভর্তি থাকে। অনেকের নিজের টি-ভি রয়েছে।

একজন ব্রিগেড-নেতা আমাদের নিয়ে বসালেন তাঁর ঘরে, অধ্যক্ষ মাও এবং প্রধানমন্ত্রী হুয়া কোফেং-এর ছবির নীচে।

প্রশ্ন ॥ আপনার বয়স কত?

উত্তর ॥ আমার জন্ম ১৯৩৫ সালে।

তাঁর মাতৃভাষা ক্যান্টনীয়। সুতরাং দু-মুখ ঘুরে উত্তরগুলো আসছিল আমাদের কাছে।

প্রশ্ন ॥ আপনার পরিবারে ক'জন মানুষ?

উত্তর। স্ত্রী, দুই কন্যা, এক পুত্র।

প্রশ্ন ॥ সকলেই কি এই কমিউনে কাজ করছেন?

উত্তর ॥ না। আমার বড় মেয়ে শহরে পরিবহন বিভাগে কাজ করে। সে বাস চালায়। স্ত্রী, এক মেয়ে এবং ছেলে এই কমিউনের সদস্য।

প্রশ্ন ॥ সুতরাং আপনার পরিবারের আয় তো যথেষ্ট?

উত্তর॥ তা বছরে তিন হাজার ইউয়ান হয়।

প্রশ্ন॥ আপনাদের নিজস্ব জমি আছে?

উত্তর॥ হ্যাঁ. সব সদস্যেরই আছে। কমিউনের জমিতে কাজ করা ছাড়াও, আমরা নিজের নিজের জমিতে তরিতরকারি ফলাই।

প্রশ্ন॥ সে তরকারি কি নিজেদের আহারের জন্য?

উত্তর॥ হ্যাঁ। তবে উদ্বৃত্ত থাকে। সেসব আমরা বেচি। এ আয়টা সকলেরই হয়।

প্রশ্ন॥ আপনার গৃহের সামনে অনেক ইঁট-সিমেন্ট পড়ে আছে কেন?

উত্তর॥ দোতলা তৈরী করছি। অনেকেই করছেন ইদানিং। যে টাকাটা প্রতি মাসে কমিউন-সদস্যদের হাতে জমে যাচ্ছে, তার একাংশ নিয়ে আমরা বাসস্থান উন্নত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রশ্ন॥ দিনে ক'ঘণ্টা কাজ করেন আপনারা?

উত্তর॥ সাত ঘণ্টা। ফসল কাটার সময় আট।

প্রশ্ন॥ কমিউনে স্বার্থের হানাহানি আর নেই, এটা আমরা ঘুরে দেখেই বুঝেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত বিরোধ তো নিশ্চয়ই হয়?

উত্তর॥ নিশ্চয়ই। সাম্যবাদ এসে গেলেও ঝগড়াবিবাদ থাকবে।

প্রশ্ন॥ তার সমাধান কি ক'রে করেন আপনারা?

উত্তর॥ প্রতি ব্রিগেডে সকলের আস্থাভাজন কিছু নির্বাচিত ভারপ্রাপ্ত সদস্য আছেন, যাঁরা কলহ মেটাতে চেষ্টা করেন। মনোমালিন্য-টালিন্য দূর করতে তাঁরা প্রায় সব সময়ে পারেন। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারে তাঁরা প্রায়ই ব্যর্থ হন।

প্রশ্ন॥ তখন কী হয়?

উত্তর॥ ব্যাপার কাউন্টি আদালতে যায়, বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। তবে কিছুদিন পরে দুজনেই আঘাত ভুলে যায়, পাশাপাশি একই টীমে তারা কাজ করে। আমাদের অভিজ্ঞতা এই, শ্রমের মাধ্যমে মানুষ ক্ষমা করতে শেখে, ক্ষুদ্রতা কাটিয়ে ওঠে। বিবাহ ভেঙে গেলে, দুজনেই হয়তো অন্যকে বিবাহ করেছে। কিন্তু কাজের মাধ্যে দুজনের মধ্যে সখ্য গড়ে উঠবেই। কমরেডশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়ই।

প্রশ্ন॥ আপনি কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য?

উত্তর॥ হ্যাঁ, তিন বছর আগে আমি সে-সম্মান অর্জন করেছি। কিন্তু আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় আমি তার যোগ্য নই। আমি কিছু জানি না। যা একজন কমিউনিস্টের জানা উচিত আমি তার শতাংশও জানি না।

প্রশ্ন॥ আপনি বিনয় করছেন।

উত্তর॥ না, সত্যি বলছি কমরেড। ক্যান্টন মুক্ত হয় প্রায় সর্বশেষে। আমার চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখেছি চীনের চাষীদের অবস্থা. শিশুদের মদ খাইয়ে ঘুম

পাড়িয়ে রাখা যাতে খেতে না চায়। আর এখন দেখুন। এতবড় দায়িত্ব চেয়ারম্যান মাও দিয়ে গেছেন কমিউনিস্টদের কাঁধে। এই সুখ ও সমৃদ্ধির প্রহরী হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। আমরা জানি আমরা এখনো অনেক বিষয়ে পিছিয়ে আছি। আমরা জানি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চীন এখনো পশ্চাদপদ দেশ। কিন্তু মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাও-ৎসে-তুং এবং চীনের পার্টি একটা স্বপ্ন দেখছে। সেই স্বপ্নকে সত্যি ক'রে তোলা কি সোজা কাজ? এ পরীক্ষা আর কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে হয়নি। সোভিয়েৎ ইউনিয়নে নানা কারণে সেই ১৯৪৫ সাল থেকে ধীরে ধীরে নূতন মালিকশ্রেণী গড়ে উঠেছে। শ্রেণীহীন সমাজের দিকে এগুবার বদলে সোভিয়েৎ দেশ আবার শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দিকে চলে গেল। কমরেড স্তালিন পর্যন্ত পারলেন না ক্রুশ্চভদের অভ্যুত্থান ঠেকাতে। চেয়ারম্যান মাও সে-পথে চীনকে যেতে দেননি। তিনি অন্য পথ খুঁজেছেন, যে-পথের কোনো নজীর ইতিহাসে নেই। চীনের পার্টি কখনো লাল-সন্ত্রাসের পথ ধরেনি, শত পুষ্প ফুটতে দিয়েছে, শত চিন্তাধারাকে পরস্পরের সঙ্গে তর্ক করতে দিয়েছে। এ-পার্টি কখনো বিরোধীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়নি, তার সঙ্গে যুক্তিতর্কে নেমেছে, তাকে বুঝিয়েছে, রোগকে শেষ করতে চেয়েছে, রুগীকে নয়। সেই কাজ এখন আমাদের করতে হবে। সেই নজীরবিহীন দুরূহ কাজকে এগিয়ে নিতে কমরেড হুয়া কোফেং ডাক দিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের— শিল্পে, কৃষিতে, শিক্ষাব্যবস্থায়, বিজ্ঞানে, সমাজের সর্বস্তরে। সুতরাং চীনের কমিউনিস্টকে অনেক জানতে হবে, শিখতে হবে। বিদেশের কাছে আমাদের অনেক শিখতে হবে। প্রতি দেশের কাছে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক রয়েছে। কাজে কাজেই নিজেকে আমার কাঁচা মনে হয়, অশিক্ষিত মনে হয়।

প্রশ্ন ॥ লিন পিয়াওর পার্টিবিরোধী চক্র এবং তারপর চার দুর্বৃত্তের কালে চীনের অনেক ক্ষতি হয়েছে আমরা শুনেছি। তা-লি কমিউনে তখন কী ঘটেছিল?

উত্তর ॥ সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। তথাকথিত বিদ্রোহীরা কমিউনের নেতাদের ধরে ধরে অপমান করেছিল। উৎপাদন বন্ধ ক'রে শুধু মিটিং হোতো। মিটিং মানে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও-এর চিন্তাধারার সঙ্গে সে-মিটিংয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মিটিং মানে চেয়ারম্যান মাও-এর নাম ক'রে কমিউন-নেতা, ব্রিগেড-নেতা এবং টীম-নেতাদের কুৎসা, গালাগাল। তাঁদের ধরে প্রহার, পদাঘাত, মিছিলে নিয়ে বেড়ানো। অনেককে ওরা জেলে নিয়ে গিয়েছিল। দশ বছর ধরে চার দুর্বৃত্ত চীনের অগ্রগতি বন্ধ ক'রে রেখেছিল, আঠারো বছরের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমে সৃষ্ট কৃষি ও শিল্পব্যবস্থাকে ওরা তছনছ ক'রে ভেঙে দিয়ে গেছে।

প্রশ্ন ॥ সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফল আপনাদের কমিউনে কী হয়েছে?

উত্তর ॥ সর্বাত্মক ধ্বংস। আর কিছু হয়নি। শ্রমিক-কৃষকের ছিটেফোঁটা লাভও হয়নি। হয়েছে বিষম ক্ষতি যা সামলাতে অন্ততঃ দশ বছর সময় লাগবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের

নামে আসলে লিন পিয়াও এবং তারপর চিয়াং চিং ও তার তিন সহচর ফ্যাশিস্ত একনায়কত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। আবার চীনে আসবেন, ভারতীয় বন্ধুরা— আসবেন দু'বছর পরে, আধুনিকীকরণের প্রথম পর্ব শেষ হবার পর। মনে হয় আমরা দেখাতে পারবো চীন আবার দ্রুত এগুতে শুরু করেছে। চার দুর্বৃত্ত যেভাবে সব ধ্বসিয়ে দিয়েছে, এবার কিছুই দেখে যেতে পারলেন না।

তা-লি গণকমিউন সারা চীনের ক্ষুদ্র সংস্করণ। চার দুর্বৃত্ত এবং লিন পিয়াও চীনের কী সর্বনাশ করেছে, সেটা আমরা দরিদ্র-ভারতবাসী কি করে বুঝবো? তা-লিন কমিউন দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে শুধু ভেসেছে দেনায় সর্বস্বান্ত পাঁজর-বার-করা ভারতীয় চাষীর চেহারা। শাংহাইতে শিশুদের প্রাসাদে গিয়ে দেখেছি বিদ্যালয়ের সময়টুকু বাদে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শ্রমিকসন্তানরা ছবি আঁকছে, টেলিভিশন যন্ত্র তৈরী করছে, জাহাজ ও এরোপ্লেনের মডেল বানাচ্ছে, গান-নাচ-অভিনয় করছে, বেতারে পরস্পরকে সংকেত পাঠাচ্ছে, পাশ্চাত্য সংগীতের আস্ত অর্কেস্ট্রা বসিয়ে ব্রামস্-বাখ্ অভ্যেস করছে, চীনা বাদ্যযন্ত্রের অনুশীলন করছে। আর আমরা ভেবেছি ভারতের শ্রমিক-বস্তির মধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের কাদায় লুটো-পুটি আর আট বছর বয়স থেকে দুটো পয়সা রোজগারের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম।

চীনের কাণ্ডকারখানা দেখতে লক্ষ লক্ষ বিদেশী এখন পিকিং-শাংহাই-এর পথে পথে ঘুরছে, ছবি তুলছে, দোভাষীর মাধ্যমে পথচারীদের নানা প্রশ্ন করছে। ইংরিজি, ফরাসী, জর্মন, আরবি, যুগোস্লোভ, রুমানীয়, সোয়াহিলি, বাস্ত ধ্বনিত হচ্ছে সর্বত্র। এত দিন পরে বিশ্বের কৌতূহল জেগেছে চীনের অসম্ভবকে সহজ ক'রে তোলার গবেষণা সম্বন্ধে। বই বেরুচ্ছে ডজন-ডজন লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন থেকে। সে-সবে চীনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের চমকপ্রদ ও প্রামাণ্য তথ্যাদি প্রচুর পাচ্ছে সারা বিশ্বের মানুষ।

তবে আমরা কিনা সামান্য সাংস্কৃতিক কর্মী। আমাদের একান্ত ইচ্ছে ছিল ১৯৬৬ সালে চীনে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়েছিল তার ফলাফল বোঝার চেষ্টা করা, তার ইতি আর নেতির হিসেব নেয়া, চীনের মহান গণশিল্পীদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা। চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি উপলব্ধি করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমার সে-দেশে যাওয়ার প্রয়োজনই হয় না। কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশেই স্বচক্ষে দেখে যাচাই করার প্রশ্ন আমার মনে উদিত হয় না। মার্ক্স্‌বাদের প্রয়োগ যেদেশে হয় সেখানে উৎপাদনী শক্তি যে প্লাবনের মতন সব তটরেখা ভেঙে ছড়িয়ে যায়, জনতার সৃজনীপ্রতিভা যে উচ্চ থেকে উচ্চতর মার্গে আরোহণ করতে থাকে, সেটা চোখে দেখে তবে মানবো, এরকম সংশয়বাদী আমি নই। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতন আশি কোটি মানুষ নিয়ে

দুর্জয় পরীক্ষা তো ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। উইলিয়ম হিন্টন তাকে অক্টোবর বিপ্লবের সমকক্ষ যুগান্তকারী ঘটনা বলেছেন। অথচ ইদানীং চীনা পত্র-পত্রিকায় লিন পিয়াও চার দুর্বৃত্তের সমালোচনায় ফাঁকে ফাঁকে যেন মনে হচ্ছিল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ব্যর্থতার দিকটাও বড় কম নয়, এবং স্বভাবতই সেটা সারা বিশ্বের বিপ্লবীদের গভীর অনুধাবনের বিষয়, শিক্ষালাভের উৎস।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও সংস্কৃতি

পিকিং, ৯ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯। সভায় উপস্থিত প্রখ্যাতা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী য়ু লান, পিকিং ফিলম-স্টুডিওগুলির অধ্যক্ষ প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার চাং জুই-হুয়া, পিকিং ফিলম-স্টুডিওগুলির সংগঠন-সম্পাদক এবং চিত্রনাট্যকার মা তে-পো, নাট্যকার কুও তুং-জুইন, বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র-পরিচালক শিয়ে তিয়ে-লি, এবং আরো কয়েকজন অভিজ্ঞ চলচ্চিত্র ও নাট্যকর্মী।

প্রশ্ন॥ সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দশ বছরের ইতিবাচক দিকগুলি প্রথম আলোচনা করলে আমাদের সুবিধা হয়।

থমথমে নীরবতা বিরাজ করে কক্ষে। শিল্পীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। প্রায় মিনিট দুয়েক পরে নীরবতা ভঙ্গ হয়।

য়ু লান॥ শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কোনো ইতিবাচক দিক নেই, সবটাই নেতিবাচক।

প্রশ্ন॥ এটা কি সম্ভব?

মা তে-পো॥ আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। তবে আমরা সবাই ইয়েনানের সৈনিক। আমরা চৈয়ারম্যান মাও-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে অষ্টম রুট বাহিনীতে বন্দুক হাতে লড়তাম এবং সেইসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচার নাটিকা, নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান করতাম। আমরা চলচ্চিত্রে এসেছি দেশ মুক্ত হবার পর, ১৯৪৯-এর পর। পার্টির নির্দেশে, চেয়ারম্যান মাও এবং প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাইয়ের নির্দেশে আমরা চীনে চলচ্চিত্র সৃষ্টির কাজে হাত দিই। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বহু দিক আছে— উৎপাদনে, শিক্ষাব্যবস্থায়, চিকিৎসাপদ্ধতিতে। কিন্তু সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, অপেরার ক্ষেত্রে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি শুধু ধ্বংস।

য়ু লান। আপনারা জানেন কি, চিয়াং চিং, ওয়াং হুং-ওয়েন, চাং চুন-চিয়াও এবং ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান ঘোষণা করেছিল, মুক্তির পর সতেরো বছর ধরে চীনে যত চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছিল সব আবর্জনা? সুতরাং সব ছবি নিষিদ্ধ হয়ে যায়, একটিও ব্যতিক্রম নেই। সব বিদেশী ছবিও নিষিদ্ধ হয়। চীনকে কারাগার বানাবার চেষ্টা করেছিল ওরা।

মা তে-পো॥ চার দুর্বৃত্ত চলচ্চিত্রের অঙ্গনে নিয়ে এসেছিল তাদের পার্টিবিরোধী রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র।

প্রশ্ন॥ যাঁদের "চার শয়তান" আখ্যা দিয়ে তারা পদচ্যুত করে— সেই চু ইয়াং, তিয়েন হান, ইয়াং হান-শেং এবং শিয়া ইয়েন— পঞ্চাশের দশকে তাঁদের বই-প্রবন্ধ পাঠ করেই কিন্তু আমরা চীনের মহাশক্তিশালী সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে চিনি এবং নিজেরাও প্রচুর শিক্ষালাভ করি। তাঁদের পদচ্যুতির সংবাদে আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।

মা তে-পো॥ শুধু পদচ্যুতি বললে তাঁদের লাঞ্ছনার পুরো চিত্র উন্মোচিত হয় না। সেকথা পরে আলোচনা করা যাবে। চার দুর্বৃত্ত ওঁদেরকে লিউ শাও-চির অনুগামী আখ্যা দেয়, পুঁজিবাদের পথিক বলে, দক্ষিণপন্থী প্রতিবিপ্লবী বলে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম ফসল এই। ১৯৬৭ সালে তারা শিল্পী-লেখক-সুরকারদের জাতীয় সংস্থা ভেঙে দেয়। আর চলচ্চিত্রের কথা—

চাং জুই-হুয়া॥ চলচ্চিত্র বস্তুটিকে লোপাট করে দিল। এবং ক্রমশঃ বোঝা যাচ্ছিল, এবার ওরা প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাইকে আক্রমণ করাতে চাইছে। চেয়ারম্যান মাও অসুস্থ। ক্ষমতাদখলের পথে বাধা তখন চু-এন-লাই। "পাইয়োনিরার্স" ছবির নাম শুনেছেন?

প্রশ্ন॥ হ্যাঁ। তাচিং তেলের খনির শ্রমিকদের নিয়ে।

চাং জুই-হুয়া॥ তা ছাড়াও সেটা চুন এন-লাইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তির কথা বলছে, কারণ তাচিং-এর সাফল্যের পেছনে কমরেড চুর অনেক দান। সঙ্গে সঙ্গে চার দুর্বৃত্ত ছবিটির মধ্যে দশটি মারাত্মক প্রমাদ আবিষ্কার ক'রে ছবিটি বে-আইনী ক'রে দিল। অথচ চেয়ারম্যান মাও ছবিটি দেখে বলেছিলেন, নির্ভুল। কিন্তু ছবিটি দেখানো যায়নি। চার দুর্বৃত্তের অঙ্গুলিহেলনে তথাকথিত একদল লালরক্ষী চেঁচামেচি গলাবাজি ক'রে চেয়ারম্যান মাও-এর মন্তব্যটা ডুবিয়ে দিল।

মা তে-পো॥ চার দুর্বৃত্ত একটা ছবি তৈরী করিয়েছিল। দশ বছরে ঐ একটিই। ১৯৭৬ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। তার নাম কাউন্টার-এ্যাটাক, প্রত্যাক্রমণ তার বক্তব্য ছিল— যে চীনে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা কইবে সেই প্রতিবিপ্লবী। অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানেই রাজনীতির সর্বনাশ এবং দক্ষিণপন্থী অন্তর্ঘাত।

প্রশ্ন॥ সেই ১৯৭০ বা ৭১ সালে চীনের পত্র-পত্রিকায় পড়েছিলাম, চিয়াং চিং নাকি চলচ্চিত্রের ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন, যার নাম "তিন গুরুত্ব"। সে-সম্পর্কে কিছু বলবেন?

মা তে-পো॥ জনগণের জন্য চলচ্চিত্র সৃষ্টির সব ধারণাকে গুলিয়ে দিয়েছিল ঐ "তিন গুরুত্বের" তত্ত্ব। প্রথম, চলচ্চিত্রে শুধু ইতিবাচক চরিত্রগুলির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, নেতিবাচকদের নয়। দ্বিতীয়, ইতিবাচক চরিত্রদের মধ্যে শুধু নায়কদের গুরুত্ব দিতে হবে। তৃতীয়, নায়কদের মধ্যে আবার প্রধান নায়ককে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রলাপ

বলে মনে হচ্ছে না? আসলে কিন্তু প্রলাপ নয়। এরকম জটিল ফর্মুলায় বেঁধে দিলে কারুর পক্ষেই কোনো ছবি ক'রে পার পাওয়া সম্ভব নয়। কোথাও না কোথাও পান থেকে চুন খসবেই। তখন তাকে হেনস্তা ক'রে তাড়ানো যাবে। "তিন গুরুত্বের" তত্ত্ব আসলে ছিল ওদের হাতে লাঠি, যা দিয়ে সবাইকে পেটানো যাবে। উদাহরণস্বরূপ, এই কমরেড শিয়ে তিয়ে-লির ছবি "হাই শিয়া"। হাই শিয়া একজন নারীযোদ্ধা, মিলিশিয়া। ছোটবেলা থেকে তার জীবনে দেখিয়েছেন কমরেড শিয়ে। ছবি শেষ হচ্ছে আধুনিক কালে যখন হাই শিয় চীনের উপকূল রক্ষার কাজও করছে, আবার কমিউনের সদস্যদের পাশে ক্ষেতেও কাজ করছে। ছবিটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সুযোগে চার দুর্বৃত্ত রায় দিল : "তিন গুরুত্বের" তত্ত্বকে এ ছবিতে মানা হয়নি। অনেক বদলাতে হবে। কমরেড শিয়ে তিয়ে-লি সোজা অস্বীকার করলেন।

শিয়ে তিয়ে-লি॥ হঠাৎ দেখি আমার ছবি এক রাজনৈতিক ঝড় তুলেছে। ছবির গল্পটা সত্য ঘটনাভিত্তিক। আমি দেখিয়েছিলাম দরিদ্র পিতামাতা খেতে দিতে না পেরে শিশু হাই শিয়াকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেন। অন্যেরা তাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করতে থাকে। প্রাকবিপ্লব চীনের ক্ষুধার যন্ত্রণা আমি দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম। তারপর দেখাই ১৯৪৯ সাল, হাই-এর বয়স তখন বারো, মুক্তিফৌজ ঐ অঞ্চলকে মুক্ত করলো। এখানে একটি দৃশ্য আসে, যেটা দেখে অনেক দর্শক কাঁদতেন। মুক্তিফৌজের এক রাজনৈতিক শিক্ষক হাইদের গৃহে এসে দেখেন, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে দ্বিপ্রহরের আহারের জন্য। শিক্ষক সঙ্গের সৈনিকদের বলেন, খেয়ে দেখ। হাই সেদ্ধ ঘাস বেঁটে দেয় মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে। শিক্ষক খেয়ে বলেন, আমার প্রদেশ শাণ্টুং-এর ঘাসের চেয়ে এ-ঘাস অনেক বেশি তেতো। হাই শিয়া ছোট মেয়ে, কিন্তু তার মর্যাদায় লাগে। সে তীক্ষ্ণস্বরে বলে, এত তেতো যদি, তবে তোমরা সবটুকু খেয়ে ফেললে কেন? আমার জন্য একটু রাখলে না কেন? তখন শিক্ষক জলভরা চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন হাই শিয়ার দিকে। তারপর সৈনিকদের নির্দেশ দিলেন গৃহের সকলের জন্য ফৌজী খাদ্য নিয়ে আসতে। হাই শিয়া বুঝলো, শিক্ষক মুক্তিফৌজের সৈন্যদের চাষীরা কী খেয়ে বেঁচে আছে তার শিক্ষা দিলেন, হাই শিয়াদের বাড়ির লোকেদেরও খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কিন্তু চিয়াং-ওয়াং-চাও-ইয়াও চতুষ্টয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়কে কড়া হুকুম দিল, ছবি বন্ধ করতে হবে, কেননা এই বিশেষ দৃশ্যটি জনতাকে হেয় ক'রে দেখাচ্ছে, এবং মুক্তিফৌজকে অপমান করছে, কারণ লালফৌজের কঠোর আইন ছিল, দাম না দিয়ে কেউ জনতার কোনো জিনিস গ্রহণ করবে না, অথচ এই দৃশ্যে সৈন্যরা যে ঘাস সেদ্ধ খেল তার দাম দিল না তো!

সকলে হেসে উঠলেন শিয়ের বলার ভঙ্গী দেখে।

শিয়ে॥ আরো আছে। চার দুর্বৃত্ত বললো, ছবির নায়ক ঐ রাজনৈতিক শিক্ষক মিটিং

ডেকে সব সৈন্যদের সামনে ঐ তিক্ত ঘাসের তাৎপর্য তো কই ব্যাখ্যা করলেন না। আমাকে ডেকে পাঠানো হোলো। আমি সব অভিযোগ শুনে বললাম, আমি নিজে মুক্তিফৌজের সৈনিক ছিলাম। ও-অবস্থায় মিটিং ডাকার কোনো কথাই ওঠে না। সে যুগে মুক্তিফৌজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মান খুব উঁচু ছিল না, দরিদ্র কৃষকদের চেয়ে তারা উৎকৃষ্টতর কোনো খাদ্য খেত না। নিজ নিজ ঘরে তাদের প্রায় সবাই ঘাস সেদ্ধ খেয়েছে। সুতরাং কৃষকদের আজ তাই খেতে দেখে তারা মোটেই অবাক হতে পারে না। তখন চার মহানেতা আরেক দৃশ্যের কথা উত্থাপন করলেন। সে-দৃশ্যে মুক্তিফৌজ একটি কুওমিণ্টাং-অধিকৃত পাহাড় আক্রমণ করছে। হাই শিয়া ছুটে যাচ্ছে সৈনিকদের জন্য গরম জল নিয়ে। রাজনৈতিক শিক্ষক তাই দেখে চীৎকার করে বলছেন, এদিকে এস না, শুয়ে পড়ো। হাই এ-আদেশের অর্থ বোঝে না, সে ছুটে পাহাড়ে উঠতে থাকে। শিক্ষক ছুটে এসে মেয়েটিকে ধরে একটি গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঠিক সেই সময়ে শত্রু গোলাবর্ষণ শুরু করে। শিক্ষক আহত হ'ন, কিন্তু হাই শিয়া বেঁচে যায়। চার মহাপণ্ডিত মত দিলেন, তিন গুরুত্বের তত্ত্ব এ-দৃশ্যে উৎকটভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। প্রধানা নায়িকা হোলো হাই শিয়া, অথচ শিক্ষক-চরিত্রটি এত গুরুত্ব পেল কেন? সে আহত হয়ে হাই-এর প্রাণ বাঁচাচ্ছে— তাতে সে বেশি গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে, এবং হাই শিয়া হেয় হয়ে যাচ্ছে।

য়ু লন॥ চলচ্চিত্র সংস্থা এ নিয়ে মিটিং ডাকলো, আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম, কিন্তু অভিযোগটাই বুঝতে পারলাম না।

শিয়ে॥ চার পণ্ডিত চাইছিলেন বারো বছরের শিশু হাই শিয়াই শিক্ষকের প্রাণ বাঁচাক।

মা তে-পো॥ ঐ ফিল্মটির আরেক দৃশ্য ছিল, যে বৃদ্ধ কৃষক হাই শিয়াকে মানুষ করেছেন, তিনি মেয়েটিকে পড়তে শেখাচ্ছেন। চার দুর্বৃত্ত দাবী তুললো, দৃশ্য বদলাতে হবে, দেখাতে হবে হাই শিয়াই বৃদ্ধকে পড়াচ্ছে।

শিয়ে॥ তাহলে দেখছেন? ওদের গুরুত্বের তত্ত্বটা ছিল একটা ফাঁদ। যেকোনো প্রকারে ছবি বন্ধ করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন। আপনি ওদের অভিযোগের কোনো উত্তর দিয়েছিলেন?

শিয়ে॥ আমি স্পষ্ট বলে দিলাম, একটা অভিযোগও আমি মানি না। এসব কথাবার্তার কোনো অর্থই হয় না।

প্রশ্ন॥ তারপর?

শিয়ে॥ তারপর চার মহানেতা সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে মিটিং ডেকে ঘোষণা করলেন, আমার ছবিটা পার্টি-লাইনের বিরোধী এবং চলচ্চিত্রের সব কর্মীদের কাছে আবেদন জানালেন যেন মিটিং করে ছবিটার নিন্দা করা হয়। চলচ্চিত্র কর্মীরা ব্যাপারটা কানে

তুললো না। তখন সরাসরি হুকুম— সাংস্কৃতিক দপ্তর থেকে একটা টীম এল স্টুডিওতে, ছবিটার নেগেটিভ, পজিটিভ, রাশ, সব বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়ে গেল। আমি তখন সোজা চু-এন লাইকে পত্র লিখে বললাম, চার নেতা চেয়ারম্যান মাও-এর নির্দেশ পদদলিত করছেন, শত পুষ্প বিকশিত হতে দিচ্ছেন না। চিঠি পাঠিয়ে শুনলাম, প্রধানমন্ত্রী চু গুরুতর অসুস্থ, চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছুবে কিনা কে জানে? প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এবং ক্যামেরাম্যান কমরেড চাং ইয়াং চেয়ারম্যান মাও-এর স্নেহের পাত্র ছিলেন, তাই চাং সোজা চেয়ারম্যানকেও সব কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখলেন। এদিকে আমার চিঠিটা গিয়ে পড়েছে কমরেড তেং শিয়াং-পিং-এর হাতে, তিনি মন্ত্রীসভার এক অধিবেশনে চিঠিটি খোদ চেয়ারম্যান মাও-এর হাতে তুলে দিলেন। দুটি চিঠিতে একই অভিযোগ দেখে মাও-ৎসে-তুং কমরেড তেংকেই ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে বলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর অধিবেশন ডাকা হোলো আমার সামান্য চলচ্চিত্রটির বিষয়ে আলোচনার জন্য। আমাকে এবং চাং ইয়াংকে উপস্থিত থাকতে বলা হোলো। সে-অধিবেশনে চিয়াং চিং আসেননি, আসেননি ওয়াং হুং-ওয়েন, বা ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান। শুধু চাং চুন-চিয়াও ছিলেন, আর ছিলেন ওঁদেরই বশংবদ, সংস্কৃতির উপমন্ত্রী তাং ওয়েই-মিং। প্রচুর তর্কের পর পলিটব্যুরোর সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিলেন, হাই শিয়া ছবিটি দেখা হোক। তেং-এর নেতৃত্বে পলিটব্যুরোর দশজন সদস্য আমাদের সঙ্গে বসে ছবিটি দেখলেন, চার ভুঁইফোড় নেতা আপত্তি নাকচ করলেন এবং সারা চীনে ছবিটি দেখানোর নির্দেশ দিলেন। আপনাকে এত বিশদভাবে বলছি একটা বিষয় বোঝাবার জন্য। চার দুর্বত্ত নিজেদের হাতে বিপুল ক্ষমতা সংহত করেছিল, খুবই ঠিক কথা। কিন্তু মহান পার্টির সত্যিকারের নেতারাও বার বার লড়াই ক'রে অনেক জায়গায় তাদের পরাস্ত করেছিলেন।

য়ু লান॥ কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে জয়টা খুবই সাময়িক হয়েছিল।

শিয়ে॥ যা বলেছেন। কারণ ছ'মাস পরে খোদ তেং শিয়াও-পিংই আক্রান্ত হলেন, দেশজুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে কদর্য কুৎসা রটাতে লাগলেন চার নবনেতা। এবং তৎক্ষণাৎ আমার ছবিটি পুনরায় ঘা খেল। ওঁরা আমাকে তেং-এর দোসর বলে বর্ণনা করতে লাগলেন। লাল ঝাণ্ডা পত্রিকা বললো, হাই শিয়া হচ্ছে দক্ষিণ বিচ্যুতির পথপ্রদর্শক। আমাকে বরখাস্ত করা হোলো হিঁচড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হোলো, তারপর একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আটক করা হোলো। বিচ্ছিন্ন করা হোলো আর কি।

প্রশ্ন॥ বিচ্ছিন্ন করা মানে? জেলে আটক?

কুও তুং-জুইন॥ না, না। জেলের কয়েদির কতকগুলো অধিকার থাকে। সে সকাল বিকেল প্রাঙ্গণে বেড়াতে পারে, তার গায়ে কেউ হাত দিতে পারে না, সে পেটভরে

খেতে পায়, অসুস্থ হলে চিকিৎসা হয়। কিন্তু চার দুর্বৃত্তের বিচ্ছিন্নকরণের প্রক্রিয়ায় ওসব কোনো ছিদ্র নেই। একটি ঘর— ব্যস। রোদে পোয়ানো পর্যন্ত চলবে না।

প্রশ্ন॥ কমরেড শিয়ে, আপনাকে ঘরে বন্দী ক'রে লালরক্ষীরা কী করলো?

শিয়ে॥ প্রতিদিন সকাল দশটায় আসতেন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল নবীন বিপ্লবীরা। আর চলতো জিজ্ঞাসাবাদ। স্বীকার করো তুমি তেং শিয়াও-পিং এর অনুচর, তোমার হাই শিয়া ছবি আসলে চার মহান নেতার বিরুদ্ধে তেং-এর অস্ত্র। এ কথাটা কিছুতেই আমাকে দিয়ে বলাতে পারেনি। এ-ছাড়া আরো অনেক প্রশ্ন: একসঙ্গে বসে ছবিটা দেখার সময়ে তুমি ফিস ফিস ক'রে তেংকে কী বলেছিলে? তেংই বা তোমায় কী কী বলেছিল? তুমি চু এন-লাইকে কী লিখেছিলে? আমি এক নাগাড়ে বলে চলতাম, মনে নেই, মনে নেই, মনে নেই। একটা দাবী ওরা বার বার করেতো, চু এন-লাই-এর কাছে যে চিঠি লিখেছিলে তার কপি দাও। আমি বলতাম, পুড়িয়ে ফেলেছি। এখানে কৌশলটা বুঝলেন?

প্রশ্ন॥ না।

শিয়ে॥ চার দুর্বৃত্তে খুব ভাল ক'রে জানতো চিঠিতে কী আছে, কারণ চেয়ারম্যান মাও চিঠিটা নকল করিয়ে প্রত্যেক পলিটব্যুরো সদস্যের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যদি চিঠির বক্তব্যটা লালরক্ষীদের সামনে বলতাম, তাহলে আমি গোপন কথা ফাঁস করার দায়ে পড়তাম। সে-ফাঁদে আমি পা দিইনি। কিন্তু ক্রমশঃ প্রশ্নগুলো শুনে শুনে আমার মনে হচ্ছিল, ওদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে অসুস্থ প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই। তুমি চু-কে চিঠি লিখলে কেন? কতদিন চেন তাঁকে? শেষ কবে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়? তখন তিনি তোমায় কী বলেছিলেন? ইত্যাদি ইত্যাদি— ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

প্রশ্ন॥ আপনার আর কোনো ছবি ওদের রোষের বলি হয়েছিল?

শিয়ে॥ হ্যাঁ, আমার সব ছবিই বে-আইনী হয়েছিল। শুধু আমার কেন, সবার সব ছবিই "বিষাক্ত আগাছা" আখ্যা পেয়েছিল। তবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আদিপর্বেই আমার ছবি "অকাল বসন্ত" (আর্লি স্প্রিং) প্রচুর গালাগালে ভূষিত হয়েছিল।

প্রশ্ন॥ এখন আপনি কী করছেন?

শিয়ে॥ এখন? চিরদিন যা করতে চেয়েছিলাম এখন আবার তাই করতে পাচ্ছি— চীনের সর্বহারার সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রেরণাময় কাজ। ৬ ই অক্টোবর, ১৯৭৬, চার দুর্বৃত্তের পতন হোলো, প্রধানমন্ত্রী হুয়া কুও-ফেং-এর নেতৃত্বে পার্টি আবার অধ্যক্ষ মাও-থসে-তুং-এর অধীনে পুষ্প বিকশিত করতে শুরু করলো। আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে, চিকিৎসা করিয়ে, স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়ে, পার্টি সোজা আমাকে আবার

ক্যামেরা আর ক্লীগ লাইটের জগতে নিয়ে গেল। এখন আমি যে-ছবিটা করছি তার নাম "মহানদী" (ইট্‌স্ এ গ্রেট রিভার)।

প্রশ্ন ॥ আমাদের সামনে বসে আছেন বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক কমরেড চাং জুই-হুয়া, যাঁর ছবি "শ্বেতকেশ বালিকা" (হোয়াইট-হেয়ার্ড গার্ল) চলচ্চিত্রে খাঁটি চীনা এক ঢং সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা তাঁর অভিজ্ঞতা শুনতে চাই।

চাং জুই-হুয়া ॥ একই, একই অভিজ্ঞতা। কমরেড শিয়ে তিয়ে-লির যা, আমারো তাই। হোয়াইট-হেয়ার্ড গার্লের মতন পুরাতম ও জনপ্রিয় ছবি সম্পর্কে চিয়াং চিং হঠাৎ বললেন, ওটা প্রতিক্রিয়াশীল কারণ ছবির শেষে নায়িকা আবার স্বামীর ঘর করতে গেল কেন? ওর নাকি উচিত ছিল মুক্তিফৌজে যোগদান করা।

য়ু লান। আরেকটা উদ্ভট অভিযোগ ওরা করেছিল— নায়িকার বৃদ্ধ নিরক্ষর পিতা আত্মহত্যা করলো কেন? ওর সংগ্রাম করা উচিত ছিল। এবং চিয়াং চিংদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাধানে যে "হোয়াইট-হেয়ার্ড গার্ল" ব্যালে পিকিঙে সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে বৃদ্ধের চরিত্রটাকে যেনতেন প্রকারেণ জংগী করতে গিয়ে এক হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। বৃদ্ধ হঠাৎ একটা বাঁক তুলে নিয়ে জোতদারকে পেটাতে লাগলো।

চাং জুই-হুয়া ॥ আমার আরেকটি ছবি "অনন্ত অগ্নিপরীক্ষা" (টু লিভ ফর এভার ইন দা ফায়ার)। ছবিটায় য়ু লান ছিলেন নায়িকা, আর চিত্রনাট্য লিখেছিলেন চার দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী কমরেড শিয়া ইয়েন। ছবিটা চিয়াং কাই-শেকের চুংকিং-এর গোপন পার্টি-সংগঠন এবং প্রাণ-হাতের মুঠোয় নিয়ো-চলা কমিউনিস্টদের সম্পর্কে। চার দুর্বৃত্ত ছবিটাকে নিষিদ্ধ করলো এই অভিযোগে, যে শহরের কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ছবি ক'রে আমি বিপ্লবের প্রধান লাইনকেই অস্বীকার করেছি, কেননা অধ্যক্ষ মাও চীনে বিপ্লব এনেছেন গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে, শহরকে কেন্দ্র ক'রে নয়।

প্রশ্ন ॥ সেটা তো রণকৌশল। তাই বলে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে শহরের বিপ্লবীদের বীরত্ব ও আত্মবিসর্জন দেখানো যাবে না?

য়ু লান ॥ সেটা তখন বোঝাবে কে বলুন। বন্দুকের জোরেই সব কিছুর ফয়সলা করছে ওরা। তবে এ-ছবির ওপর আক্রমণের লক্ষ্যও ছিলেন চু এন-লাই।

প্রশ্ন ॥ কিভাবে?

কুও তুং-জুইন ॥ চুং কিঙের গোপন পার্টি সংগঠন গড়েছিলেন চু এন-লাই। পরোক্ষে এ ছবি চু-র প্রশংসা করছে যে।

শিয়ে তিয়ে-লি ॥ তা ছাড়াও চীনের সব চলচ্চিত্রকার চু এন-লাইয়ের কাছে ঋণী। প্রত্যক্ষ সহায়তা ও উপদেশ দিয়ে চু বিপ্লবোত্তর চীনে ডজন ডজন ছবি তৈরীর পথ প্রশস্ত করেছিলেন। ছবিকে আক্রমণ মানেই চু-কে আক্রমণ।

চাং জুই-হুয়া॥। আমরা আরেকটি ছবি "বিপ্লবী পরিবার" (এ রেভোলুশনারি ফ্যামিলি)। সেটাতেও য়ু লান নায়িকা, চিত্রনাট্যকার শিয়া ইয়েন।

কুও তুং-জুইন॥ শিয়া ইয়েন লিখলেই সেটা ওদের চোখে বিষাক্ত লতা হতে বাধ্য। চু ইয়াং আর শিয়া ইয়েন— এ দুজনকে হত্যা করতে পারলেই ওরা খুশী হোতো। তবে চেষ্টার ত্রুটি ওরা করেনি। মারতে মারতে শিয়া ইয়েনের পা ভেঙে দিয়েছে ওরা।

চমকে উঠেছিলাম কথাটা শুনে। শিয়া ইয়েনের মত বিশ্ববন্দিত নাট্যকার ও সাংস্কৃতিক নেতার গায়ে হাত দিয়েছে দুর্বৃত্তরা? তখনো বুঝতে বাকি ছিল, নীতিহীন ট্রট্স্কিবাদী পাতিবুর্জোয়া গুণ্ডামি কতদূর যেতে পারে।

চাং জুই-হুয়া॥ "বিপ্লবী পরিবার" ছবিটা সত্য ঘটনা অবলম্বনে। কমরেড তাও চুর প্রকাশিত স্মৃতিকথা থেকে নেয়া। কমরেড তাও চু কে জানেন নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন॥ হ্যাঁ, পলিটব্যুরো সদস্য। বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা।

চাং॥ হ্যাঁ, পার্টির আদিপর্বের অভিজ্ঞ কমরেড, অধ্যক্ষ মাও-এর সহযোদ্ধা, কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। কিন্তু তাতে কিছু আটকায়নি, তাঁকে মেরে ধরে পাঁচ বছরের জন্য জেলে পুরে দেয় ওরা। তারপর তাঁর স্মৃতিকথা-ভিত্তিক চলচ্চিত্রটি তো নিষিদ্ধ হবেই। চার দুবৃত্ত বললো, ইতিহাস রায় দিয়েছে তাও চু একজন পুঁজিবাদের দালাল, এ ছবি ইতিহাসের রায়কে উল্টে দিতে চাইছে। তবে এখন অবশ্য ইতিহাস রায় দিচ্ছে, তাও চু-ই হচ্ছেন বিপ্লবী আর চার দুর্বৃত্ত প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রী। আরেকটা ছবি করেছিলাম মাও তুনের বিখ্যাত উপন্যাস "লিন-এর দোকান" অবলম্বনে। সেটা নাকি পুঁজিবাদ প্রচার করেছিল। সেটাও শিয়া ইয়েন লিখেছিলেন, এবং য়ু লান তাতে অভিনয় করেছিলেন।

শিয়ে॥ শুনছি আপনারা "নার্মান বেথুন" ছবিটি দেখতে চেয়েছেন, এবং কাল সেটা দেখবেন। সে-ছবিটা নিষিদ্ধ করতে গিয়ে চার দুর্বৃত্ত বলেছিল, এটা চীন জাতির অপমান, কারণ একজন বিদেশীকে চীনাদের ওপরে স্থান দেয়া হয়েছে। বুঝুন। সে বিদেশী হচ্ছেন ডাক্তার নর্মান বেথুন।

চাং॥ ঐ সময়ে কোটনিসকে নিয়ে ছবি করলেও একই কথা বলতো বোধ হয়।

প্রশ্ন॥ তাহলে মা-ৎসে-তুং যে বেথুন সম্পর্কে লিখেছিলেন, তিনিও কি চীনা জনগণকে হেয় করেছিলেন?

কুও তুং-জুইন॥ এ থেকেই বোঝা যায় ওরা মাও-এর অনুগামী কিনা। ওরা যে কথায়-কথায় এর নাম নিত, বোঝাই যাচ্ছে মাও ওদের পক্ষে ছিলেন না।

প্রশ্ন॥ কমরেড চাং জুই-হুয়াকে কি রকম শাস্তি ভোগ করতে হয়?

চাং॥ ওরা তাকে বলতো "জনগণের শাসনে বন্দী"। অর্থাৎ একদল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অতিবামপন্থী যুবকের হাতে চড়চাপড়, লাথিঘুঁষি, গাধার টুপি পরে মিছিলে যাওয়া, আর বাকি সময়টা দশ ফুট বাই দশ ফুট একটা ঘরে ঠায় বসে থাকা। এ রকম চলে সাত বছর।

অনেক জঘন্য অপরাধ ওরা করে গেছে। সেসব এখন পার্টি ও সরকার উদঘাটন করছেন ক্রমশঃ আর চীনের জনগণ ক্রোধে কম্পিত হচ্ছে। প্রথমেই তারা সব পুরোনো ছবি দেখতে চাইছে। আমরাও সবগুলো আবার বিলীজ করেছি। সিনেমাগুলোয় ভিড় আর ধরে না।

য়ু লান॥ যারা এখন যুবক বা কিশোর, তারা তো এসব ছবি আগে দেখেইনি। এখন দেখছে আর বলছে— আমরা এত ছবি করেছিলাম এককালে এবং এত ধরনের ছবি? আমাদের তো বলা হয়েছিল কয়েকটা জঘন্য অপসংস্কৃতির উচ্ছিষ্ট ছাড়া চীনে বিপ্লবের পর আর কিছুই হয়নি।

চাং॥ আমাদের সহকর্মীরা অনেকে দশ বছর পর্যন্ত আটকে ছিলেন। ক্ষয়ক্ষতিটা বড় বেশি হয়ে গেছে।

প্রশ্ন॥ আমরা কমরেড য়ু লানের কথা শুনতে চাই। আপনার জীবনী শুনতে চাই।

য়ু লান॥ আমি হার্বিন প্রদেশের মেয়ে। আমার বয়স যখন ষোলো তখন জাপানিরা ঐ অঞ্চল দখল করে। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি কবে চীনা ফৌজ উল্টে আঘাত হানবে। কিন্তু সে-আঘাত আর আসে না। কুওমিন্টাং-এর সৈন্য শুধুই পিছু হটে। একদিন আমার এক বন্ধু খবর দিল, হার্বিনের পশ্চিমে এক বিচিত্র চীনা ফৌজ এসে হাজির হয়েছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধে তারা জাপানিদের বিধ্বস্ত করছে। আরো কিছুদিন পরে অদৃশ্য কালিতে লেখা এক চিঠি পাই। আয়োডিনে ভেজা তুলো তার ওপর বুলোতে দেখলাম তাতে নির্দেশ দেয়া আছে কোথায় গেলে আমি এক বিপ্লবী নেতার সাক্ষাৎ পাবো যিনি জাপানিদের বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে শেখাবেন। দেখা করলাম। পরে জেনেছি তিনি হচ্ছে কমরেড ইয়াও, যিনি আজ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী দপ্তর-সম্পাদক। তিনিই আমাকে ইয়েনান পাঠালেন, এক যুবক-কর্মীর সঙ্গে। পথে জাপানি প্রহরীদের খানাতল্লাসি ও জিজ্ঞাসাবাদ অতিক্রম ক'রে পায়ে হেঁটে ইয়েনান যাই, এবং ক্রমশঃ আমার শিক্ষা আরম্ভ হয়। বুঝি লালফৌজ কী, বিপ্লব কী, শ্রেণীসংগ্রাম কাকে বলে। শিখলাম চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কী। ১৯৩৯ সাল থেকেই ইয়েনানে ছাত্রাবস্থায় আমি অপেশাদার নাটকের দলে অভিনয় শুরু করি। ১৯৪০ সালে আমাকে পেশাদার দল লু শুন নাট্যসংস্থার সদস্যা করা হয়। মুক্ত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমরা শাশ্বত এবং প্রচার নাটক অভিনয় করতাম। ১৯৪৬ সাল থেকে মুক্তি যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আমাদের লু শুন সংস্থা খাস যুদ্ধক্ষেত্রে নাটক অভিনয় করতে থাকে। আর সেই ৪৬ সালেই হেইলুং কিয়াং মুক্ত হতে সেখানকার কয়লাখনি অঞ্চলের মাঝখানে পার্টি এক ফিল্ম্-স্টুডিও খুলে ফেলে। তখন আমার মাঝে মাঝে ডাক পড়তো চলচ্চিত্রে অভিনয় করার জন্য। এই তো আমার জীবন। আমি আজ যা সব কিছু সব পার্টির জন্য, অধ্যক্ষ মাও-এর জন্য। তাঁরা হাতে ধরে আমাকে অভিনেত্রী বানিয়েছেন।

প্রশ্ন॥ আপনি ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন আপনার অভিনয় নৈপুণ্যে। চার দুর্বৃত্তের জমানায় আপনার কী অবস্থা হয়েছিল।

য়ু লান॥ আমাদের বলা হোতো "চার শয়তানের দোসর"। চার শয়তান মানে চু ইয়াং, শিয়া ইয়েন, তিয়েন হান ও ইয়ান হান-শেন, যাঁরা সেই ইয়েনানের সময় থেকে চীনের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অবিসংবাদী নেতা, মাও এবং চু এন-লাইয়ের আস্থাভাজন, এবং বিপ্লবের পর চীনের শিল্পসাহিত্যের বিস্ময়কর বিকাশের পুরোহিত। ওঁরা হলেন "শয়তান"। তার ওপর চার দুর্বৃত্ত আমার মাথায় আরেক টুপি পরালো।

[চীনা ভাষায় "টুপি পরানো" অর্থ লেবেল আঁটা, যে কোন একটা আখ্যা দেয়া— লেখক।]

আমি নাকি "মার্শালদের চর"। মার্শাল মানে— আমাদের পার্টির সর্বোচ্চ নেতাদের মধ্যে অনেকেই বহু যুদ্ধের নেতৃত্ব ক'রে মার্শাল উপাধি পেয়েছিলেন এককালে। ১৯৬৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিছু সর্বজনমান্য বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা একত্রে লিন পিয়াওর স্বৈরাচারের খোলাখুলি প্রতিবাদ করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মার্শাল ছিলেন, যেমন চেন ই এবং হো লুং। লিন পিয়াও এটাকে "ফেব্রুয়ারি ঘটনা" আখ্যা দেন এবং প্রচণ্ড প্রচার-অভিযান শুরু করেন সারা দেশে। কিন্তু আমার মত অতি অকিঞ্চিৎকর এক পেশাদার অভিনেত্রী যে কি করে অতবড় মার্শালদের চর হলাম সেটা আজো বুঝিনি। হাঁ, ওদের আমি চিনতাম— সেই ইয়েনান থেকেই চিনি। কাউকে কাকা, কাউকে জ্যেঠা ডাকতাম। কেন, আমি তো চেয়ারম্যান মাওকেও কাকা বলতাম। এ তো হবেই। ঘর ছেড়ে পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েরা ইয়েনানে গিয়ে পার্টির নেতাদেরই তো পিতার আসনে বসাতো। সবাই তাই করতো। চার দুর্বৃত্ত পার্টিতে এসেছে অনেক পরে, তাই ওরা পুরোনো পরিবেশ ও সম্পর্কগুলো জানবে কি করে? অথবা, কে জানে, জেনেছে বলেই হয়তো এত ঈর্ষা। কমরেড, আপনি জানতে চেয়েছিলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ইতিবাচক দিকটা কী। আমার বক্তব্য— লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্তকে যে আমরা ধরতে পেরেছি, এটাই একমাত্র ভাল দিক। অর্থাৎ আমাদের চেতনা উচ্চতর স্তরে উঠেছে। আমরা বিপ্লবে এসেছিলাম ছেলেবেলায়। সেই শৈশব এতদিনে কাটলো। শিশুর মতন ভেবে এসেছি আমাদেরপার্টি অজেয়, জয়ের পর জয় হচ্ছে তার স্বাভাবিক জীবন। আজ জেনেছি পার্টির মধ্যে ফ্যাশিস্টরা ঢুকে পড়তে পারে। অতন্দ্র প্রহরার প্রয়োজন এতদিনে বুঝেছি। বিরাট শিক্ষা পেয়েছি।

মা তে-পো॥ কমরেড য়ু লানের কথা সমর্থন করেও বলি, শিক্ষাটা পেয়েছি বড় বেশি ক্ষতির বিনিময়ে। বড় বেশি রক্ত ঝরেছে, বড় বেশি যন্ত্রণা ভোগ করেছি। পুরো দেশটা নির্যাতিত হয়েছে, তবে শিল্পসাহিত্য নির্যাতন ভোগ করেছে সবচেয়ে বেশি। তার মধ্যে আবার চলচ্চিত্রের ওপর এসেছে সর্বাধিক অত্যাচার। চলচ্চিত্রের কর্মীদের পরিবারের ওপরও দশ বছর ধরে ঐ ফ্যাশিস্টরা চাপিয়েছে অনাহার আর লাঞ্ছনা।

অনেকে মরে গেছেন, কমরেড। আমাদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নেতা, সারা-চীন চলচ্চিত্র সংস্থার সভাপতি, পরিচালক ৎসাই চু-শেনকে ওরা চুল ধরে টেনে বার ক'রে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটায়। তারপর কয়েদ করে। তিনি অসুস্থ হলে ডাক্তার ডাকতে দেয় না লালরক্ষীরা। তিনি কয়েদখানায় মারা গেছেন। "আফিমের যুদ্ধ" ছবির পরিচালক চেং জুন-লি ওদের প্রবল প্রহারের ফলে মারা যান।

[আমার মনে পড়লো এতদিন বাদে "আফিমের যুদ্ধ" ছবিটি দিল্লী চলচ্চিত্র-উৎসবে দেখে চমকে উঠেছিলাম তার বলিষ্ঠতায়, ইতিহাস-চেতনায়, গভীর মমত্বে।]

আমাদের সবচেয়ে ভাল চিত্রনাট্যকার চাং হাই-মো, যাঁর লেখা, "লাল ঝাণ্ডার গান" চিত্রনাট্য সারা দেশে বিদ্যুৎ খেলিয়েছিল, তাঁকে ওরা গ্রেপ্তার ক'রে স্রেফ পিটিয়ে মেরে ফেলে। তাঁর অপরাধ, তিনি অপমান সহ্য করতে না পেরে চেঁচিয়ে বলেছিলেন, চিয়াং চিং চলচ্চিত্র-সম্পর্কে কিছু জানেন না।

চাং-জুই-হুয়া॥ আমার ছবি "অকাল বসন্তের" নায়িকা ছিলেন চীনের সবচেয়ে জনপ্রিয়া অভিনেত্রীদের একজন।

য়ু লান॥ জনপ্রিয় অভিনেত্রীদের একজন তিনিই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী।

চাং জুই-হুয়া॥ তাঁর নাম শাং কুয়ান ইয়েন চু। দিনের পর দিন নির্যাতন সইতে সইতে একদিন তিনি ছ'তলা থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করলেন। নামজাদা প্রত্যেক অভিনেতা ও পরিচালককে ওরা এমনভাবে নির্যাতন করে যে মনে হয় খ্যাতি বস্তুটাই ছিল চার দুর্বৃত্তের দুচোখের বিষ। অনেক শিল্পীকে তারা পাঠিয়ে দেয় ক্ষেতে কাজ করতে। কায়িক শ্রম জিনিসটা অবশ্যই ভাল, শিল্পীদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। কিন্তু দীর্ঘ দশ বছর ধরে কোনো পিয়ানোবাদক বা গায়ককে কৃষিতে আটকে রাখলে তার আঙুলেরই বা কী অবস্থা হয়, আর গলাতেই বা কতটুকু সুর বাকি থাকে সেটাই ভাবনার কথা।

মা তে-পা॥ লেখকদের সোজা জানিয়ে দেয়া হয়েছিল, লেখায় অধিকার শুধু প্রকৃত বিপ্লবীরই আছে, এবং চীনের একজন লেখকও প্রকৃত বিপ্লবী নন। সুতরাং লেখার বিষয়বস্তু যাতে বিশুদ্ধ থাকে, সেইজন্য সেটা স্থির করে দেবে পার্টি, অর্থাৎ ঐ চারজন মহাশিল্পী। প্রতিটি চরিত্রকেও তেমনি ওঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশাবলী মেনে তৈরী করতে হবে। অধ্যক্ষ মাও আমাদের শিখিয়েছিলেন, সাহিত্যের উৎস হচ্ছে জনগণ, জনজীবন। কিন্তু চার মহারথীর নববিধানে লেখকের ঘরের বাইরে যাওয়ায় প্রয়োজনই আর রইল না। কাহিনী, চরিত্র— সবই তো পূর্বনির্ধারিত, এখন শুধু কথা সাজিয়ে যাওয়া। তাই যে ক'টা লেখা গত দশ বছরে বেরিয়েছে, সব রক্তশূন্য, অবাস্তব, মিথ্যা এবং জীবনবোধ-বর্জিত। সত্যিকারের লেখকরা অবশ্য কেউ লেখেনই নি, লিখতে দেয়া হয়নি তাদের। চীনের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ৎসাও ইউর লেখার সঙ্গে আপনি অবশ্য পরিচিত?

প্রশ্ন॥ তাঁর নাটকগুলি আমরা রীতিমতন অধ্যয়ন করেছি এককালে।

মা॥ তিনি এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন। শরীর একেবারে ভেঙে গেছে নির্যাতনে। চীনা নাট্যকার য়ুনিয়ন ওরা ভেঙে দেয় এবং সে য়ুনিয়নের কোনো সদস্য নির্যাতন এড়াতে পারেননি। নাট্যকার লাও শে অত্যাচারে প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রশ্ন॥ ঔপন্যাসিক লিউ চিং-এর বইগুলি তো বহু ভাষায় অনূদিত হোতো। তাঁর কী খবর?

মা॥ তিনি অত্যাচারের ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে ১৯৭৮ সালে প্রাণত্যাগ করেছেন। ইয়েনানের কাল থেকে তিনি চীনা লেখকদের আচার্যস্থানীয় ছিলেন, এবং তিনি থাকতেনই শিয়ান জেলায় কৃষকদের মধ্যে। তাঁকে আর কায়িক শ্রম শেখাতে পারেনি চার দুর্বৃত্ত, দু হাতে কৃষিকার্যই তিনি করতেন ১৯৪৯ সাল থেকে। আর লিখতেন।

প্রশ্ন॥ তাঁর "ব্রোঞ্জের প্রাচীর" উপন্যাস পড়ে আমরা প্রেরণা পেয়েছি।

মা॥ তাঁর শেষ বইটা আর শেষ হোলো না। "দ্য বিল্ডার্স" নাম সেটার। এক খণ্ড বেরিয়েছিল। তারপর তাঁকে শিয়ানে কয়েদ করা হয়। দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করার আগেই তিনি চলে গেলেন। তেমনি চু এর-ফু। তাঁর উপন্যাস "শাংহাইয়ে প্রভাত"-কে প্রবল আক্রমণ করে দুর্বৃত্তরা। চাং চুন-চিয়াও বলে, সেটা নাকি লিউ শাও-চির হাতে একটা অস্ত্র যার সাহায্যে চীনে পুঁজিবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। আসলে বইটা শাংহাই-এর জাতীয় বুর্জোয়াদের সমাজতন্ত্রে উত্তরিত করার জটিল সংগ্রামকে চিত্রিত করেছে, এবং এ-কাজের নেতৃত্ব ছিল তৎকালীন মেয়র চেন-ইর হাতে। পরে চেন-ই উপপ্রধানমন্ত্রী এবং বৈদেশিক মন্ত্রী হয়ে পিকিং চলে যান। কিন্তু চেন-ইকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যেই চু এর-ফুকে আক্রমণ করা হয়। চাং চুন-চিয়াও বলে, এ বই নাকি পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণের ওকালতি করেছে।

কুও তুং-জুইন॥ শাংহাই গ্যাস কারখানার এক শ্রমিক, সাং ওয়েই-চুয়ান তাঁর নাম, "ওয়েন হুই বাও" পত্রিকায় "শাংহাইয়ে প্রভাত" বইটিকে প্রশংসা করে এবং চার দুর্বৃত্তের প্রতিবাদ ক'রে এক প্রবন্ধ লেখেন সেই ১৯৬৯ সালে। তিনি লেখেন, বুর্জোয়ার কাছে আত্মসমর্পণ নয়, বইয়ে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর জয়ের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য ছ'বছর ধরে সাং ওয়েই-চুয়ানের নিগ্রহ চলে। ১৯৭৫ সালে তাঁকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়।

মা॥ স্তালিন প্রাইজ বিজয়ী চু লি-পোর "ঝড়" উপন্যাস পড়েছেন বোধহয়। তাঁকে তো বোধহয় পিটিয়ে মেরেই ফেলত। বেঁচে গেছেন কোনোমতে।

প্রশ্ন॥ লং মার্চ নাটকের রচয়িতা চেন চি-তুং?

অনেকে সমস্বরে॥ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ!

কুও তুং-জুইন॥ লং মার্চ নাটক নাকি বিষাক্ত আগাছা।

প্রশ্ন॥ চীন বিপ্লবের সবচেয়ে মহান ঘটনাকে তুলে ধরেছে যে-নাটক, সেটা আগাছা হয় কোন যুক্তিতে?

মা॥ যুক্তি-টুক্তি নেই। এসব আক্রমণ ছিল ওদের ক্ষমতাদখলের প্রস্তুতি। তার জন্যে পার্টির মহান অতীতকে মুছে দেয়ার দরকার ছিল। সিনিয়র নেতাদের কলংকিত করার প্রয়োজন ছিল। লং মার্চ সেই সব নেতাদের গৌরব-কাহিনী বলছে। সুতরাং সে-নাটক চার ফ্যাশিস্টের পথরোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে।

চাং জুই-হুয়া॥ শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও ওদের ছিল একই নীতি— অভিজ্ঞ বিপ্লবী শিল্পীদের খতম করো, তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দাও, মাথা ধুলোয় মিশিয়ে দাও। তখন অনভিজ্ঞ যুবকদের দিয়ে ওরা যা খুশি লেখাতে পারবে। বিষয়বস্তু নির্ধারিত ক'রে দেবে পার্টি— এ ধুয়া ওরা তোলে, কমরেড মা তে-পো একটু আগে বলেছেন। আসলে যুবক লেখকদের ওরা কী কাহিনী লিখতে বলতো জানেন? পার্টির নেতৃত্বের পদে পুঁজিবাদের পথচারীরা চিরদিন ছিল, এখনো আছে— এই হবে সব নাটক, উপন্যাস, কবিতার বিষয়। এই ফর্মুলায় লিখবে তো লেখ, নইলে—!

কমরেড চাং নিজের গলায় ছুরি চালাবার মতন আঙুল চালালেন।

চাং॥ অর্থাৎ পার্টির অভিজ্ঞ নেতাদের কুৎসা রটাও, খোদ পার্টির ইতিহাসটাই নাকচ করো। ঐ চার মহানেতা ছাড়া বিশুদ্ধ নেতা কেউ নেই!

মা তে-পো॥ আবার চলচ্চিত্রের কথায় ফিরে যাচ্ছি। তিন গুরুত্বের গুরুভার তত্ত্ব আগেই শুনেছেন। এবার শুনুন চিয়াং চিং-এর আর এক অবদান— ক্যামেরা কোথায় বসবে তাও তিনি নির্ধারিত ক'রে দিয়েছিলেন!

প্রশ্ন॥ সে কি?

মা॥ নইলে আর বলছি কী? চিয়াং চিং হুকুম দিলেন— ছবির নায়ককে সবসময়ে ক্লোজ-আপে ধরবে আর ভিলেনকে সর্বসময়ে লং শটে। হিরোকে ধরবে নীচু এঙ্গল থেকে আর ভিলেনকে টপ শটে। হিরোর শট সর্বদা হবে সামনে থেকে ফুল ফেস আর ভিলেনকে পাশ থেকে, প্রোফাইলে। নায়কের শট হবে লাল বা সোনালী আলোয় ঝলমলে, আর ভিলেনকে ধরবে নীল বা সবুজ আলোয় যাতে তাকে ভূতের মতন দেখায়।

প্রশ্ন॥ এসব কি প্রলাপ?

মা॥ না। অভিজ্ঞ চলচ্চিত্রকাররা যাতে আর ছবি না করতে পারেন তার সুচতুর সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা। মোটেই প্রলাপ নয়।

প্রশ্ন॥ আচ্ছা, চলচ্চিত্রের কর্মীদের মধ্যে কেউ চার দুর্বৃত্তের সমর্থক ছিলেন? ওদের হয়ে কেউ কাজ করেননি? এইসব দাঙ্গা-মারামারিতে চলচ্চিত্রের কর্মীদের কেউ ছিলেন না?

মা॥ ছিলেন। বিশেষতঃ ইলেকট্রিশিয়ানদের মধ্যে অনেকেই ওদের প্রভাব পড়েন। শুটিং চলছে। হঠাৎ হয়তো একজন ইলেকট্রিশিয়ান ঘোষণা করলেন, আমার প্রশ্ন আছে

এ-দৃশ্য সম্পর্কে। ব্যস, খট খট করে আলো নিভে গেল। শুরু হোলো মিটিং এবং পরিচালকের মুণ্ডপাত। এতে যদি ছবি বন্ধনা হয় তবে অবশ্যই কদিন বাদে লালরক্ষীদের বাহিনী আসবে ঠেঙাতে। তবে বেশির ভাগ পরিচালকই দিনের পর দিন ইলেকট্রিশিয়ানদের হাতে নাজেহাল হয়ে ছবি বন্ধ ক'রে দেন, স্টুডিও সব বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন॥ সেইসব শিল্পী ও কর্মীদের সম্পর্কে আপনারা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

মা॥ ওঁরা আমাদের যা করেছেন, আমরা ওঁদের তা করিনি। আমরা ওদের কাজ করা বন্ধ করিনি, গায়ে হাত দিইনি। তবে তাঁদের আত্মসমালোচনায় উৎসাহিত করছি, পুনঃশিক্ষিত করতে চেষ্টা করছি। কমরেড, আপনি যেকোনো চলচ্চিত্রকারকে প্রশ্ন করবেন, আমরা যা বলেছি সেই সব কথাই শুনবেন। বিরাট দায়িত্ব আমাদের ওপর। সেই চতুর্থ পীপল্‌স্ কংগ্রেসে মাও এবং চু এন-লাই পরিকল্পনা দিয়েছিলেন চার আধুনিকীকরণের— কৃষিতে, কারখানায় প্রতিরক্ষায় এবং বিজ্ঞানে। লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত সেটাকে রূপায়িত করতে দেয়নি। আজ কমরেড হুয়া কুও-ফেং-এর নেতৃত্বে পার্টি আবার ফিরে গেছে আধুনিকীকরণের সেই বিশাল পরিকল্পনায়। সেখানে আমাদেরও শামিল হতে হবে। কিন্তু সমস্যা এই, যথেষ্ট সংখ্যায় ভাল ছবি করার ক্ষমতা আমাদেরও আর নেই। চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা তৈরী হয়নি দশ বছর। পিকিং চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউট তো বন্ধ ক'রে দিয়েছিল চার দুর্বৃত্ত। ভাঙচুর মারধোর ক'রে ওরা মরুভূমি রেখে গেছে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। খুব দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

প্রশ্ন॥ সভা ভঙ্গ হবার আগে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর পাওনা আছে। চু ইয়াং, তিয়েন হান, শিয়া ইয়েন এবং ইয়াং হান-শেনের ওপর কি ধরনের আক্রমণ চালায় ওরা? আমি প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের কেউ বলেছিলেন, পরে বলবেন।

মা॥ হাঁ, আমি বলেছিলাম। আপনার অকপটে সব বলছি, কারণ আপনাদের দেশেও বার বার অতি বামপন্থী ঝোঁক মাথা চাড়া দিয়েছে এবং দেবে। কমরেড, ওরা সংস্কৃতির শত্রু, নাৎসিদের চেয়ে ওরা মোটেই উন্নত জীব নয়। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ওরা ফ্যাশিস্ত গুণ্ডাদের মতনই জানোয়ার। চীনের বিপ্লবী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সংগঠক চু ইয়াংকে ধরে ওরা অর্ধেক মাথা কামিয়ে দেয় এবং দিনের পর দিন রাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে তাঁর তথাকথিত অপরাধের ফিরিস্তি শোনায় এবং মারে। তারপর তাঁকে কয়েদ করে। ১৯৭৫ সালে স্বয়ং অধ্যক্ষ মাও ৎসে-তুং নির্দেশ দেন, এই মুহূর্তে চু ইয়াংকে মুক্তি দেয়া হোক। চার দুর্বৃত্ত কর্ণপাত করেনি। তবে চু ইয়াং ভেঙে পড়ার পাত্র নন। বর্তমানে তিনি সমাজ-বিজ্ঞান অ্যাকাদেমির চেয়ারম্যান।

প্রশ্ন॥ তাঁর বিরুদ্ধে চার দুর্বৃত্তের নানা অভিযোগের মধ্যে একটা ছিল— তিনি নাকি এক সময়ে লু শুনের বিরোধী করেছিলেন?

• চাং॥ সেই ১৯৩০ সালে শাংহাইয়ে বামপন্থী লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার সময়ে লু শুন এবং চু ইয়াং একত্রে কাজ করছিলেন। নিশ্চয়ই একাধিক ব্যাপারে তাঁদের মতদ্বৈধতা হয়েছিল। হতে বাধ্য। চু ইয়াং ছিলেন সংঘের মধ্যে পার্টির প্রতিনিধি। লু শুনের সঙ্গে তাঁর তর্কও হোতো, আবার গভীর সমমর্মিতাও ছিল। চু ইয়াং তখন চু চি-ইং ছদ্মনামে লিখতেন বামপন্থী "পেই তৌ" পত্রিকায়।

মা॥ এখানে উল্লেখযোগ্য, চু ইয়াং পরে এই পত্রিকার সম্পাদক হন। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী সম্পাদক কে ছিলেন জানেন? ইয়াও পেং-ৎসে। চার দুর্বৃত্তের এক দুর্বৃত্ত ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান হচ্ছে পৌ-ৎসের পুত্র।

চাং। পেই তৌ পত্রিকায় চু ইয়াং লু শুন সম্পর্কে অনেক লিখেছেন, কোথাও লু শুনকে অপমান করা হয়নি। তীক্ষ্ণ সমালোচনাকালেও লু শুনকে যোগ্য সম্মান দিতেন চু ইয়াং।

প্রশ্ন॥ কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আরেক অভিযোগ ছিল তিনি নাকি পার্টি বিরোধী ওয়াং মিং-এর সহযোগী ছিলেন?

চাং॥ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ১৯৩৯ সালে তিনি গোপনে ইয়েনান চলে আসেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বয়ং মাও ৎসে-তুং তাঁকে লু শুন আকাদেমির ডীন ক'রে দেন। ওয়াং মিং-এর সহযোগী হলে এক কি ক'রে সম্ভব হোতো? ১৯৪৯ সালে চু ইয়াং হ'ন প্রচারমন্ত্রী, এবং সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের সম্পাদক। কি ক'রে হলেন? কারণ চেয়ারম্যান মাও-এর শিল্পসাহিত্য-সংক্রান্ত ইয়েনান-ভাষণকে কার্যকরী করার পেছনে চু ইয়াং-এর অক্লান্ত পরিশ্রম রয়েছে, শিল্পীসাহিত্যিকদের জনতার মাঝে নিয়ে যাওয়ার বিরাট কাজটা মূলতঃ চু ইয়াং করেন। সেই জন্যেই ১৯৫৬ সালে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন।

প্রশ্ন॥ পঞ্চাশের দশকে শিল্পসাহিত্যে দক্ষিণপন্থী ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি কি কিছু অত্যাচার করেন?

চাং॥ সেটা চিয়াং চিংদের রটনা এবং তাদের মুখ থেকে অত্যাচারের নিন্দা শুনলে হাসি পায়। পঞ্চাশের দশকে কোনো জুলুম-জবরদস্তি ছিল না।

প্রশ্ন॥ হংকঙের বামপন্থী পত্রিকা "সেভেন্টীজ"-এ চি শিনের মতন প্রগতিশীল লেখক লিখেছেন, চু ইয়াং নাকি স্তালিনোত্তর সোভিয়েত সাহিত্যের সমর্থক এবং উপাসক ছিলেন। তিনি নাকি চাইছিলেন চীনে ইয়েভতুশেংকোর মতন অবক্ষয়ের কবি তৈরী হোক।

মা॥ একথা আমাদের তো কখনো মনে হয়নি। এ গুজবের মূল হচ্ছে শুধুএই-চু ইয়াং তলস্তই এবং তুর্গেনেভের মহৎ রুশ রচনাবলী চীনাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তিনি চিরায়ত রুশ সাহিত্যের একজন অনুরাগী।

প্রশ্ন॥ চু ইয়াং-এর "মার্কসবাদ ও শিল্পসাহিত্য" বইটি আমাদের মতে এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। সেটা—

মা॥ হ্যাঁ, যা ভাবছেন তাই। সেটা নিষিদ্ধ ছিল। বিষাক্ত আগাছা যে!

প্রশ্ন॥ শিয়া ইয়েনের পা ভেঙে দিয়েছে মেরে, এটা জানলাম। ইয়াং হান-শেন এবং তিয়েন হানের কী হয়েছে?

মা॥ ইয়াং হান-শেন অত্যাচারে প্রায় অথর্ব হয়ে গেছেন। আর তিয়েন হান ছিলেন বহুমূত্রের রুগী। তাঁকে সারাদিন রাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো। অকথ্য সব লাঞ্ছনা। তারপর কয়েদখানায় নির্যাতনের ফলে তিয়েন হানের মৃত্যু হয়।

বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধ যন্ত্রণা, একটা চাপা ক্রোধকে কোনোমতে সংযত ক'রে ভারি কোট এবং পশুলোমের টুপি পরতে লাগলাম। পথে বেরুতে হবে, সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, পিকিং-এর তাপমাত্রা শূন্যের চেয়ে চার ডিগ্রী নীচে। চার দুর্বৃত্ত বড় কথা নয়, নয় অতিবামদের কালাপাহাড়ি কাণ্ড। বড় কথা হচ্ছে এই, চীনের মহান পার্টি এবং শিল্পীরা অবশেষে জয়লাভ করেছেন।

জাগরণ

পিকিং-এর রাস্তাগুলোর একটা অনন্যতা আছে। দু পাশে ঋজু পপলার গাছের সারি। প্রশস্ত রাজপথে ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির ধাক্কাধাক্কি নেই। মাঝে মাঝে চীনে তৈরী সুদৃশ্য এবং বৃহৎ মোটরগাড়ি "শাংহাই" এবং "লাল ঝাণ্ডা" ছুটে যাচ্ছে। সহস্র সাইকেল, ট্রলিবাস, মোটরবাস। বিশ্বের বৃহত্তম স্কোয়ার তিয়েন-আন-মেনে মার্ক্স, এঙ্গেল্স্, লেনিন, স্তালিন এবং মাও ৎসে-তুং-এর ছবি।

কিন্তু শহরের চরিত্র ফোটে তার মানুষের মধ্যে, প্রাণহীন অট্টালিকায় নয়। পিকিং-এর মানুষ লণ্ডনের নয়, নয় মস্কোর। সে একান্তভাবে পিকিং-এর। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় কোথাও এমন মানুষ সৃষ্টি হয়নি, এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। বিশ্বের সবকিছু জানবার এমন আগ্রহ কোথাও নেই। রাজনীতির এমন স্থান কোথাও এভাবে ছড়িয়ে যায়নি সমাজের আনাচে-কানাচে। এত তর্ক কোনো দেশে শুনিনি, এত রকমের চিন্তা কোথাও পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বে মাতেনি। পিকিং-এর গণতন্ত্র-প্রাচীরে মাইল-জোড়া নানা পোস্টারে সারা পৃথিবী আলোচিত, চীনের যাবতীয় সমস্যা বিজ্ঞাপিত, দ্বিমত এবং প্রতিবাদ বিধৃত। সহস্র সহস্র মানুষ সেগুলো পড়ছে, নোট নিচ্ছে আর তর্ক করছে। সে-প্রাচীরে সোভিয়েতের সাম্প্রতিক কার্যকলাপের সমালোচনা আছে, ইউনান প্রদেশে বাসস্থান যে অপ্রতুল তাও আছে, সরকারের কঠোরতম সমালোচনা আছে। "মানবিক অধিকার সমিতি" নামে কোনো সংস্থা বলছে, চীনে আরো বেশি গণতন্ত্র চাই, বিরোধী পার্টি প্রতিষ্ঠার অধিকার চাই। পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা জবাব লিখে গেছে, "বিরোধী পার্টি মানে কার বিরোধী? শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধী। অর্থাৎ পুঁজিবাদী পার্টি!" শুনেছি আমরা পৌঁছুবার সাত দিন আগেও একটি পোস্টার

ছিল, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীন-সোভিয়েত এক হও।" তারপর দু শ' চীনা অক্ষর সম্বলিত এক প্রবন্ধ। তার জবাব এসেছিল পিকিং রাজমিস্ত্রী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে : "সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর হিংস্রতম শত্রু, কারণ সে সর্বাধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। যে পরে আসে তাকে যুদ্ধ করে কেড়ে নিতে হয় বাজার। বাজার ইতিমধ্যে ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীরা। সোভিয়েতকে সুতরাং যুদ্ধ করেই ঢুকতে হবে সেই বাজারে। তাই সোভিয়েতই বর্তমানে বিশ্বশান্তির সবচেয়ে বড় বিপদ।" কামপুচিয়ার পরিস্থিতির ওপর দীর্ঘ প্রবন্ধ দেখলাম। আর তার পাশে এক মা ছোট্ট একটি পোস্টারে লিখে গেছেন, "আমার ছেলের শিক্ষাদীক্ষা কিছুই হোলো না ইস্কুলে লালরক্ষীদের তাণ্ডবের ফলে, সে হাবভাবে লুম্পেন হয়ে গেছে। চার দুর্বৃত্ত এর কী জবাব দেবে?"

চার আধুনিকীকরণের পরিকল্পনার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এবং বিপরীত মতে প্রাচীরের একাংশ ঢাকা পড়ে গেছে। শ্রমিকরা কারখানা আধুনিকীকরণের নানা উপায় বলছেন, মূল পরিকল্পনার কঠোর সমালোচনা করছেন— এমন কি উৎপাদন-বৃদ্ধির ওপর যেন একপেশে জোর না পড়ে যায়, ভোগবাদী মনোভাব যেন গড়ে না ওঠে, শ্রেণীসংগ্রামও যেন সমান গুরুত্ব পায়, এই সর্তকবাণীও উচ্চারণ করেছে দুটি পোস্টার।

সোভিয়েত দেশে এবং পূর্ব য়ুরোপে তথাকথিত অসন্তুষ্টরা বুদ্ধিজীবীর সর্বোচ্চ স্তর থেকে এসেছেন। তাঁরা লেখক, কবি, বৈজ্ঞানিক, গণিতবিদ। জনতা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। শ্রমিক-কৃষক তাঁদের নানা 'বিদ্রোহী' কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন। তাঁরা হাসাহাসি করেন সলজেনিটসিনের ডিগবাজি দেখে। কিন্তু অন্যপক্ষে ক্রমশঃ একটা অসহ্য নীরবতা গড়ে উঠেছে সোভিয়েত দেশে, একটা অনীহা গ্রাস করেছে শ্রমিক-শ্রেণীকে, জগৎ সম্পর্কে রাজনীতি-সম্পর্কে একটা শোচনীয় বিদ্রূপাত্মক মনোভাব গড়ে উঠেছে লেনিন-স্তালিনের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, যা সমাজতন্ত্র তথা সর্বহারা এক নায়কত্বের সর্বনাশ স্বরূপ। কমরেড স্তালিনের হাতে সর্বহারা একনায়কত্ব বহু চমকপ্রদ পরীক্ষা ও সাফল্যের খতিয়ান রেখে গেছে। কিন্তু ১৯৩৪ সালে কিরভ-হত্যার পর, সোভিয়েতের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত ছড়িয়ে যাওয়ার পর, স্তালিন বাধ্য হয়েছিলেন লাল সন্ত্রাস জারি করতে, নইলে সোভিয়েত টিক্‌তো না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিরা গুঁড়িয়ে দিত পৃথিবীর একমাত্র শ্রমিক রাষ্ট্রকে। অথচ ঐ সন্ত্রাসের কাল থেকেই নূতন সব সমস্যার উদ্ভব হোলো সর্বহারার সরকারের সামনে, পার্টির সামনে। মার্ক্‌স্ সেই পারি কমিউনের শিক্ষা গ্রহণ ক'রে অমোঘ তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন যে সর্বহারার একনায়কত্ব ব্যতীত পরাজিত হিংস্র বুর্জোয়াকে দমন করার কোনো উপায় নেই। পঁচিশ হাজার ফরাসী শ্রমিকবীরের শবদেহ মার্ক্‌স-এর সাক্ষী। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্ব ঠিক কী কী ব্যবস্থা নেবে, সন্ত্রাসের জবাবে কি ধরণের সন্ত্রাস চালাবে, শত্রুকে দমন ক'রে

কি ক'রে শ্রমিকদের গণতন্ত্রকে প্রসারিত করবে, এসব হাতে-কলমে করার জিনিস, ঠেকে শেখারও বিষয়, কেননা মানুষের কয়েক সহস্র বছরের ইতিহাসে এই চমকপ্রদ নূতন সমাজ গড়ার কোনো নজির নেই, মডেল নেই, দৃষ্টান্ত নেই। লেনিন এবং রোজা লুকসেমবুর্গের তর্ক হয়েছিল শ্রমিকরাষ্ট্রে একটিই পার্টি থাকবে, না একাধিক। স্তালিন-ট্রট্স্কি বিতর্কের এক বৃহদাংশ জুড়ে আছে একনায়কত্ব ও শ্রমিক-গণতন্ত্রের ডায়ালেকটিক্যাল সম্পর্ক। স্তালিন চালিয়েছেন প্রথম ও বৃহত্তম পরীক্ষা। পূর্ব য়ুরোপে নয়া গণতন্ত্রের তত্ত্বে আরেক পরীক্ষা। চীনে চেয়ারম্যান মাও-এর নেতৃত্বে জনগণতন্ত্রের আরেক বিস্ময়কর অধ্যায়। মানব-ইতিহাসের কয়েক সহস্র বৎসরের পাশে কতটা সময় পেয়েছে ফলিত মার্ক্সবাদ? সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিষ্টভোজী কিছু ভাড়াটে লেখক ইতিমধ্যে রব তুলেছে, মার্ক্সবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কোনো কোনো আন্তরিক শ্রমিকদরদী হতাশও হয়ে পড়েন মাঝে মাঝে। আমার কাছে কিন্তু মার্ক্সবাদের এই বিভিন্ন প্রয়োগ এক শ্বাসরোধ-করা উত্তেজনা, শ্রমিক-শাসনের এই নানা রূপ এক অনন্ত বিস্ময়। পুরো মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হচ্ছে বিশ্বজোড়া এক গবেষণাগারে। এ পরীক্ষার প্রতিটি ধাপ, প্রতিটি সাফল্য, প্রতিটি ব্যর্থতা এক মহত্তম স্বপ্নে ভূষিত। এর চেয়ে প্রেরণাময় আর কী হতে পারে?

তাই পিকিং-এর জনগণকে দেখে মার্কসবাদের সর্বাধুনিক সফল পরীক্ষাটি দেখেছি। এখানে যত তর্ক, যত দ্বন্দ্ব, যত আলোচনা, সবই শ্রমিক-কৃষক করছে। এখানে স্বপ্নচূড়ায় ধ্যানমগ্ন ইন্টেলেকচুয়ালের বেদনাবিলাসের অস্তিত্ব নেই। এখানে অসন্তোষ, প্রতিবাদ, বিদ্রোহ— সবই শ্রমিক-কৃষকের। এবং তা স্পষ্ট, সোচ্চার, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়। সর্বহারা একনায়কত্বে সর্বহারা গর্বিত এবং মুখর।

তবে গত দশ বছর চার দুর্বৃত্ত কি ক'রে টুটি টিপে ধরেছিল শ্রমিক-কৃষকদের? ফ্যাশিস্তরা কি ক'রে সর্বহারা একনায়কত্বের পরিসরের মধ্যে ক্ষমতাদখলের ষড়যন্ত্র করতে পারে? তার মানে সর্বহারার একনায়কত্বের আরেকটি দিক উন্মোচিত হ'ল, আরেক বিপদ উদঘাটিত হোল। এর মশগি বা কম কিসে? কমরেড স্তালিন ট্রট্স্কি ও ট্রট্স্কিবাদীদের শক্তি চূর্ণ ক'রে দিয়েছিলেন, নইলে সোভিয়েত ইউনিয়নের চার দুর্বৃত্তকেই দেখতাম ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েত, কামেনেভ ও রাডেকের চেহারায়। অর্থাৎ চীনের অত্যাশ্চর্য পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সব জিজ্ঞাসার ইতি ঘটেনি, সব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। লাল সন্ত্রাসে এড়িয়ে গিয়ে চীন অন্য সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিশুদ্ধ সাফল্য নামে কিছু ভাববাদী চিন্তায় থাকতে পারে, বস্তুবাদী চিন্তায় থাকে না। সাফল্যের সঙ্গে রয়েছে ব্যর্থতা— প্রেরণাময় ব্যর্থতা। সর্বহারা একনায়কত্বের আরেক পরিচ্ছেদ লিখিত হোলো। মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তা মানবজাতিকে এগিয়ে নিয়ে গেল বহু বছর। তার দুর্বৃত্তের আঘাত এই অগ্রসরকে আরো দ্রুততর করবে। ব্যর্থতা ভবিষ্যৎ সাফল্যকে কাছে এনে দেয়। অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় ঐশ্বর্য আর নেই।

কিন্তু সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কোনো ইতিবাচক দিক নেই, এও কি সম্ভব? শিল্পীদের ওপর প্রবল নির্যাতন হয়েছে। তাই তাঁরা হয়তো দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টি সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলেছেন।

অভিজ্ঞ পুরাতন পার্টি-সদস্য এবং সাংবাদিক কমরেড ওয়াং চেং-শু-র সঙ্গে কথা হচ্ছিল ওয়াংফুজিং সড়কে গণতন্ত্র-প্রাচীরের সামনে। সেখানে সহস্র শ্রমিকের উত্তেজিত আলোচনা শুনতে শুনতে বলি, "এটা কি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দান নয়? রাষ্ট্র-সম্পর্কিত সব বিষয়ে শ্রমিকদের এই ঔৎসুক্য এবং অংশগ্রহণ— এটা কি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সৃষ্টি নয়?"

কমরেড ওয়াং সর্বসময়ে হাসেন, ধূমপান করেন অত্যন্ত বেশি, ইংরাজি এবং ফরাসী দুই ভাষাতেই অনর্গল কথা ক'ন। হেসে বললেন, "অবশ্য এটা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটা বিরাট জয়। চীনের মানুষ, বিশেষতঃ কৃষক, রা কাড়তো না এককালে। বোধকরি ভারতীয় কৃষকের মতনই সে নিজের জমি, নিজের কাজ এবং নিজের পরিবার-পালনে ব্যস্ত। আজ সে বুঝেছে রাষ্ট্র এবং পার্টির প্রতিটি কার্য, প্রতিটি পরিকল্পনা, প্রতিটি ভুলভ্রান্তিতে তারও সমান দায়িত্ব। সে দিনরাত পড়ছে, জানতে চাইছে, এবং সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় সে প্রশ্ন তুলছে, তর্ক করছে।"

আমি বললাম, "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যান্য ইতিবাচক দিকের কথা বলুন, জয়ের কথা বলুন।"

কমরেড ওয়াং কথা শুনে হাসলেন কিছুক্ষণ। "চার দুর্বৃত্ত এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে যে ইতিবাচক দিকগুলো মানুষের চোখ থেকে সরে গেছে। তবে বলা যায়, ধরুন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও, কিছু কাজ হয়েছে যা সম্পূর্ণ নূতন। একেবারে জনগণের গভীরে— গ্রাসরুট লেভেলে— নাটক-গান-নৃত্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বেশ এগুচ্ছিল। জনতার কাছে চিকিৎসা ও ওষুধ পৌঁছে দেয়ার জন্য নগ্নপদ ডাক্তারদের আন্দোলন একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। শহরকেন্দ্রিক ডাক্তারির ইতি ঘটিয়ে দিয়েছে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। শিক্ষাক্ষেত্রে যদিচ চার দুর্বৃত্তের অনুচরদের গুণ্ডামি একেবারে চরমে উঠেছিল, তবু বিশুদ্ধ কেতাবী শিক্ষার রূপান্তরও ঘটেছে। হাতে-কলমে মেহনত এবং কেতাবী জ্ঞানের মিলন ঘটেছে— তার ভিত্তি অন্ততঃ দৃঢ়ভাবে তৈরী হয়ে গেছে। তত্ত্বগত বিদ্যা এবং কারখানা-কৃষিতে গতরে-খাটা একাত্ম হয়েছে। এখন চীনে আর বিশুদ্ধ স্বপ্নদেখা শীর্ণ বুদ্ধিজীবীও নেই, অন্যপক্ষে শ্রমক্লান্ত মাথামোটা বিদ্যাবিমুখ মজুদরও নেই। এটা কি হেলার বস্তু? তারপর আমি বলবো পার্টি এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কটা অনেক উচ্চ পর্যায়ে উঠছে। পার্টি জনগণের গভীরে ঢুকে গেছে। আগে যাই বলুন না কেন, জনগণ আমাদের যে শ্রদ্ধা করতো তার মধ্যে একটা অজানা ভয়ের রেশ ছিল। পার্টি মুক্তিদাতা বটে, কিন্তু বাপু, ওদের রীতি-নীতি আচরণ সবই কেমন মিলিটারি— এরকম ছিল বৃহত্তর কৃষক-জনতার

কথা। কী যেন নিজেদের মধ্যে গুজ গুজ করে, একজন হঠাৎ জনগণের শত্রু বলে বিকৃত হয়, আবার সবাই চুপিচুপি কী সিদ্ধান্ত নেয়, আবার হঠাৎ সবাই মিটিং থেকে বেরিয়ে এসে তারস্বরে নূতন লাইন ঘোষণা করতে থাকে। এরা আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ভোল পাল্টে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু ওদের রাজনীতিটা গোপন ব্যাপার, আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব পার্টির এই সংকীর্ণতা ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে। পার্টি যে সকলের অতি নিকট আত্মীয়, এটা প্রতিষ্ঠিত করেছে। পার্টির ভেতরকার সংগ্রামকে বাইরে এনে অধ্যক্ষ মাও জনগণকে শিখিয়েছেন, সেটাও শ্রেণীসংগ্রামেরই প্রতিফলন, শ্রেণীসংগ্রামের অংশ। চুপিসারের আর কোনো অবকাশ চীনে নেই। পার্টি এখন জনগণের কঠোর সমালোচনার পাত্র, আবার প্রশংসারও বটে। পার্টি এখন অকপট, নির্ভীক। সুদূরতম গ্রামাঞ্চলেও এখন পার্টির সদস্যরা মানুষকে কঠোর সমালোচনা করতে শিখিয়ে, পার্টির প্রতিটি খুঁটিনাটির ওপর মত প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ ক'রে, সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছেন। পার্টি এখন প্রকৃতই জনতার আস্থাভাজন। তবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বৃহত্তম জয় হচ্ছে চীনের সর্বসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাকে ব্যাপক, বিস্তৃত ও গভীর ক'রে তোলা। নইলে চার দুর্বৃত্ত কি এত সহজে ধরা পড়তো নাকি? তাদের শক্তি চূর্ণ করেছে কে। জনগণ। ১৯৭৬ সালের ৫ ই এপ্রিল পিকিং-এর তিয়েন-আন-মেনের ঘটনাই সারা চীনে দাবানল জ্বাললো। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে চীনে অমন ঘটনার কথা ভাবাই যায় না।"

আমি সে-ঘটনা সম্পর্কে বিশদ জানতে চাইলে কমরেড ওয়াং আমাদের নিয়ে গেলেন তিয়েন-আন-মেন। সেখানে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে কমরেড ওয়াং যা বলেছিলেন তা এখানে যথাসম্ভব তাঁর কথায় লিপিবদ্ধ করছি।

প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই-এর মৃত্যু হয় ৮ ই জানুয়ারি, ১৯৭৬। সারা দেশের মানুষ চীনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাকুল হয়ে ওঠেন। চার দুর্বৃত্তের অত্যাচার তখন জনগণের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যে-ব্যক্তি সরকারের হাল ধরে আছেন বলে মানুষ মুখ বুঁজে ছিল, সেই চু এন-লাই চলে গেছেন। এই সময়ে চার দুর্বৃত্ত হুকুম জারি করলো, কেউ শোকসূচক কালো বাহুবন্ধ পরতে পারবে না, কেউ ফুল দিতে পারবে না চু-র শবদেহে, কোথাও কোনো শোকসভা করা চলবে না। পরদিনই কালো পট্টি উঠলো অগণিত মানুষের বাহুতে, শাদা ফুলে ভরে গেল তিয়েন-আন-মেনে জনতার বীরদের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিসৌধের পাদমূল। সেখানে বিশাল সমাবেশে নানা শ্রমিক-কৃষক স্বরচিত কবিতা পাঠ ক'রে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শোকসভা অনুষ্ঠিত করলো।

মার্চ মাসে হঠাৎ শাং-হাই-এর ওয়েন হুই বাও পত্রিকায় চু এন-লাই-এর নিন্দাসূচক দু-দুটি প্রবন্ধ লেখে চার দুর্বৃত্তের সহযোগীরা। জবাবে এক বিরাট জনতা পত্রিকার দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। নানকিঙের কারা যেন প্রাচীরপত্র সেঁটে দিল : "চীনের

পার্টি, সরকার এবং ফৌজের নেতৃত্ব যেন ক্রুশ্চভসদৃশ সুবিধাবাদীদের হাতে না যায়, সেজন্য জনগণ সংগ্রাম করুন!" তার পরই পিকিঙ ভরে যায় প্রাচীরপত্রে। ৩০ শে মার্চ তিয়েন-আন-মেনে স্মৃতি-সৌধের গায়ে দেখা দেয় একটি প্রাচীরপত্র যাতে চু এন-লাই-এর জয়গান ক'রে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় চার দুর্বৃত্তকে। চার দুর্বৃত্ত তৎক্ষণাৎ তিয়েন-আন-মেনে সভাসমাবেশ নিষিদ্ধ ক'রে এক আদেশ জারি করে। কিন্তু বন্যা ঠেকাতে তারা পারেনি। স্বতঃস্ফূর্ত এক অভ্যুত্থানের মতন লক্ষ লক্ষ মানুষ মিছিল ক'রে আসতে থাকে তিয়েন-আন-মেনে। সেখানে "আন্তর্জাতিক" গাওয়া হয়, কবিতা পাঠ হতে থাকে, চু এন-লাই-এর নামে রাষ্ট্ররক্ষার শপথ নেয়া হতে থাকে, প্রাচীরপত্রে ভরে যায় সৌধ। এরকম দিনের পর দিন। ৪ ঠা এপ্রিল পড়ে চিংমিং উৎসব, যেদিন চীনারা পূর্বপুরুষকে স্মরণ করেন। সেদিন তিয়েন-আন-মেনের সমাবেশ জনসমুদ্রের আকার নেয়। চার দুর্বৃত্ত রীতিমত শংকিত হয়ে চিংমিং উৎসবকে প্রাচীন জঘন্য ফিউদাল আচার আখ্যা দিয়ে এক হুকুম দেয় বেতারে ও টেলিভিশনে : কেউ যাবে না তিয়েন-আন-মেনে। কিন্তু জনসমুদ্রে আরো উত্তাল হতে থাকে। গ্রামাঞ্চল থেকে কমিউন-সদস্যরা এসে পৌছুতে শুরু করেন কাতারে কাতারে। এবং একটি বৃহৎ প্রাচীরপত্র ওঠে সৌধের চূড়ায় : "এই দানবরা যদি বিষাক্ত আগুন উদগার করে তবে জনগণ তাদের পরাজিত করবে।"

এই বিস্ময়কর জাগরণ দেখে পীপল্‌স ডেইলি পত্রিকার দপ্তরে ওয়াং হুং-ওয়েন চেঁচিয়ে বলে, "প্রতিবিপ্লবীরা জনমত গড়ছে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য।" তারপর সে টেলিফোন করে জাতীয় নিরাপত্তা দপ্তরে। ফোনে তার কথাবার্তারও পূর্ণ বয়ান থেকে গেছে, কেননা পীপল্‌স্ ডেইলির দপ্তরে তখন বহু কর্মচারী দাঁড়িয়ে শুনছেন তার আস্ফালন, "এখনো ঘুমোচ্ছেন? আমি এখুনি তিয়েন-আন-মেন গিয়েছিলাম। আপনারা ঐ প্রতিক্রিয়াশীল কবিতাগুলোর ছবি নিয়েছেন? এখনো নেননি? তাহলে মামলা করা হবে কি ক'রে?"

তখন চাং চুন-চিয়াও ফোন কেড়ে নিয়ে চেঁচিয়ে বলে, "শাদা পোষাকে বাহিনী পাঠান, তারা যেন ভীড়ে মিশে সব শোনে।"

জাতীয় নিরাপত্তা দপ্তরে তখুনি বিশেষ সভা বসে এবং তিন হাজারের এক বাহিনী তৈরী হয়। ৪ঠা এপ্রিল রাত গভীর হতে তারা তিয়েন-আন-মেন যায় এবং সব ফুল, প্রাচীরপত্র ও পতাকা সরিয়ে ফেলে। মধ্যরাত্রে দেড়শত গ্রেপ্তার হয় নানা শ্রমিক-অঞ্চলে।

৫ই এপ্রিল ভোর থেকে যথারীতি মিছিলের পর মিছিল আসতে থাকে তিয়েন-আন-মেনে, এসে দেখে প্রহরীদের তিনটে বৃত্ত ঘিরে রেখেছে স্মৃতিসৌধ, কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না। উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আওয়াজ উঠতে থাকে, "বন্দী

সাথীদের ফিরিয়ে দাও।" "কুল ফিরিয়ে দাও।" এমন সময়ে মজদুরের পোষাক-পরা একটা লোক হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, "চু এন-লাই হচ্ছে পুঁজিবাদের প্রধান দালাল!" ক্রোধোন্মত্ত জনতা লোকটিকে তাড়া করে। সে ছুটে যায় গণভবনের দিকে (গ্রেট হল অফ দা পীপল্) এবং গণভবনের সামনে সে জনতার হাতে ধরা পড়ে। এই সময়ে একটি পুলিশের গাড়ি এসে পড়ে এবং তা থেকে জনতাকে সতর্ক করা হয় যে তারা বে-আইনীভাবে গণভবনের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করেছে, যার ফল হবে খারাপ।

তিয়েন-আন-মেনের উত্তরে তখন একটি পুলিশের গাড়ি থেকে বলা হচ্ছিল, "স্মৃতিসভা শেষ হয়ে গেছে, সকলে এ স্থান ত্যাগ করুন। শ্রেণীশত্রুরা অন্তর্ঘাত চালাচ্ছে, সাবধানে থাকুন।" উত্তেজিত জনতা গাড়িটি উল্টে দিয়ে চুরমার করে। তেমনি দক্ষিণ-পূর্বদিকের একটি দ্বিতল গৃহ ঘেরাও হয় জনতার হাতে, কারণ সে-বাড়ি থেকেই পুলিশের তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। এবং সে-বাড়ির সামনে দাঁড়ানো পুলিশ অধিকর্তার একটি গাড়ি ভস্মীভূত হয়। বেলা তিনটে নাগাদ একটি বাস আসে প্রহরীদের জন্য খাদ্য নিয়ে, এটিতেও আগুন লাগানো হয়। সর্বোপরি বিকেল পাঁচটায় ঐ দ্বিতল গৃহটি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে।

সন্ধ্যে সাতটায় জাতীয় নিরাপত্তা দপ্তরে হুকুম লেখা হয়— সেই কাগজটি পরে পার্টির হাতে আসে— "আজ রাত্রে একযোগে আক্রমণ চলবে। সুসংগঠিত হও, অস্ত্র তৈরী রাখো। সঙ্গে নেবে লাঠি ও হাতকড়া।" রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ চারিদিক থেকে মিলিশিয়ার লোকেরা লাঠি হাতে স্কোয়ার ঘেরাও করে। এমনি সময়ে আলো নিভে যায় এবং অন্ধকারে এলোপাতাড়ি লাঠি চলতে থাকে। আহতদের চিৎকার চাপা দেয়ার জন্য সেই সঙ্গে মাইকে লালফৌজের "শৃঙ্খলার তিন বিধি" গান বাজতে থাকে।

৬ই এপ্রিল অভূতপূর্ব গণসমাবেশ হয় তিয়েন-আন-মেনে, পূর্বদিনকার জুলুমের প্রতিবাদে এবং এবার খোলাখুলি নাম ক'রে চার দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়া হয়। এই হচ্ছে চার দুর্বৃত্তের শেষের শুরু, পতনের গৌরচন্দ্রিকা। সারা দেশে ঝড় বইতে শুরু করলো। চেংচৌ, হাংচৌ, নানকিং, চুংকিং, ক্যান্টনে জনসমাবেশ হতে লাগলো, প্রাচীরপত্রে দেয়াল ভরে গেল।

৮ই এপ্রিল পীপল্স্ ডেইলি পত্রিকায় চার দুর্বৃত্ত এই অভ্যুত্থানের এক উল্টো ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে প্রত্যাক্রমণের চেষ্টা করলো। তারা ঘটনাটিকে "প্রতিবিপ্লবী" আখ্যা দিল এবং "মাও ৎসে-তুং-এর বিরুদ্ধে এক নির্লজ্জ আক্রমণ" বলে বর্ণনা করলো। তিয়েন-আন-মেনে বিতরিত চু এন-লাইয়ের জীবনী-বিষয়ক এক লীফলেট এক স্থানে ছিল : "প্রধানমন্ত্রী চুর অসুস্থতার সময়ে কমরেড তেং শিয়াও-পিং কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিত্ব করেন এবং বিরাট কয়েকটি জয় হয়।" সেটি উদ্ধৃত ক'রে চার দুর্বৃত্ত লিখলো, "হাংগেরির প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানে যেমন ইম্রেনাজকে নেতৃত্বে বসানো

হয়েছিল, এই অভ্যুত্থানে তেমনি তেং শিয়াও-পিংকে।... তেংই এই প্রতিবিপ্লবী ঘটনার নেপথ্য পরিচালক।" তেং পদচ্যুত হলেন।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে কমরেড ওয়াং চেং-শু বললেন, "এই অভ্যুত্থান হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মূল সাফল্যের প্রমাণ। চার দুর্বৃত্ত এই দেয়ালের লিখন পড়তে পেরে মরীয়া হয়ে ওঠে। গ্রেপ্তার চলে ব্যাপকভাবে, প্রতিটি রিপোর্ট এবং গুজব অনুসন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পেটোয়া লোকেরা। ওয়াং হুং-ওয়েন তো ক্ষেপে গিয়ে সব বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। হুয়া কুও-ফেং এবং জাতীয় নিরাপত্তা দপ্তরের কিছু কমরেড রুখে দাঁড়ালে ওয়াং পিছু হটে। আরো কত তথ্য ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছে! চু এন-লাই-এর শবদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছিলেন। টেলিভিশনের সেটা দেখানো হচ্ছে। হঠাৎ সারা চীন দেখলো, চিয়াং চিং এসেছেন শবদেহের সমীপে, কিন্তু তিনি টুপি খুললেন না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্যান্টনের পিকিং রোডে মিছিল বেরিয়ে গেল তখুনি। তাদের স্লোগান ছিল : মহিলাকে ধরে দাও মার। পোস্টার পড়লো : "অধ্যক্ষ মাও-এর পেছনে সমাবিষ্ট হও। প্রধানমন্ত্রী চু-কে শ্রদ্ধা জানাও! ইয়াং কাই-হুইকে স্মরণ করো! [ইয়াং মাও-এর প্রথমা স্ত্রী, পরীক্ষিত কমিউনিস্ট, চিয়াং-এর হাতে নিহত শহীদ]।" সেইসঙ্গে আরেক পোস্টার : উৎসে-তিয়েন নিপাত যাক। উৎসে-তিয়েন চীনা ইতিহাসের একমাত্র সম্রাজ্ঞী। সেই তাং রাজবংশের জমানায়। চট ক'রে জনগণ চিয়াং চিংকে উৎসে-তিয়েন আখ্যা দিয়ে তার ক্ষমতালোলুপতা প্রকাশ ক'রে দিল। সারা চীন চিয়াং চিংকে উৎসে-তিয়েন নামে ডাকতে লাগলো কয়েক দিনের মধ্যে। তিয়েন-আন-মেনে যেসব কবিতা সাঁটা হয়েছিল সৌধের গায়ে তার একটি টাইপ-করা সংকলন বেরিয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যে এবং তা বিলি হতে লাগলো হাজারে হাজারে। তার একটি কবিতা সকলে মুখে মুখে আবৃত্তি করতে লাগলো রণধ্বনির মতন : "সম্রাজ্ঞী হতে চাও? তুমি কি পাগল? আমরা তোমায় দেব আয়না, তাতে দেখ তুমি কে।"

"তাহলে আপনি কি বলছেন ৫ ই এপ্রিলের তিয়েন-আন-মেনের ঘটনাই চার কুচক্রীর পতন ঘটালো?"

"পরোক্ষভাবে। এই বিরাট জাগ্রত গণশক্তি পেছনে আছে জেনেই কমরেড হুয়া কুও-ফেং ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতারা চার দুর্বৃত্তকে চুর্ণ করতে পারলেন। জনগণ প্রমাণ ক'রে দিল ওরা চারটে কাগুজে বাঘ।"

হাঁটতে হাঁটতে ফরাসী ধরলেন কমরেড ওয়াং, বোধকরি সামান্য আবেগের বশে, "ইল্ এ নৈসেসেয়ার দাপ্লিকের এ্যাঁ সিসতেম দ্য কন্ত্রোল পার মাসেস সঁব্লাব্ ল্ আ সেলুই দ্য লা কমুন দ্য পারি। সে লা লেসোঁ দ্য লা রেভোলিউসিও কুলতুরেল প্রোলেতারিয়েন।"

পারি কমুনের মতন গণনিয়ন্ত্রণের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সেটাই শিক্ষা।"

মাও ৎসে-তুং ও চার দুর্বৃত্ত

শীর্ণদেহ কিন্তু অনমনীয় শিয়া ইয়েন, নাট্যকার, চিত্রনাট্যকার, প্রাক্তন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী, মুখে একটিও বলিরেখা পড়েনি, একটিও ভাঁজ নেই। কিন্তু ডান পা গেছে অতি লাল যুববীরদের প্রহারে। লাঠিতে ভর দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন পিকিং হোটেলের ভোজসভায়। এবং ষোলো পদের এক বিশাল ভোজের ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্নের উত্তর দিলে মৃদু কণ্ঠে, প্রায় অন্যমনস্কভাবে। অন্যান্য অতিথিরা সকলেই চলচ্চিত্র ও নাট্যশালার কর্মী; সকলেই গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন। আর শিয়া ইয়েন আহারের চেয়ে ধূমপান করলেন ঢের বেশি। এই অভ্যেসটি (শিয়া ইয়েনের ভাষায় : "বূর্জোয়া অবক্ষয়ী এক বদ অভ্যেস") ছিল স্তালিনের, ছিল অধ্যক্ষ মাও-এর।

প্রশ্ন॥ চিয়াং চিংরা আটটি আদর্শ অপেরা সৃষ্টি করেছিলেন। চীনের সংস্কৃতিক জীবনে সেগুলির মূল্য কত?

শিয়া॥ আমি সেগুলো দেখার সুযোগ পাইনি, কেননা আমি গোড়াতেই বন্দী হই। তবে শুনেছি প্রযোজনা বেশ চমকপ্রদ হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটা অন্যখানে। ১৯৭৪ সালে চেয়ারম্যান মাও বলেছিলেন : "সংস্কৃতিক বিপ্লবের আট বছরের আশি কোটি মানুষের জন্য মোটে আটটা অপেরা সৃষ্টি হয়েছে— এটা মোটেই ভাল কথা নয়।" কিন্তু ততদিনে চিয়াং-চাং-ইয়াও-ওয়াং চেয়ারম্যানের সঙ্গে উদ্ধত তর্কের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তারা প্রকাশ্যে বিবৃতি দিল : "ঐ আটটি অপেরা বারংবার দেখেও চীনের জনগণের আশ মিটছে না। এটা এখন স্বীকৃত যে ঐ আদর্শ অপেরাগুলির প্রতি দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে তার বিপ্লবী উৎসাহের প্রতিফলন, কমরেড চিয়াং চিং ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি তার আনুগত্যের মাপকাঠি।" আটটা নাটক আর ক'বার দেখা যায়?

প্রশ্ন॥ কিন্তু কথা ছিল ঐ আটটি অপেরাকে আদর্শ ধ'রে নূতন নূতন অপেরা লেখা এবং প্রযোজনা করা। ঐ আটটিতেই ব্যাপারটা আটকে গেল কি ক'রে?

শিয়া॥ ভয়ে। লালরক্ষীদের হাতে দু'-চারবার প্রহৃত হয়ে কেউ আর সাহস করে নূতন কিছু লিখলেন না। ঐ আটটিই অভিনীত হতে লাগলো সব শহরে। টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রেও ঐ আটটিই ছিল বিষয়বস্তু। বস্তুতঃ চিয়াং চিংরা নূতন উদ্যমের পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন॥ সব চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ ক'রে ঐ আটটিই দেখানো হচ্ছিল?

শিয়া॥ হ্যাঁ। আর প্রচুর নিউজরীল— সংবাদচিত্র। কাণ্ড দেখে চু এন-লাই একবার বলেছিলেন : আজ চীনে সবচেয়ে বড় চিত্রতারকা হচ্ছে কাম্পুচিয়ার সিহানুক এবং চু

এন-লাই।" তখন সংবাদচিত্রে অনবরত সর্বত্র ওদের দুজনকে দেখা যেত। কোনো কাহিনীচিত্র তুঙ্গতে দেয়া হয়নি।

প্রশ্ন॥ আর নাটকও সব নিষিদ্ধ ছিল?

শিয়া॥ হ্যাঁ, সব। শেক্‌সপিয়ার, তলস্তই, চেকভ, গোর্কি, ব্রেখট্— সব নাকি প্রতিক্রিয়াশীল। আমাদের লু শুন, ৎসাও ইউ, য়ু লিং-সব।

প্রশ্ন॥ এবং শিয়া ইয়েন?

শিয়া॥ অবশ্যই শিয়া ইয়েন। কিন্তু এখন ৎসাও ইউ নূতন ঐতিহাসিক নাটক লিখছেন— "ওয়াং চাও-চুন", সেই খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬ সালের এক বীরাঙ্গনাকে নিয়ে। য়ু লিং লিখছেন। তাঁর নাটকের নাম হবে "নূতন জগতের দুয়ার খোলা।" বিষয় বিশের দশকে মাও ৎসে তুং-এর বৈপ্লবিক জীবন।

প্রশ্ন॥ আর শিয়া ইয়েন?

শিয়া॥ আমার স্বাস্থ্যটা একটু ভেঙ্গে গেছে। নূতন কিছু লিখতে এক্ষুনি পারছি না। তবে নূতন চিত্রনাট্যকারদের চিত্রনাট্য পড়ছি, সমালোচনা ক'রে সাহায্য করছি। পার্টি আমাদের আবার সৃষ্টির আনন্দ মাতিয়ে তুলেছে। তবে যাঁরা মরে গেছেন ফ্যাশিস্তদের প্রহারে তাঁদের অভাবটা আমরা একটু বেশিই অনুভব করছি, কেননা তাঁদের মৃত্যু ঘটলো অকারণে। নাট্যকার লাও শে— তাঁর পিছু পড়েছেন?

প্রশ্ন॥ ড্রাগনবিয়ার্ড ডিচ পড়েছিলাম এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম।

শিয়া॥ চীনের সর্বহারার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতাদের একজন। তারপর লেখক চাও শু-লি। কবি কুও শিয়াও-চুয়ান। পুরোনো পিকিং অপেরার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদ্বয় কাই চিয়াও-তিয়েন এবং চু শিন-ফাং। আবো অনেকে মরে গেছেন ফ্যাশিস্তদের তাড়নায়।

প্রশ্ন॥ পুরোনো অপেরা— পিকিং ঢঙে, ক্যান্টনীয়, শেনসি— এসব দশ বছর বে-আইনী থাকায় এখন আবার আরম্ভ করতে অসুবিধে হচ্ছে না?

শিয়া॥ অসুবিধে নয়, প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। চীনা অপেরার শিল্পী একাধারে গায়ক, অভিনেতা, নর্তক এবং কসরত-শিল্পী। তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হোতো ছোটবেলায়— আট ন'বছর বয়সে। দশ বছর এসব তো হয়ই নি, উপরন্তু অভিজ্ঞ অভিনেতাদের এমনভাবে মেরে বা কায়িক শ্রম করিয়ে পঙ্গু ক'রে দেয়া হয়েছে যে তাঁরা আর শেখাবার কাজটাও করতে পারছেন না। তারপর সেইসব মহামূল্য পোষাক, আসবাব, প্রপ— সেসব ওরা সর্বসমক্ষে পুড়িয়েছে গোয়েবলস-এর কায়দায়। আধুনিক থিয়েটারের কাজ সে-তুলনায় অনেক সহজ, এবং এগুচ্ছেও দ্রুত। গত বছর একানব্বইটি নতুন নাটক নেমেছে মঞ্চে। বে-আইনী নাটকগুলোর কতগুলোর পুনরাভিনয় শুরু করা গেছে।

প্রশ্ন॥ কমরেড, এটা কি ক'রে সম্ভব হোলো যে চার দুর্বৃত্ত পার্টি ও রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে

উঠে গেল? এটা কি করে সম্ভব হোলো যে মাও ৎসে-তুং এবং চু এন-লাইয়ের সামনে কিছু ফ্যাশিস্ত এত ক্ষমতা হস্তগত করলো?

শিয়া ইয়েন মৃদু হাসলেন।

শিয়া॥ ও, আপনি রাজনৈতিক প্রশ্নে যাচ্ছেন। প্রশ্নটা জটিল এবং এই মুহূর্তে আমরা বলতে পারছি না যে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। তবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের টালমাটাল অবস্থার সুযোগ ওরা নিয়েছিল, এবং বিরাট একটা লাল পতাকার, পেছনে নিজেদের স্বরূপ গোপন করেছিল। তাছাড়াও চারজনের মধ্যে তিনজন— চিয়াং চিং, চং চুন-লিয়াও এবং ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান অসাধারণ সংগঠনী শক্তি ধরতো। অনেক গুণ ছিল ওদের। ক্ষমতালোলুপতায় না পেলে ওরা অনেক কিছু করতে পারতো।

প্রশ্ন॥ আমরা শুনেছি ১৯৬৬-র পূর্বে ঐ চারজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন না?

শিয়া॥ ঠিকই শুনেছেন। চিয়াং চিং পার্টি বা সরকারের কোনো পদে ছিলেন না। ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান ছিল শাংহাই-এর দৈনিক লিবারেশন পত্রিকার সম্পাদক। চাং চুন-লিয়াও ছিল শাংহাই-এর পৌরকমিটির প্রচারবিভাগের অধিকর্তা। ওয়াং হুন-ওয়েন তো শাংহাই এর একজন সাধারণ শ্রমিক ছিল।

প্রশ্ন॥ সেটাই তো প্রশ্ন। এদের দ্রুত শীর্ষে আরোহণ অধ্যক্ষ মাও-এর সাহায্যেই কি ঘটেনি?

শিয়া॥ হ্যাঁ, ঘটেছিল বই কি। কিন্তু তার পশ্চাদপদটাও বুঝতে হবে। ১৯৬০ সালে বুখারেস্ট সম্মেলনে হঠাৎ সোভিয়েৎ পার্টি আমাদের খোলাখুলি আক্রমণ করে। তখন সুবিধার্থে আমাদের পার্টি দুটি ফ্রন্টে নিজেকে বিভক্ত ক'রে নেয়। প্রথম, দৈনন্দিন শাসনকার্য, যেটা লিউ শাও-চি তদারক করেন। দ্বিতীয়, আন্তর্জাতিক মতাদর্শের সংগ্রাম ও সংশোধনবাদ-বিরোধী লড়াই, যেটার নেতৃত্ব স্বভাবতই মাও ৎসে-তুং-এর ওপর ন্যস্ত হয়। এবং তেং শিয়াও-পিং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে থাকেন। সেই সময় থেকে ক্রমশঃ আমাদের চোখের সামনে দুই ফ্রন্টের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। লিও শাও-চির প্রশ্রয়ে বিশেষতঃ শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিপজ্জনক ঝোঁক দেখা দেয়। নাট্যশালা ও সিনেমার গল্পে পুরাতন সম্রাট, রাজরাজড়া ও সেনাপতিরা ভীড় ক'রে আসেন। বিদ্যালয়গুলি থেকে কিছু উন্নাসিক ছাত্ররা পাশ করে বেরুতে থাকে। ডাক্তাররা শহরে কেন্দ্রীভূত হন। ১৯৬৪ সালে চিয়াং চি "রেড ডিট্যাচমন্ট অফ উইমেন" নামে একটি ব্যালে প্রয়োজনা করেন। তিনি করেন, মানে তাঁর নেতৃত্বে শিল্পীরা করেন। এই চমকপ্রদ নৃত্যনাট্য শিল্পজগতে অন্য লাইন প্রতিষ্ঠার এক প্রয়াস। স্বভাবতই মাও সেটির প্রশংসা করেন এবং চিয়াং চিং ওপরে উঠতে থাকেন। তারপর ১৯৬৫ সালে উ হানের নাটক "হাই জুই-এর পদচ্যুতি" নিয়ে লিউ শাও-চি ও মাও ৎসে-তুং-এর মধ্যে গুরুতর মতভেদ হয়। সে সম্পর্কে আপনি জানেন?

প্রশ্ন॥ সে-সম্পর্কে আমি বিস্তারিত লিখেছিলাম ১৯৬৬ সালে। চেয়ারম্যান মাও মনে করেন যে পদচ্যুত পেং তে-হুয়াইকে পরোক্ষে সমর্থন করছে নাটকটি, এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি নাটকটাকে সমালোচনা করার দাবী জানাল, লিউ বিরোধিতা করেন। এবং মাও পরাস্ত হ'ন।

শিয়া॥ শুধু তাই নয়। মাও চিয়াং চিংকে শাংহাই পাঠাতে বাধ্য হলেন চাং চুন-চিয়াওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে, যাতে ইয়াও ওয়েন ইউয়ানের লেখা হাই জুই নাটকের তীব্র সমালোচনাটা শাংহাইয়ে ছাপা যায়। ওয়েন-হুই-পাও পত্রিকায় লেখাটা বেরোয় এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হয়। এই হোলো ইয়াও এবং চাং-এর উত্থানের আরম্ভ। লিউর বিরুদ্ধে সংগ্রামে মাও স্বভাবতই সহায়ক খুঁজছিলেন। লিউর বিরুদ্ধে সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করছিলেন চিয়াং চিং, চাং ও ইয়াও। তবে তাদের উদ্দেশ্য যে এক ছিল না, এটা তখন কি ক'রে বোঝা যাবে? তা ছাড়াও বলা যায় চিয়াং-চাং-ইয়াও এমনিতেই ওপরে উঠতো। নেতৃত্বের ক্ষমতা ছিল ওদের।

প্রশ্ন॥ পেং তে-হুয়াই তো বর্তমানে পুনরায় সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। তার মনে কি তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলো মিথ্যা ছিল?

শিয়া॥ তিনি ভুল ক'রে থাকতে পারেন। তার মানে এই নয় যে তাঁকে সংশোধনে সাহায্য না ক'রে দমন করা হবে। এখন পার্টি মনে করছে তাঁর আনুগত্য তর্কাতীত।

প্রশ্ন॥ তাঁর বিরুদ্ধে তো একটা অভিযোগ ছিল তিনি সোভিয়েতের সাহায্যে সামরিক অভ্যুত্থানের চক্রান্ত করেছিলেন?

শিয়া॥ সর্বৈব মিথ্যা।

প্রশ্ন॥ শাংহাইয়ে ইয়াওর প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও পিকিঙে নাকি সে পুস্তিকা নিষিদ্ধ ছিল?

শিয়া॥ নিষিদ্ধ কখনোই ছিল না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দায়িত্ব তখন পাঁচজনের একটি গ্রুপের ওপর দেয়া হয়েছিল। পাঁচজনই পুরাতন অভিজ্ঞ কমরেড। এঁরা হলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক পেং চেন, যিনি আবার পিকিঙের মেয়রও ছিলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রী লু তিং-ই, চু ইয়াং, উ লেং-সি এবং স্বনামধন্য কাং শেং। এঁরা একটা খসড়া রিপোর্ট দেন ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তাতে তাঁরা "হাধ জুই" নাটক সম্বন্ধে দেশব্যাপীর আলোচনার ডাক দেন। সে-রিপোর্টে ইয়াও ওয়েন-ইউয়ানের প্রবন্ধ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি ছিল। আমি নিজে পিকিঙে ইয়াওর পুস্তিকা কিনে পড়েছি। তবে পেং চেনদের মতে ইয়াও অতিবামপন্থী অধৈর্যপনার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর পুস্তিকায়।

প্রশ্ন॥ লিন পিয়াও ঠিক কখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবে হস্তক্ষেপ করেন?

শিয়া॥ ঐ ৬৬-র ফেব্রুয়ারিতেই। সে সেনাবাহিনীর এক সাংস্কৃতিক আলোচনা ডাকে এবং চিয়াং চিংকে ডেকে নিয়ে যায় সেখানে বক্তৃতা দেয়ার জন্য। এই আলোচনা-

সভার কার্য-বিবরণীটা পরে প্রকাশ করা হয় পেং চেনদের খসড়া রিপোর্টের বিরোধিতা করার জন্য। এই বিবরণীতেই প্রথম প্রায় গৃহযুদ্ধের ডাক দেয়া হয়, বলা হয় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে এতদিন এক সমাজতন্ত্রবিরোধী পার্টি-বিরোধী মাও-বিরোধী লাইন চালু ছিল। লিন এবং চিয়াংই এভাবে প্রথম সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে জঘন্য কুৎসার দিকে ঠেলে দেয়। কেন্দ্রীয় কমিটির ভেতরে তীব্র সংগ্রাম শুরু হয় এবং ১৬ ই মে পেং চেনদের গ্রুপকে বাতিল ক'রে নূতন গ্রুপ নিয়োগ করা হয়। এর প্রধান ছিল চেন পো-তা, যার কীর্তিকলাপ ক'দিন বাদেই এমন প্রকট হয় যে মাও প্রকাশ্যে তাকে আক্রমণ করতে বাধ্য হ'ন। অন্য সদস্যরা তো এখন কুখ্যাত— চিয়াং চিং, চাং চুন-চিয়াও ও ইয়াং ওয়েন-ইউয়ান। এইভাবে এরা ওপরে ওঠে। তারপর ৫ ই আগস্ট মাও বড়-হরফের পোস্টার লিখলেন : সদর দপ্তরে কামান দাগো। এবং কেন্দ্রীয় কমিটি তার একাদশ অধিবেশনে ষোলো-দফা সিদ্ধান্ত নিল। এর পরই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। লিন পিয়াও এবং চিয়াং চিং পরস্পরকে মহাবিপ্লবী আখ্যা দেয়ার পথ ধরলো। চাং আর ইয়াও দেশের সব প্রচার-মাধ্যমগুলি করায়ত্ত করলো প্রথমেই। এবং "জনগণের সমালোচনার অধিকারের" আওয়াজ তুলে যাকে তাকে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত করতে থাকে। পার্টি ও রাষ্ট্রের কাঠামো ধ্বসিয়ে দিতে শুরু করে। পার্টির ভেতরে পুঁজিবাদের পথচারীরা বসে আছে— এই স্লোগানকে ব্যবহার ক'রে তারা পার্টির সব পুরাতন সদস্যদের আক্রমণ করতে থাকে। শত্রুতাহীন দন্দ্বকে তারা বিদ্বেষপূর্ণ সশস্ত্র দ্বন্দ্বের দিকে নিয়ে যেতে থাকে।

প্রশ্ন॥ আর ওয়াং লুং-ওয়েন কি করে শীর্ষে উঠলো?

শিয়া॥ ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে শাংহাইয়ে হঠাৎ তথাকথিত বিদ্রোহীরা জোরজবরদস্তি করে পার্টির সব দপ্তর দখল ক'রে আগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। এটাকে ওরা বলতো "জানুয়ারি ঝড়।" ওয়াং ছিল এই "বিদ্রোহীদের" নেতা। তার ওপর শাংহাই তখন চাং ও ইয়াওর কর্মক্ষেত্র। তারা এই নূতন সহযোগীকে শাংহাই বিপ্লবী কমিটির উপপ্রধান ক'রে দেয়। ১৯৬৯ সালে পার্টির নবম কংগ্রেসে অতি বিপ্লবীরা ওয়াংকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বানায়। এইভাবে চার দুর্বৃত্তের ঐক্য গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন॥ আপনি বলেছেন, ওরা পার্টির মধ্যে "পুঁজিবাদের পথিক" খুঁজে বেড়াবার নাম ক'রে বহু পুরাতন সদস্যকে লাঞ্ছিত করে। এটাই কি অধ্যক্ষ মাও-এর নির্দেশ ছিল না? তিনিই কি পার্টির খোলনলচে বদলে দেয়ার ডাক দেননি?

শিয়া॥ কখনোই দেননি। চেয়ারম্যান মাও বরাবর বলেছেন— মুষ্টিমেয় কিছু সদস্য পুঁজিবাদের পথিক। তাঁর "প্রোপাগাণ্ডা-সম্পর্কে" পড়ে দেখুন। সেখানে তিনি সজোরে বলেছেন, পার্টিতে পুঁজিবাদের পথিকের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়। আর তাদেরও

বোঝাতে হবে, শিক্ষিত করতে হবে। বলপ্রয়োগের কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত তাঁর লেখায় নেই। উপরন্তু ষোলো-দফা সিদ্ধান্তে স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছিল— বলপ্রয়োগ চলবে না, বোঝাতে হবে। মাও এবং চু এন-লাই বহুবার বলেছেন— শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনো, বিপ্লবকে বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরো, সেইসঙ্গে উৎপাদন বাড়াও। গ্রাসপ্ রেভোলিউশন অ্যাণ্ড প্রোমোট প্রোডাকশন। উৎপাদন থেকে বিপ্লবকে আমরা বিচ্ছিন্ন করবো না।

প্রশ্ন॥ তাহলে জুলুম-জবরদস্তি দেখে প্রথমেই মাও প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেননি কেন?

শিয়া॥ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে করেছেন। আত্মসমালোচনা করেছেন প্রকাশ্যে। ২৫ শে অক্টোবর, ১৯৬৬, কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় দাঁড়িয়ে মাও বলেছেন—

[কমরেড শিয়া ইয়েন এখানে মাও-এর কথার সারাৎসার মাত্র বলেছিলেন। পরে সংগৃহীত দলিল থেকে মূল পাঠ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।]

"কিছু জিনিস ঘটছে যার ওপরে আমার নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত ছিল, যেটা আমি করিনি। তাই আমিই দায়ী, শুধু ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।..."আমি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে ইউয়ান-থসের বড় হরফের পোস্টারটা অনুমোদন করি, সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখি, এবং নিজেও 'সদর দপ্তরে কামান দাগো' শিরোনামে একটি বড় হরফের প্রাচীরপত্র লিখি। তারপরই মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব ধ্বংসলীলায় (havoc) পরিণত হয়।... "আমি বুঝতে পারিনি যে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টারটির কথাগুলো বেতারে প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ বিশৃঙ্খলায় (turmoil) পতিত হবে।... যেহেতু আমিই এই ধ্বংসলীলার জন্য দায়ী তাই আপনাদের কিছু কটু কথা আমার ওপর প্রযুক্ত হলে আমার বলার কিছু নেই।"

এর চেয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা যায়? লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত দশ বছর ধরে ঐ ধ্বংসলীলা চালিয়ে গেল। অথচ ঐ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় মাও বলেছিলেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব বছর খানেক মাত্র চলবে।

[মাও-এর ভাষায় : "(এ-বিপ্লব) মোটে পাঁচ মাস আগে আরম্ভ হয়েছে। মনে হয় আরো মাস পাঁচেক চলবে। হয়তো কিছু বেশি।"]

এমন কি যেভাবে লিউ শাও-চিকে আক্রমণ করা হচ্ছিল, চেয়ারম্যান মাও তাকেও সমর্থন করেননি। ঐ সভায় মাও ৎসে-তুং স্পষ্ট বলেছিলেন, এভাবে সব দোষ লিউ শাও-চির স্কন্ধে চাপানো চলবে না।

[মাও-এর ভাষায় : "কোনো কোনো কমরেড বলছেন যে তাঁরা ইচ্ছে ক'রে ভুল করেননি, বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এটা ক্ষমার যোগ্য। আবার পুরো দোষটা কমরেড শাও-চি এবং কমরেড শিয়াও-পিং-এর ওপর চাপানো চলে না। তাদের কিছু দায়িত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু পার্টি কেন্দ্রেরও তো দোষ রয়েছে। কেন্দ্র সঠিকভাবে তার কাজ চালাতে পারেনি। সময়টা বড় কম পেয়েছি আমরা। আমরা

নূতন সমস্যার জন্য মানসিক প্রস্তুতি করিনি। রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কাজ যথাযথ করে উঠতে পারিনি।"]

প্রশ্ন॥ আমরা শুনেছি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একেবারে গোড়াতেই অধ্যক্ষ মাও সোজাসুজি লিন পিয়াও কে অভিযুক্ত করেছিলেন?

শিয়া॥ হ্যাঁ। ১৯৬৬ সালেই তিনি চিয়াং চিংকে লেখা এক চিঠিতে লিন পিয়াওর চিন্তাধারা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। লিন পিয়াও এবং চেন পো-তার কৌশল ছিল, মাও-র "প্রতিভা" নিয়ে বাজার গরম করা, দেশের আকাশ-বাতাস কাঁপানো। মাও-এর একটি বাক্য নাকি দশ হাজার বাক্যের সমান। মাও মহান নেতা, মহান কর্ণধার, মহান শিক্ষক, মহান এটা, মহান ওটা— ওইসব অমার্কসীয় ব্যক্তিপূজা দ্বারা তাঁকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাঁকে কার্যতঃ বন্দী করা, যে-পথে কমরেড স্তালিনকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা চলেছিল সোভিয়েত দেশে! এগুলোকেও মাও বারবার প্রকাশ্যে নিন্দা করেছিলেন।

[মাও-এর ভাষায় : "এক ব্যক্তি এ-দেশের রাষ্ট্রপতি হতে চাইছে, পার্টিকে দু-টুকরো ক'রে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। প্রতিভা- প্রশ্নটি তত্ত্বগত প্রশ্ন। ওদের তত্ত্বটা ভাববাদী মিথ্যাচার। একজন বলেছেন, প্রতিভার অস্তিত্ব অস্বীকার করা মানে মাও ৎসে-তুং এর বিরোধিতা করা। কিন্তু আমি তো প্রতিভাধর নই। আমি প্রথম ছ'বছর কনফুশির বই পড়েছি, তারপর সাত বছর পুঁজিবাদী গ্রন্থাদি। ১৯১৮ সাল অবধি আমি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বই পড়িনি। আমি কি করে প্রতিভাধর হবো? এসব কি আমি বারবার বলিনি? আপনারা কি পার্টির সংবিধানটাও পড়েননি? আমি 'কিছু মতামত' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছি ঐ প্রতিভা-তত্ত্বটিকে বিশেষভাবে সমালোচনা করার জন্য।... কমরেড লিন পিয়াও কিন্তু তাঁর বক্তৃতাটা দেয়ার আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করেননি, আমাকে সেটাও দেখাননি। ... কিন্তু যেই তাঁরা বুঝলেন যে তাঁরা বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন, অমনি তারা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন।... ক'দিন বাদে তাঁরা খসড়া-প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। সঠিক বক্তব্য হলে তুলে নেয়া কেন? এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে তাঁদের কোনো দৃঢ় ধ্যানধারণা নেই।... আমি কমরেড লি পিয়াওর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ তেমন সঠিক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বললেন, একজন প্রতিভা নাকি কয়েক শতাব্দীতে একবার জন্মায়, আর চীনে নাকি কয়েক হাজার বছরে একবার। এ তো সত্যের অপলাপ। মার্কস ও এঙ্গেলস তো একই সঙ্গে পাশাপাশি এসেছিলেন। এবং শতবর্ষ যাওয়ার পূর্বেই লেনিন ও স্তালিন আবির্ভূত হলেন। তাহলে কি করে বলছেন যে প্রতিভা কয়েক শতাব্দীতে একবার জন্মায়? চীনে দেখলাম চেন শেং এবং উ কাং-কে, হং শিউ-চুয়ান এবং সুন ইয়াং সেন-কে? তাহলে কি ক'রে বলছেন প্রতিভা কয়েক হাজার বছরে একবার জন্মায়? তারপর রয়েছে 'পর্বত শিখরে আরোহণের' কথাবার্তা এবং আমার একটি বাক্য নাকি দশ হাজার বাক্যের সমান কি ক'রে হন? ধরা যাক রাষ্ট্রপতির প্রশ্নটি। আমি রাষ্ট্রপতি হতে চাই না। এটা আমি ইতিপূর্বে ছ'বার বলেছি। প্রতিবার বলার সময়ে যদি একটি ক'রে বাক্য ব্যবহার ক'রে থাকি, তাহলে সেটা এখন ষাট হাজার বাক্যের সমান। কিন্তু কই, ওঁরা তো

কানে তুলছেন না। সুতরাং আমার একটি বাক্যের মূল্য অর্ধেক বাক্যেরও সমান নয়। বস্তুতঃ সেটা মূল্যহীন। ওঁদের কাছে চেন পো-তার একেকটি বাক্য কিন্তু দশ হাজার বাক্যের সমান। চেন পো-তা একটু আগে বলেছেন, যে গণমুক্তি ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা আমি এবং তার প্রত্যক্ষ নেতা ছিলেন লিন পিয়াও। যেন প্রতিষ্ঠাতা কখনো নেতা হতে পারে না। এবং আমি একা প্রতিষ্ঠাতাও নই।"— কেন্দ্রীয় কমিটির লুশান সম্মেলনে ভাষণ, অগস্ট— সেপ্টেম্বর ১৯৭০]

প্রশ্ন॥ চেন পো-তা এবং লিন পিয়াও অধ্যক্ষ মাওকে চীনের রাষ্ট্রপতি করতে চাইছিল, এর মধ্যে খুব একটা দোষণীয় কিছু আছে কি?

শিয়া॥ আছে। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে চেয়ারম্যান মাও নিজের হাতে চীনের সংবিধান থেকে রাষ্ট্রপতি-সংক্রান্ত ধারাটি কেটে দেন। কিন্তু লুশান সম্মেলনে চেন-লিন জুটি সেটা আবার সংবিধানে লেখাতে চাইছিল। বলছিল, তারা মাওকে রাষ্ট্রপতি বানাতে চায়। কিন্তু মাও বুঝে ফেলেন যে ধারাটি সংবিধানে থাকলে মাও-এর পর ওরা লিন পিয়াওকে রাষ্ট্রপতির আসনে বসাবে। লুশান সম্মেলন শেষ হয় ৬ ই সেপ্টেম্বর। ১৫ তারিখেই মাও "সারা পার্টির কাছে খোলা চিঠি" নামে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেন। তাতে তিনি ডাক দেন চেন পো-তার বিরুদ্ধে দেশব্যাপি সমালোচনা শুরু করতে।

প্রশ্ন॥ লিন পিয়াও চেয়ারম্যান মাওকে হত্যার ষড়যন্ত্র ক'রে শেষে পলায়ন করতে চেষ্টা করে। তখন চার দুর্বৃত্ত ধরা পড়লো না কেন?

শিয়া॥ ওরাই সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে লিন পিয়াওকে গালাগাল শুরু করেছিল সেই নবম পার্টি কংগ্রেস থেকেই। ওয়াং হু-ওয়েন তো লিন পিয়াওর বিরুদ্ধে বর্শাগ্র হিসেবে নিজেকে বিখ্যাত করে তোলে। লিনের আশু বিপদ দেখেই ওরা দ্রুত তাকে বর্জন করে।

প্রশ্ন॥ তারপর চার দুর্বৃত্ত যে আরো প্রায় ছ'বছর দৌরাত্ম্য চালালো, ষোলো দফা সিদ্ধান্তের অতগুলো ধারা থাকতেও সেটা বন্ধ করা গেল না কেন?

শিয়া॥ আমার ব্যক্তিগত মত, হলো এই— ষোলো দফা সিদ্ধান্তে একটি গুরুতর ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। কাকে যে পুঁজিবাদের পথিক বলা যাবে, তার কোনো বিশদ নির্দেশ ওতে নেই। এই ফাঁকটার সুযোগ নিয়ে চার দুর্বৃত্ত আওয়াজ তুললো "সবাইকে সন্দেহ করো, সবাইকে পেটাও।"

প্রশ্ন॥ যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। চীনের মানুষ স্বচক্ষে চার দুর্বৃত্তের কার্যকলাপ দেখেছেন। কিন্তু বিদেশে— যেমন ধরুন আমাদের দেশে— এখনো কিছু মানুষ আছেন যাঁরা চার দুর্বৃত্তকে মাও-এর প্রকৃত শিষ্য বলে মনে করেন।

শিয়া॥ শুনেছি। এবং মাওৎসে-তুং-এর ব্যক্তিপূজা তারা আপনাদের দেশেও শোচনীয়ভাবে চালু করেছিল। "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান"— এরকম কথা তারা বলেনি?

প্রশ্ন ॥ হ্যাঁ, বলেছে।

শিয়া ॥ তারা পার্টি বিরোধী লিন পিয়াওর অনুগামী মাত্র। চার দুর্বৃত্তের অনুসারী। ভারতের দেশপ্রেমিক মানুষের মনে এভাবে আঘাত ক'রে তারা আসলে চেয়ারম্যান মাও ও চীনের পার্টিকে ভারতের জনগণের কাছে বিভীষিকার বস্তু (Objects of terror) করে তুলেছিল।

প্রশ্ন ॥ এখন একটা কথা বলুন— কী প্রমাণ আপনারা দিতে পারেন যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাড়াবাড়িগুলো সব চার দুর্বৃত্তের কাজ? চেয়ারম্যান মাওই তো শুরু করেছিলেন বিপ্লবটা, চু এন-লাই তো তদারক করেছিলেন। তবে তাঁরা দায়ী নন কেন?

শিয়া ॥ ধরা যাক সশস্ত্র সংঘর্ষের ব্যাপারটা। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রারম্ভিক কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে— সেই আগস্ট, ১৯৬৬-তে মাও স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন, এই বিপ্লবে যে অস্ত্র ব্যবহার করবে সে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল।

[মাও-এর ভাষায় : "জুলুম (Coercion) এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে যে তর্ক, সেটা শুধু গায়ের চামড়া আর মাংস স্পর্শ করে; কেবলমাত্র যুক্তিই পারে অন্তরে পৌঁছুতে। সশস্ত্র সংঘর্ষের উস্কানি দেয় শুধু পার্টির ভেতরকার মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা।"]

অথচ পাশাপাশি দেখুন চার দুর্বৃত্তের প্রকাশিত ভাষণ। লালরক্ষীদের মিটিঙে চিয়াং চিং বললেন, "যুক্তি দিয়ে আক্রমণ করবে, কিন্তু আত্মরক্ষা করবে বলপ্রয়োগ ক'রে।" তা বিপ্লবের সময়ে সব দল-উপদলই তো নিজেদের বিপ্লবী বলতো। সুতরাং বিপ্লবের আত্মরক্ষায় সবাই উদগ্রীব। সুতরাং সশস্ত্র সংঘর্ষে সারা চীন ছিন্নভিন্ন হতে লাগলো। সামরিক কমিশনের এক অধিবেশনে— কবে যেন?— লিন পিয়াওর উক্তি—

একজন অতিথি ॥ ১৯৬৭-র আগস্ট।

শিয়া ॥ হ্যাঁ, ১৯৬৭-র আগস্টে মিলিটারি কমিশনে লিন পিয়াও প্রস্তাব তুলেছিল, বামপন্থীদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হোক, বামপন্থী জনতার হাতে রাইফেল দেয়া হোক। লালরক্ষীদের এক সভায় লিন সোজা বললো, "ভাল লোকদের উচিত খারাপদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে নামা।" শাংহাইয়ে চাং চুন-চিয়াও লালরক্ষীদের একটা দলকে বলেছিল, "শুনলাম আপনারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু উল্টে মারেননি। আমি হলে এটা সইতে পারতাম না। আমি হলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম প্রত্যাক্রমণে।" সম্পত্তি নাশ ও লুঠপাট ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু চিয়াং চিং খোলাখুলি বললো, "বিপ্লবের জন্য প্রহার ভাঙচুর এবং লুণ্ঠন অতি সুন্দর জিনিস" (to beat, wreck and loot for revolution is fine)। এইসব উস্কানির ফল ফললো। মারামারির বান ডাকলো দেশে। বলতেও লজ্জা হয়, কিছু কিছু ছিন্নমূল গুন্ডা ও অপরাধী এই সুযোগে চুরি ডাকাতি, এমন কি ধর্ষণ পর্যন্ত করতে লাগলো। লালরক্ষীরা এতদূর গেল যে ভিয়েৎনাম-গামী লরি আটক ক'রে তা থেকে অস্ত্র লুঠ ক'রে রক্তাক্ত যুদ্ধে নামতে শুরু করলো। চেয়ারম্যান মাও-এর লাইন এবং এ-লাইন পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রশ্ন॥ "সবাইকে আক্রমণ করো"— এই শ্লোগান তুলে তারা পার্টির সবচেয়ে অভিজ্ঞ নেতাদের আক্রমণ করে। কে কে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

শিয়া॥ তালিকা সুবৃহৎ। তবে একেবারে ওপেরর নেতা কয়েকজনের নাম বলি— লু তিং-ই এবং তাঁর স্ত্রী, পেন চেন, লো জুই-চিং (এঁর একটি পা ভেঙে দেয় ওরা), শিয়াও শিয়াং-জুং, চেন ই, হো লুং, পো ই-পো, লি ওয়েই-হান, তেং শিয়াও-পিং, লি চিং চুয়ান, লিউ চি-চিয়েন, লু চেং-সাও, তাও চু, চাং চি-চুন, শিউ হাই-তং, উ চি-পু, লিউ চাং-শেং, ওয়াং শি-ইং, নান হান-চেন— এঁরা মারা গেছেন অত্যাচারে। তারপর— লিয়াও লু-ইয়ান, শিউ ৎসি-হং, হু শি-কুয়েই, লিউ শি-উ, ওয়াং কি-মেই— কত নাম করবো? ওদের মতে বোধহয় পুরো পার্টিটাই পুঁজিবাদী পার্টি হয়ে গিয়েছিল। আগেকার সব নেতা যদি বুর্জোয়া হয়ে থাকেন, তবে এ পার্টি বিপ্লবই বা করলো কি ক'রে আর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই বা করলো কেন?

প্রশ্ন॥ এই ব্যাপক আক্রমণের একটা তত্ত্বগত ভিত্তি দাঁড় করাবার চেষ্টা ওরা করেছিল কি? শুধু গালাগাল করলে তো আর লোকে শুনতো না।

শিয়া॥ ওরা হঠাৎ রব তুললো, চীনের বিপ্লব ছিল গণতান্ত্রিক মাত্র। সুতরাং সে-বিপ্লবের নেতারা গণতন্ত্রমাত্র, বুর্জোয়া গণতন্ত্রী। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কালে তাদের ঝেঁটিয়ে দূর করতে হবে।

প্রশ্ন॥ কিন্তু চীনের বিপ্লব তো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল না, ছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে। সেটা তো বিশ্ব-প্রোলেতারীয় বিপ্লবের অংশ।

শিয়া॥ সঠিক। কিন্তু চিয়াং চিং স্পষ্ট ঘোষণা করলো : হ্যাঁ, লং মার্চ, জাপ-বিরোধী যুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের নায়করাই এখন হবে আক্রমণে লক্ষ্য।

[চিয়াং চিং-এর ভাষায় : "বিপ্লবের বর্তমান টার্গেট হচ্ছে সেইসব গণতন্ত্রীরা যারা এককালে পুরাতন সমাজের ভূষি খেয়েছে, তারপর জাপবিরোধী যুদ্ধে আহত হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধে লড়েছে, তারপর ইয়ালু নদী অতিক্রম ক'রে কোরিয়ার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এখন আমরা যাদের ধরাশায়ী করবো তারা হচ্ছে পুঁজিবাদের সেইসব পথচারী যারা (লং মার্চের সময়ে) তুষার-শিয়ারে উঠেছে, জলাভূমি অতিক্রম করেছে, যা কোটের কলারে ও টুপিতে মুক্তিফৌজের ব্যাজ এঁটেছে। তারা সেই পুঁজিবাদী যারা পরিশ্রমী ও সৎ, যারা বিশ্বাসঘাতকও নয় শত্রুর গুপ্তচরও নয়, যারা চুরিও করে না অধঃপতিতও হয় না। কিন্তু সতর্ক থাকুন, তারা পুঁজিবাদের পথিক।"

— একাদশ পার্টি কংগ্রেসে হুয়া কোং-ফেং-এর বক্তৃতায় উদ্ধৃত।]

এই বিচিত্র তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে ওরা পার্টির ঐতিহ্য, ইতিহাস, মান-সম্মান, নেতৃত্ব— সব শেষ করতে চাইছিল। এবং এইভাবে ক্রমশঃ চু এন-লাইকে ঘিরে ফেলছিল, কোণঠাসা করছিল। তাঁকে ওরা শেষ করতই।

প্রশ্ন॥ চু এন-লাইয়ের বিরুদ্ধে ওরা কী বলে বা করে, তার উদাহরণ দেবেন?

শিয়া'॥ ধরুন পাঁচ লক্ষ মানুষ নিয়ে ওরা মন্ত্রীসভার দপ্তর ঘিরে ফেলে, কাগজপত্র তছনছ করে এবং আওয়াজ দেয় : চু-র ওপর কামান দাগো, রাষ্ট্রপরিষদ মুক্ত করো। তিনদিন ধরে ওরা চু এন-লাইকে ঘিরে রেখে সমানে চরম অপমানসূচক কথা কইতে থাকে। কিন্তু চু ধৈর্য হারান না। শান্তভাবে ক্রমশঃ লালরক্ষীদের তর্কে পরাস্ত ক'রে ঐ পাঁচ লক্ষ জনতার সামনে ভাষণ দিতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তারা চু-র নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করলে লালরক্ষীরা পলায়ন করে: চার দুর্বৃত্ত ক্রমান্বয়ে চীনের পররাষ্ট্র নীতিকে সংশোধনবাদী বলতে থাকে, এবং এইভাবে চু এন-লাইকে পরোক্ষে হেনস্তা করার প্রয়াস পায়, কারণ চু-ই ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। চেন-ই ছিলেন তাঁর সহকারী। চেন-ই কে নাম করে গালাগাল করার পেছনেও উদ্দেশ্য ছিল শেষ পর্যন্ত চু এন-লাইকে আঘাত করা। ওদিকে সুবিধে হচ্ছে না দেখে ডাক পড়লো "১৬ই মে দলের।" এই অতি-জঙ্গী ঠ্যাঙাড়ে-বাহিনীটি ছিল চিয়াং চিং-এর হুকুমবরদার। তারা হঠাৎ বৃটিশ দূতাবাস আক্রমণ ক'রে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। চীনের পররাষ্ট্র নীতিকে বিপর্যস্ত করার জন্য এই সাবোতাজ।

লিন পিয়াওর পতনের পর চার দুর্বৃত্ত লিনের বিরুদ্ধে খুব গলাবাজি করে, কিন্তু লিনের রাজনীতির কোনো আলোচনা হতে দেয় না। অতিবামপন্থী বিচ্যুতির কোনো বিশ্লেষণ ঠিকমত হলে ওরা নিজেরাও তো পার পেত না। তাই লিন পিয়াওর সমালোচনার সঙ্গে তারা আরেক উদ্ভট আলোচনা জুড়ে দিল— কনফুশিয়াসকে আক্রমণ এবং আইনবাদীদের (Legalists) সমর্থন। সেই সভ্যতার ঊষাকালে চীন যখন, দাস সমাজ থেকে ফিউদাল সমাজে প্রবেশ করছে, সেই সময়ে কনফুশিয়াস দাসপ্রথার সমর্থক হ'ন। নব্য ফিউদালরা তখন দাসদের মুক্তি চাইছে, নইলে জমিদারি-প্রথা গড়ে ওঠে না। তারা কনফুশিয়াসের বিরুদ্ধে মতাদর্শের সংগ্রাম করে। তাদের বলা হোতো আইনবাদী। সেই আইনবাদীদের সমর্থনে সারা চীনের মানুষকে উদ্বেল হতে হবে এই শতাব্দীর সত্তরের দশকে! এইরকম বদমাইশি ক'রে তারা লিন পিয়াওর বিষয়টাকে চেপে দিল। এবং ওদের এলেম ছিল, বলতেই হবে। কনফুশিয়াস এবং চু এন-লাইকে তারা এক ক'রে দেখাতে শুরু করে দিল। একজন, "আধুনিক কনফুশিয়াস" নাম সরকারের মাথায় চেপে বসে আছে এবং সে নাকি "অতীতকে ফিরিয়ে আনতে" চেষ্টা করছে। ১৯৭৪ সালে পিকিং ক্রীড়া স্টেডিয়ামে এক জনসমাবেশের চু এন-লাই-এর উপস্থিতিতেও চিয়াং চিং এসব কথার পুনরাবৃত্তি করেন।

১৯৭৩ সাল থেকে ওরা সমানে ওয়াং হুং-ওয়েনকে পার্টির উচ্চ থেকে উচ্চতর পদে তুলবার চেষ্টা করতে থাকে, যাতে চু এন-লাই এর মৃত্যু হলেই সে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে যেতে পারে। মাও ৎসে-তুং স্বয়ং তাদের পথ আগলে দাঁড়ান। তখন ১৯৭৪ সালে জাতীয় পীপল্‌স কংগ্রেসের ঠিক পূর্বমুহূর্তের তারা চেয়ারম্যান মাও-এর কাছে যায় এবং বলে, চাং চুন-চিয়াওকে আসন্ন সংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী করা হোক এবং তাকে মন্ত্রীসভা

গড়বার অনুমতি দেয়া হোক। চেয়ারম্যান এ-প্রস্তাব নাকচ করেন। চু এন-লাই যকৃতের ক্যানসারে ভুগছিলেন, কিন্তু বিশ্রামের সময় তাঁর ছিল না। পুরো শাসনকার্য পরিচালনা করা ছাড়াও তাঁকে চীনের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ছুটোছুটি করতে হচ্ছিল চার দুর্বৃত্তের উস্কানি প্রতিরোধ করতে, সশস্ত্র সংঘর্ষ ঠেকাতে। চেয়ারম্যান মাও-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে যে স্বপ্ন ছিল তা যেন রক্তপাত ও ভ্রাতৃহত্যায় কলুষিত না হয়, তার জন্য চু-র নিরলস পরিশ্রম চীনের মানুষ কখনো ভুলবে না।

একজন অতিথি॥ লিউ শাও-চি বোধ হয় খুন হয়ে যেতেন "১৬ই মে" ঝটিকা বাহিনীর হাতে। চেয়ারম্যান মাও-এর আদেশ পেয়ে চু-এন-লাই ছুটে গেলেন, সমবেত জনতাকে বোঝালেন— লিউ শাও-চির বুর্জোয়া শক্তিকেন্দ্র ধ্বংস হচ্ছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে লিউর গায়ে হাত দেয়া চলে।

শিয়া॥ চু-এন লাই যখন একবার হাসপাতালে যেতে বাধ্য হলেন, তখনো কাজ বন্ধ করেননি— দলে দলে সরকারী কর্মচারীরা হাসপাতালে গিয়ে চু-র সঙ্গে কাজ করতেন সারাদিন। চিয়াং চিং তখন চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে দেখা ক'রে বলতে লাগলেন, চু মোটেই অসুস্থ নন, তিনি রোগের ভান ক'রে আসলে নানা বশংবদ লোকের সঙ্গে হাসপাতালে বসে ষড়যন্ত্র করছেন। বলা বাহুল্য, চেয়ারম্যান মাও সচিবদের সামনে ভদ্রমহিলাকে বিপর্যস্ত ক'রে ছেড়ে দিলেন। ১৯৭৪-এর শেষাশেষি চিয়াং চিং পাঠালেন ওয়াং হুং-ওয়েনকে। ওয়াং মাও-এর কাছে আবার প্রস্তাব রাখলো, চাং চুন-চিয়াওকে প্রধানমন্ত্রী করা হোক। চেয়ারম্যান তাকেও কঠোর তিরস্কার ক'রে তাঁর দপ্তর ছেড়ে চলে যেতে বলেন।

প্রশ্ন। তাহলে দেখা যাচ্ছে চেয়ারম্যান মাও চার দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিলেন?

শিয়া॥ চার দুর্বৃত্ত যে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করবে এটা তখুনি বুঝে ফেলা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাদের হঠকারিতা এবং জুলুমবাজির পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাও তাদের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করেন। তবে স্মরণ রাখতে হবে, চার দুর্বৃত্তের হাতে তখন প্রচুর ক্ষমতা, এবং মাও-এর স্বাস্থ্যও দ্রুত অবনতির দিকে। তাই চরম আঘাতের ভারটা মাও দিয়ে যান হুয়া কুও-ফেং ও অন্যান্যের হাতে। কিন্তু পদে পদে হঠকারি চার দুর্বৃত্তের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ আজ সুবিদিত। তেং শিয়াও-পিং-এর ব্যাপারটা দেখুন। যে তেং-কে চার দুর্বৃত্ত "পুঁজিপতি", "দালাল", "দলত্যাগী", "বেইমান", "প্রতিবিপ্লবী" প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিল, এবং লালরক্ষীরা যার নামটাকে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে যুক্ত করে স্লোগান দিত, সেই তেং শিয়াও-পিংকে সব বাধা ডিঙিয়ে চেয়ারম্যান মাও ফিরিয়ে আনেন ক্ষমতার শীর্ষে। চু এন লাই-গুরুতর পীড়িত, এ কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৭৩ সালে লিন পিয়াও প্রস্তাব করেছিল, তেংকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হোক; সেটা ছিল অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে। চেয়ারম্যান মাও উঠে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এবং লিনের সমালোচনাও করেছিলেন।

১৯৭৫-এ মাও তীব্রতর ভাষায় চার দুর্বৃত্তের সমালোচনা শুরু করেন। তেং শিয়াং-পিংও উৎপাদনক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টির খেলা বন্ধ করতে শুরু করেন। এই সময়ে হুয়াং কুও-ফেং "তাচাই থেকে শিক্ষা নাও" নামে জাতীয় কৃষি-সম্মেলন সংগঠিত ও পরিচালনা ক'রে চার দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে আরেকটি জোরদার আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে চেয়ারম্যান মাও-এর নেতৃত্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি "এক নম্বর দলিল' নামে একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করে তাতে তেং শিয়াও-পিংকে একাধারে পার্টির উপাধ্যক্ষ এবং রাষ্ট্রের উপ-প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি হুয়া কুও-ফেংকে পরলোকগত চুন এন-লাই-এর স্থলে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে। এগুলি হচ্ছে স্পষ্ট বৃহৎ প্রমাণ যে চেয়ারম্যান মাও চার দুর্বৃত্তের অন্তর্ঘাতী লাইনকে পরাস্ত করার বিরাট আয়োজন করেছিলেন। আশা ভঙ্গ হওয়ার ক্রোধান্ধ চাং চুন-চিয়াও এক প্রবন্ধ লেখে, তার নাম "তেসরা ফেব্রুয়ারির প্রতিক্রিয়া।" তাতে সে খোলাখুলি নূতন নেতৃত্বকে উল্টে দেয়ার কথা বলে।

[চাং চিনং চিয়াওর ভাষায় : "আরেকটি এক নম্বর দলিল। গত বছরও ওঁরা একটি এক নম্বর দলিল প্রকাশ করেছিলেন। অবস্থা অনুকূল দেখলেই তাঁরা তীক্ষ্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠেন, তাঁরা ছুটে আসেন আরো দ্রুত, আরো হিংস্র হয়ে— সেজন্যে তাঁদের উল্টেও দেয়া হবে (toppled) শীঘ্র।"]

প্রশ্ন॥ আমরা চীনের পত্রপত্রিকায় পড়েছিলাম, মাও অনেক সমালোচনা করেছিলেন চার দুর্বৃত্তের। তার কিছু স্থূল উদাহরণ চাই।

শিয়া॥ তার বেশির ভাগটাই বুঝলেন না?— পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে মাও-এর যেসব মন্তব্য পার্টি বাইরে প্রকাশ করেছে, তা থেকেই বোঝা যায় কী কঠোর মনোভাব মাও ক্রমশঃ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে চিয়াং চিংকে লেখা মাও-এর চিঠি ১৯৭১ সালেই পার্টি সাধারণ্যে প্রকাশ ক'রে দেয়। তাতে মাও বলেছিলেন, "সাফল্য তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। নিজের দুর্বলতা, খামতি এবং ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে চিন্তা করো। কতবার যে এ বিষয়ে তোমাকে বলেছি তার হিসেব নেই।"

এক অতিথি॥ ১৯৭৩ সালে মাও এবং চিয়াং চিং-এর বিবাহবিচ্ছেদ হয়। সেটার কারণ মাও স্পষ্ট ব্যাখ্যা ক'রে পার্টিকে জানান— চিয়াং চিং যেন আমার নাম ব্যবহার ক'রে নিজের ক্ষমতার পথ প্রশস্ত করতে না পারেন (to clear her won path to power) তাই এই ব্যবস্থা। তারপর থেকে চুং নান হাই-এ মাও-এর বাসগৃহে ঢুকতে হলে চিয়াংকে আগে লিখিত দরখাস্ত দিতে হোতো মাও-এর সচিবদের কাছে। মাও রাজি হলে তবে চিয়াং ঢুকতে পেতেন।

আরেকজন॥ একবার মাও দরখাস্তের ওপর লিখে দিলেন : 'আমাদের দেখা না হওয়াই ভাল। কয়েক বছর ধ'রে তোমাকে যা যা বলেছি তুমি তার একটাও করোনি। দেখা করে আর লাভ কী? (What's the use of more meeting with you?)।

মার্কস, এঙ্গেল্‌স্‌, লেনিন ও স্তালিনের রচনাবলী রয়েছে, আমারো কিছু বই আছে, কিন্তু তোমার পড়াশোনার ইচ্ছেই নেই (you simply don't want to study)।"

আরেকজন॥ ৭৪ সালের জুলাই মাসে চেয়ারম্যান মাও চার হঠকারীকে প্রবল আক্রমণ করে বলেন, "উপদল গঠন কোরো না। "চার দুর্বৃত্ত" (gang of four) কথাটা মাও থসে তুংই প্রথম ব্যবহার করেন। সেই ৭৪ সালেই মাও বলেন, "চিয়াং চিং প্রতি ব্যাপারে নাক গলাচ্ছেন (poking her nose) যেখানেই যাচ্ছেন বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমার মনে হয় তিনি উচ্চপদলোভী (ambitious)।"

এরপর অতিথিরা আরো প্রচুর তথ্য দিতে থাকেন। তার কিছু এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

* পলিটব্যুরোর এক অধিবেশনে মাও-এর উক্তি : "চিয়াং চিং-এর কথা তাঁর নিজের কথা, আমার হয়ে তিনি কোনো কথা কইতে পারেন না। তিনিই যাই দাবী করুন না কেন, তিনি কেবলমাত্র নিজের কথাই কইছেন।"

* চার দুর্বৃত্ত নিজেদের জাহির করতো "সর্বহারার ইস্পাত কারখানা" বলে। এভাবে তারা নিজেদের দার্ঢ্য ও বলিষ্ঠতার বিজ্ঞাপন দিত। মাও-এর মন্তব্য : "তা বলে দু রকমের কারখানা চালাবেন না— একটি ইস্পাতের, একটি টুপির।" ইস্পাত অর্থে এখানে সশস্ত্র সংঘর্ষ, টুপি অর্থে নির্বিচার লেবেল এঁটে দেয়া।

* চিয়াং চিং যখন চাং চুন-চিয়াওকে প্রধানমন্ত্রী করার দাবী তুললেন, তখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে মাও-এর উক্তি, "চিয়াং চিং এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পাগলামির পর্যায়ে যাচ্ছে। তিনি চাইছেন চাং প্রধানমন্ত্রী হোন, ওয়াং হুং ওয়েন হোন জাতীয় গণকংগ্রেসের অধ্যক্ষ, এবং তিনি নিজে হবে পার্টির চেয়ারম্যান।"

* সেই ১৯৭২ সালে মার্কিন পণ্ডিত রোক্‌সান ভিট্‌কে-কে ষাট ঘণ্টা ব্যাপি সাক্ষাৎকার দেন চিয়াং চিং এবং নিজের গৌরবকাহিনী বলতে গিয়ে পার্টির গোপন কথা ফাঁস ক'রে দিতে তাঁর বাঁধেনি। মাও প্রবল ক্রোধে ফেটে পড়েন, এবং চিয়াং চিংকে কড়া নির্দেশ দেন— জনসভায় বক্তৃতা দেয়া চলবে না, বিদেশী কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা চলবে না, এমন কি তাঁর নিজস্ব কোন সেক্রেটারিয়েটও আর থাকবে না।

* ১৯৭৫ সালে পুরো কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে মাও চিয়াংকে বলেন "তুমি অনেককে শত্রু বানিয়েছ। লোকে তোমার বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু তোমার বিশেষ একটি পদমর্যাদা আছে, তাই তারা ইতস্তত করছে। আমার একাশি বছর বয়স হলো, আমার প্রতিও তোমার কোনো বিবেচনা নেই।"

* চু এন-লাই ও মাও অসুস্থ হয়ে পড়লে পলিটব্যুরোর অধিবেশন মানেই ছিল তেং শিয়াং-পিং বনাম চার দুর্বৃত্তের ঘোর বচসা। একটি অধিবেশন তো পণ্ডই হয়ে যায় বাদানুবাদের ফলে। চিয়াং চিং এই মিটিংটি সম্পর্কে পরে বলেন, "দুই ইস্পাত সংস্থার

সংঘাত।" সুতরাং মাও রোগজর্জর দেহে পলিটব্যুরোর সভায় আসেন ৩ রা মে, ১৯৭৫, এবং প্রথমেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে তাঁর তিন নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করেন, "মার্কসবাদ চর্চা করো, শোধনবাদ নয়। ঐক্যবদ্ধ হও, দ্বিধাবিভক্ত নয়। স্পষ্ট ও অকপট হও, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র কোরো না।" তারপর চার চক্রান্তকারীর দিকে ঘুরে বললেন, "চারজনের দুর্বৃত্ত-দল হিসেবে কাজ করবেন না, আর এরকম করবেন না। কেন বার বার এরকম করছেন আপনারা?" তারপর অন্য সদস্যদের দিকে ঘুরে বললেন, "এই চারজনের সমস্যার যদি এ-বছরের প্রথমার্ধে সমাধান না করেন, তাহলে দ্বিতীয়ার্ধে করতে হবে। এ বছর যদি না করেন, তবে আগামী বছরে করতে হবে। আগামী বছরেও যদি না করেন, তবে তার পরের বছর করতে হবে।" এই স্পষ্ট নির্দেশ পেয়ে তেং-এর নেতৃত্বে পলিটব্যুরো চার মাস ধ'রে চার কুচক্রীকে সমালোচনা করতে থাকে এবং তাদের কাছে লিখিত আত্মসমালোচনা চায়। চারজনই দীর্ঘ আত্মসমালোচনা পেশ করে, চারজনই বলে তারা আর কখনো উপদলীয় চক্রান্ত করবে না। অবশ্য এই আত্মসমালোচনা যে কপট ছিল তা কিছুদিন পরেই বোঝা গেল। যাই হোক, পার্টির অভ্যন্তরে চার দুর্বৃত্তের এই যে পরাজয়, এটা জনসাধারণ তখন জানতে পারেনি। জানলে তখুনি দেশব্যাপি গণবিক্ষোভ ফেটে পড়তো চার দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে। এবং চার দুর্বৃত্তও বোধ হয় এই ঘটনায় বুঝতে পারে যে বৈধ উপায়ে পার্টির নেতৃত্ব দখল করা তাদের কোনো মতেই সম্ভব নয়।

এরকম আরো বহু ঘটনা, মাও-এর বহু উক্তি শুনতে শুনতে আমার সামনে যেন কুহেলিকার একটা আস্তরণ সরে গেল। কেন যে দুনিয়ার সর্বহারার মাও-এর নামের সঙ্গে "মহান" কথাটা যুক্ত করেছে সেটা স্পষ্ট হোলো। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে দুর্বার গতি তাকে বাধ্য দিতে গেলে প্রচণ্ড ক্ষতি হোতো; জনতার চেতনার ও সৃজনীশক্তি যেভাবে বিকশিত হচ্ছিল তাকে দমন করা হোতো, মানুষ নিজেকে গুটিয়ে ফেলত, কুঁকড়ে যেত, মুখ বুজিয়ে ফেলত। সেই বিপ্লবেরই চার স্বৈরাচারী এবং ক্ষমতাশালী প্রবল নেতাকে আলগোছে এবং ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেলতে হবে সব শক্তিকেন্দ্র থেকে, অথচ বিপ্লবের ধারাটি ব্যাহত হবে না এই দুরূহ প্রায়-অসম্ভব কার্যের নকশা ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন মাও ৎসে তুং। তিনি সংস্কৃতিক বিপ্লবের স্রষ্টাও বটেন, আবার এক দিক থেকে তিনি তার সামনে পর্বতপ্রমাণ এক প্রতিরোধ। তাঁরই প্রদর্শিত পথে হুয়া কুও-ফেং, লি শিয়াং-নিয়ান প্রভৃতি বিপ্লবীগণ চার চক্রীকে শায়েস্তা করেছেন।

এতসব কথার ফাঁকে ফাঁকে শিয়া ইয়েনের প্রস্তাবনায় আমরা বারংবার ভারতের উদ্দেশ্যে, ভারতের জনগণের উদ্দেশে, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাসূচক সুরাপান করলাম। শিয়া ইয়েন বললেন, "চীন এবং ভারত প্রাচীনতম বন্ধুত্বেই শুধু আবদ্ধ নয়, চীন যে কত কিছু শিখেছে ভারতের কাছে তার ইয়ত্তা নেই। চীনের কৃষ্টির যেটা ভিত্তি সেই বৌদ্ধধর্মই এসেছে ভারত থেকে। আবার দেখুন, প্রাচীন চীনা

সাহিত্যের এবং অপেরার যে বিখ্যাত বানররাজ সে আসলে রামায়ণের হনুমানের চীনা রূপ। এখন আবার চীনকে শিখতে হবে ভারতের কাছে। না, সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নয়। বলছি শিখতে হবে ভারতীয় মজদুরের কাছে কি ক'রে অত সুন্দর কাপড় এবং ঘড়ি তৈরী করতে হয়।"

নাটক

চার দুর্বৃত্ত দশ বছর ধরে চীনের থিয়েটারকে ভেঙে তছনছ করেছে। কিন্তু আজ নাটকের ক্ষেত্রে দেখে বোঝার উপায় নেই যে ট্রটস্কিবাদী কালবৈশাখী এপথে ধেয়ে গেছে তিন বছর আগেও। অপেরা এখনো মাথা তুলে পূর্বমহিমায় দাঁড়াতে পারেনি সেটা দো দিনকা মেহমান আমিও বুঝতে পারলাম। কিন্তু নাটক— অর্থাৎ চীনারা যাকে বলেন য়ুরোপীয় ধাঁচের নাটক— সে কিন্তু বিদ্যুৎবেগে তার প্রাক-১৯৬৬র স্তরও ছাড়িয়ে গেছে। সারা চীন মেতে উঠেছে সৃষ্টি নেশায়। গত বছর মোট ২৩০ টি নূতন প্রযোজনা হয়েছে। তার মধ্যে ৯১ টি নাটক ৮৬ টি আঞ্চলিক অপেরা, ১৬ টি চিরায়ত অপেরা।

আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে চীন নাট্যশালা সারা পৃথিবীর চেয়ে পঁচিশ বছর এগিয়ে আছে, একথা বলেছি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চগুলির দেখার পর। লাইপজিগের নূতন অপেরা ভবনটি ছাড়া চট ক'রে মনে পড়ছে না কোনো নাট্যশালার নাম যা পিকিং, শাংহাই, ক্যান্টনের বৃহৎ থিয়েটারগুলির পাশে দাঁড়াতে পারে। এতে ঐতিহাসিক কারণ আছে। বিপ্লবের পূর্বে অপেরাগুলি অভিনীত হোতো প্রায় সারারাত্রিব্যাপি। এ-সময়টার অধিকাংশই ব্যয় হোতো মঞ্চসজ্জা-পরিবর্তনে, কেননা, চীনা অপেরায় বিশাল বিশাল সেট্-এর ব্যবহার হচ্ছে অপরিহার্য। কখনো পাতালপুরী, কখনো সমুদ্রতীর, পরমুহূর্তে বা স্বর্গরাজ্য, তার পরই হয়তো রাজার শয়নাগার ঘুরে বেড়ায় চীনা অপেরা। বিপ্লবের পূর্বে গতরে-খেটে এই পটপরিবর্তন কোনো সমস্যা ছিল না, কারণ দর্শকবৃন্দ ছিলেন মহাধনী এবং মহা-অলস সব সমঝদারেরা, যাঁরা পর্দা পড়লেই চা খেতেন, মদ্যপান করতেন, রক্ষিতা ও বেশ্যাদের সঙ্গে সম্ভাষণ করতেন। প্রতি দৃশ্যের পরে আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিট বিরতিটা তাঁদের ছিল প্রয়োজন। লাম্পট্যের সময়টুকু ধরেই তাঁরা অপেরা দেখতে আসতেন। বিপ্লবের পর শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের সেবায় যখন থিয়েটারগুলি নিয়োজিত হোলো, তখনই বাঁচবার তাগিদে অপেরাকে সময়-সংক্ষেপের রীতিমতন অভিযান চালাতে হলো। চমকপ্রদ সব দৃশ্য বজায়ও রাখতে হবে, অথচ ক্ষিপ্রগতিতে দৃশ্য-পরিবর্তনও করতে হবে। চল্লিশ মিনিটের কাজটা এক মিনিটের কমে সারাতে হবে। ব্যাপক যন্ত্রপ্রয়োগ ব্যতীত এটা সম্ভব ছিল না। চীন মুক্ত হবার পর অধ্যক্ষ মাও-এর ইয়েনান-ভাষণকে অনুসরণ ক'রে চু এন-লাই-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে, চু ইয়াং,

তিয়েন হান, শিয়া ইয়েন, ইয়াং হান-শেং প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ দ্রুত চীনের নাট্যশালাগুলি আধুনিকরণ সম্পন্ন করলেন। ক্রেন, কনভেয়র বেল্ট, ওয়াগান-স্টেজ প্রভৃতি নির্মিত হোলো, আলোর যন্ত্রপাতি উঠলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যায়ে।

এই যন্ত্রগুলির পুরো সুযোগ নিচ্ছে চীনের আধুনিক নাট্য আন্দোলন। আধুনিক নাটকে তাই সম্ভব হচ্ছে ৬০ ফুট × ৭০ ফুট মঞ্চজোড়া ভারী সেটে ব্যবহার। অপেরার সমুদ্রতলের দৃশ্য হয়তো এখানে লাগছে না, দরকার হচ্ছে না উড়ন্ত পরীদের বিস্ময়কর শূন্যে ভাসার দৃশ্য। কিন্তু আধুনিকতম যন্ত্রপাতি থাকায় চীনের নাট্য-পরিচালকরা দৃশ্যকাব্য সৃষ্টির পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছেন। এক দৃশে কুওমিণ্টাং-এর অন্ধকার কারাকক্ষ, পরের দৃশ্য চিন-চা-চি অঞ্চলের পাহাড়ে যুদ্ধক্ষেত্র— এরকম ভাবতে নাট্যকারের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। পনেরো-কুড়ি সেকেণ্ডে এ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে অনায়াসে। কোনোটিকেই বাধ্য হয়ে যবনিকার সামনে এনে গোঁজামিল দিতে হচ্ছে না, দুটি দৃশ্যকেই চূড়ান্ত বাস্তববাদী ঢঙে উপস্থিত করা যাচ্ছে।

পিকিঙের ফুচেংমেং সড়ক ধ'রে হাঁটতে লাগলাম একদিন সকালে মোটর গাড়ির বিলাস পরিত্যাগ ক'রে, যদিচ সেদিন তাপমাত্রা শূন্য থেকে দু ডিগ্রী নীচে। পিকিং পাঠাগারের সামনে দিয়ে চলেছি বেইহেই পার্ক ও জিংশান পার্কের দিকে। পথে থিয়েটারের পর থিয়েটার পড়ছে। সেগুলোর মঞ্চব্যবস্থা ও স্থাপত্য দেখতে দেখতে চলেছি, আর ভাবছি, আশ্চর্য এই কমিউনিস্টরা। ত্রিশ বছর যুদ্ধের পরে পিকিং মুক্ত হতেই তাদের প্রথম কাজ শহরের খাদ্য ও জল সরবরাহ, দ্বিতীয় কাজ থিয়েটারগুলি চালু করা। যদিচ রঙ্গমঞ্চগুলি আধুনিকতম যন্ত্রে সুসজ্জিত, প্রেক্ষাগৃহ ও নাট্যশালার বহিরঙ্গ কিন্তু প্রাচীন চীনা স্থাপত্যের মৌন সাক্ষী। যদিচ কমিউনিস্টরা সর্বাগ্রসর বৈজ্ঞানিক চিন্তার বাহক, তবু কয়েক শত বছরের পুরাতন নাট্যের তারা পৃষ্ঠপোষক, তারা চীনা উত্তরাধিকারের প্রহরী।

"শত পুষ্প প্রস্ফুটিত হোক" বোধহয় বলে ফেলেছিলাম আপন মনে।

শুনে ওয়াং চেং-শু বললেন, "কিন্তু চার দুর্বৃত্তের আমলে আমরা জানলাম, একটিই পুষ্প প্রস্ফুটিত হবে: সে-পুষ্পের নাম চিয়াং চিং। তিনি একদিন বললেন, ১৮৭১ সালে পারি কমিউনের কালে যে আন্তর্জাতিক গান রচিত হয়েছিল, সেটি প্রথম প্রোলেতারীয় শিল্প সৃষ্টি। তারপর প্রোলেতারীয় শিল্প সৃষ্ট হয়েছে চীনে আমার তত্ত্বাবধানে— ঐ আটটি মডেল অপেরা— ঐ শাচিয়াপাং, লাল লণ্ঠন ইত্যাদি।"

"মাঝে একশ' বছরে কিছু হয়নি?"

"চিয়াং চিং বলেছিলেন, হয়নি। জ্যাক লণ্ডন, গোর্কি, লু শুন, মায়াকভস্কি— সবাই বোধকরি মহিলার মতে বুর্জোয়া শিল্প সৃষ্টি করছিলেন। অথচ অধ্যক্ষ মাও তো চিয়াং চিং-এর মতন অত অগ্রসর ছিলেন না। তাঁর পশ্চাদপদ মত হচ্ছে, চীনের প্রাচীন

অপেরাগুলি জাতির সম্পদ। সেগুলিকে সংশোধন ক'রে নিলেই সেগুলি আজকের শ্রমিক-কৃষকের কাজে লাগবে। সেই ১৯৪৪ সালে ৯ ই জানুয়ারি মাও এক চিঠি লিখেছিলেন ইয়েনান অপেরা সংস্থাকে। তারা প্রাচীন ঐতিহাসিক অপেরা সংশোধিত ক'রে রাজা-রাজড়ার পরিবর্তে প্রাচীন কৃষক-বিদ্রোহীদের কেন্দ্র ক'রে অভিনয় করছিল। মাও বললেন, তোমরা উল্টো ইতিহাসকে ফের উল্টে দিয়েছ, এবার পুরাতন অপেরার নূতন জীবন শুরু হোলো।"

[মাও-এর ভাষায় : "জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে। অথচ প্রাচীন অপেরার মধ্যে যেগুলি জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন সেগুলি জনগণকে মঞ্চে আনে অবজ্ঞাভরে, আর মঞ্চে আধিপত্য করে সামন্তরাজ ও তাদের পত্নীরা এবং তাদের আহ্লাদী পুত্রকন্যারা। এবার তোমরা উল্টো ইতিহাসকে উল্টে দিয়েছ এবং প্রাচীন অপেরার নূতন জীবন শুরু হোলো।"]

ওয়াং চেং-শু বলে চললেন, "কিন্তু চিয়াং-চিং এর সামনে প্রাচীন অপেরার নাম করলেই বিপদ হোতো। অপেরার শিল্পীদের মেরে, তাদের আসবাব পোষাক পুড়িয়ে চিয়াং চিং চীনের ঐতিহ্যটাই মুছে দিতে চাইছিলেন। আপনি জানেন পিকিং অপেরার আটটি বিখ্যাত গানের ঢং রয়েছে যা অতীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করেছিলেন। চিয়াং চিং-এর স্লোগানের মতন তখন লালরক্ষীরা ছুঁড়ে মারতো : আমরা চাই বিপ্লবী, ওসব গানের নান ঢং-এর দরকার নেই। ১৯৭০ সালে একটা প্রবন্ধ বেরোয়— চার দুর্বৃত্তেরই কোনো অনুগামীর লেখা— তাতে পিকিং অপেরার আট পদ্ধতির শ্রাদ্ধ করা হয়। তারপরই সম্মানিত অপেরা-শিল্পীরা রাজপথে মার খেতে থাকেন। কাল শিয়া ইয়েন আপনাকে কাও চিয়াও-তিয়েনের কথা বললেন। কাও ছিলেন পিকিং অপেরার মহত্তম শিল্পীদের একজন, একটি নূতন পদ্ধতির জন্মদাতা। শাংহাইয়ে তাঁকে গৃহ থেকে টেনে বার ক'রে ময়লা ফেলার লরিতে চাপিয়ে শহর ঘোরানো হয়। 'ওয়াটার মার্জিন' অপেরার নায়ক বসে আছেন আবর্জনার স্তূপে, মাথার গাধার টুপি। তারপর তাঁকে একটা খাঁচায় পুরে সাত দিন রাজপথে রেখে দেয়া হয়। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, এবং মরার আগে স্ত্রীকে বলে যান, আত্মহত্যা করবে না কখনো, বেঁচে থাকো— মাও এবং চু এসব জানেন না, জানলে এ ঘটতে দিতেন না। তারপর তিনি মারা গেলেন, চার মহাবিপ্লবীর ক্রোধ প্রশমিত হোলো।"

ওয়াং হাসেন সব সময়ে। এবারো হাসলেন, কিন্তু সে-হাসির মধ্যে অভিমান টল টল করছে। আবেগের তাড়নায় তিনি ফরাসী ধরলেন, "লা প্রেসিদঁ মাও আ দি, ইল ফোফেয়ার উন স্ত্রিক্‌ত্ দিসতিংসিওঁ আঁত্রে লে ত্রাদিকসিওঁ ও সেন দু পেপ্‌ল এ সেলে আঁত্রে নোস্ এনেমি এ নু-মেম। মাও বলেছিলেন, দুরকমের দ্বন্দ্বের মধ্যে কড়া পার্থক্য বজায় রাখতে হবে— জনতার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং শত্রুর সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব। জনতার শিল্পী কাও চিয়াও-তিয়েন কখনোই আমাদের শত্রু ছিলেন না, অথচ তাঁকে আবর্জনার মতন পুড়িয়ে দিল চার অতি বিপ্লবী শিল্পযোদ্ধা।"

নানা অপেরা-শিল্পী ও নাট্যশিল্পী একই কথা বার বার বলছিলেন, আর শুনে আমার মনে হচ্ছিল আমাদের দেশেও থেকে থেকে আবির্ভূত হয় চিয়াং চিং-এর ভারতীয় শিষ্যরা, এক এক কথায় গর্দান নেয় রবীন্দ্রনাথের, বিদ্যাসাগরের, রামমোহনের, গিরিশচন্দ্রের। ওরাও একই যুক্তি দেয়— বিপ্লবী হও, সূক্ষ্ম শিল্পের প্রয়োজন নেই। নিরেট পাতিবুর্জোয়া জানোয়ারবৃত্তির কি শেষ নেই? সোভিয়েত দেশে প্রোলেটকুল্ট পনেরো বছর জ্বালিয়ে মেরেছিল লেনিন স্তালিনকে। মাও-এর চীনেও শেষ পর্যন্ত ধূমকেতুর মতন আবির্ভূত হোলো চার দুর্বৃত্ত। তবে দশ বছরেই তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে চীনের পার্টি।

"চীনা অপেরা সম্পর্কে অধ্যক্ষ মাও-এর কী মনোভাব ছিল?" এ-প্রশ্ন করেছি সর্বত্র। "১৯৪৪-এ চিঠি থেকে সম্যক বোঝা যায় না মাও ঠিক কী চেয়েছিলেন। তিনি কি প্রাচীন অপেরার রীতি-নীতি, রূপরেখা, ঢং পদ্ধতি এ সব বজায় রেখে বিষয়বস্তুর সংশোধন চাইছিলেন, না ফর্মটাকেও বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ নব্য অপেরার প্রবর্তন চাইছিলেন?"

নাট্যকার কুও তুন-জুইন এর উত্তরে বলেছিলেন, "একটি ছোট্ট ঘটনায় অধ্যক্ষ মাও— এর মনোভাব পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। লি সি-ৎসি নামে একটি কিশোরী পিকিং অপেরার নূতন আবিষ্কারদের মধ্যে যথেষ্ট নাম করেছিল। তার তালিম ছিল চেং পদ্ধতিতে। চেয়ারম্যান এক চায়ের আসরে তাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার শিক্ষা তো চেং ঘরানার?" লি তখন চিয়াং চিংদের উগ্র রাজনীতিতে দীক্ষিত। সে জবাব দিল, কমরেড চেয়ারম্যান, আমি বিপ্লবী শিল্পী, কোনো ঘরানায় বিশ্বাস করি না। চেয়ারম্যান নিতান্ত ব্যথিত হয়ে লি-র হাত ধরে বললেন— বিপ্লবী নিশ্চয়ই হবে লি, কিন্তু গানের বিভিন্ন ঘরানাগুলো আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে— সেই পদ্ধতি, চেং, তান, ইয়াং, ইয়েন, ইউ সবগুলো আমাদের চাই। শত পুষ্প বিকশিত হোক যিনি বলেছিলেন, তিনি কখনো প্রাচীন অপেরার মতন একটি শিল্পসমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় ফর্মকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার কথা বলতে পারেন? উচ্ছেদ করা সম্ভব কি? উম্মাদ বা ট্রটস্কিবাদী ছাড়া কেউ ভাবতে পারে না সেটা সম্ভব। চেয়ারম্যান মাও শাশ্বত চীনা সাহিত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন তিন লি— অর্থাৎ লি পো, লি হো, লি শাং-ইন। তিনজনই তাং বংশের জমানার কবি। এহেন ক্লাসিক-ভক্ত মানুষ স্বভাবতই চীনা অপেরার গুণমুগ্ধ হবেন না? চার দুর্বৃত্ত অবশ্য শত পুষ্পের তত্ত্বটা উড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের তাত্ত্বিক নেতা চাং চুন-লিয়াও প্রকাশ্যে বলেছিল— হ্যাঁ, শত চিন্তাধারা দ্বন্দ্বে নামবে বই কি, কিন্তু একজনের চিন্তাই চরম (decisive), তিনি চিয়ান চিং। চিয়াং চিংও একবার বলেছিলেন, আমার কথা যে মানবে না সে বস্তুত পার্টির বিরোধিতা করবে। আটটি মডেল অপেরা ব্যতীত আর সব অপেরা ও নাটক নিষিদ্ধ হবার পর ১৯৭৫ এর জুলাইয়ে মাও বলেন, শত পুষ্প আর বিকশিত হচ্ছে না।"

অসহিষ্ণু পাতি-বুর্জোয়ার অতি-বিপ্লববাদ যে বিশ্ব সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের একটি চিরন্তন বিপদ এটা চীনে আবার একবার প্রমাণিত হোলো। কেউ হয়তো এতে বিস্মিত হয়েছেন, কেউ বা মর্মাহত, কেউ বা হতাশ হয়ে পড়েছেন। বুর্জোয়ার উচ্ছিষ্টভোজীরা অবশ্য এর মধ্যে মার্কসবাদের ব্যর্থতা আবিষ্কার করছে, তাদের কথা আলোচনা করতেও ঘৃণা হয়। কিন্তু যাঁরা সাম্যবাদের প্রতি আস্থার জন্যই চীনের সাম্প্রতিক ঘটনায় অনাস্থা প্রকাশ করেছেন, প্রশ্ন করছেন কি করে এটা হোলো? চেয়ারম্যান মাও-এর উপস্থিতিতে চার দুর্বৃত্ত কি ক'রে এতে ক্ষমতা করায়ত্ত করলো? তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার নিবেদন এই— কবে, কোথায় হয়নি এ-ঘটনা? লেলিনের সামনে ট্রটস্কি, প্রচুর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হননি? স্তালিন কি ট্রট্স্কি, বুখারিন, জিনোভিয়েভ, কামেনেভের অত্যাচারে জর্জরিত হননি? স্তালিনের সামনেই কি ক্রুশ্চভরা ওপরে ওঠেন নি? কে বলেছে বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ চলবে সরল ঋজু রেখায়, কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না, থাকবে না বিপর্যয়, পরাজয়, ব্যর্থতা? যাঁরা সেই আশায় চীনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তাঁদের চোখে মোহ ছিল, বুকে ছিল আবেগ, কিন্তু মস্তিকে ছিল না মার্ক্স্বাদী যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ। চীনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখে যাঁরা হতাশ হয়ে পড়েন, তাঁরা স্তালিন-ট্রট্স্কি, স্তালিন-বুখারিন, স্তালিন-টিটো প্রভৃতি বিশাল দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের গুরুত্ব ও অনিবার্যতা সম্পর্কে অন্তরে সন্দিহান। এসব দ্বন্দ্ব শ্রেণীসংগ্রামই। এবং এর উত্থান-পতন, সর্পিল গতি, জয়-পরাজয় এক মহাকাব্য, যা শ্রমিকশ্রেণী লিখছে বিশ্বের দেয়ালে। সাময়িক পরাজয়ে ভাববাদী হতবল হয়, বস্তুবাদী হয় আরো স্থিরনিশ্চয়। ব্যর্থতা দেখে বিপ্লববিলাসী ভগ্নমনোরথ হয়, বিপ্লবী নেয় শিক্ষা। এইসব ভাঙাগড়া, আরোহণ ও পতন এক বিস্ময়ের নাটক, সারা পৃথিবী যার মঞ্চ— পারি কমিউনে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে মার্ক্স্বাদীদের দ্বন্দ্ব, বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশিভকদের, লেনিনের সংগে ট্রট্স্কির, স্তালিনের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে কত প্রাক্তন বিপ্লবীর, পূর্ব য়ুরোপে স্লানস্কি-কস্তভদের অভ্যুত্থান, টিটোর মতবাদ, হাংগেরি- চেকোস্লোভাকিয়ায় সশস্ত্র সংঘর্ষ, চীন-সোভিয়েৎ মহাবিতর্ক, কমপুচিয়ার প্রশ্ন, চীন-ভিয়েৎনাম দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বই তো স্বাভাবিক, মতৈক্যটা মাঝে মাঝে ঘটে। সমাজের চালিকাশক্তি হচ্ছে দ্বন্দ্ব। এইসব দ্বন্দ্বের সমাধানেই বিশ্ববিপ্লবের পুষ্টি ও অগ্রগতি। চার দুর্বৃত্তের দ্বন্দ্বও সেইভাবে জিতেছেন চীনের পার্টি। এটাই বৃহৎ সত্য।

চেয়ারম্যান মাও-এর ইয়েনান-ভাষণের সীমারেখায় চার দুর্বৃত্তকে আটকানো যায়নি। ১৯৫৭ সালে চেয়ারম্যান মাও শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কী রাজনৈতিক মাপকাঠি ব্যবহৃত হবে সে-সম্পর্কে ছ'টি ধারা প্রকাশ করেন :

(১) কথা এবং ঘটনা চীনের নানা জাতিকে যেন ঐক্যবদ্ধ করে। বিভক্ত নয়।

(২) তারা যেন সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের অনুকূল হয়, প্রতিকূল নয়।

(৩) তারা যেন জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে দৃঢ় করে, দুর্বল নয়।

(৪) তারা যেন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতাকে দৃঢ় করে, দুর্বল নয়।

(৫) তারা যেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে দৃঢ় করে, দুর্বল নয়।

(৬) তারা যেন আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ঐক্য এবং বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনতার ঐক্যের অনুকূল হয়, প্রতিকূল নয়।

এইটুকুই তো কথা। এর বাইরে কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করার পক্ষপাতী মাও ছিলেন না। প্রাচীন অপেরার এক বৃহৎ অংশ সে-যুগের ফিউদালদের অত্যাচার ও অনাচারকে তুলে ধরেছে অপূর্বভাবে। অন্যগুলিকে সংশোধন ক'রে নেয়ার কথা অধ্যক্ষ মাও বহুবার বলেছেন। তবু চার দুর্বৃত্ত কালাপাহাড়ের মতন সব অপেরা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

নাটকের ক্ষেত্রেও নির্বিচারে সব বে-আইনী হয়েছিল। তার মধ্যে-বিশ্ব-প্রোলেতারীয় সাহিত্যের কিছু অমূল্য রত্ন ছিল, মাও ৎসে-তুং-এর ছয়ধারার মূর্ত রূপ ছিল। ৎসাও ইউ-র "ঝড়" এবং "সূর্যোদয়", লাও শে-র "ড্রাগনবিয়ার্ড ডিচ", চেন চিং-তুং-এর "লং মার্চ" ইউ চিং-এর নাটকগুলি। বাস্তবিকপক্ষে য়ুরোপীয় ধাঁচের আধুনিক থিয়েটার বস্তুটি চীন থেকে তুলে দিয়েছিল ওরা। বিদেশী নাটকের অনুবাদ করা এক অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হোতো।

মাও বলেছিলেন, অতীতকে বর্তমানের কাজে লাগাও; সব অপেরা নিষিদ্ধ ক'রে চার দুর্বৃত্ত সে-নির্দেশ আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করলো। মাও বলেছিলেন, বিদেশী সংস্কৃতিকে চীনের সেবায় লাগাও; আধুনিক নাট্যশালা বন্ধ ক'রে দিয়ে চার দুর্বৃত্ত সে-নির্দেশ পদদলিত করলো।

চার দুর্বৃত্ত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গৌরবময় ইতিহাসটা মুছে দিচ্ছিল। যেমন সব অভিজ্ঞ নেতাকে তারা "পুঁজিবাদের পথিক" লেবেল মেরে তাঁদের ওপর লালরক্ষী লেলিয়ে দিচ্ছিল, তেমনি পার্টির দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতিটি প্রেরণাময় ঘটনাকে তারা "ও তো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ব্যাপার, বুর্জোয়ারাও ওসব করে—" এইসব মন্তব্যে নাকচ করছিল। তাই চার দুর্বৃত্তের পতনের সঙ্গে সঙ্গে চীনের থিয়েটার মেতে উঠেছে বিপ্লবী অতীতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে। এই প্রথম মাও ৎসে-তুং এবং চু এন-লাই চীনের রংগমঞ্চে এলেন।

"হেমন্তের বজ্র" (Autumn Thunder) নাটক চেয়ারম্যান মাওকে মঞ্চে এনেছে ১৯২৭ সালের হুনান বিদ্রোহের পটভূমিকায়, এবং কাহিনী শেষ করছে চিংকাং পাহাড়ে মাও-কর্তৃক প্রথম বৈপ্লবিক এলাকা স্থাপনে। "ইয়াং কাই-হুই" নাটকের প্রধানা চরিত্র হচ্ছেন চেয়ারম্যান মাও-এর প্রথমা পত্নী। নাটকটি বিশের শতকে মাও এবং তৎপত্নী ইয়াং কই-হুইর বিপ্লবী জীবনের চমকপ্রদ এক নাট্যরূপ। শেষ দৃশ্যে যখন ইয়াং

কারাগারে বসে আছেন, উষার অপেক্ষায় আছেন, কারণ সূর্যোদয়মাত্র তাঁর মৃত্যুদণ্ড হবে চিংয়া কাইশেকের জল্লাদের হাতে, তখন হঠাৎ তিনি যেন দেখতে পান তাঁর সারা-জীবনের সাথী, শিক্ষক ও নেতা মাও ৎসে-তুং এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর কাছে, বিদায় দিচ্ছেন শহীদ জীবনসঙ্গিনীকে। এ-দৃশ্যের নাটকীয় আবেগ, ইতিহাসের কাব্যরূপ এবং মঞ্চকৌশল তথা আলোকসম্পাত বিশ্বনাট্যশালার এক সম্পদ হয়ে রইল।

প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই-এর কুৎসা রটনা, তাঁর প্রতিষ্ঠা ধ্বংস করা ছিল চার দুর্বৃত্তের অন্যতম প্রধান প্রয়াস। তার জবাব দিচ্ছে আজ পিকিঙের নাট্যশালা "সংবাদপত্র বিক্রেতা" (Newspaper Boys) নাটকের মাধ্যমে। নাটকের স্থান জাপবিরোধী যুদ্ধের কালে চুংকিং। চু এসেছেন ইয়েনান সরকারের পক্ষে, চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে জাপ-বিরোধী ঐক্য স্থাপন করতে। পদে পদে কুও মিন্টাং-এর প্রতিক্রিয়াশালী নেতারা চুক্তি লঙ্ঘন করছে; প্রতিবার অসীম ধৈর্য্য সহকারে চু এন-লাই দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রয়োজন বোঝাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ চরম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে চিয়াং-এর সেনা দক্ষিণ আনহোয়েই প্রদেশে কমিউনিস্ট মিত্রবাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ ক'রে কয়েক শ' সৈন্য ও অফিসারকে হতাহত করে। সঙ্গে সঙ্গে চুংকিঙে কঠোর সেনসর বসে যায়, দৈনিক সিনহুয়া পত্রিকা থেকে এ সম্পর্কে সংবাদ ও চু-এর সম্পাদকীয়ের শাদা কলমটা ভরে দেন। মঞ্চে চু যখন আবৃত্তি করেন :

"পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত নৃশংতা ঘটেনি,
ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে একটি শুকনো পাতা ঝরে যায়,
আসন্ন কঠোর শীতের ভবিষ্যৎবাণী।
ভ্রাতৃগণ, অস্ত্র তুলে নাও
আজ নিষ্ঠুর ভ্রাতৃহন্তা হতে হবে—"

গৃহযুদ্ধের নির্মমতাকে যখন বাধ্য হয়ে আলিঙ্গন করেন কবি চু এন-লাই, আর সিনহুয়ার কর্মীবৃন্দের মুখগুলো প্রতিজ্ঞায় থম থম করে, তখন নাট্যশিল্পের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত সৃষ্টি হয়। তারপর সিনহুয়া নিষিদ্ধ হলে, গোপনে তা ছেপে নিয়ে যখন কর্মীরা বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, তারা দেখতে পায় পথের মোড়ে তাদেরই মতন কাগজ বেচছেন চু এন-লাই। ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে ধরলে তিনি স্মিতমুখে বলেন, "শ্বেতসন্ত্রাসের মুখে তোমাদের ঠেলে দিয়ে আমি ঘরে বসে থাকবো কি ক'রে ভাবলে?" কর্মীরা চাপা জয়ধ্বনি ক'রে ওঠে। তারপর চু-র নেতৃত্বে বিপ্লবের বার্তা ছড়াতে ছড়াতে তারা মিশে যায় এমন এক জনারণ্যে যার উপস্থাপনা ও নির্দেশনা ভীড়ের দৃশ্যের নূতন অধ্যায়।

চার দুর্বৃত্তের ফাশিস্ত কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে বহু নাটকে, শিল্পীদের রোষ ফেটে পড়ছে তার দৃশ্য থেকে দৃশ্যে। "যৌবন আরো সুন্দর হোক" (Let Youth

Be More Beautiful) এমনি এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক নাটক, যেখানে কয়লাখনির পটভূমিকায় কয়েকজন যুবক-যুবতী নানা রকমের মানসিকতা ও সৌন্দর্যের নিজ নিজ ব্যাখ্যা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। কেউ হয়তো বিবাহকে ভাবছে সবচেয়ে সুন্দর, কেউ ভাবছে চাকরিতে উন্নতি করাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, কেউ বা দিনরাত মেহনত থেকে চায় মুক্তি। একজন বৃদ্ধ শ্রমিক একটি মোষ কিনেছে; সে চায় একটু জমিজমা, সম্পত্তি আর এই পথে নিরাপত্তা। এইসব দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে কয়লাখনি বিধ্বস্ত ক'রে দিতে লাগলো চার দুর্বৃত্তের এক অনুচর : আর সর্বংসহা, ধীর, স্থির প্রৌঢ় পার্টি সম্পাদক সব অত্যাচার সহ্য ক'রে লড়ে গেলেন তার বিরুদ্ধে। ক্রমে তাঁর চারপাশে এসে দাঁড়ালো যুবক-যুবতীরা, সৌন্দর্যের সামাজিক ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম ক'রে, চার দুর্বৃত্তের অনুচর পলায়ন করলো।

এটির চেয়েও অনেক উচ্চস্তরের নাটক সু শু-ইয়াং-এর "বিশ্বস্ত হৃদয়" (Loyal Hearts), পিকিং পিপল্‌স্ আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনা। নাটকটা গড়ে উঠেছে কিছু ডাক্তারকে ঘিরে, যাঁরা ০৩ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার নিযুক্ত, যার ফল হতে পারে অতি-প্রয়োজনীয় একটি ওষুধের আবিষ্কার। নাটকের শুরু ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে, চতুর্থ জাতীয় পিপল্‌স্ কংগ্রেসের অধিবেশনের পর। পর পর সেখানে নানা চরিত্র আসে নারী ও পুরুষ— কেউ বা সাংবাদিক, কেউ শিল্পী, কেউ মজদুর— প্রত্যেকেই অদৃশ্য চার ফাশিস্তের জুলুমে নিজ নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। বৃদ্ধ ডাক্তার ফাং, যিনি ০৩ নম্বর গবেষণার নেতা, হঠাৎ একদিন দেখলেন তাঁর হাসপাতালের মধ্যে তাঁকে যথেচ্ছ গালিগালাজ ক'রে বড় হরফের পোস্টার মারা হয়েছে। ক্রমশঃ জানা গেল তাঁর নিজের জামাতা চুয়াং টি-শেং চার দুর্বৃত্তের নির্দেশে একাজ করেছে। হাসপাতালের কর্মীরা তটস্থ। জুলুম-জবরদস্তি চলতে থাকে। গবেষণার কাজ হুকুম জারি ক'রে বন্ধ ক'রে দেয়া হয়, হাসপাতালের দরজায় সীল পড়ে। কিন্তু ফাং মাথা নোয়ান না। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান স্থানীয় পার্টি সেক্রেটারি চাও কুও-চু, যিনি জেল খেটে বেরুলেন। ডাক্তার ফাং-এর বন্ধু বৃদ্ধ ডাক্তার তিং-এর ওপর এবার চাপ সৃষ্টি করা হয় ফাংকে আক্রমণ ক'রে প্রবন্ধ লিখতে, যেহেতু তিং গোড়া থেকেই ছিলেন ০৩ গবেষণার বিরোধী। কিন্তু সেটা ছিল তাঁর ডাক্তার হিসেবে আপত্তি। তিনি পার্টির পুরাতন সদস্য, চুয়াং-এর হীন প্রস্তাবে তিনি জ্বলে ওঠেন। দুজনে মিলে গেলেন "মন্ত্রীসভার সেই মহিলার" ডাকে ডাক্তারদের এক আলোচনা-সভায় এবং দুজনে মিলে চার দুর্বৃত্তের শ্রাদ্ধ ক'রে চলে এলেন বাড়িতে, তোয়ালে, আর টুথব্রাশ গুছিয়ে নিলেন কালই জেল যেতে হবে। এমনি সময় খবর এল চু এন-লাই আর নেই। ডাক্তার ফাং বললেন, আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, তোমার বিশস্ত হৃদয় চিরদিন স্পন্দিত হোতো জনগণের জন্য।

এ-নাটকের গভীর বাস্তবতাবোধের মাঝে হঠাৎ ঝিলিক মারে বের্টোল্ট ব্রেখ্ট্-এর এপিক-পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ শেষ দৃশ্যে যখন আলোচনা-সভার বর্ণনা দিচ্ছেন ফাং ও তিং অভিনয় ক'রে ক'রে দেখাচ্ছেন কে কী বললো, বা দ্বিতীয় দৃশ্যে যখন ফাং বিবৃত করছেন কিভাবে চু এন-লাই ০৩ গবেষণাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আশ্চর্য পরীক্ষা চালিয়েছেন সু শু-ইয়াং। পুরো নাটকটা বাঁধা ডোলফ্-এর প্রোফেসর মামলকের মতন বাস্তববাদী চৌহদ্দিতে। অথচ প্রতিটি উত্তেজনাপূর্ণ ক্লাইমেক্স-এর মুহূর্তে নাটক সে-সীমানা ভেঙে বিবৃত-ঘটনার ঔদাসীন্য চলে যাচ্ছে। আর থেকে থেকে তিং-এর মুখে হীরকখণ্ডের মতন উজ্জ্বল শ্লেষ। এ পরীক্ষা আগে কখনো কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। চেকভের ধারায় গভীর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে, হঠাৎ ব্রেখ্ট্-এর "মা" নাটকের মে-দিবস দৃশ্যের মতন পর পর সংবাদ-উচ্চারণ, বাস্তব থেকে অবলীলাক্রমে এপিকে উত্তরণ— এটা সত্যিই বিশ্বনাট্যশালায় অভূতপূর্ব। স্তানিস্লাভ্স্কি ও ব্রেখ্ট্ যে পরস্পরের পরিপূরক, পিকিং পিপলস থিয়েটারের এ-প্রয়োজনা তার উচ্চ ঘোষণা।

"চার দুর্বৃত্ত আরেক ঝামেলা বাধিয়েছিল", বললেন পিপলস থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক লিন লিন। "সব আধুনিক নাটক নিষিদ্ধ করাই ছিল উদ্দেশ্য। তার মধ্যে আবার এটা-ওটা কারণ দেখাতে শুরু করলো। একেকটির চেয়ে একেকটি বেশি হাস্যকর। যে-নাটক বুর্জোয়া বা জমিদার-শ্রেণীকে মঞ্চে এনেছে, সে-নাটক নাকি স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ সে শত্রুশ্রেণীকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সে-নাটক যদি জমিদারের নৃশংস অত্যাচার দেখায় তবু তা প্রতিক্রিয়াশীল। সে-নাটক যদি বুর্জোয়ার শোষণ দেখায়, তবু তা বিষাক্ত পরগাছা।"

আমার মনে পড়লো এরকম ভয়ংকর সমালোচক আমাদের দেশেও আছেন। ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার কে-এক ব্যক্তি, (নামটা ভুলে গেছি) আমাদের ব্যারিকেড নাটক-সম্পর্কে ঠিক ঐ কথাই বলেছিল— নাটকের নায়করা সব বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর! চিয়াং চিং-এর বাঙালি তাঁবেদারদের কথা মানলে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ তার কেন্দ্রীয় চরিত্র এক জমিদার।

লিন লিন বললেন, "এই যুক্তিতে প্রথমেই গেলেন শেক্সপিয়ার, তারপরই চেকভ। রাজা, জমিদার, বুদ্ধিজীবী ব্যতীত তাঁরা নাটকই ভাবেননি। বের্টোল্ট ব্রেখ্টের বেলায় অন্য যুক্তি বেরুলো— নাৎসি জার্মেনি থেকে পালিয়ে তিনি সোভিয়েৎ ইউনিয়নে না গিয়ে আমেরিকা গেলেন কেন? সুতরাং তাঁর নাটকগুলো সব বিষাক্ত আগাছা। স্তানিস্লাভস্কি আমেরিকা গিয়েছিলেন সোভিয়েৎ সরকার কর্তৃক প্রেরিত করে। তবু ঐ আমেরিকা-সফরের অপরাধে তাঁর অভিনয়-পদ্ধতিটা প্রতিক্রিয়াশীল ঘোষিত হোলো। আমরা হাসাহাসি করতেই এমন মার পড়লো ঘাড়ে-মাথায় যে সশ্রদ্ধ নীরবতা নেমে এল সারা চীনে।"

আমার প্রশ্ন॥ বর্তমানে কী হচ্ছে?"

লিন লিন॥ "যত দ্রুত সম্ভব আমরা দশ বছরের ধ্বংসকার্যের মেরামতি করছি। শেকসপিয়ারের "মাচ এডু এবাউট নাথিং" চলছে শাংহাইয়ে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। পিকিঙে রিহার্সালে পড়েছে রাজা লিয়ার। ব্রেখ্‌টের গালিলিও নামছে মাসখানেকের মধ্যে আমাদের থিয়েটারে। চেকভ ধরেছে প্রায় সব শহরের বড় বড় সংস্থারা। কমরেড হুয় কুও-ফেং-এর নেতৃত্বে পার্টি আবার চীনের আন্তর্জাতিক দরজা-জানলা খুলে দিয়েছে।'

শাংহাইয়ে নাটক দেখলাম "শিয়ানের ঘটনা।" অভিনয় করলেন সফরন্তর শিয়ান নাট্যসংস্থা। চীনের বৈপ্লবিক ইতিহাস নিয়ে এমন জোরালো নাটক, এমন প্রচণ্ড অভিনয়— ব্যক্তিগত ও দলগত দুই—, এমন আশ্চর্য পরিচালনা সব মিলে এমন এক চমক, যে শীঘ্র কোথাও এমন দেখব এমত আশা রাখি না। তিনজনে মিলে লিখেছেন নাটকটা : ৎসাও ই-হাং, ধোং তিয়েন-তিং, শি হুয়া-পিং। ইতিহাসের বিখ্যাত ঘটনা— কুওমিন্টাং-এরই দুই জেনারেল চাং শুয়ে-লিয়াং এবং ইয়াং হু-চং শিয়ান শহরে হঠাৎ চিয়াং কাইশেককে বন্দী ক'রে ইয়েনানে সংবাদ দেন। চু এন-লাই ছুটে আসেন এবং মুক্তির বিনিময়ে চিয়াংকে বাধ্য করেন জাপানের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। ইতিহাসের ঘটনা সমকালের চোখে একটি ঘটনাই, আর কিছু নয়। কিন্তু উত্তরকালের চোখে অনেক সময়ে সে-ঘটনা একটি যুগান্ত ঐতিহাসিক নাটকের সেটাই তো সমস্যা। দ্বৈত দৃষ্টিতে দেখতে হয় কাহিনীকে। নাট্যপরম্পরায় সে-কাহিনী ঘটনাস্রোতে একটি বুদবুদ। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে সেটি টাইফুনের ঢেউ।

"শিয়ানের ঘটনা" নাটক বিস্ময়করভাবে এই দুই দিককে একত্রে মিশিয়েছে, দুই দিকের দ্বন্দ্ব ঘটিয়েছে। শিয়ানের মদের দোকানে ভিড়। প্রায় প্রত্যেকে চাইছে জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে। কিন্তু রাজনীতির আলোচনা কুওমিন্টাং-এর রাজত্বে নিষিদ্ধ, দেশপ্রেমিক মানুষগুলি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলছে ফিস ফিস ক'রে। সেখানে মৃদুস্বরে যা বলা হচ্ছে সব পরবর্তী চীনের ইতিহাসের গৌরচন্দ্রিকা, কিন্তু যারা বলছে তারা তা জানে না। ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ ক'রে তারা নাট্যরস ছিন্নভিন্ন করে না। তারা মদ খাচ্ছে আর মৃদু কথা কইছে, পুলিশের ভয়ে আঁৎকে উঠছে, ফের মদ খাচ্ছে, এবং কথা কইছে। ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো কথা ছুঁড়ে মেরে সমবেত অভিনয়ের চূড়ান্ত এক নিদর্শন দেখিয়ে তারা হয়ে উঠলো এক কোরাস, নাটকের সূত্রধার। একেকজনের কথা গুরুত্বহীন, কিন্তু সকলে মিলে তারা বিপ্লবের দৌবারিক। আলাদা আলাদা কথাগুলো নীরস দৈনন্দিনতায় আবদ্ধ, ঐকতানে তারা ইতিহাস।

তেমনি ইয়েনানের গুহার দৃশ্যে অধ্যক্ষ মাও ৎসে-তুং (অভিনেতা চাং কে-ইয়াও),

চু এন-লাই (লিউ ফা-লু) এবং চু টে (মা চি) যখন বিশাল মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আলাপ করেন তখন ঘন ঘন বৈপ্লবিক হুংকারে তাঁরা মার্ক্সবাদ বোঝাতে শুরু করেন না (যেমনটা অনেক সময়ে ঘটে আমাদের দেশের নাটকে, যাত্রায়)। তাঁরা করেন হাস্যপরিহাস। চু-কে যেতে হবে বহুদূর শিয়ানে, কিন্তু তাঁর বুটের তলায় বৃহৎ ফুটো হয়ে গেছে। মাও তিনটে আলু ভাজছিলেন তাঁর দেহরক্ষীদের দেবেন বলে, দেখেন একটা কম— বলেন, সেটা গেল কোথায়? মার্শাল চু টে বলেন, "সেটাকে আমি নিশ্চিহ্ন করেছি (annihilate)" যেমন জাপ সৈন্যদের তিনি করতে অভ্যস্ত। তাঁরা কেউ গোমড়ামুখো ইতিহাস-স্রষ্টা নন, তাঁরা হাস্যোজ্জ্বল পরিহাসপ্রিয় শ্রমিক-কৃষক মাত্র। মাও-এর কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানো, চু টের সারা মুখ-ভরা হাসি, চু-র স্বভাবসিদ্ধ বাঁ হাত তুলে অভিবাদন— এসব তাঁদের নিকট ক'রে আনলো, দূরে ঠেলে দিল না। অথচ হাসতে হাসতেই মাও যখন চু-কে নির্দেশ দিতে থাকেন শিয়ানে কী কী করতে হবে, কেমন করে চিয়াংকে শায়েস্তা করতে হবে, তখন বুঝতে বাকি থাকে না কে নেত। চু মাথা ঝুঁকিয়ে প্রতিটি কথা গেলেন, চু টে মাও-এর প্রখর বিশ্লেষণে স্তম্ভিত হয়ে যান। তারপর মাও চু-র কাঁধে হাত রাখলেন, আর চু যে-চোখে তাকালেন নেতার দিকে সেটা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সশ্রদ্ধ ভালবাসার দৃষ্টি। এমন সূক্ষ্ম জিনিস নির্ভুলভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয়ার আর্ট আয়ত্ব করেছেন চীনের শিল্পীরা। পরমুহূর্তে বাইরে বরফে চু কতটা ডুবে যাবেন সেই পরিমাপ নিয়ে পরিহাসে মাতেন তিন নেতা। ইতিহাস ঘটে যাচ্ছে অলক্ষ্যে, ওঁদের প্রতি কথায়, প্রতি হস্তসঞ্চালনে, কিন্তু তাঁরা নিজেরা নির্বিকার।

তেমনি শিয়ান শহরে পৌঁছে সমবেত অধীর জনতার সামনে চু এন-লাইর আবির্ভাব। সবাই তাঁর ভাষণ শুনতে উদগ্রীব। চু শুধু গলাটা খানিক তুলে বললেন, "কমরেড্‌স্‌! কেমন আছেন আপনারা সব?" ঐ ক'টি কথায় যে আন্তরিকতা, যে বাৎসল্য-স্নেহ-ভালবাসা ফুটিয়ে তুললেন অভিনেতা লিউ ফা-লু, কে-এম-টির পুলিশী-সন্ত্রাসে যাঁরা বাস করেন তাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কে এমন এক আকুলতার ছোঁয়া ঠেকালেন কথা ক'টিতে, যার নজীর বিশ্বনাট্যশালায় খুব বেশি নেই। তারপর শ্রমিকের বস্তিতে ঢুকে তাঁর মৃদু হাসি, তারপর জয়ী হয়ে ফিরে যাবার মুখে তার বিনয়ী কুর্নিশ— সবই ঐতিহাসিক নাটকে ডায়ালেকটিক্‌স্‌ প্রয়োগের ফল। চু অতি ব্যস্ত, অতি সাধারণ, অতিশয় মাননিক। তিনি নিজেই যেন জানেন না তাঁর প্রত্যেকটি কথা এক একটি কামানগর্জন, ইয়েনানের লাল কামান গর্জে উঠছে তাঁর কণ্ঠে। তাঁর ওসব ভাববারই সময় নেই।

তেমনি জটিল অভিনয় দুই জেনারেলের ভূমিকায় ৎসাও চিয়েং-ইয়াং এবং লি ইউও-র। দেশপ্রেমের ডাক তাঁদের কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু তাঁদের প্রতিক্রিয়া বীররসের উল্লম্ফনে নয়, প্রবল ত্রাসে। ধীরে ধীরে তাঁরা চিয়াংকে ফাঁদে ফেলছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে

তাঁদের অন্তরাত্মা কম্পিত হচ্ছে পরিণামের কথা ভেবে। পিঞ্জরাবদ্ধ চিয়াং কাইশেক (চাও কে-মিং) আরেক অর্থে ইতিহাসের বৈপরীত্য ক'রে চলেছেন। তিনিই এ-নাটকের একমাত্র চরিত্র যিনি একেবারে স্থিরনিশ্চয় যে তিনি ইতিহাসের সেনাপতি, তাঁর প্রতিটি কথা দৈববাণী, তাঁর প্রতি তর্জনীহেলন অক্ষয় শিলালিপি। তাই তাঁকেও কোনো আস্ফালন করতে হয় না। চেঁচায় সে যার নিজপরে আস্থা কম। চিয়াং আত্মবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি। থেকে থেকে তিনি ডান হাতটা সামান্য তুলে বলেন, আমি জিতবো কারণ ন্যায় আমার দিকে। আর অদৃশ্য ইতিহাস তাঁকে ক্রমশঃ বুলডোজারের মতন ঠেলে নিয়ে চলেছে বিস্মৃতির দিকে। তাঁর প্রত্যেকটি কথা এক একটি পরিহাস, নিজের অজান্তে। একটি কথাই তিনি কিছুতে তুলতে পারছেন না। জেনারেলদ্বয়ের সেনা যখন রাত্রে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আসে তখন তিনি বাতায়নপথে পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁর নকল দাঁতের পাটি থেকে যায় শয্যাপার্শ্বে। তাই তিনি অধিক দূর যেতে পারেননি, কাছাকাছি অপেক্ষা করছিলেন, সুযোগ পেলেই দন্তপাটি পুনরায় হস্তগত করবেন বলে। এতেই তাঁর কাল হোলো, তিনি ধরা পড়ে গেলেন। দন্তহীন চিয়াং-এর এই ঘটনা ইতিহাসাশ্রিত, এ-নাটকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ।

নাটক দেখার পর শাংহাই নাটকে ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক চেন য়ুন প্রশ্ন করলেন, "আজ পর্যন্ত যত দেশে নাটক দেখেছেন, কোন দেশের অভিনয় আপনার হাতে শ্রেষ্ঠ?"

আমি বললাম, "অভিনয়কলা যদি ধরেন, তবে সোভিয়েৎ ইউনিয় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।"

চেন য়ুং এবং উপস্থিত সব শিল্পী সমস্বরে ঐকমত্য ঘোষণা করলেন। "স্তানিসলাভ্স্কির দেশ", "মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রভাব", "দানচেংকোর সৃষ্টি" প্রভৃতি মন্তব্য শোনা গেল চারদিক থেকে। একজন অভিনেতা— বোধকরি চিয়াং-বেশী চাও-কেও-মিং— বললেন, 'ওদেশের পার্টি সংশোধনবাদী হলে হবে কি, শিল্পীরা রয়েছেন না? লেনিনগ্রাদে, মস্কোয়?"

তারপর আমি বললাম, "কিন্তু আপনাদের কিছু অভিনেতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠদের সমকক্ষ। চার দুর্বৃত্ত কী সর্বনাশ করেছিল আমার দেখার সুযোগ হয়নি, কিন্তু কমরেডস্, ক'সপ্তাহ ধরে যেসব নাটক দেখলাম তাতে আমার বিনীত ধারণা হয়েছে এই— চিয়াং চিং এর ফ্যাশিবাদের শেষ চিহ্নটুকু লুপ্ত ক'রে দিয়ে চীনের নাট্যশালা আবার স্বগৌরবে আত্মপ্রকাশ করেছে।"

অভিনেতারা সমস্বরে বললেন, "প্রশংসা নয়, সমালোচনা করুন।"

চার দুর্বৃত্তের পতন

বিভিন্ন কমরেডের কাছ থেকে চার দুর্বৃত্তের শেষ দিনগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে যা জানতে পেরেছি তা এখানে লিপিবদ্ধ করেছি। যেহেতু আমার কাছে বয়ানগুলি রয়েছে আমার প্রশ্ন ও কমরেডদের উত্তরের নোটস্ হিসেবে সেহেতু প্রশ্নোত্তরের আকারেই বিষয়টা রাখছি।

প্রশ্ন ॥ কমরেড হুয়া কুও-ফেং এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অধ্যক্ষ মা-এর মতামত জানার সঙ্গে সঙ্গেই চার দুর্বৃত্তকে শেষ করলেন না কেন?

উত্তর ॥ কমরেড হুয়া প্রধানমন্ত্রী এবং পার্টির ভাইস-চেয়ারম্যান হবার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'ন, যার জন্য দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণের ঝুঁকি নেয়া যায়নি।

(১) চু এন-লাই-এর মৃত্যু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রধান ভারসাম্যই নষ্ট ক'রে দেয় এবং চার দুর্বৃত্ত দু হাতে আরো ক্ষমতা কুড়িয়ে নিতে থাকে।

(২) চেয়ারম্যান মাও আরো গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়লেন, এবং তাঁর অবর্তমানে অবস্থা সামাল দেয়া যাবে কিনা, এ-প্রশ্ন হুয়াদের বিচলিত করেছিল।

(৩) চার দুর্বৃত্ত এই সময়ে তেং-বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করে এবং দেশের ও পার্টির সর্বস্তরে "শোধনবাদের দালাল" আবিষ্কার করে, এবং স্রেফ ত্রাস ছড়িয়ে চারিদিকে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যে কোন সংগঠিত প্রতিরোধ গড়বার জন্য সময় নেয়া অপরিহার্য ছিল।

(৪) চীনের রাজনৈতিক অবস্থা এই সময়ে সংকটের চেহারা নেয়। চার দুর্বৃত্ত তো সাবোতাজকে চরমে তোলেই উপরন্তু তাংশান ভূমিকম্প এবং হোয়াং-হোর সম্ভাব্য বন্যা ভীষণ জটিলতা সৃষ্টি করে।

এইসব কারণে হুয়া আঘাত হানতে ইতস্ততঃ করছিলেন। তাংশান ভূমিকম্পে এক লক্ষের বেশি মানুষ হতাহত হ'ন। রিলিফের কাজে ছুটে গেলেন হুয়া। সেটাকেও উপহাস ক'রে চার দুর্বৃত্ত প্রবন্ধ লেখালো : "কিছু লোক তেং শিয়াও-পিঙের সমালোচনাটা চাপা দেয়ার জন্য এবং বিপ্লবকে দমন করার জন্য ভূমিকম্প-রিলিফ আরম্ভ করেছে।" তার দিন-দুই পরে লিখলো : "ভূমিকম্পে যেখানেই হোক না কেন, পূবে হোক বা পশ্চিমে, তেং শিয়াও-পিঙের সমালোচনা ফিকে ক'রে দেয়া চলবে না।" চিয়াং চিং এক বক্তৃতায় বললেন, "আমরা ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত অঞ্চলে এক ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছি যিনি ভয়ে বিহ্বল এক পুঁজিবাদের পথিক। তাংশান যদি মানচিত্র থেকে মুছে যায়, তাতেই বা কী এসে যায়?" বুঝুন, তাংশানকে পর্যন্ত কী তীব্র আক্রমণের হাতিয়ার করেছিল ওরা। স্বভাবতই হুয়া মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ঘাড় গুঁজে রিলিফের কাজটা করে যাচ্ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ হুয়ার সঙ্গে চার দুর্বৃত্তের সংঘর্ষ কি ক'রে শুরু হোলো?

উত্তর॥ তেং শিয়াং-পিংকে দ্বিতীয়বার পদচ্যুত করার পরেই চার দুর্বৃত্ত হুয়ার মুখোমুখি হয়। তেং-এর একটি কথাকে কেন্দ্র ক'রে ওরা গোড়ায় আন্দোলন শুরু করে। তেং বলেছিলেন আমাদের কাজের মূল সূত্র (key-Link) হবে মাও-এর তিন নির্দেশ, যথা মার্কস্‌বাদ প্রয়োগ করো, ঐক্যবদ্ধ হও, অকপট হও। ওরা বলছিল, এটা এক মহা অপরাধ হয়েছে, কারণ মূল সূত্র হবে শ্রেণীসংগ্রাম, আর কিছু নয়। তেং নাকি শ্রেণীসংগ্রামকে চাপা দেয়ার জন্যই মাও-এর তিন নির্দেশ আওড়াচ্ছেন।

প্রশ্ন॥ এ তো চুল-চেরা তর্ক হচ্ছে।

উত্তর॥ অতিবামরা চিরদিনই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথামালার ব্যবসায়ী। "কী-লিংকের আন্দোলনে" ক্ষতি হচ্ছিল শুধু তেং-এর। কিন্তু হঠাৎ চার দুর্বৃত্ত আক্রমণটা প্রসারিত করলো, বললো— তেং-এর তিনটি প্রবন্ধ ছিল পুঁজিবাদী আগাছা এবং এই তিন প্রবন্ধ যাদের উদ্দেশ্য লিখিত সেইসব কর্মচারী ও পার্টিসদস্যের নাম আমরা জানি, প্রয়োজনবোধে তাদেরও ধরা হবে। আপনি তেং-এর প্রবন্ধ তিনটি পেয়েছেন?

প্রশ্ন॥ হ্যাঁ, কমরেডরা দিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই তো তার মধ্যে কোনো পুঁজিবাদী চিন্তা চোখে পড়লো না।

উত্তর॥ সেসব তো দুর্বৃত্তদের অপপ্রচার। কিন্তু সেই নির্দেশিকা তিনটি যার যার কাছে গেছে তাদের সবাইকে ধরা হলে কী ব্যাপক ধর-পাকড় জবরদস্তি শুরু হোতো ভাবুন একবার। তেং-এর প্রবন্ধ "পার্টি ও রাষ্ট্রের কর্মসূচী" পার্টি ও সরকারের সর্বস্তরের প্রেরিত হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধ "শিল্পোন্নয়ন দ্রুততর করার সমস্যা" গিয়েছিল সারা দেশের কলকারখানায়। তৃতীয়টি "বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা" গিয়েছিল বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে। চার দুর্বৃত্তের কথা অনুযায়ী এই বিরাট মানবগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শুরু হোতো সন্ত্রাস, তাদের আগের সব অত্যাচারও তুচ্ছ হয়ে যেত এই সাইক্লোনের পাশে। হুয়া তখন দৃঢ়ভাবে তেং-বিরোধী আন্দোলনটাকে মাও ৎসে-তুং-এর চিরাচরিত পদ্ধতিতে আটকে রাখলেন, অর্থাৎ গুণ্ডামি হতে দিলেন না, তেং-এর পার্টি সদস্যপদও খারিজ করতে দিলেন না। এভাবে তিনি ব্যাপক সন্ত্রাসের পথ বন্ধ করতে লাগলেন। চার দুর্বৃত্ত তখন বুঝলো হুয়াই হচ্ছেন তাদের সামনে চীনের প্রাচীর, মাও-এর প্রতিনিধি। তারা তখন ক্ষমতা দখলের অবৈধ পথে পা বাড়ালো।

প্রশ্ন॥ এই ক্ষমতা দখলের কথাটা বার বার শুনেছি, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ দিতে পারেন?

উত্তর॥ অবশ্য। প্রথমেই তারা কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তরের পাল্টা দুটি দপ্তর বসালো। কেন্দ্রীয় কমিটির আসল দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড ওয়াং তুং-শিং। একদিন তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন ওয়াং হুং-হুয়েন-এর নেতৃত্বে একটি সমান্তরাল দপ্তর বসে গেছে। তারপর চিয়াং চিং স্বয়ং আরেকটি দপ্তর বসিয়ে তার ভার দিলেন মাও-এর ভ্রাতুষ্পুত্র মাও ইউয়ান-শিনকে। এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে মাও বহু তিরস্কার

করেছিলেন বখাটে ছোঁড়া বলে; সেসব প্রকাশিত হয়েছে, আপনাকে দেব। যাইহোক, কেন্দ্রীয় কমিটিরই নামে নানা সার্কুলার-আদেশ-নির্দেশ জারি হতে লাগলো। সারা পার্টিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। স্পষ্টতই এটা বলপূর্বক ক্ষমতা দখলের একটা ধাপ।

ওদের পতনের পর ৬ই অক্টোবর, ১৯৭৬, পীপল্‌স্ ডেইলি পত্রিকায় দপ্তর খানাতল্লাসি ক'রে পাওয়া যায় একটি সম্পাদকীয়ের খসড়া— "পার্টি এবং জনগণের প্রতি বার্তা।" এতে হুয়াকে পার্টি-বিরোধী অ্যাখ্যায় নস্যাৎ করা হয়, চিয়াং চিংকে পার্টি-চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হয়, এবং চাং-চুন-চিয়াওকে প্রধানমন্ত্রী। চাং চুং-চিয়াও এবং ইয়াও ওয়েন-ইউয়ানের কাগজপত্র পরে বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাতে নানাবিধ নির্দেশের খসড়া ছিল। সবচেয়ে বিপজ্জনক একটি লিফলেটের খসড়ায় ছিল : "দমন করো। গুলি চালাও। কিছু প্রতিবিপ্লবীকে গুলি ক'রে মারতে হবে। একনায়কত্ব তো সূচীকার্য নয়।"

ক্ষমতাদখলের সবচেয়ে স্পষ্ট ও তর্কাতীত প্রমাণ হচ্ছে সশস্ত্র মিলিশিয়াকে তাদের নির্দেশগুলি। মনে রাখতে হবে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা থেকেই চার দুর্বৃত্ত মিলিশিয়া-সংগঠনের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করতে থাকে। ১৯৭৬-এর ওয়াং হুং-ওয়েন পিকিং মিলিশিয়ার একজন সেনাধ্যক্ষ এবং শাংহাই মিলিশিয়ার সর্বাধিনায়ক। সংকট গভীর হতে সে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং মেশিনগান বিলি করার আদেশ দেয় শাংহাইয়ের এক লক্ষ মিলিশিয়া-সেনার হাতে, এবং সে-সৈন্যদের সতর্ক থাকার সংকেত দেয় (alert)। বিশটি কোচের একটি ট্রেনও তৈরী থাকে তাদের পিকিঙে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ৪ ঠা অক্টোবর চিয়াং চিং নিজে পাওতিং শহরে যান এবং সেনাবাহিনীর বিখ্যাত ৩৮ নম্বর কোরকে বলেন, পিকিঙে প্রচুর হাঙামার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, আপনারা অবিলম্বে পিকিং রওনা হ'ন। এই কোরের কিছু অফিসার ছিল চার দুর্বৃত্তের অনুচর, তারাও সরকারকে রক্ষা করার আবেদন জানায় সৈন্যদের কাছে। সৈন্যরা তৈরী হয় পিকিং যাওয়ার জন্য। কিন্তু কোরের কমিশনের সন্দেহ হয়, তিনি পিকিঙে কেন্দ্রীয় মিলিটারি কমিশনের কাছে ফোন করেন। কমিশনের জবাবটি রেকর্ডেড হয়ে আছে : পিকিং অতি শান্ত আছে। সৈন্য পাঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তবে কমরেড চিয়াং চিংকে দেহরক্ষী নিয়ে নিরাপদে পিকিং পৌঁছে দিন।

মাও ইউয়ান-শিনকে চীনের লোক বলতো "পঞ্চম দুর্বৃত্ত।" সে শেনইয়াং অঞ্চলের প্রায় শাহেনশা হয়ে উঠেছিল। সে শেনইয়াং থেকে একটি ট্যাংক ডিভিশনকে পিকিং পাঠায়। শানহাইকুয়ানে পৌঁছে কমাণ্ডার কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশনে টেলিফোন করেন। তিনি তো ভেবেছেন মাও ইউয়ান-শিনের আদেশ সরকারেরই আদেশ। চিন্তা করুন। তাঁর বিস্ময় যখন তিনি পিকিঙের আদেশ পেলেন : "যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, নূতন আদেশের অপেক্ষায় থাকুন।"

এভাবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার অবৈধ প্রয়াস ব্যর্থ করা হয়। এর মূলে তেং শিয়াও-পিং। তিনি যখন চীফ-অফ জেনারেল স্টাফ ছিলেন, তখন তিনি সেনাবাহিনীর সর্বস্তরে রাজনৈতিক কমিসারদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই নিয়ম করেন, যে-অঞ্চলে বাহিনী মোতায়েন থাকবে সে অঞ্চলের পার্টি-সম্পাদকই ডিভিশনের কমিসার হবেন। এতে সেনাবাহিনীর ওপর পার্টির আধিপত্য দৃঢ় হয়। নইলে চার দুর্বৃত্তের পক্ষে কিছু অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী তুখাচেভ্স্কি জোগাড় করা কঠিন হতো না। [তুখাচেভ্স্কি, সোভিয়েৎ লালফৌজের সর্বাধিনায়ক, সামরিক ক্যু দে-তার প্রয়াসের দায়ে অভিযুক্ত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।]

প্রশ্ন॥ আমরা চীনা পত্রপত্রিকায় পড়েছিলাম চিয়াং চিংরা অধ্যক্ষ মাও-এর শেষ দলিলে জালিয়াতি করেছিল, কথা বদলে নিয়েছিল। সে-বিষয়ে কিছু বলবেন?

উত্তর॥ হাঁ, নিশ্চয়ই। সে-ঘটনাই হচ্ছে এই নাটকের ক্লাইমেক্স, খোলাখুলি যুদ্ধ-ঘোষণা। যেদিন অধ্যক্ষ মাও পরলোকগমন করলেন, সেদিনই চিয়াং চিং ছুটে আসেন চুং নান হাইয়ে মাও-এর বাসস্থানে, এসে দাবী করেন— মাও-এর হাতে-লেখা সব কাগজপত্র তাঁর হাতে দিতে হবে। ততক্ষণে কেন্দ্রীয় কমিটির সচিবরা সেসব কাগজ পার্টির হেফাজতে নিয়ে নিয়েছেন। তাঁরা হুয়া কুও-ফেং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। হুয়া সোজা বলেন দেন, চেয়ারম্যানের কাগজপত্র পার্টির মূল্যবান সম্পত্তি, কোনো একজনের হাতে সেসব দেয়া যাবে না। চিয়াং চিং রেগে চলে গেলেন, এবং পার্টির নেতারা নিঃসন্দেহ হলেন এর পেছনে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। মাও-এর কথার বিকৃতি সাধন করতে হলে প্রথমে মূল পাণ্ডুলিপি হস্তগত ক'রে ফেলা প্রয়োজন।

চেয়ারম্যান মাও-এর স্মৃতি সভার দুদিন আগে চার দুর্বৃত্ত পীপল্স্ ডেইলি পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় ছাপায়। তাতে তারা চেয়ারম্যানের "শেষ ইচ্ছা" বলে বর্ণিত এক নির্দেশ থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়, তাতে মাও বলছেন : "নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কাজ করো।" এটা ছেপে তারা কী বলতে চাইছিল? প্রথমত, মাও তার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেছেন চার দুর্বৃত্তেরই কাছে, সুতরাং তারাই অতঃপর মাও-এর প্রতিনিধি। দ্বিতীয়ত, "নির্ধারিত নীতি"র কথা কইলে প্রশ্ন ওঠে সেই নীতিগুলি কী? মাও কাকে বলে গেছেন? নিশ্চয়ই তাঁর আস্থাভাজন চার মহাবিপ্লবীর কানে কানে। সুতরাং অতঃপর চার দুর্বৃত্ত যা খুশি তাই করতে পারে, মাও-এর নাম ক'রে। যে কোনো প্রশ্নের তখন একই জবাব : এটাই মাও "নির্ধারিত" ক'রে গেছেন আমাদের সঙ্গে বসে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতি ছাড়াই মাও-এর "শেষ ইচ্ছ" কাগজে ছেপে চার দুর্বৃত্ত বলতে চাইল, তারা মাও-এর উত্তরাধিকারী, সুতরাং প্রথম ডেপুটি-চেয়ারম্যান হুয়া কুও-ফেং-এর কর্তৃত্ব তারা আর মানবে না। এবং এরপর থেকে ঐ কাগজে যাকে-তাকে প্রতিবিপ্লবী লেবেল মেরে দিলে কেন্দ্রীয় কমিটিরও আপত্তি করার অধিকার থাকবে না।

এখন ব্যাপার হচ্ছে, মাও-এর যে রচনাটা নিয়ে ওদের এই বাগাড়ম্বর, সেটা মোটেই তাঁর "শেষ ইচ্ছা" নয়। সেটি ৩০ শে আগস্টে লেখা পুরনো একটি নির্দেশ। উপরন্তু চার দুর্বৃত্ত কাগজটি পেয়ে ভেবেছিল মাও বুঝি ঐ একটি কপিই করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মাও নিজের হাতে আরেকটি নকল ক'রে সেই ৩০ শে আগস্টই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হুয়াং কুও-ফেং-এর হাতে। এখন বিকৃত উদ্ধৃতি পীপলস্ ডেইলিতে বেরুতেই হুয়া চার মহারথীকে ডেকে নিজের কাগজটা দেখালেন, বললেন, তোমাদের ভাষ্যে মারাত্মক ভুল বেরিয়েছে, মাও কখনোই "নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী করো" একথা লেখেননি, তিনি লিখেছিলেন, "অতীতের নীতি অনুযায়ী কাজ করো।"

জালিয়াতি ধরা পড়ে যেতে চার দুর্বৃত্ত ঘাবড়ে গেল। "অতীতের নীতি" স্বীকৃত হলে তেং শিয়াও-পিঙের সমালোচনা হুয়া যেভাবে পরিচালনা করছিলেন, সেটাই সঠিক প্রমাণিত হয়। তার চেয়েও যেটা তাৎপর্যপূর্ণ তা এই— অতীতের নীতি মানলে পার্টির প্রথম উপাধ্যক্ষ হুয়া কুও-ফেং অবিলম্বে পার্টির অস্থায়ী অধ্যক্ষ পদে আসীন হ'ন। তার পরই আর এক আঘাত— তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, চার দুর্বৃত্তের বন্ধু, চিয়াও কুয়ান-হুয়া একটি বক্তৃতা পড়বেন জাতি সংঘের অধিবেশনে, সে খসড়া এল কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদনের জন্য। হুয়া দেখলেন তাতেও সেই মিথ্যাটি রয়েছে— "নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কাজ করো।" তিনি কথা ক'টি কেটে দিলেন লাল পেনসিল দিয়ে। এতে ভীত চাং-চুন-চিয়াও প্রস্তাব করলো, ব্যাপারটা বাইরে যেন প্রকাশ না পায়, কারণ লোকে বিভ্রান্ত হতে পারে।

তারপরই চার দুর্বৃত্তের মরীয়া যুদ্ধং দেহি ভাব। ৩ রা অক্টোবর, ১৯৭৬, ওয়াং হুং-ওয়েন বললো, কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে শোধনবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে, সকলে চোখ মেলে শোধনবাদের ওপর নজর রাখুন। ৪ ঠা অক্টোবর পীপলস্ ডেইলিতে একটি প্রবন্ধ বেরুলো, লেখকের নাম লিয়াং শিয়াও যে ছদ্মনামের আড়ালে চার দুর্বৃত্ত নিয়মিত লিখত, প্রবন্ধের নাম "চিরদিন মাও ৎসে-তুং কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কাজ করো।" প্রবন্ধে নানা হুমকির মধ্যে এও লেখা হলো, "অধ্যক্ষ মাও কর্তৃক নির্ধারিত নীতিগুলি পরিবর্তন করাটা সমাজতন্ত্রবিরোধী মার্কসবাদবিরোধী কাজ।" ... কোনো সংশোধনবাদী ক্ষুদে অধিপতি (chieftain) যদি অধ্যক্ষ মাও-এর নীতি পরিবর্তন করার স্পর্ধা দেখায় তবে তার পরিণাম ভাল হবে না।"

বার বার জাল-করা "নির্ধারিত নীতি" কথার ব্যবহার দেখে এবং হুমকি শুনে, হুয়া পলিটব্যুরোর ক'জন সদস্যকে বলেন, এটা হচ্ছে আক্রমণের সংকেত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং পার্টির উপাধ্যক্ষ ইয়ে চিয়েন-ইং বললেন, চার কীটকে (fourpests) এখুনি খতম করা উচিত। পার্টি দ্রুত প্রস্তুতি করে ফেলে। ৬ই অক্টোবর পলিটব্যুরোর এক অধিবেশন ডাকেন হুয়া, এবং এই সভা থেকেই চার দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার হয়। সেই সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার হয়

তাঁদের সাতজন বিশ্বস্ত অনুচর যাদের লোকে ডাকতো "চার ক্ষুদে দুর্বৃত্ত এবং তিন ভৃত্য" বলে। ৭ই অক্টোবর পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগ বিভাগের প্রধান কেং পিয়াও দখল নিলেন পীপলস ডেইলি, সিনহুয়া সংবাদ সংস্থা এবং বেতার কেন্দ্রের। সিংহুয়া এবং পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে সৈন্য মোতায়েন করা হয়। সু শি-উ গেলেন শাংহাই-এর শাসনভার নিতে। সু চেন-হুয়া নি চি-ফু এবং পেং চুংও শাংহাই গেলেন যথাক্রমে চাং, ইয়াং এবং ওয়াং--এর পদগুলি গ্রহণ করতে। শেনইয়াং অঞ্চলে সেনাবাহিনীর শাসন বসানো হয়।

কিন্তু সংবাদ বাইরে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল যে এসব সতর্কতার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। আনন্দমুখর জনতা রাস্তায় নৃত্যগীত শুরু ক'রে দিল, মিছিলে-সভায় চীন উদ্বেল হয়ে উঠলো। দোকানে আর মদ ছিল না, সব বিক্রী হয়ে গেল এক দিনে, উৎসবের চাহিদা মেটাতে। লোকে কাঁকড়া কিনে খেতে লাগলো—প্রত্যেকে চারটে ক'রে— আর বলতে লাগলো, চার দুর্বৃত্তের মাথা খাচ্ছি। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি দ্রুত ক'রে ফেলে কমরেড হুয়া কুও-ফেং জনতার চোখে দ্বিতীয় মুক্তিদাতা হিসেবে দেখা দিলেন।

বুদ্ধিজীবীর প্রশ্ন

ফুশিং এভিনিউর ওপর বিপ্লবের মিউজিয়াম। সেখানে চু এন-লাই-এর জীবনী সম্পর্কিত একটি প্রদর্শনী। বিপ্লবী চু এন-লাই-এর দুষ্প্রাপ্য সব আলোকচিত্র, য়ুরোপ প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টিগঠনের কালে, নানচাং বিদ্রোহের কালে, ক্যান্টনে, চিংকাং পাহাড়ে, ইয়েনানে। আধুনিক কালে বিশ্বের যাবতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। হো চি-মিনের সঙ্গে বৃহৎ একটি ছবি সাম্প্রতিক চীন-ভিয়েৎনাম সংঘর্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে সদর্পে ঝুলছে। প্রদর্শনীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেখি চু-এর নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলি— তাঁর চামড়ার জীর্ণ কোট, দুটি শতচ্ছিন্ন তোয়ালে, অতি-পুরাতন বিবর্ণ একটি টুথব্রাশ। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষদের একজন, মহাচীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই ব্যক্তিগত জীবনে সন্ন্যাসীর চেয়ে রিক্ত ছিলেন, কমিউনিস্টের মতন সর্বত্যাগী ছিলেন। তাঁর দপ্তরের হুবহু অনুকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে যেন চোখের কোনা ভিজে উঠেছে— কাঠের পুরনো কিছু কাঠের আসবাবের মাঝে বসে বিশ্বশান্তির তপস্যা করে গেছেন মাও এর শ্রেষ্ঠ শিষ্য চু এন-লাই। আর একটি ছবি—কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো মিটিঙে ১৯৭৪ সালে কোনো সন্ধ্যায়, একটি টেবিল ল্যাম্পের বিচ্ছুরিত আলোকে চেয়ারম্যান মাও ঝুঁকে নিকটতম সহযোগী চু-কে কিছু বলছেন, আর চু এন-লাই অগ্রজপ্রতিম নেতার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন এক [illegible] চোখে নিয়ে। কেন যে চোখে জল আসে বুঝি না। ওই সংকল্প কাঁচের [illegible] স্থির রাখি। চারিদিকে আমাকে চীনা বন্ধুরা তাঁরা কী মনে করবেন?

'নর্মান বেথুন' চলচ্চিত্রটি দেখলাম পিকিং ফিল্‌ম্ স্টুডিওর আট নম্বর রেকর্ডিং থিয়েটারে। পরিচালক চাং জুন শিয়াং। নাম-ভূমিকায় মার্কিন অপেশাদার অভিনেতা জন ট্যানেনবাউম। ছবিটি চার দুর্বৃত্ত নিষিদ্ধ করেছিল, আগেই বলা হয়েছে। ছবিটি দেখতে বসে কখনো রোমাঞ্চিত হলাম, কখনো চোখের জলে রুমাল ভিজলো, কখনো বা একটা অব্যক্ত স্লোগান বক্ষপঞ্জরের মধ্যে মাতামাতি করলো। যে-পথ ধ'রে সিজিয়াজুয়াং থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন বেথুন, সে পথে ফিরছেন স্ট্রেচারে শুয়ে প্রায়-সংজ্ঞাহীন মুমূর্ষু ক্লান্ত যোদ্ধা। যাবার সময়ে অশ্বারোহী বেথুন কিশোর চাংকে বলেছিলেন, গেরিলাদের গান গাও। চাং গেয়েছিল, ধীরে ধীরে গলা মিলিয়েছিলেন ফং, তুং কিং ও অন্যান্যরা, শেষে বেথুন নিজে। আজ ফেরার পথে চাং নিজের দেহ দিয়ে সাহেবের মুখটাকে বাঁচাচ্ছে রোদ থেকে। এমন সময়ে বেথুন চোখ মেললেন, মৃদুস্বরে বললেন, চাং, গেরিলাদের গান গাও। চাং ধরলো গান, কিন্তু একটু পরে কান্না এসে গেল, গানটা বেসুরো হতে হতে এক সময়ে থেমে গেল। এ দৃশ্যের তুলনা মেলা ভার।

ট্যানেনবাউম গোড়ার দিকে খুব খারাপ অভিনয় করেছেন, কিন্তু শেষের দিকে চলচ্চিত্রের মাধ্যম অনেকটা আয়ত্তে এনে ফেলেন। বেথুনের মহাপ্রয়াণের দৃশ্যটা মূলতঃ তাঁর অভিনয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। জ্বরের ঘোরে, ভুল বকছেন বেথুন, জাপানিরা এসে গেছে কমরেডস, হাত চালিয়ে অপারেশন করো, আমার একটি ছেলেও যেন না মরে। বেথুন লালফৌজের সৈনিকদের নিজের ছেলে বলতেন। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মেডিকেল ইউনিট, তাঁরই হাতে গড়া চীনা ডাক্তাররা। ক্রমে আশেপাশের গ্রাম থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কিশোর-শিশু এসে জমছে, তারা শুনেছে তাদের অতি নিকটজন পাই চু-এন দাইফু চীনের মায়া কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন। বিরাট জনতা সম্পূর্ণ মূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ ঘরের ভেতর শোনা যায় টাইপরাইটারের শব্দ— বেথুন শেষ নির্দেশ লিখছেন। তারপর ঝনঝন ক'রে টাইপরাইটার পড়ে যায় মেজেতে— ফং এবং তুং ছুটে যান ভেতরে। দেখেন ডক্টর নর্মান বেথুন শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁর ডান মুষ্টিটা ধীরে উঠে এল মুখের কাছে— লাল সেলাম জানিয়ে বেথুন বিদায় নিলেন।

রঙীন চিত্রগ্রহণ নিখুঁৎ। চলচ্চিত্রের ভাষায় চাং জুন-শিয়াং-এর অসামান্য দখল। ১৯৬৫ সালে চীনের চলচ্চিত্র কোথায় উঠেছিল এ-ছবি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলতে পরিচালককে অভিনন্দিত করতেই চীনে সর্বত্র যে-কথা শুনেছি চাং সেটিই বললেন, ফের, "প্রশংসা নয়, সমালোচনা করুন।"

আলোচনা হোলো অনেক বিষয়ে, শীঘ্রই "নর্মান বেথুন" চিত্র ছাড়িয়ে তা চীনের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও সমস্যার প্রান্তে পৌঁছে গেল। চাং জুন-শিয়াং চীনে আমার-দেখা একমাত্র শিল্পী যাকে মনে হয়েছিল অভিজাত ধনীগৃহের সন্তান। আমার আন্দাজ সত্য। চাং এসেছেন প্রাকবিপ্লব বিত্তবান পরিবার থেকে, যাঁরা ছেলেবেলা

থেকে পিয়ানো-বেহালায় পাশ্চাত্য মার্গসঙ্গীত শিখেছেন, বিদেশী ভাষা শিখেছেন। চাং ইংরিজিতে পণ্ডিত। বিপ্লবের পর চাং-এর আমূল রূপান্তরের সাক্ষী তাঁর চলচ্চিত্রটি। কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে প্রাসাদের অধিবাসীদের নিয়ে এল শ্রমিক-কৃষকের মাঝে সেটা চাং-এর মুখ থেকে শোনার ইচ্ছে হচ্ছিল। ওয়াং চেং-শু-ও উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্ন॥ আমরা শ্রদ্ধেয় শিল্পীদের মুখে শুনলাম আপনার ছবি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এই অভিযোগে যে বিদেশীকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে?

চাং॥ হ্যাঁ।

প্রশ্ন॥ আপনি কোনো জবাব দিয়েছিলেন?

চাং॥ হ্যাঁ, আমি লিখেছিলাম : তাহলে লেনিনকে নিয়ে ছবি করাও কি বে-আইনী হবে? লেনিন আদৌ বিদেশী কিনা, এটাও জানতে চাইলাম।

প্রশ্ন॥ তারপর?

চাং॥ প্রবল মারধোর। আমরা শ্রেণীগত উৎপত্তি সম্পর্কেই ওদের বিজাতীয় ঘৃণা অনুভব করলাম। "মারে আর বলে বড়লোকের বাচ্চা।"

প্রশ্ন॥ অতীতে চীনের বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লব সম্পর্কে কী মনোভাব নিয়েছিলেন? বিপ্লবে ওঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন কি?

চাং॥ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ — জাপ-বিরোধী যুদ্ধের এই ক'বছরে সহস্র সহস্র বুদ্ধিজীবী ইয়েনান চলে যান। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্যই তখন এইসব লেখক-শিক্ষক-ডাক্তার-শিল্পীদের বিশ্বাস করতেন না, রীতিমতন অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। এই মনোভাব সংশোধন করার জন্য ১৯৩৯ সালে অধ্যক্ষ মাও "বৃহৎ সংখ্যক বুদ্ধিজীবীদের দলে নাও" প্রবন্ধটি লেখেন। পার্টি রীতিমতন আন্দোলন ক'রে সদস্যদের সংকীর্ণ মনোভাব দূর করে এবং বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশ যুদ্ধ ও বিপ্লবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ক'রে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হয়।

প্রশ্ন॥ বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পর অবস্থাটা কী দাঁড়ালো?

চাং॥ শহরগুলো মুক্ত হতেই আরো ত্রিশ লাখ বুদ্ধিজীবীর প্রশ্ন এসে পড়লো পার্টির সামনে। এঁরা আগের জমানায় অত্যাচারিত ও শোষিত ছিলেন, সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে তারা ঘৃণা করতেন অন্তর থেকে। সেইজন্য বিপ্লবের সময়ে তাঁরা গোপনে পার্টিকে প্রচুর সাহায্য করেছেন, এমন কি নিজেদের প্রাণ বিপন্ন ক'রে ফেরারী কমিউনিস্টকে আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু এখন বিপ্লবের পর দেশ সমাজতন্ত্রের পথ ধরলো। এ-পথে তাঁরা শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে চলতে পারবেন কি? এটাই ছিল পার্টির সামনে প্রশ্ন। এইসব লক্ষ লক্ষ ডাক্তার, অভিনেতা, নর্তক, চিত্রশিল্পী, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক প্রভৃতি ছিলেন গণতন্ত্রী, ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবীদার। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় তাঁরা প্রবেশ করতে পারবেন কি? তাঁরা নিজেদের পরিবর্তিত ক'রে শ্রমিক বুদ্ধিজীবী হতে পারবেন কি? এই ছিল সমস্যা।

প্রশ্ন ॥ সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হবার আগে কী পরিস্থিতি ছিল? চীনের বুদ্ধিজীবীরা কি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে মিশে যেতে পেরেছিলেন?

চাং ॥ অবশ্য। প্রাক বিপ্লব বুদ্ধিজীবী তো বেশিরভাগই পেনশনভোগী হয়ে গিয়েছিলেন ১৯৬৬ নাগাদ। চারিদিকে তখন নূতন বুদ্ধিজীবীরা যাঁরা শ্রমিকের সন্তান, যাঁদের শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে শ্রমিকরাষ্ট্রে।

ওয়াং ॥ ১৯৬৬ সালে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন্যই ছিলেন শ্রমিক। শ্রমিক বুদ্ধিজীবী।

চাং ॥ এঁদের বিপুল প্রভাব পড়লো পুরোনো বুদ্ধিজীবীদের ওপর। তার ওপর ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৬ এই সতেরো বছর পার্টি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিযান চালায় পুরোনো বুদ্ধিজীবীদের মানস-পরিবর্তনের, চিন্তার অভ্যাস পরিবর্তনের। কায়িক শ্রম করিয়ে, জীবনধারার খোলনলচে পাল্টে দিয়ে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও-এর চিন্তা নিয়মিত পাঠ করিয়ে আমার ধারণা পার্টি ঐ শতকরা দশ ভাগ পুরাতন বুদ্ধিজীবীকেও শ্রমিকশ্রেণীর অঙ্গ ক'রে নেয়।

ওয়াং ॥ তার বৃহত্তম প্রমাণ হচ্ছে এই, তিন বছর লিন পিয়াওর নৃশংস অত্যাচার সহ্য ক'রে এবং সাত বছর চার দুর্বৃত্তের হাতে লাঞ্ছিত হয়েও একজন বুদ্ধিজীবীও পার্টি বা শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আস্থা হারায়নি।

প্রশ্ন ॥ সুতরাং এখন এ-কথা কি বলা যায় চীনে বুদ্ধিজীবীরা আর আলাদা কোনো শ্রেণী নয়, তাঁরা সম্পূর্ণই শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্গত?

চাং ॥ সঠিক। সুতরাং দেখুন— পার্টির নীতিরও পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল। ১৯৪৯ থেকে স্লোগান ছিল বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধও হও, তাঁদের চিন্তার পরিবর্তন ঘটাও। কিন্তু ১৯৬৬ সাল নাগাদ আর ওঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রশ্ন নেই, কেননা ওঁরা শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হয়ে গেছেন। ওঁরা তখন সেই শ্রমিক যাঁরা মস্তিষ্কের কাজ করছেন। ঐক্য হয় অন্য শ্রেণীর সঙ্গে, স্বশ্রেণীর ঐক্য তো স্বতঃসিদ্ধ। এমতাবস্থায় কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দিলে সেটা হওয়া উচিত শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, তার মীমাংসাও সেভাবেই হওয়া উচিত। কিন্তু লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত যে গোড়ায় গলদটা ক'রে বসলো তা হচ্ছে এই— তারা বুদ্ধিজীবীদের শ্রমিকশ্রেণীর বাইরে, এমন কি শ্রমিক-শ্রেণীর বিরোধী এক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করলো। তাই আক্রমণও চালালো আপসহীন শত্রুর মতন। ওদের তত্ত্বগত ভুলে কোনো প্রশ্ন যদি ওঠে, তবে আমার ধারণা এটাই ওদের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। তবে আদৌ এগুলো ভুল, না অন্য কিছু, সেটা অন্য কথা।

প্রশ্ন ॥ লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত কি শ্রমিক-বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্বই স্বীকার করেনি?

চাং ॥ কখনোই করেনি। তাদের কাছে বুদ্ধিজীবী মানেই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী। ১৯৬৬ নাগাদ বুদ্ধিজীবী কথাটাও বাদ দিয়ে ওরা শুধুই "বুর্জোয়া" কথাটা ব্যবহার করতে

লাগলো। অর্থাৎ ডাক্তার-বৈজ্ঞানিক-অধ্যাপক-শিল্পীরা হচ্ছে পুঁজিপতি। বুঝুন তার ফলাফল। পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হোলো তাদের বিরুদ্ধে। লিন পিয়াও একটা কথা চালু করেছিল— বিপজ্জনক কথা— "যত জ্ঞান বাড়ে, মানুষ ততই প্রতিক্রিয়াশীল হয়।"

এভাবে যেসব শ্রমিক সন্তান পুরোপুরি পার্টির নেতৃত্বে পার্টির শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞানার্জন ক'রে বেরিয়েছিল, তাদের সবাইকে ওরা শত্রু বলে চিহ্নিত করলো। বই সম্পর্কে এই মধ্যযুগীয় ঘৃণা— এটা একটা নাৎসি বৈশিষ্ট্য, গোয়েবলস্-এর বৈশিষ্ট্য। সেই নাৎসি ভাবধারা ওরা আমদানি করতে চেষ্টা করলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে।

ওয়াং॥ শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী যে হতে পারে, এটাই ওরা মানতো না। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন ও মাও ৎসে-তুং যে প্রোলেতারীয় বুদ্ধিজীবী এই ঐতিহাসিক সত্যও ওরা অস্বীকার করলো।

চাং॥ এবং চীনে বুদ্ধিজীবীদের বুর্জোয়া বললে ফলটা কী হয়? ফল হয়— শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ভাঙা, শ্রমিকশ্রেণীকে দু-টুকরো করে শ্রমিকে-শ্রমিকে গৃহযুদ্ধ লাগানো। কারণ বুদ্ধিজীবীরা তো শ্রমিকই হয়ে গিয়েছিল।

প্রশ্ন॥ আমাদের দেশেও মাঝে স্কুল-কলেজ বিধ্বস্ত করার একটা ধুয়া উঠেছিল, বলা হয়েছিল— যে যত বই পড়ে সে তত মূর্খ হয়। সেটা আবার চেয়ারম্যান মাও-এর নামে চালানো হয়েছিল।

চাং॥ তারাও ফ্যাশিস্ত ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট সর্বদা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করে। মূর্খ মানুষ নিয়ে বিপ্লব হয় না, এটা কমিউনিস্ট জানে খুব ভাল ক'রে।

প্রশ্ন॥ সাংস্কৃতিক বিপ্লবে বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে দমন করা হয়। কিন্তু দুর্বৃত্তদের পক্ষেও কি কিছু বুদ্ধিজীবী যোগদান করেনি?

চাং॥ করেছিল। তাদের রচনা এবং বক্তৃতা পড়ে দেখবেন— একরকম ফর্মুলা-বাঁধা শুধু কাপুরুষোচিত অশৈল্পিক কিছু কল্পনাই করা যায়। নূতন কিছু লিখতে ভয় পেত সবাই। নেতারা কী চাইছেন এটা আন্দাজ ক'রে লিখতো। কোথাও পান থেকে চুন খসলে লাঞ্ছনার ভাগ্য পড়বে যে মাথায়, চিয়াং-চাং-ইয়াও-ওয়াং-এর মন রেখে কলম পিষলে কি করেই বা মাস্টারপীস বেরুবে বলুন।

প্রশ্ন॥ আমরা শুনেছিলাম সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই চীনের পার্টির একাংশ বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করতে শুরু করে।

চাং॥ ঠিকই শুনেছেন অতিবাম কিছু যুবক এই আন্দোলন শুরু করে। তারা বলে বুদ্ধিজীবীদের উত্তরণ ঘটে গেছে এই অজুহাতে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থামানো চলবে না, উপরন্তু তারাই হচ্ছে চীনে সম্ভাব্য বুর্জোয়া শ্রেণী, সুতরাং সংগ্রাম তীব্রতর করতে হবে। ১৯৬২ সালে এদেরই উদ্দেশে চেন-ই বলছিলেন, "যদি একথা বলা হয় যে কারো

বছর বৈজ্ঞানিকদের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় যে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো কর্মের নয়, এবং সমাজতন্ত্র সত্য নয়।" এদের সম্পর্কে মাও ১৯৫৭ সালে লেখেন "কি ক'রে জনতার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব মেটাতে হবে।" এবং "প্রচার সম্বন্ধে।" ১৯৫৬ সালে চু এন-লাই তাঁর "বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে রিপোর্টে" একই কথা বলেন।"

প্রশ্ন॥ অতিবাম বিচ্যুতির অর্থনৈতিক ভিত্তি কী?

ওয়াং॥ পাতিবুর্জোয়া হচ্ছে অতিবাম বিচ্যুতির নায়ক, পাতিবুর্জোয়া হচ্ছে অতিবাম ধ্যানধারণার উৎস। অর্থাৎ যতদিন দেশে ক্ষুদ্র উৎপাদন থাকবে ততদিন অতিবাম বিচ্যুতির আশঙ্কা থাকবে। ক্ষুদ্র শিল্পই জন্ম দেয় মধ্যবিত্তের, আর মধ্যবিত্ত যেমন হিটলার-মুসোলিনির শক্তির উৎস ছিল তেমনি ট্রটস্কিরও। মধ্যবিত্তরা চরম দক্ষিণপন্থী ফাশিস্তদেরও জনক, আবার চরম বামপন্থী ট্রট্স্কিবাদেরও স্রষ্টা। চীনে সাম্প্রতিক অতিবাম স্লোগানের মধ্যে লক্ষ্য করবেন ভারি শিল্প ও যন্ত্রচালিত কৃষির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, এবং উচ্চকারিগরী শিক্ষার বিরুদ্ধে রোষ। চার দুর্বৃত্তের কথাবার্তার মধ্যে ছিল এই স্পষ্ট ঝোঁক : উন্নতর কারখানা মানেই সংশোধনবাদ, উৎপাদন বৃদ্ধি মানেই পুঁজিবাদ, উচ্চশিক্ষা মানেই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর জন্ম। তাদের স্লোগান ছিল, সোভিয়েৎকে দেখ, তারা মহাশূন্যে উপগ্রহ তুলেছে আর লাল ঝাণ্ডাকে ধূলায় ফেলেছে! একথা তখন লালরক্ষীদের কে বোঝাবে যে উপগ্রহ তুলেও লাল ঝাণ্ডা তোলা যায়? অথবা লাল ঝাণ্ডা ধূলায় ফেলেও অন্য সংশোধনবাদী দেশ উপগ্রহ তুলতে পারেনি? কে বোঝাবে যে উপগ্রহ তোলা আর লাল ঝাণ্ডা তোলার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই? আসলে এই স্লোগান চার দুর্বৃত্তের যন্ত্রসভ্যতা সম্পর্কে ভীতির পরিচায়ক, বৃহৎ-শিল্প সম্পর্কে ত্রাসের প্রমাণ— যেটা হচ্ছে টিপিক্যাল পাতিবুর্জোয়া মনোভাব। চাং-চুন-চিয়াও বলতো, আমরা শিক্ষিত বুর্জোয়া চাই না, চাই অশিক্ষিত মজদুর। ঐ আবার! কে বোঝাবে যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার হলেই সোভিয়েৎ অভিজাত শ্রমিকের জন্ম হবে, এটা সত্যি নয়। অথবা বই না ছুঁলেই দুর্দান্ত বিপ্লবীর জন্ম হবে, এটাও অসত্য। আসলে পাতিবুর্জোয়ার প্রগতিভীতিই এতে প্রকাশিত হচ্ছে। চার দুর্বৃত্ত এতদূর গিয়েছিল যে বলতো ট্রেন ঠিক সময়ে চলাটাও পুঁজিবাদের প্রকাশ।

প্রশ্ন॥ আমাদের দেশে তো ক্ষুদ্র উৎপাদনের লীলাক্ষেত্র। তাই বার বার দেশের নানা কোণ থেকে যন্ত্রের বিরুদ্ধে, অরণ্যের জয়গান ক'রে বহু তত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে চলেছে গত এক শতাব্দী ধরে। স্পষ্টতই সেগুলো পাতিবুর্জোয়াদের সৃষ্টি। কিন্তু চীনে সর্বহারার একনায়কত্ব কায়েম হয়েছে, সেখানে পাতিবুর্জোয়া অভ্যুত্থান কি ক'রে সম্ভব হোলো?

চাং॥ পারিপার্শ্বিকই মানসকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে। চীনে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটাতে পারলে পাতিবুর্জোয়ার অর্থনৈতিক-সামাজিক ভিত্তি নির্মূল হতো। কিন্তু সেটা করতে সময় প্রয়োজন। চীন অতি বৃহৎ পাশ্চদপদ দেশ। তার ওপর সোভিয়েৎ একতরফাভাবে সব

যন্ত্র ও যন্ত্রী প্রত্যাহার ক'রে নিতে সংকট আরো তীব্র হয়। তাই পূর্ণ শিল্পায়নে যত দেরি হচ্ছিল তত পাতিবুর্জোয়া উপাদানগুলির তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকের আধিপত্য নিরংকুশ ও একচ্ছত্র করার একমাত্র পথ হচ্ছে আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে গোটা দেশটাকে দ্রুত বৃহৎ-উৎপাদনের বিকাশক্ষেত্র ক'রে ফেলা। যে-ডাক মাও এবং চু পূর্বে দিয়েছিলেন কিন্তু কার্যকর করতে পারেননি। যে-ডাক আবার হুয়া কুও-ফেং দিয়েছেন চার আধুনিকীকরণের তত্ত্বে। সর্বহারার একনায়কত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্ন। সেটা কায়েম হলেই যে তৎক্ষণাৎ অর্থনৈতিক ভিত্তি পাল্টে যায় তা তো নয়। উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলিতে পরিবর্তন ঘটাতে দেরি হয়। তার ওপর আমাদের সর্বদা ভয় ছিল সোভিয়েতের মতন চীনেও যেন নয়া বুর্জোয়া না তৈরী হয়।

ওয়াং॥ আরেকটি প্রশ্ন বিদেশী বন্ধুরা বারবার করেন, যেটা মার্কসবাদের জ্ঞান না থাকার ফলেই করা সম্ভব হয়— চেয়ারম্যান মাও থাকতে কি ক'রে পাতিবুর্জোয়ারা ওপরে উঠলো? মাও তাদের অংকুরেই বিনাশ করলেন না কেন? আমার পাল্টা প্রশ্ন : মাও-ৎসে-তুং কি অর্থনৈতিক শক্তিগুলির চেয়ে বেশি শক্তিমান? তিনি লড়েছেন, প্রাণপণে যুঝেছেন পাতিবুর্জোয় অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ-স্তরকে এড়িয়ে যাওয়া চীনের পক্ষে সম্ভবই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলি অমোঘ। কোন ব্যক্তি— তিনি যত মহানই হোন না কেন— কিছুতেই সেগুলিকে অতিক্রম করতে পারেন না। এ ধরনের প্রশ্ন আসলে অমার্কসীয় ব্যক্তিপূজার ফল। মাও কেন এটা রোধ করতে পারলেন না— এ প্রশ্নের সঙ্গে তুলনীয় একশ প্রশ্ন আমি তুলতে পারি যা আপনার কাছে হাস্যকর মনে হবে। যথা, মার্কস থাকতে কেন পারি কমিউন পরাজিত হোলো?। লেনিন থাকতে কেন ১৯০৫ সালের বিপ্লব হেরে গেল? অমন জবরদস্ত বলশেভিক পার্টি থাকতে কেন রুশিয়াকে ব্রেস্তলিতোস্ক চুক্তি সই করতে হোলো? স্তালিন থাকতে কেন ট্রটস্কিবাদী এবং পরে বুখারিনবাদীরা সারা সোভিয়েৎ দেশে টালমাটাল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারল? স্তালিন থাকতে ক্রুশ্চভ-মিকোইয়ানার কি ক'রে সর্বোচ্চ পদে বহাল হয়? ইত্যাদি, প্রভৃতি এবং ইত্যাদি (so on, et cetera and so forth)। [হাসি]

চাং॥ চার দুর্বৃত্ত উৎপাদন-বৃদ্ধিকে এমন ভয় করতো যে তারা আস্ত একটা তত্ত্বই দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল। বিপ্লব আর উৎপাদন যেন দুই দ্বন্দ্বমান বিপরীত। উৎপাদনী শক্তির কথা কইলেই তুমি প্রতিবিপ্লবী। যে মজদুর সমাজতন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে পরিশ্রম করতো, তার সম্পর্কে চার দুর্বৃত্তের ধিক্কার ছিল : প্রাণপণে খাটছে কিন্তু জানে না কোথায় যাচ্ছে! কেউ যদি কারখানা পরিচালনা উন্নততর করতে চাইত, তো অভিযোগ উঠত, সে শ্রমিকশ্রেণীকে "নিয়ন্ত্রণ, বাধাদান ও দমন" করতে চাইছে। কেউ যন্ত্রবিদ্যা শিখতে চাইলে রব উঠতো সে "শ্বেত বিশেষজ্ঞ হবার পথ ধরেছে।"

প্রশ্ন॥ "শ্বেত বিশেষজ্ঞ" কথাটা কি অধ্যক্ষ মাও-এর "লাল বিশেষজ্ঞ"-র বিপরীত?

চাং॥ হ্যাঁ॥ মাও বলেছিলেন বিশেষজ্ঞও হতে হবে, লালও হতে হবে, অর্থাৎ কমিউনিস্ট হতে হবে। কিন্তু চার দুর্বৃত্ত "বিশেষজ্ঞ" কথাটাকেই এক গণ্য গালাগালে পরিণত ক'রে ফেলেছিল। বিশেষজ্ঞ মানেই নাকি শাদা, অর্থাৎ প্রতিবিপ্লবী অর্থনীতির ক্ষেত্রে কেউ যদি লগ্নী, ব্যয়সংকোচ, পণ্যমূল্য, অর্থের সম্যক ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব রাখতো, তো বলা হোতো, সে মুনাফার "আধিপত্য" (profit in command) প্রচার করছে। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ পার্টি নেতা শ্রমিকদের জীবনমান উর্ধ্বে তুলতে গিয়েছিলেন বলে তাদের নামে অভিযোগ তোলা হয়, তাঁরা নাকি শ্রমিকদের "ঘুষ দিচ্ছেন" বা "নগদবিদায়ের মনোভাব" সৃষ্টি করছেন। এভাবে চার দুর্বৃত্ত ক্রমে চীনের উৎপাদন ব্যবস্থা চুরমার ক'রে দিয়েছিল। এখানে স্মর্তব্য সোভিয়েতে পাতি-বুর্জোয়া ট্রটস্কিও দ্রুত শিল্পায়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। স্তালিন সে-বাধা চূর্ণ করে এগিয়ে যান।

প্রশ্ন॥ কিন্তু অন্যপক্ষে দ্রুত ও সর্বাত্মক শিল্পায়নের ফলে কি সংশোধনবাদ জন্ম নিতে পারে? যেমন নিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে?

ওয়াং॥ অবশ্য পারে। কিন্তু পারবেই যে এমন কোনো কথা নেই। চীনে ক্ষুদ্রশিল্পের চাপ পাতিবুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু দেবেই যে এমন কোনো কথা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন দুই দিকের বিপদ বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে সোভিয়েৎ ৩৪ বছরেও নয়া শাসকশ্রেণীকে উচ্ছেদ করতে পারেনি। চীন দশ বছরে নয়া শাসক ক'টাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। সোভিয়েতে আস্ত এক বুর্জোয়া শ্রেণী বিকশিত হয়েছে, চীনে কয়েকটা ক্ষমতালোলুপ ব্যক্তিমাত্র। যাই হোক, দ্রুত সামনে উদঘাটিত হয়েছে। অর্থাৎ এর পরে যেখানে বিপ্লব হবে, সেখানকার কমরেডরা অনেক বেশী সতর্ক থাকবেন এবং দুটি ভুলের কোনোটাই তাঁরা করবেন না, এটা আমরা বিশ্বাস করি।

*　　　　*　　　　*

পিকিং ছাড়ার প্রাক্কালে মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যান অসুস্থ ওয়াং-পিং-নানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। বারংবার বলতে লাগলেন, চীন এবং ভারতের মৈত্রী অনিবার্য, কোনো শত্রুর ক্ষমতা নেই একে বাধা দেয়। বললেন, "আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় বাজপেয়ী চীন আসছেন, সব সমস্যা মুখোমুখি কথা কয়ে মেটাবো দু-পক্ষ।"

তারপর হঠাৎ বললেন, "পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কী খবর? তাঁরা কী কাজ করছেন? কী তাঁদের সমস্যা? ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ নানা কাজ হাতে নিয়েছেন শুনেছি।"

আমি এবং শোভা বললাম যথাসাধ্য— গ্রামাঞ্চলে কাজের বদলে খাদ্য, বেকার-ভাতা, অবৈতনিক শিক্ষা, বন্যাত্রাণের কর্মকাণ্ড। সেই সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র।

ওয়াং পি-নানের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো। বললেন, "আমরা যখন ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির নিমন্ত্রণে কলকাতা গিয়েছিলাম, তখন পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকার আমাদের অভ্যর্থনার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যেন ওটা নিজেদেরই কাজ। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বয়ং এসেছিলেন আমাদের জনসভায় বক্তৃতা করতে। এ আমরা জীবনে ভুলব না। আমরা কখনোই ভুলব না। ১৯৬২-র দুর্ভাগ্যজনক সংঘর্ষের দিনগুলিতে কিছু সাহসী দেশপ্রেমিক কারাবরণ করেছিলেন চীন-ভারত মৈত্রীর স্বার্থে, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁদের একজন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাবেন। বাংলার বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য কামনা করি।"

রুগ্ন দেহে আমাদের গাড়ি পর্যন্ত তুলে দিতে এলেন কমরেড ওয়াং পিং-নান, যদিচ শীতে সকলের ওষ্ঠাধর নীলবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর স্ত্রী অলগোছে একটি ওভারকোট রেখে দিলেন তাঁর চওড়া কাঁধ দুটির ওপর। ওয়াং-এর সেদিকে দৃকপাত নেই, তিনি হাত নাড়ছেন ধাবমান গাড়ি দুটির দিকে, পত্রহীন দীর্ঘ পপলার গাছের মাঝে মিলিয়ে গেলেন এক সময়ে।

বেথুন হাসপাতাল

শিচিয়াজুয়াং-এর হোটেলে ঘুম ভাঙলো রেডিওতে চাইকভস্কির সোয়ান লেক ব্যালে শুনে। শুয়ে শুনছি আর ভাবছি— এই দেশে চিয়াং চিং পাশ্চাত্য সংগীতকে স্রেফ পাশ্চাত্য বিধায় বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। চীনের মানুষ বহু পূর্বেই দু-বাহু বাড়িয়ে মোৎসার্ট বেঠোফেনকে আপন ক'রে নিয়েছিল। চীনা সংগীত আর য়ুরোপের সংগীত পাশাপাশি বাজছে চীনে গত শতকের শেষভাগ থেকে। মহাবিপ্লবী চিয়াং তাকে জোর ক'রে আলাদা করতে গেলেন কী উদ্দেশ্যে? কমিউনিস্ট তো স্বপ্ন দেখে বিশ্বকৃষ্টির ঐক্যতানের। সে তো জানে একদিন না একদিন প্যারিস তন্ময় হয়ে শুনবে রাগ দরবারি কানাড়া, আর কলকাতা বিভোর হয়ে ষষ্ঠ সিম্ফনিতে বেঠোফেনের গ্রাম প্রান্তরে পৌঁছবার বর্ণনায়। সেখানে য়ুরোপীয় মার্গ সংগীত যদি চীনে আগেই এসে গিয়ে থাকে, তবে তো আনন্দের কথা, বিশ্বসংস্কৃতির একটি জয়বার্তা। চিয়াং চিংদের স্পর্ধায় পদাঘাত ক'রে আজ চীনের সর্বত্র কনসার্ট হচ্ছে; প্রোগ্রামে আবার উঠেছে মোৎসার্ট, হাইডেন, বেঠোফেন, বাখ, ব্রামস, চাইকভস্কির নাম। চিরদিন যেমন ছিল। এবং থাকবে।

নর্মান বেথুন আন্তর্জাতিক শান্তি হাসপাতাল আবার আমায় নিয়ে গেল অবাস্তবের দুনিয়ায়। আমরা পূর্ব য়ুরোপে গেছি বার বার। কিন্তু সে তো য়ুরোপ। সেখানে যদি দেখি বিশাল কর্মকাণ্ড, স্বভাবতই আমরা কালোরা ধরে নিই, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চীন আমাদের প্রতিবেশী, আত্মীয়। ১৯৪৯ সালে ওরা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, ১৯৪৭ সালে আমরা তার চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলাম— অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল

আমাদের কারখানাশিল্প, রেলপথ, কৃষি। ওদিকে ত্রিশ বছরের অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি মরুভূমি হাতে নিয়েছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। আর এখন নেহরু-ইন্দিরার গুরুতর শাসনভারে পীড়িত আমরা বেথুন হাসপাতালে ঢুকতেই মাথাটা কয়েকবার ঘুরে গেল। ১৯৩৭ সালে শানসি প্রদেশের উতাই জেলার সুং-ইয়েন-কুও গ্রামে বারোজন ডাক্তার নিয়ে ঐ হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের জুন মাসে ক্যানাডা থেকে এলেন নর্মান বেথুন, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে একে "আদর্শ হাসপাতাল" বানালেন। তিনি শহীদ হতে নাম হয় বেথুন হাসপাতাল। ১৯৪০ সালে এলেন কোটনিস, বিজয় বসু, অটল, দুর্গা মুখুর্য্যে। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে এ হাসপাতাল দশ লক্ষ আহত সৈনিকের চিকিৎসা করেছে। মুক্তি-যুদ্ধে এ হাসপাতাল থেকেছে যুদ্ধ ক্ষেত্রের পেছনেই। পিকিং মুক্ত করার যুদ্ধেও ছিল বেথুন হাসপাতাল। ১৯৪৮-এর বসন্তে মুক্ত শিচিয়াজুয়াং-এ হাসপাতাল স্থায়ী হয়।

এখন তার উনিশটা বিভাগ, আট শ' শয্যা। গবেষণাগার নিজস্ব। নিজস্ব মেডিকেল কলেজ। ১৯৬৯ থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচী অনুযায়ী ডাক্তাররা বেরিয়ে পাড়ি দিয়েছে দুর্গম পাহাড়ের ওদিকে, গ্রামের মানুষের চিকিৎসা করতে এবং শিক্ষা দিয়ে "নগ্নপদ ডাক্তার" সৃষ্টি ক'রে আসতে। এবং দেখলাম ডাক্তার, নার্স, ছাত্ররা ডাক্তারির অঙ্গ হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও-এর চিন্তাধারা পাঠ করছেন গভীর মনোযোগে।

আবার হাসপাতালটি একটি উৎপাদনী কেন্দ্রও বটে। ডাক্তার-রুগী মিলে হাসপাতালের বিশাল জমিতে বছরে ত্রিশ হাজার কিলো শস্য ফলান, দেড় লক্ষ কিলো তরিতরকারি, এক লক্ষ কিলো ফল। এদের নিজেদের গোশালায় বছরে সত্তর হাজার লিটার দুধ পাওয়া যায়। এ-হাসপাতাল স্বয়ংসম্পূর্ণ। উদ্বৃত্তটা যায় আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে।

হাসপাতালের অভ্যন্তরে ঝলমল করছে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রোমিয়াম আবরণে, ধবধবে শাদা শয্যাসারিতে, ডাক্তার, কর্মী ও রুগীদের হাসিতে। ধরুন কলকাতার কোন বড় নার্সিং হোমকে যদি তিনগুণ বৃহৎ অট্টালিকায় বসানো হয় আর কি। কিন্তু মাথা সেজন্য ঘোরে না। ঘোরে অন্য কারণে। কলকাতার কোন বড় নার্সিং হোমে কবে কোন যক্ষ্মারুগী কয়লাখনির শ্রমিককে দেখেছি? কবে দেখেছি সুতাকলের নারীশ্রমিককে? কবে দেখেছি নিউমোনিয়াম আক্রান্ত ক্ষেতমজুরকে? কলকাতায় তাদের জন্য তো সংরক্ষিত আছে খোঁয়াড়ের মতন নোংরা অন্ধকার হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ড, যেখানে দুই আসন্নপ্রবা নারীকে এক বিছানায় শুতে হয়, যেখানে মুমূর্ষরা শুয়ে থাকে মেঝেতে-বারান্দায়, যেখানে গ্যাংগ্রীণের মড়ক লাগে। আমার দেশে আধুনিক চিকিৎসা বলতে যা কিছু বোঝায় সব তো স্ফীতোদর ট্যাক্স-ফাকি-দেয়া অতিভোজনের রুগীদের

জন্য তোলা। চীনে সব চিকিৎসা বিনামূল্যে, ওষুধ বিনামূল্যে এবং স্ফীতোদের শ্রেণীটি না-থাকার জন্য সবটাই সবার জন্য। এখানে ডাক্তারিটা ব্যবসা নয়, ওষুধ বেচাকেনার জিনিস নয়, সার্জনের হাতটা পণ্য নয়। তাই কেউ সেসব ক্রয় ক'রে সঞ্চয় করতে পারে না, ডাক্তারের মাথাটা কিনে রাখতে পারে না। কংগ্রেসের ত্রিশ বছরের শাসনে ভারতবর্ষ শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মানুষকে ঠেলে দিয়েছে কুসংস্কারের প্রবাসে, ওলাইচণ্ডী আর জড়িবুটি-শিকড়ের অন্ধকারে, হাতুড়েদের রাজ্যে, মন্ত্রপুত জল আর নানা বাবাজীর অলৌকিক নেকনজরের ভরসায়, জাগ্রত নানা প্রস্তরখণ্ডের প্রান্তে মাথা খোঁড়ার অবস্থায়। কেননা সেটাই সস্তা পড়ে। আমার দেশের গরীবের নানা রাজসিক রোগ বাধাবার অধিকারই নেই। তাই চীনের হাসপাতালে ঢুকে মনে মনে বলি— চাই না, এ দেখতে চাই না। জয় হোক চীনের মানুষের চীনের কমিউনিস্টদের। কিন্তু এই হাসপাতালের সাম্যবাদী বৈভব দেখে আমার তো শুধু মনে পড়ে উত্তরবঙ্গের মিরিক বাজারের সেই তেজী ডাক্তারবাবুর কথা, যিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, চা-বাগানের ডাক্তার আমি, মজুরদের সর্দি হলে টোলাই খেতে বলি, আর যদি পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটায়, তাহলে বলি, দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে দৌড়ে যা দার্জিলিং— মোটে ছাব্বিশ মাইল তো! চীনের হাসপাতালে অগ্রাধিকার সবচেয়ে মেহনতী মানুষের— খনি-মজদুরদের, লোকো-ড্রাইভার, পাথর-কাটার শ্রমিক, নাবিক আর বয়লার-ফার্নেস মজদুরদের— এ-দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে আমার চোখে ভাসে বোম্বাইয়ের ধারাভি অঞ্চলে এক কোমর পাঁকের মধ্যে জেগে থাকা ঝোপড়ি, তার মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে গোঙাচ্ছে সুতাকল-শ্রমিক বসন্তরাও কাম্বলে আর তার পিঠে ঝাঁটা দিয়ে মারছে ওঝা, কারণ যতদূর বোঝা গেল বসন্তরাওর কোনো গুরুতর গ্যাস্ট্রিক রোগ হয়েছে। তাই বলছিলাম চীনের হাস্পাতাল এবং চীনের গণকমিউন, বিদ্যালয়, কলেজ, শিশুপ্রাসাদ, শ্রমিকদের বাসস্থান, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম— এসব দেখে আমার শুধুই বুকে যন্ত্রণা হয়, চোখে দৃশ্যগুলো ভাসলেও মগজে গিয়ে পৌঁছয় না, অবাস্তবের প্রান্তদেশে হাঁটাতে থাকি আর মাঝে মাঝে শুভ্র দেয়াল স্পর্শ ক'রে দেখি এসব সত্যি কিনা। এসব তো আমরাও পারতাম, চীনের চেয়ে অনেক আগে পারতাম। তাহলে বছরে এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয় শিশু জন্মের সময়েই মারা যায়, এই অপমান সয়ে মুখ বুজে ঘাড় গুঁজে রক্তশূন্য বুদ্ধিজীবীর জীবন যাপন করতে হোতো না। মনে মনে সহৃদয় চীনের ডাক্তারদের বলি, কমরেডস্, আর লজ্জা দিও না, তোমাদের কাছ থেকে এইটুকু শিখে যাচ্ছি, দেশকে শিশুদের বাসযোগ্য ক'রে যাবো তোমাদেরই পথে।

বেথুন হাসপাতালে রয়েছে বেথুন স্মৃতিসৌধ, বিরাট হলঘর জুড়ে এ-শতাব্দীর অন্যতম মহত্তম বিপ্লবী নর্মান বেথুনের অসংখ্য আলোকচিত্র, কাগজপত্র, ব্যবহৃত জিনিস।

আমরা অনেকদিন থেকে বেথুনকে নিয়ে নাটক করার জন্য ভাবছি। সেইজন্য এই ঘরে আমাদের কেটে গেল সারাটা দিন। কত নূতন কথা জানলাম যা কোনো বই-এ নেই, নেই মন্ট্রিলের বেথুন সংগ্রহশালায়। বেথুন চীনে পা দিয়েছিলেন তাঁর সেই কুখ্যাত টার্টলনেকে সোয়েটারটি পরে যা নিয়ে স্বদেশে সহধর্মিণী ফ্রানসেসের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই বচসা হতো। আমি জানতাম না প্রথমে উহানে পৌঁছে চু এন-লাইয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইয়েনানে পৌঁছবার পরের দিনই চেয়ারম্যান মাও-এর সঙ্গে তাঁর বিখ্যাত তিন ঘণ্টা ব্যাপি আলোচনা হয়। এর কোনো ফোটো নেই। কেউ ছিল না এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটাকে ধরে রাখার জন্য। কিন্তু সে অভাব মিটিয়েছে এক বৃহৎ তৈলচিত্র। পাশে বেথুনের লেখা থেকে উদ্ধৃতি : "চীনা জনগণের কত বড় গৌরব যে মাও ৎসে-তুং তাঁদেরই একজন।" আমি জানতাম না সুং ইয়েন-কুও গ্রামে গিয়ে বেথুন রাস্তাগুলির নামকরণ করেছিলেন : মাও সড়ক, চু-টে পথ, নিয়ে জুং-চেন সড়ক। জেনারেল নিয়ে এবং বেথুনের প্রথম সাক্ষাতের ফোটো রয়েছে। এই সাক্ষাতেই বেথুন বর্ধিত মাইনে নিতে অস্বীকার ক'রে বলেন, আপনি আমার অধিনায়ক, আপনি পাচ্ছেন পাঁচ ইউয়ান, তাহলে আমার মাইনে হওয়া উচিত এক ইউয়ান; এক শ' ইউয়ান মাইনের এই প্রস্তাবটি ইয়েনান থেকে এলেও আমি নাকচ করছি।

বেথুনের মৃত্যুর দৃশ্যটি ধরে রেখেছেন কোনো সৈনিক-চিত্রকর। শয্যায় খাকি কম্বল। অর্ধেক উঠে বসেছেন বেথুন, গায়ে শাদা গলাবন্ধ সোয়েটারের ওপর জীর্ণ ধূসর অষ্টম রুট আর্মির টিউনিক। কাঁধে খাকি ওভারকোট ফেলা আছে। বাঁ হাত ঝুলছে স্লিং-এ, ডানহাতে ফাউন্টেন পেন ধরা। লেনিনের মতন দাড়িটাকে অনমনীয় জেদে এগিয়ে দিয়ে যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন মৃত্যুকে।

ততোধিক বিস্মিত হলাম ডাক্তার কোটনিসের স্মৃতিসৌধ দেখতে গিয়ে। কেউ তো আমাদের বলেনি কোটনিস সারা দিন অপারেশন করতেন এবং সারা রাত গেরিলাদলের সঙ্গে জাপানি লাইনের ওধারে গিয়ে আক্রমণ চালাতেন, রেললাইন ওপড়াতেন, ডিনামাইট পুঁততেন! মহারাষ্ট্রের সেই যুবক এসেছিল কংগ্রেসের নির্দেশে, চীনকে ভালবেসে। নিছক দেশপ্রেমিক ছিল সে, স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু সে যখন পৃথিবী ছেড়ে যাচ্ছে— তখন সে কমিউনিস্ট যুদ্ধের শহীদ। সে বেথুনের ছাত্র। কোটনিসের এই আশ্চর্য বিকাশ এক মহাকাব্যের নানা সর্গ। আর সেই ফটোটি— যেখানে অধ্যক্ষ মাও-কে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন কোটনিস, বিজয় বসু, অটল মুখোপাধ্যায়— সংগ্রামী দুই জাতির করমর্দন যেন।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতায় উপাসক চীন। যেখানে ওরা কুড়িয়ে পেয়েছে বিদেশী বন্ধুর সামান্যতম দানের নিদর্শন, সেটিকে সোনায় বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে সারা জাতির চোখের সামনে। এডগার স্নো, এগনেস সমেডলি, এ্যানা লুইজ স্ট্রং— সেদেশের

শিশুদের কাছেও পরম-শ্রদ্ধেয় কমরেড। গোর্কিকে বাদ দিয়ে তারা লুশুনের স্মৃতিসৌধ সাজায় না। স্তালিনকে ভুলে গিয়ে বিপ্লবের মিউজিয়াম গড়ে না। জাপ বিরোধী যুদ্ধের অপূর্ব সংগ্রহশালা রয়েছে ইয়েনানে; সেখানে সোভিয়েৎ লালফৌজের স্তালিনগ্রাদের বীরত্ব, বার্লিন দখল এবং মাঞ্চুরিয়ায় ঝটিকা আক্রমণের বিশদ এবং সবিস্ময় বর্ণনা চলছে পাশাপাশি। এমনকি যাঁদের খবরদারির দাপটে চীন বিপ্লব বিপর্যস্ত হতে বসেছিল সেই বারোদিন ও এম.এন. রায়ের ছবিও ঝুলছে সাংহাই বিপ্লব মিউজিয়ামে।

শিচিয়াজুয়াং এক শিল্পনগরী। কিন্তু জেফাং সড়ক ধ'রে পশ্চিমে যেতে থাকলে, সে-রাস্তার নাম যেখানে পরিবর্তিত হয়ে জংশান সড়ক হয়েছে, সেখানে সারা পশ্চিমের আকাশ জুড়ে নীল তাইহ্যং পাহাড়, আর ঠিক সেইখানে অসংখ্য গাছেঘেরা শহীদদের সমাধি। যত বীর দেশের জন্য, বিপ্লবের জন্য, সাহসিকতা দেখিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের পরিচয় ও কীর্তিকথা-সহ শেষ বিশ্রামস্থল এইখানে। এইখানেই বেথুনের সমাধি এবং এইখানেই ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত ডাক্তার কোটনিসের সমাধি।

অতিবিপ্লবীরা কারা

চীনের ট্রেন কবিত্বপ্রিয় জাতির উপযুক্ত যান। বৃহৎ ডবল-কাঁচের জানালার পাতলা লেস-এর পর্দা, টেবিলে শুভ্র আচ্ছাদন, ফুলদানিতে ফুল, দরজায় ভারি পর্দা, মাইকে সংগীত— বিপ্লবীগান থেকে শুরু ক'রে সারা চীনের নানা আঞ্চলিক লোকসংগীত, তারপর কাম্পুচিয়া ও বর্মার লোকগীতি পর্যন্ত শোনা গেল। ক্ষণে ক্ষণে চীনা সবুজ অথবা যুঁই ফুলের গন্ধ মেশানো চা, এবং ক্ষণে ক্ষণে মেয়ে-রেলকর্মীদের মেজে সাফ ক'রে যাওয়া। আহার ও মদ্যপানের গাড়িটিতে স্ফটিকের ঝাড়লণ্ঠন দেখে তাজ্জব হলাম।

শিচিয়াংজুয়াং থেকে তাই-ইউয়ান যাচ্ছি। দীর্ঘ ছ'ঘণ্টার পথ। আমার মনে শুধু একটি প্রশ্ন খচখচ করছিল— এই চার দুর্বৃত্ত কি ধরনের পার্টি-সদস্য? সমাজ-বিপ্লবের যে মোড়ে এরা হঠাৎ লাফিয়ে নেতৃত্বের ইঞ্জিনে উঠে বসলো, সে-মোড় আসবে সব দেশের বিপ্লবে। আমার জানার ইচ্ছে হচ্ছিল ঐ অধঃপতিত পাতিবুর্জোয়াদের কথায় কারা নেচে উঠে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ ভুলপথে নিয়ে গেলো সেই অনুগামীদেরই বা মানসিকতা কী ছিল? নেতৃত্বের মোহ? পুরাতন নেতাদের চপেটাঘাত ক'রে মাস্তানির আনন্দ? অতীতকে ধ্বংস ক'রে লুম্পেন ওয়াগনব্রেকারের মত্তলামি? বই পুড়িয়ে জেল-করা বন্দীদের ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ?

ওরা চেং-দু যথারীতি হাসলেন। [illegible] কমরেড ঘাড় দুলিয়ে বললেন, তা নয়তো [illegible] যদি ভুল না হয় [illegible] হটকারীর জীবন এবং কাণ্ডকারখানা

শুনলে হয়তো খোলসা হতে পারে, এরা কারা এবং কী চেয়েছিল! মাও ইউয়ান-শিনকে দিয়ে শুরু করা যাক। জন্ম ত্রিশের দশকের শেষাংশে। তার পিতা অধ্যক্ষ মাও-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাও ৎসে-মিন, যিনি ১৯৪৩- এ গোপনে কাজ করতে করতে সিনকিয়াং-এ ধরা পড়েন এবং কুওমিন্টাং-এর হাতে শহীদ হ'ন। এহেন শহীদের ছেলে মাও ইউয়ান-শিন। পিতৃমাতৃহীন। ছন্নছাড়া শৈশব। বিপ্লব বড় ভীষণ দাম আদায় করে বিপ্লবের নেতাদের কাছ থেকে। স্তালিনের ছেলে নাৎসিদের হাতে যন্ত্রণা পেয়ে মরেন; অধ্যক্ষ মাও-এর এক ছেলে হারিয়ে যায়, অন্যজন মরেন কোরিয়ার যুদ্ধে। কিন্তু তার চেয়ে বড় ট্রাজেডি যখন ছেলে বেঁচে থাকে কিন্তু মানুষ হয় না, মানুষ করার কেউ থাকে না। ১৯৪৯-এর পর আবার ইউয়ান-শিন আদর পেল বেশি। ইস্কুলের বিদ্যাটা সে আয়ত্ত করে সামরিক শিক্ষা নেয়, কিন্তু হার্বিনে সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে বারবার ফেল করে। এবং সে চিরদিন ছাত্রই থেকে যায়। ১৯৬৪ সালে অধ্যক্ষ মাও তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি কোনোদিন বামপন্থী হতে পারবে না, মধ্যপন্থী হতে পারলেই আমি খুশী হবো।

[মাও-এর ভাষায় : "তুমি আরামপ্রিয় এবং অসুবিধে দেখলেই ভয় পাও। তুমি শুধু নিজের সমস্যা নিয়ে থাকো। তোমার পিতা শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন নির্ভীক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে, কখনো এক চুল টলেননি, কারণ তিনি জনগণের গরিষ্ঠাংশের সেবা করতেন। তুমি হলে দুই হাঁটু গেড়ে জীবন ভিক্ষা চাইতে না? আমাদের পরিবারের অনেকেই প্রাণ দিয়েছে কুওমিন্টাং ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। তুমি বড় হয়েছ মধু খেয়ে, যন্ত্রণা কাকে বলে জানো না। ভবিষ্যতে তুমি যদি দক্ষিণপন্থী না হয়ে মধ্যপন্থী হও, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট হবো। তুমি তো অত্যাচারই সহ্য করোনি, তুমি বামপন্থী হবে কি ক'রে?"

— ৫ই জুলাই, ১৯৬৪, মাও ইউয়ান-শিনের সঙ্গে কথোপকথন]

ওয়াং এবং আমাদের অতি-প্রিয় দোভাষী প্রায় নিকটাত্মীয় কমরেড চিয়াও আরো চা আনালেন আমাদের জন্য। তারপর ওয়াং বললেন— অনাদৃত শৈশব, তারপর হঠাৎ সারা পার্টির স্নেহ। মাথা ঠিক রাখা সহজ নয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হতেই ইউয়ান-শিনকে দেখি হার্বিনে হেইলুং কিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে লালরক্ষীদের নেতা হিসাবে এবং ১৯৬৭ সালে ঐ প্রদেশের বিপ্লবী কমিটির প্রচার-অধিকর্তা। তারপরেই চিয়াং চিংদের সাহায্যে সে হোলো লিয়াওনিং প্রদেশের সর্বাধিপতি। কৈশোর থেকে ইউয়ান-শিন হুকুম করতে অভ্যস্ত, বিলাসে অভ্যস্ত। সবাই তাকে শহীদের ছেলে, অধ্যক্ষর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি ব'লে তার অন্যায় আব্দার মেনে নিত। এখন সে লিয়াওনিং প্রদেশে ক্ষুদে সম্রাটের মতন চলাফেরা শুরু করলো। আপনি দুর্বৃত্তরা জানেন ১৯৭৫ সালে দশ লক্ষ মার্কিন ডলার খরচ করেছিল বিদেশ থেকে বিলাস-সামগ্রী আমদানি করতে?

প্রশ্ন॥ কি ধরনের বিলাস-সামগ্রী?

ওয়াং॥ মাদাম চিয়াং চিং-এর চড়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়া থেকে শুরু ক'রে স্কচ, ফরাসী ব্র্যাণ্ডি, ফরাসী আতর, বৃটিশ পোষাক, বোখারার কার্পেট, ড্রেসডেনের লেস। চার দুর্বৃত্ত এবং তাদের প্রধান অধিনায়ক দামী য়ুরোপীয় পোষাক পরতে শুরু করেছিল। মাদাম চিয়াং হরিণ পুষতে শুরু করলেন নিজ উদ্যানে, যদিও উদ্যানটা তাঁর ছিল না। পরন্তু আমরা আলোচনা করছিলাম না পাতিবুর্জোয়া ঝোঁকের কথা? এটা হচ্ছে তার এক প্রমাণ। পাতিবুর্জোয়া অন্তরের গভীরে চিরদিন হঠাৎ-নবাব (upstart) হবার বাসনা। সে বিলাস-ব্যসনের মাঝে পড়লে আত্মহারা হয়। সুযোগ পেলেই সে বুর্জোয়াকে নকল ক'রে পরম সন্তোষ লাভ করে।

প্রশ্ন॥ ইউয়ান-শিনও এতে গা ভাসায়?

ওয়াং॥ পুরোপুরি। এই সময়ে চার মহানেতা বারবার তার নাম তোলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদের জন্য এবং প্রতিবারই মাও স্বয়ং আপত্তি তোলেন, এবং প্রস্তাব ভোটে হেরে যায়। তখন চিয়াং চিং তাকে নিজের দপ্তর সম্পাদক ক'রে দেন। আমি মাও ইউয়ান-শিনকে কাছ থেকে দেখেছি। জেদী, কোপনস্বভাব, চূড়ান্ত মদগর্বী। সে চিয়াং চিং-এর ভৃত্য হয়ে থাকার পাত্রই নয়। দ্রুত সে তারই মতন কিন্তু নিষ্কর্মা অথচ গুণ্ডা-প্রকৃতির সাঙ্গপাঙ্গ জোগাড় ক'রে লিয়াওনিংকে "দ্বিতীয় চিংকাংশান" ক'রে তোলে— দুর্ভেদ্য দুর্গ ক'রে গড়ে তোলে। তারা সোজা ঘোষণা করে, নয়া নেতৃত্বের যদি পতন ঘটে তাহলে লিয়াওনিং-এ থেকে তারা প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে। তাদের দৌরাত্ম্যে সমৃদ্ধ লিয়াওনিং এলাকা শীঘ্রই দারিদ্র্যপীড়িত বুভুক্ষু এক অঞ্চলে পরিণত হয়। বিপ্লবী অর্থনীতিবিদ সাজবার বাসনায়সে হঠাৎ ঘোষণা করেন এখন থেকে লিয়াওনিঙে একটাই পণ্যবিনিময়ের বাজার থাকবে, তার নাম হায়েচাঁও কমিউন বাজার। এখানে টাকাই থাকবে না, টাকার ব্যবহার নিষিদ্ধ, সরাসরি, পণ্যবিনিময়। বুঝুন, যে-দেশে সমাজতন্ত্রে পা দিয়েছে মাত্র, তাকে গায়ের জোরে সাম্যবাদে ঠেলে নিয়ে যাবেন একক বিপ্লবী মাও ইউয়ান-শিন।

প্রশ্ন॥ ফল কী হোলো?

ওয়াং॥ ফল হোলো কালোবাজার। হায়েচাঁও বাজারে নানা কমিউনের প্রতিনিধিরা লোক দেখানো পণ্যবিনিময় করতো, আসল লেনদেনটা হোতো আড়ালে, নগদ কড়ির বিনিময়ে। এতে ইউয়ান-শিন ক্ষেপে উঠে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী লেলিয়ে দিতে লাগলো; বেশ কিছু কৃষককে তারা পিটিয়ে মারলো। আরেকটি কুখ্যাত স্লোগান ইউয়ান-শিন তুলেছিল যার ফলে সারা চীনের শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। লিয়াওনিং-এর এক ছোকরা, নাম-চাং তিয়েশেং, জন্ম পঞ্চাশের দশকে। সে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল ক'রে একটি গরম চিঠি লেখে লিয়াওনিং শিক্ষাদপ্তরের কাছে। তাতে সে আব্দার জোড়ে— বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পুরো ব্যবস্থাটাই নাকি বুর্জোয়ার

ছেলেপুলেদের পক্ষে দরিদ্রের ছেলেকে ঠেকাবার জন্য; পরীক্ষা ছাড়াই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতে হবে, কারণ আমি বিপ্লবী; আমার জ্ঞানগম্যি কদ্দূর তা জানার দরকার নেই। মাও ইউয়ান-শিন এই চিঠিটাকে নূতন বিপ্লবের বীর নায়ক। সারা চীনে চার দুর্বৃত্ত অমনি রব তুললো, পরীক্ষা রদ করো, উচ্চতর শিক্ষা হচ্ছে বুর্জোয়া তৈরী করার একটা ঘৃণ্য ব্যবস্থা। সারা চীনে তারা আওয়াজ তুললো : চাও-ইয়াং কৃষি বিদ্যালয় গলাধাক্কা চড়চাপড় খেতে অভ্যস্তই হয়ে গিয়েছিলেন, আবার নূতন করে মার শুরু হোলো, বই পুড়লো, ডেস্ক ভাঙলো, মুষ্টিমেয় বদ ছেলে উল্লাসে নৃত্য করতে লাগলো, বেশিরভাগ ছাত্র বাড়ি চলে গেল ঘৃণায়। আর ছাত্র-আন্দোলনের মহানায়ক চাং তিয়ে-শেং জাপান বেড়াতে গেল রাষ্ট্রের পয়সায়, ফিরে এসে চীন সফর করে তেং-বিরোধী সমালোচনার নাম করে চু এন-লাইকে গাল দিয়ে বক্তৃতা করতে লাগলো। অশিক্ষিত অমার্জিত অশালীন তার ভাষা, গাল দিতে শুরু করলে মাত্রা থাকতো না। মস্তান (gangster) ! তার চালচলন আচার-ব্যবহার প্রাক-বিপ্লব চীনের বেকার শহরে ছোকরার মতন। পরে চার দুর্বৃত্তের কাগজপত্রে এই ছোকরাকে শিক্ষামন্ত্রী করার সংকল্প দেখা যায়। শিক্ষামন্ত্রী চু জুং-শিন মারা যান ক্রমাগত নিগ্রহের ফলে। তাঁর স্থলে বিদ্যার সাগর (ল্য মের দ্য লা স্কোলারিতে) চাং তিয়ে-শেংকে অভিষিক্ত করার ইচ্ছা ছিল চিয়াং চিংদের।

আমাদের মনে পড়লো দুঃস্বপ্নের নগরী নাটকের সংলাপ;

মস্তান॥ এডুকেসনের তেমন সুযোগ আমার হয়নি। কেলাস এইট পর্যন্ত কোনমতে।

কৃষ্ণচূড়া॥ তাহলে আপনারে মিনিস্টার করবেই। ক্লাস এইটে ফেল করেছিলেন তো?

মস্তান॥ অবশ্য।

কৃষ্ণচূড়া॥ তাহলে আপনাকে শিক্ষামন্ত্রী করবেই।

প্রশ্ন॥ তাহলে যারা নূতন সৎ সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছিল না, সেইসব ব্যর্থ যুবকের দলই (drop-out) ছিল চার দুর্বৃত্তের প্রধান আশ্রয়?

ওয়াং॥ হ্যাঁ, সেইসব পাতিবুর্জোয়া শ্রমবিমুখের দল। যত শুনবেন তত পরিষ্কার হবে। মাও ইউয়ান-শিন একটি দলিলচিত্র করিয়েছিল লিয়াওনিঙে শিক্ষাবিপ্লব নিয়ে। লিয়াওনিঙের মানুষ তখন ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বিধ্বস্ত হতে দেখে সেইজন্যই বিচলিত। এই সময়ে পর্দার রঙীন ছবিতে সেইসব ঘটনার উদ্দীপনাময় বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা শুনে তারা প্রতিবিপ্লবী পথ ধরলো, হৈ হৈ ক'রে ইট ছুঁড়ে তারা সিনেমা হাউসের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করতে থাকলো। ইউয়ান-শিন তাড়াতাড়ি এবং দিল দেখাতে বাড়ুঙ হঙচঙিয়ে দিয়ে ছবিটি প্রদর্শন বন্ধ করলো। তারপর থেকে সে প্রদেশ [illegible] নিয়েছে

প্রশ্ন ॥ পড়েছি সে অধ্যক্ষ মাও-এর পত্রবাহক হিসেবে কাজ করতো এবং কাগজ চুরি করতো?

ওয়াং ॥ হ্যাঁ, সে ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি এবং অধ্যক্ষ মাও-এর মধ্যেকার পিওন। সে অনেক দরকারী কাগজপত্র কেন্দ্রীয় কমিটিকে না দিয়ে জেঠিমা চিয়াং চিংকে দিয়ে আসতো। তারপরের ঘটনা তো জানেন— ক্ষমতাদখলের প্রয়াস এবং সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার চেষ্টা।

প্রশ্ন ॥ এখন ইউয়ান-শিন কোথায়?

ওয়াং ॥ বলতে পারবো না। আমি জানি না।

পরে জেনেছি মাও ইউয়ান-শিন সম্ভবত সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে গ্রেপ্তার ঠেকাবার জন্য গুলি চালায় এবং পাল্টা গুলিতে নিহত হয়।

প্রশ্ন ॥ আর চাং তিয়ে-শেং?

ওয়াং ॥ দুর্বৃত্তের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নেয় লিয়াওনিঙে, ওদের তথাকথিত দুর্ভেদ্য দুর্গে। মাসের পর মাস এইখানে বহু অতিবিপ্লবী বীর রাতদিন সশস্ত্র হয়ে মহিমাময় শেষ যুদ্ধের অপেক্ষায় বসে রইল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিনা সংঘর্ষে তারা গ্রেপ্তার হয়। চাং-তিয়ে শেং এখন লিয়াওনিঙেই শ্রমের মারফৎ পুনঃশিক্ষিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ॥ লিন-পিয়াওর পুত্র সম্পর্কে আমরা কিছু কথা শুনেছিলাম। সে কি এই ধরনের এলিমেন্ট?

ওয়াং ॥ হ্যাঁ, সেও অত্যধিক আদর-পাওয়া বিলাসিতায়-লালিত বয়ে যাওয়া ছেলে। তার নাম লিন লি-কুও, লিন পিয়াওর প্রথমা পত্নীর সন্তান। এই বিবাহ হয়েছিল ইয়েনানে, ১৯৩৭ সালে। সুতরাং লি-কুও কোনদিন কষ্টের মুখই দেখেনি। মুক্ত চীনে সে বিমানবাহিনীতে শিক্ষালাভ করে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হতেই পিতার ছত্রছায়ায় সে বিমানবাহিনীর কিছু অফিসারকে নিজের চারদিকে জড়ো করে দক্ষিণ চীনে যাকে বলে আগুন লাগিয়ে বেড়ায়। ১৯৭০ সালে অধ্যক্ষ মাও শাংহাই এলে, তাঁর বাসগৃহ আক্রমণ করে লি-কুও এবং তার মদ্যপ অনুচররা।

প্রশ্ন ॥ কি অভিযোগ?

ওয়াং ॥ মাও যেহেতু ক্ষেতমজুরের ছেলে নন, মধ্যচাষীর, সুতরাং তিনি বুর্জোয়া। পিকিঙে একটি কুখ্যাত দাঙ্গা লাগায় লি-কুও— আকাশ দল বনাম মাটির দল। আকাশ অর্থে বিমানবাহিনীর শিক্ষার্থীরা, মাটি অর্থে ভূবিদ্যার ছাত্ররা। দু-পক্ষই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। পরে জানা গেছে দুপক্ষেরই নেতৃত্ব দিচ্ছিল লিন পিয়াও তার পুত্র-মারফৎ।

প্রশ্ন ॥ অর্থাৎ বিপ্লবের বুলিগুলো কিছু নয়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাটাই উদ্দেশ্য।

ওয়াং ॥ হ্যাঁ, রক্তাক্ত বিশৃঙ্খলা (bloody disorder)। মদ্যপানের ব্যাপারে লি-কুও

এবং তার সাথীরা কুখ্যাত হয়েছিল। তারপর তো পিতার ঐতিহাসিক প্ল্যান ৫৭১।

প্রশ্ন॥ ৫৭১ মানে?

ওয়াং॥ ৫৭১ চীনা ভাষায় বলতে গেলে হয় উ চি ই, যার অর্থ সশস্ত্র অভ্যুত্থানও হয়। পিতা লিন পিয়াও মাওকে হত্যা ক'রে ক্ষমতাদখলের প্ল্যান করলেন। লি-কুও তার অন্যতম নেতা। সে বিমানবাহিনীতে বিদ্রোহের প্রস্তুতি করতে লাগলো। ১৯৭১ সালের জুলাই-আগস্ট মাস দুটো ধরে অধ্যক্ষ মাও সারা চীন সফর করে বেড়ালেন। সরেজমিনে গিয়ে ধ্বংসের চেহারা দেখে তিনি লিন পিয়াওর ভয়ংকর অন্তর্ঘাতি ষড়যন্ত্র ধরে ফেললেন। তখন দ্রুত দক্ষিণ চীনে তাঁর ট্রেন উড়িয়ে দেয়ার প্রস্তুতি করলো লিন পিয়াও, এবং সেই বিস্ফোরণের দায়ে চু এন-লাইকে গ্রেপ্তার করার মতলব আঁটলো। এইভাবে প্ল্যান ৫৭১টা সময়ের আগেই প্রয়োগ করতে হয় লিনকে।

প্রশ্ন॥ আমরা পড়েছি লিন পিয়াওর কন্যা ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন?

ওয়াং॥ হ্যাঁ, লিন পিয়াওর কন্যা, লি-কুওর ভগ্নী লিন তু-তু গোপনে সোজা চু এন-লাইকে টেলিফোন ক'রে পিতা এবং ভ্রাতার শোচনীয় উদ্দেশ্য ফাঁস ক'রে দেন। চু সঙ্গে সঙ্গে বেতারবার্তা পাঠিয়ে চেয়ারম্যান মাওকে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেন এবং সশস্ত্র প্রহরায় মোটরে ঘুরপথে পিকিং আসতে বলেন। চেয়ারম্যান পিকিং পৌঁছবার কথা ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১। লিন পিয়াও বুঝলো খেলা শেষ হয়েছে। সরকার দ্রুত প্রস্তুত হচ্ছে তাকে গ্রেপ্তার করতে। তখন মরিয়া লিন, পুত্র লি-কুও, দ্বিতীয়া পত্নী ইয়ে চুন এবং কয়েকজন সাথী তিয়েনৎসিন শহরের কাছে পেইতাইহো বিমানবন্দর থেকে বিমানে পলায়ন করে এবং সে-বিমান সোভিয়েৎ মঙ্গোলিয়ায় ভেঙ্গে পড়ে। উঠতি দুর্বৃত্ত লিন লি-কুও এইভাবে পিতার সঙ্গে মারা যায়।

প্রশ্ন॥ ওয়াং হুং-ওয়েন তো ছিল মজদুর। এইসব বিলাসিতা তো সে কখনো পায়নি। সে কি করে চার দুর্বৃত্তের একজন হয়ে উঠলো?

ওয়াং॥ সে মজদুর নয়, ব্যর্থ মজদুর। শ্রম বস্তুটাই তার ঘোরতর অপছন্দ ছিল। শ্রমিক শ্রমবিমুখ হলে হয় লুমপেন, তৃতীয় শ্রেণীর মাস্তান। শাংহাই-এর সতেরো নম্বর সুতাকলে তার বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার স্তর বিবেচনা করে কলে কাজ করতে দেয়া হয়নি, তাকে দারোয়ানের কাজ দেয়া হয়। "শ্রমিক ওয়াং হুং-ওয়েন" কথাটাই চিয়াং চিংদের মিথ্যাচার। "দারোয়ান ওয়াং হুং-ওয়ান" হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্য। ১৯৬০ সালে তাকে পাঠানো হয় শাংহাই-এর কাছে চং মিং দ্বীপে বন্যারোধের কাজে। সেখানে কুড়ি হাজার কর্মীর মধ্যে একজনই পলায়ন করে। সে হচ্ছে ওয়াং হু-ওয়েন। সে পালিয়ে ফের শাংহাই চলে আসে, কারণ অত খাটুনি তার সয় না। তারপর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাজারে কি ক'রে অন্য দুর্বৃত্তরা তার খোঁজ পেয়ে তাকে টেনে ওপরে তুললো সেসব তো জানেন। রতনে রতন চেনে ঠিক। রক্তের ডাক ঠিক পৌঁছয় (blood calls to

blood)। ওপরে ওঠার পর ওয়াং হয়ে উঠছিল দুর্বৃত্তদের মধ্যে সবচেয়ে অলস, বিলাসপরায়ণ, সুরাসক্ত। আরেকটি ব্যাপারে এই ভদ্রলোক অমর হয়ে থাকবেন— সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রের টাকা আত্মসাৎ। টাকা চুরি চীনে খুব বেশি হয় না তো। শ্রী ওয়াং এ ব্যাপারে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই লোককে শ্রমিক-নেতা সাজিয়ে সর্বত্র এগিয়ে দিত চিয়াং চিংরা, কেননা একজন শ্রমিকের মুখ দিয়ে কথাগুলো না বলালে এ-দেশে কল্কে পাওয়া কঠিন। ওয়াং হুং-ওয়েন হয়ে উঠলো ওদের হাতে রবারস্টাম্প, সর্বহারার অনুমোদন, শ্রমিকশ্রেণীর ভুয়ো সার্টিফিকেট। সে ছিল ওদের চং কুই।

প্রশ্ন॥ বুঝলাম না।

ওয়াং॥ চুং কুই এক পৌরাণিক চীনা চরিত্র যে সব ভূতপ্রেতকে খেয়ে ফেলত। ওয়াং হুং-ওয়েন ওদের চুং কুই। সে শ্রমিক সেজে এসে সব ভূতকে খেয়ে ফেলতো, তারপর তিন দুর্বৃত্ত নিরাপদে এগুতো। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আর হিরোর কথা ধরুন— ওয়েং সেন-হো। ইনি হাংচোর বিখ্যাত রেশম কারখানার অধিকর্তার পদটি দখল করেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সুযোগে। পেছনে ওয়াং হুং-ওয়েনের মদৎ থাকায় কোনো অসুবিধে হয়নি। কিন্তু রেশম কারখানা চালাবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা তাঁর ছিল না, ছিল শুধু অনর্গল বৈপ্লবিক কথা এবং মাও-র উদ্ধৃতি বর্ষণ করার বিরল পারদর্শিতা। মুহূর্তের মধ্যে তিনি কারখানার শ্রমিকের মধ্যে কনফুশিয়ান ও আইনবাদী দুটো দল ক'রে দাঙ্গা সংগঠিত করে ফেললেন। সে-দাঙ্গা ছড়িয়ে গেল সারা হাংচৌ শহরে। পিস্তল এবং রাইফেল ব্যবহার হতে লাগলো সর্বত্র। ওপরে বসে চার দুর্বৃত্ত বাহবা দিয়ে বললো, হাংচৌ সারা চীনকে পথ দেখাচ্ছে। তখন চেয়ারম্যান মাও আর থাকতে না পেরে হস্তক্ষেপ করলেন। বললেন, ওয়েং সেন-হো একটা সুবিধাবাদী। পাঠালেন তেং শিয়াও-পিংকে। তেং হাংচৌ এসে দেখলেন জগদ্বিখ্যাত রেশম কারখানাটি তো বিধ্বস্ত হয়েছেই, সারা শহরে চলছে গৃহযুদ্ধ। তিনি অবস্থা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছেন, এমন সময়ে দারোয়ান-বীর ওয়াং হুং-ওয়েনও এসে হাংচৌ উপস্থিত হোলো, কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমতির তোয়াক্কা না রেখেই। ওয়াং এবং ওয়েং এক হতেই তো শিয়াও-পিং হেরে গেলেন, হাংচৌ শহর আবার নিশ্চিন্ত মনে বন্দুক-পিস্তল নিয়ে সারা চীনকে পথ দেখাতে লাগলো। হাংচৌর এই মহাবিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ হোলো এই সেদিন, ওয়েং সেন-হোকে আদালতে এনে, প্রতিবিপ্লবী গুণ্ডামির অভিযোগে দীর্ঘ বিচার অনুষ্ঠিত ক'রে, প্রায় দু হাজার সাক্ষীর অভিজ্ঞতা শুনে, ভদ্রলোককে কারাগারে পাঠাবার পর। এ লোককে কী বলবেন? লুম্পেন ছাড়া এ কী? অতিবাম বিচ্যুতি ঘটলেই চোর-গুণ্ডা-বদমায়েশরা এসে ভিড় জমায় কমিউনিস্টদের চারপাশে, এটা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত, কেননা অতিবাম গণ্ডগোলে লুঠের সুবিধে হয়। তখন তাদের পদাঘাতে দূর করার বদলে যদি পরম-মিত্র আলিঙ্গন করা হয়, তবে বারবার হাংচৌ-ই ঘটবে।

প্র.।। ইউ হুই-য়ুং নামে একজন সংগীতশিল্পী ১৯৭৫ সালে চার দুর্বৃত্তের তত্ত্বাবধানে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি নাকি অপেরার কমপোজারও ছিলেন। কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে আমাদের তো মনে হয়েছিল, তাঁর মতে সব সাহিত্য ধ্বংস করাই হচ্ছে বিপ্লবীর কর্তব্য।

ওয়াং।। হ্যাঁ, ইউ-য়ুং শাংহাইয়ে এক সংগীত শিক্ষক ছিলেন। তিনি এককালে কুওমিণ্টাং এবং চিয়াং কাইশেকের পেয়ারের সংগীতশিল্পী ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যখন সব বুদ্ধিজীবীকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিলীন করার বিরাট পরীক্ষা চালাচ্ছিল, তখন ইউ ছিলেন পলিসির একনিষ্ঠ এবং মুখর সমালোচক। সংগীতের বিশুদ্ধতা নাকি কলুষিত হয়ে যাবে শ্রমিকশ্রেণীর ঘর্মাক্ত দেহের স্পর্শে। বুদ্ধিজীবীরা নাকি আলাদা এক শ্রেণী। পুরোপুরি পাতিবুর্জোয়া অবস্থান ছিল তাঁর। কিন্তু পার্টি এ-প্রশ্নে-কোনো প্রকার বলপ্রয়োগে বিশ্বাসী ছিল না, ইউকে তার মতামত ঘোষণা করতেও কেউ বাধা দেয়নি। ১৯৬৭ সালে লেখক-শিল্পীসংঘ ভেঙ্গে দিতেই, এই ভদ্রলোক চার দুর্বৃত্তের দ্বারে গিয়ে মহাবিপ্লবী সব তত্ত্ব দিতে লাগলেন এবং চার দুর্বৃত্তও তাঁকে বরণ করে নেবে এ তো জানা কথা। তিনি দুটি মডেল অপেরার সংগীত পরিচালনা করেন— কৌশলে ব্যাঘ্রপাহাড় দখল এবং ডকইয়ার্ড। তারপর যে-লোক এই সেদিনও কে-এম-টির সমর্থক ছিল, বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্ত্র্যের প্রবক্তা ছিল, সেই লিখতে এবং বলতে লাগলো যে চীনে এখন সব শিল্প সাহিত্যে পুঁজিবাদের পথচারীদের আক্রমণ করতে হবে। কেউ যদি এমন কোনো গল্প বা কবিতা লেখে যাতে এ-বিষয়টা নেই, তাহলে সে প্রতি বিপ্লবী। আর চিয়াং চিংকে বিশ্ব-ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বহারা শিল্পী বলতে হবে। প্রথম সর্বহারা শিল্পী হচ্ছেন ইউজিন পতিয়ে, যিনি আন্তর্জাতিক গান লিখেছিলেন ১৮৭১ সালে। প্রথম স্থানটা তাঁকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছিলেন চিয়াং চিং এবং ইউ, কেড়ে নিলেই বা আটকাতো কে? এই মূর্তিমান পাতিবুর্জোয়া পেণ্ডুলাম— যে অবলীলাক্রমে অতিদক্ষিণ থেকে অতিবামে দোল খেয়ে চলে যায়, তাকে ১৯৭৫ সালে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী ক'রে দিলে চিয়াং চিংরা। কিন্তু এইসব ক্ষুদে নেতাদের বাদ দিলে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে চিয়াং চিং, চাং চুন-চিয়াও এবং ইয়াও ওয়েন-ইউয়ান ছিল সুদক্ষ সংগঠক, শক্তিমান লেখক, বাগ্মী, বহু গুণের অধিকারী। ঐ তিন নেতার ছিল বহু ক্ষমতা। পাতিবুর্জোয়ার লালসা তাদের ইতিহাসে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করলো।

তেং শিয়াও-পিং এবং মাও ৎসে-তুং

যেসব দলিলপত্র সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং নানাজনের মুখে যা শুনেছি তা থেকে কমরেড তেং শিয়াও-পিঙের সঙ্গে অধ্যক্ষ মাও-এর একাধারে দ্বন্দ্ব এবং গভীর কমরেডশিপের যে চিত্র বেরিয়ে আসছে, সেটা সংক্ষেপে উপস্থিত করছি। মুক্ত-চীনের

বিস্ময়কর অগ্রগতি, দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ, সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং চার দুর্বৃত্তের অভ্যুত্থান ও পরাজয়— এই সব অধ্যায়ের একজন কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছেন কমরেড তেং শিয়াও-পিং।

লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্তের রোষ যেভাবে তেং-এর ওপর বর্ষিত হয়েছিল, যেভাবে নির্বিচার কুৎসায় বিশ্ব কাঁপানো হয়েছিল, তাতে বর্তমানে কমরেড তেং-এর পূর্বেকার সব পদে পুনরধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাটা কেউ-কেউ বুঝতেই পারছেন না। তেং-কে এককালে এমন কদর্য ভাষায় "পুঁজিবাদী উপাদান" প্রতিপন্ন করা হয়েছিল, যে আজ তাঁকে পুনরায় নেতৃত্বে দেখে কেউ-কেউ এমনো লিখছেন যে চীন দক্ষিণপন্থী পথ ধরেছে, পুঁজিবাদের পথে চলেছে, সোভিয়েতের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে, ইত্যাদি।

অধ্যক্ষ মাও তাঁর সহযোদ্ধা তেং সম্পর্কে কী ভাবতেন সেটা চাপা পড়ে গিয়েছিল লিন পিয়াও এবং চিয়াং চিংদের তীক্ষ্ণ চীৎকারে। মাও-এর নির্বাচিত রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড বেরোয় তাঁর মৃত্যুতে সাত মাস পরে, ইংরেজিতে বেরোয় পরের বছর ১৯৭৭ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর। চার দুর্বৃত্ত তেংকে আক্রমণ করতে গিয়ে মাও-এর যে উদ্ধৃতি দিত, সেগুলো যে বিকৃত বা প্রসঙ্গতবর্জিত ছিল তার প্রমাণ এখন আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন চীনের পার্টি। এই পঞ্চম খণ্ডে মাও সব চেয়ে বেশিবার নাম করছেন তেং-এর — দশবার (পৃঃ ১১০, ৩১৮, ৩১৯, ৩৪৪, ৩৫৩, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৮২, ৪৯০, ৫০১)। প্রতিবারই মাও-এর উল্লেখ সস্নেহ এবং ভ্রাতৃসুলভ। একথাও আমাদের সমস্মৃতি থেকে প্রায় মুছে দিয়েছিল দুর্বৃত্তেরা, যে ১৯৬৭ সালে অষ্টম পার্টি-কংগ্রেসে লিন পিয়াও প্রস্তাব তুলেছিল, তেংকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হোক, এবং সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং মাও ৎসে-তুং। মাও বলেন, লিউ শাও-চি এবং তেং শিয়াও-পিংকে এক ক'রে দেখা ঠিক হবে না।

১৯৭৩ সালে মাও এবং চু এন-লাই তেংকে নেতৃত্বে ফিরিয়ে আনার প্রাক্কালে, মাও ৎসে-তুং তেং-এর একটি মূল্যায়ন করেন। সে-মূল্যায়নে মাও চারটি বিশেষ বিষয় লিপিবদ্ধ করেন : (১) ১৯৩০ সালে কিয়াংসি অঞ্চলে গেরিলাযুদ্ধে কালে হঠকারি লি লি-সান স্বয়ং মাওকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বিতাড়িত করেন। তখন কিয়াংসি প্রাদেশিক পার্টি-সম্পাদক ছিলেন তেং শিয়াও-পিং। তিনি মাও-এর পাশে দাঁড়ান এবং সঠিক বিপ্লবী লাইনের স্বপক্ষে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে লি লি সানের হাতে লাঞ্ছিত হন। (২) চীনের মুক্তিযুদ্ধে তেং-এর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বিশেষত তাঁর এবং লিউ পো-চেং এর নেতৃত্বে লালফৌজের একচোটে এক হাজার লি অগ্রসর হওয়াটা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়েছিল, আত্মরক্ষা থেকে মুক্তিফৌজ আক্রমণে উত্তরণ করেছিল। (৩) ১৯৫৭ সাল থেকে তেং সোভিয়েৎ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা। (৪) তেং-এর মত সুদক্ষ সংগঠক সচরাচর দেখা যায় না।

এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান মাও তেংকে পূর্ব ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে চার দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর করেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হবে ১৯৫৬ থেকে তেং শিয়াও-পিঙের ভূমিকা। বহু বছর একতরফা গালাগালের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল দুর্বৃত্তেরা, সেগুলো জঞ্জাল বিধায় সরিয়ে রেখে তেং-এর সঙ্গে পার্টি বিরোধের পূর্ণমূল্যায়ণ করতে হবে, যেমনটা চীনে হয়েছে।

১৯৫৬ সালে ফেব্রুয়ারিতে মস্কোতে অনুষ্ঠিত সোভিয়েৎ কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে তেং চীনা প্রতিনিধিদলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, যে দলের নেতা ছিলেন চু-টে। এই কংগ্রেসেই ক্রুশ্চভ স্তালিনকে আক্রমণ করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা ব্যক্ত করেন। দুটি ক্ষেত্রেই চীনা পার্টির গুরুতর আপত্তি ছিল। কিন্তু সে-বছরেই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত চীনা পার্টির গুরুতর আপত্তি ছিল। কিন্তু সে-বছরেই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত চীনা পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে এই আপত্তি মোটেই প্রকাশ পায়নি। উপরন্তু সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তেং সংবিধান-সংশোধন সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে সোভিয়েৎ পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের স্তালিন-সমালোচনাকে সমর্থন জানিয়ে বলা হয়— ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা সোভিয়েৎ নয়, সব পার্টির পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়, ব্যক্তিপূজা ইতিহাসের প্রাচীন কাল থেকে আচরিত এক সামাজিক সংস্কার যা চীনের সমাজ এবং পার্টিতেও অনিবার্যভাবে বারবার দেখা দিতে বাধ্য। আরো যেটা তাৎপর্যপূর্ণ, চীনের পার্টির যে সংশোধিত সংবিধান এই কংগ্রেসে 'পাশ হয়, তার দু জায়গায় "মাও ৎসে-তুঙের চিন্তা" কথাটা কেটে দেয়া হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরকালে তেং শিয়াও-পিংকে এজন্য কঠোর সমালোচনা সহ্য করতে হয়। তাঁকে সরাসরি "চীনের ক্রুশ্চভ" আখ্যা দেয়া হয়। ১৯৬৬-র নভেম্বরে পিকিঙে তাঁর নামে যে বৃহৎ পোস্টার পড়ে তাতে অভিযোগ করা হয় : "১৯৫৬ সালে তার পার্টি-সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে রিপোর্ট যে ক্রুশ্চভ চক্রের প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বের প্রচার চালায়... পার্টির নেতা থাকা উচিত কিনা এ-বিষয়ে বলতে গিয়ে তেং পার্টি-প্রতিষ্ঠাতা মাও ৎসে-তুঙের নামোচ্চারণও করেনি।" এ পোস্টারের শেষে ইউয়ান-ৎসে প্রভৃতি এগারোটি নাম ছিল।

কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ অন্যায় এক আক্রমণ ছিল, এ-বিষয়ে এখন আর কারুর দ্বিধা নেই, কারণ অষ্টম পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলি ছিল পার্টি নেতৃত্বের যৌথ সিদ্ধান্ত। সোভিয়েৎ পার্টির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংহতি রক্ষার প্রয়াস চালানো হবে— এটাই ছিল পার্টির সমবেত সিদ্ধান্ত। তেং শিয়াও-পিং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সেই বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন মাত্র। কাজে কাজেই ক্রুশ্চভকে সমর্থনের সব দায়দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে তাঁকে আক্রমণ করাটা ছিল অন্যায় এবং দুরভিসন্ধিমূলক।

১৯৫৬ সালে চীন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ জয় অর্জন করেছিল। উৎপাদনের মাধ্যমগুলি মালিকানা দ্রুত সমাজের হাতে আসছিল। কৃষিতে শতকরা ৩০ ভাগ জমি সমবায়-ব্যবস্থার আওতায় এসে গিয়েছিল, কলকারখানার শতকরা ৯০ ভাগ এসে গিয়েছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। ১৯৫৩-এ প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা শুরু হয়, এবং ১৯৫৬-এ তা বিপুল সাফল্যে ভূষিত হতে থাকে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে সমাজ-সম্পর্কগুলির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল না। চেতনার স্তর পিছিয়ে পড়ছিল বহুদূর। সমাজের নানা অংশের ধ্যানধারণার মধ্যে বিরাট পার্থক্য গড়ে উঠেছিল। এমতাবস্থায় চীনের রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কী, কোন স্তরে চীন রয়েছে, "শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বে বিপ্লব চলতেই থাকে" এই তত্ত্বের প্রয়োগ কি করে হবে— এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া জরুরী হয়ে উঠলো। বিশেষ পোলাণ্ড ও হাংগেরিতে অভ্যুত্থানের ঘটনায় পুরো চীনা পার্টি আশু পথনিরুপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল।

১৯৫৭ সালের ২০ শে জানুয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে মাও প্রথম শত পুষ্প বিকাশের তত্ত্ব উপস্থিত করেন। ফেব্রুয়ারিতে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে (Supreme State Conference) যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য পার্টিগুলির সামনে তত্ত্বটির পূর্ণাঙ্গ বয়ান পেশ করেন। তিনি চাইছিলেন, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাপকতম স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র। তিনি চাইছিলেন, সমাজের নানাস্তরে যত চিন্তা লুকিয়ে আছে সব সজোরে ব্যক্ত হোক, নানা চিন্তাধারা প্রকাশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। কুও মো-জো ঐ সম্মেলনেই বলেন, আসুন এই দেশকে এক সিমফনি অর্কেস্ট্রায় পরিণত করি, যেখানে প্রতি যন্ত্র আপাতদৃষ্টিতে নিজপথে চলে, কিন্তু আসলে সবগুলি একই মহাসংগীতে মিলিত হয়।

কিন্তু লিউ শাও-চি এবং চেন পো-তা একত্রে এক তত্ত্ব দাঁড় করান যার সঙ্গে অধ্যক্ষ মাও কোনোমতেই একমত হন না। লিউ এবং চেন বলেন, চীনা সমাজের স্বরূপ হচ্ছে এই— অতি-অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা কিন্তু পশ্চাৎপদ উৎপাদনী শক্তি। এ-তত্ত্ব তাঁরা ১৯৫৬ সালের নভেম্বরেই পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে, এখন সেটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। তাঁদের বক্তব্য চীনে পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়ে গেছে, এখন শুধু উৎপাদন বাড়িয়ে গেলেই সমাজতন্ত্রের শেষ বাধা চূর্ণ হবে। কিন্তু মাও বললেন : চীন কোন পথে ধরবে— পুঁজিবাদ না সমাজতন্ত্র— সে প্রশ্নেরই এখনো মীমাংসা হয়নি। পুঁজিবাদী শক্তিগুলি পরাস্ত হয়ে গেছে, একথা সত্য নয়। সমাজতান্ত্রিক মালিকানা দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়ে গেছে, এ-ও মিথ্যা। পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্র— এটা কখনো প্রধান দ্বন্দ্ব। সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেও, শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাকে চূড়ান্ত জয়ের দিকে যেতে হবে। শুধু উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির কথা বলার অর্থ শ্রেণীসংগ্রামকে দুর্বল ক'রে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই দুই লাইনের দ্বন্দ্বের ফলে এপ্রিল সংশোধন আন্দোলন (Rectification on

campagin) এবং জুনে দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। অধ্যক্ষ মাও-এর ডাকে কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে খোলাখুলি বিতর্কের জোয়ার আসে সারা চীনে। এক-আধটা জুলুম যে হয়নি এমন নয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যে জবরদস্তি ঘটেছিল তার লেশমাত্র তখন কেউ দেখেনি। সকলে সজোরে নিজ মত ব্যক্ত করেছে, সকলে ধৈর্যধরে বহু ঘণ্টা ধরে সমালোচনা সহ্য করেছে।

এই যে মুক্ত আবহাওয়া, স্বাধীন মতামত প্রকাশের প্রশস্ত অবকাশ, এটা সৃষ্টি করেছিলেন মাও এবং পার্টি-নেতৃত্ব। মাও বরাবর জবরদস্তির বিরুদ্ধে সর্তকবাণী উচ্চারণ করতে থাকেন। তিনি বলেন :

— "আমাদের কমরেডদের প্রত্যেকের দুর্বলতা আছে। কার নেই? মানুষ তো সন্ত নয়, তার দোষ থাকবে না। কখনো না কখনো আমরা কথায় বা কাজে ভুল ক'রে ফেলি, উদাহরণস্বরূপ হয়তো আমলা-তান্ত্রিক মনোভাব দেখিয়ে ফেলি। কিন্তু সেটা করি নিজের অজান্তে।" (রচনাবলী, ৫ খণ্ড, পৃ: ৫৪৮)

— "কে আছে যে কখনো ভুল করেনি? প্রত্যেকে করে, কোনো ব্যতিক্রম নেই। শুধু কেউ বড় ভুল করে, কেউ বা ছোট।" (পৃ: ২২৩)

—"কেউ ভুল করলে তাকে সাহায্য করা উচিত।" (পৃ: ৩০২)

— "আমার মনে হয় কেউ যদি নিজেকে ঈশ্বরের মত সর্বজ্ঞানী এবং সর্বশক্তিমান মনে করে তবে সেটা স্পর্ধামাত্র।" (পৃ: ৫১৪)

কেবলমাত্র গুটিকয়েক বিচিত্র ব্যক্তি যাঁরা সে-সময়ে চীনে পশ্চিমে য়ুরোপীয় ধাঁচের 'গণতন্ত্র' চাইছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ছাড়া কোথাও কোনো বলপ্রয়োগ হয়নি। "শতপুষ্প", "সংশোধন" এবং "দক্ষিণবিরোধী" আন্দোলনের মাধ্যমে যে ব্যাপক মতাদর্শগত সংগ্রাম ও শিক্ষা মাও-এর নেতৃত্বে চীনের পার্টি সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল, তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষয়ক্ষতি ও রক্তপাতটা ছিল অহেতুক, আত্মঘাতী এবং শত্রুর প্ররোচনাজনিত।

১৯৫৭ সালেই মাও ঘোষণা করেন, ঐ তিন আন্দোলনের মাধ্যমে চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করেছে। "কেউ কেউ ভাবেন চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করেছে ১৯৫৬ সালে। কিন্তু আমি মনে করি সেটা ঘটেছে ১৯৫৭ সালে।"

[মস্কোয় চীনা ছাত্রদের সভায় ভাষণ, ১৭ ই নভেম্বর ১৯৫৭]

এই সময়টায় তেং শিয়াও-পিঙের ওপর ভার ছিল পাঁচসালা পরিকল্পনা পরিচালনার, এবং তিনি যে বিশ্ব-কাঁপানো অগ্রগতির নজীর রাখেন তা সাম্রাজ্যবাদীদের ইতিহাসেও স্বীকৃত। এই কর্মযোগের মাঝে নভেম্বর মাসে মাও স্বয়ং মস্কো যান কমিউনিস্ট সম্মেলনে, সঙ্গে যান তেং শিয়াও-পিং। সেখানেই মাও বলেন, "এখন আর পশ্চিমের হাওয়া পুবের হাওয়ার ওপর বইছে না, পুবের হাওয়াই বয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা বাতাসের ওপর দিয়ে।"

১৯৫৮ সালে চীন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা এবং "বিরাট লাফের" বিপুল কর্মকাণ্ডে মাতলো, সারা দেশে গণকমিউন তৈরী করতে শুরু করলো। এই বছরই সোভিয়েৎ নেতৃত্ব চীনের কাছে এমন সব দাবীদাওয়া পেশ করলো যা মানলে চীনের সামরিক শক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর সোভিয়েতের তদারকি অধিকার কায়েম হোতো। চীন সে সব দাবী নাকচ করলে, সোভিয়েৎ এক তরফা ১৯৫৭-র চুক্তি ভেঙে দিল, চীনাকে আণবিক তথ্য সরবরাহ করতে অস্বীকার করলো। ১৯৫৯-এর অক্টোবর ক্রুশ্চভ চীনে এলেন এবং অতিশয় নির্লজ্জের মতন দাবী করলেন, দুই-চীনের তত্ত্ব মানতে হবে। অর্থাৎ তাইওয়ান নামে যে দ্বীপটি রয়েছে চিয়াং-এর দখলে, মার্কিন পক্ষপুটে, তাকেও চীনের সমকক্ষ আরেক চীন বলে মেনে নিতে হবে। স্বভাবতই এ দাবী প্রত্যাখাত হয়। জবাবে ১৯৬০ সালে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন চীনের সঙ্গে সব বাণিজ্যিক চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে, সাহায্য ও ঋণ বন্ধ করে, সব সোভিয়েৎ কারিগরদের ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

নাভেম্বরে মস্কোয় ৮১ টি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে চীন প্রতিনিধি পাঠায় লিউ শাও-চি এবং শিয়াও-পিং-কে। ক্রুশ্চভ এই সম্মেলনে বহু আয়াস সত্ত্বেও চীনের পার্টিকে কোণঠাসা করতে পারলেন না, প্রধানত লিউ এবং তেং-এর সুদক্ষ প্রত্যাক্রমণের ফলে। উল্টে আলবানিয়া তেজের সঙ্গে চীনের পক্ষে দাঁড়ালো।

৬০-৬১ সাল চীনের দুঃসময় বলে স্বীকৃত। ফসল ভাল হয়নি, সোভিয়েতের সাহায্য প্রত্যাহার এবং বিষম চাপ, প্রভৃতির ফলে ব্যাপক শিল্পায়নের কর্মসূচী স্থগিত হয়ে যায়। পরিবর্তে অধ্যক্ষ মাও-এর "দু পায়ে চলার" নীতি গৃহীত হয়। এই সময়েই অবস্থার চাপে তেং শিয়াও-পিং কতকগুলি ভুল করেন যা পরে লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্তের হাতে কুৎসার অস্ত্র জুগিয়ে দেয়। তেং দৃঢ়হাতে চীনের অর্থনীতির হাল ধরতে চাইছিলেন, কিন্তু ফলে যে শহর ও গ্রামের মধ্যে, শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে জীবনমানের ফারাক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে, এটাকে তেং "সাময়িক ও অনিবার্য" আখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যান।

কৃষির ক্ষেত্রে তেং এবং পেং চেন "ষাটটি নির্দেশ" নামে একটি দলিল তৈরি করেন, যাতে গণকমিউনের সর্বাত্মক আধিপত্য থেকে কয়েক কদম পিছু হটার নির্দেশ দেয়া হয়। ১৯৬১ সালের মার্চে এক কেন্দ্রীয় সম্মেলনে তেং ও পেং-এর নির্দেশ পাশ হয়ে যায়। মাও ৎসে-তুংকে জানানো পর্যন্ত হয়নি এই সম্মেলনের কথা। "ষাট নির্দেশ" হাতে পেয়ে মাও বলেছিলেন, "কোন সম্রাট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?"

তেং এবং পেং কৃষিতে প্রতি পরিবারকে দায়ী করলেন মুনাফা এবং লোকসানের জন্য। সুতরাং প্রতি পরিবারই নিজ নিজ ফসল বেচতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো, অনেকগুলি পাশাপাশি বাজার সৃষ্টি হোলো এবং কমিউনের জমিচাষ প্রচণ্ড ঘা খেল।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবে পিকিঙের প্রথম পোস্টারে বলা হয়েছিল। "সাময়িক দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে তেং শিয়াও-পিং পুঁজিবাদী উৎপাদন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল... সে ব্যক্তিগত চাষে উৎসাহ দিয়েছিল।"

একথা সম্পূর্ণ অসত্য। অবস্থার মোকাবিলায় দু-কদম পিছু হটাটা মোটেই কোনো ভয়ঙ্কর প্রতিবিপ্লবী কর্ম নয়। এটুকুই শুধু যায়, তেং যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা হয়তো দু-কদমের স্থানে দশ-কদম পিছু হটা। এতটার হয়তো প্রয়োজন ছিল না। হয়তো এ-পথে এগুনোই ভুল ছিল। সদ্যজাত কমিউনগুলো জড়তা কাটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারছিল না বলেই তেং-এর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ। বলা যায় না, হয়তো দ্রুত কমিউনগুলিকেই তৎপর ও সুসংগঠিত করে তোলা সম্ভব ছিল।

অর্থলগ্নী সম্পর্কে এতটি সভা হয় পার্টির নেতৃত্বে, অর্থনীতিবিদ এবং যোজনা বিশেষজ্ঞদের ১৯৬১ সালে, যেটাকে ওয়েস্ট উইং সম্মেলন বলা হয়। তেং এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে সমর্থন করেন। দুর্বৃত্তরা এই সম্মেলন নিয়ে অনেক আস্ফালন পরে করেছিল। এই আস্ফালন তাদের ক্ষমতালোলুপতার প্রকাশমাত্র। তেংকে পথ থেকে না সরিয়ে তাদের ক্ষমতায় আরোহণ সম্ভব ছিল না। তাই কুৎসা ছিল ওদের অস্ত্র। বিশেষতঃ অর্থনীতির কথা উঠলেই দুর্বৃত্তরা তাকে ''পুঁজিবাদী বাগাড়ম্বর" আখ্যা দিত। তাদের যেন ধারণা ছিল সমাজতন্ত্র আপসে গড়ে উঠবে— চাহিদা, সরবরাহ, মূল্য, বাজার, বেতন, লগ্নী, হিসাব, এইসব বিরক্তিকর কথাবার্তার কোনো প্রয়োজন নেই।

কারখানা-পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টি-কমিটির আধিপত্য অস্বীকার করেছিলেন লিউ-শাও-চি এবং তেং শিয়াও-পিং। তাঁরা মনে করতেন, এতে উৎপাদন ব্যাহত হবে, কারখানা শেষ পর্যন্ত অচল হয়ে যাবে। তাঁরা সাবেক ম্যানেজারি রীতির ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন, এবং তেং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রূঢ় স্পষ্টবাদিতার জন্যও দুর্বৃত্তদের জন্যও দুর্বৃত্তদের বন্দুকে টোকা জুগিয়েছিলেন। ম্যানেজাররা নয়া-শোষক শ্রেণীতে পরিণত হতে পারে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাফ জবাব দিয়েছিলেন বেড়ালটা সাদা না কালো দেখার দরকার নেই, ইঁদুর ধরতে পারলেই ভাল বেড়াল। সুতরাং চেয়ারম্যান মাও যখন ''লিউ-এর সংশোধনকারী লাইনে''র কথা কইলেন এবং রুখে দাঁড়ালেন তখন তার যথেষ্ট কারণ ছিল। এবং তেং মোটামুটি লিউর চিন্তাধারাকে প্রয়োগ করতে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও-র সমালোচনার পাত্র হলেন।

শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিন্তু তেং শিয়াও-পিং স্পষ্টভাষায় যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন তার সঙ্গে মাও-এর কোনো বিরোধ ছিল এমন প্রমাণ নেই। এ-ক্ষেত্রে সংস্কৃতিক বিপ্লবের কালে তেং-বিরোধী যত উল্লম্ফন এবং গগনভেদী চিৎকার সবটাই সিংহাসনলোভী ষড়যন্ত্রীদের ইঙ্গিতে। ১৯৬২ সালে অতিবামরা

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনের কালে এক পুস্তকতালিকা তৈরী করেছিল যাতে মার্কসবাদী চিরায়ত সাহিত্যের কিছু খাপছাড়া নিদর্শন এবং মাও ৎসে-তুঙের কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মার্কসীয় গ্রন্থ যে বিজ্ঞান বা শিল্পের বিকল্প হতে পারে না, পরিপূরক হয়, এই সহজবুদ্ধিও যেন লোপ পেয়েছিল অতিজংগীদের। ৫ই মে, ১৯৬২ সংস্কৃতি-মন্ত্রালয়ের সম্পাদক, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের একচ্ছত্র নেতা চু-ইয়াং ঐ তালিকা নাকচ ক'রে একটি রিপোর্ট লেখেন, যাতে বলা হয়েছিল, "পাঠ্যপুস্তক যদি মাও-চিন্তার আধিপত্য বজায় রেখে লেখা হয় তবে অত্যন্ত স্থূল (vulgarised) এবং অতি সরল কিছু মামুলী জিনিস সৃষ্টি হবে। এতে করে মাও-চিন্তারও কদর্থ করবে যে কোনো সুবিধাবাদী।" যদিও এ-কথার কোথাও মাও-চিন্তার অবমাননা ছিল না, তবু পরে চু-ইয়াংকে এ-জন্য চূড়ান্ত শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে দুর্বৃত্তদের হাতে। মাও স্বয়ং চেষ্টা করেও তাঁকে কারামুক্ত করতে পারেননি।

চু-ইয়াং-এর এই মত তেং সমর্থন করেন, এবং "মাও-এর চিন্তা" নাম দিয়ে যত্রতত্র পূর্বাপররহিত মাও-উদ্ধৃতির অবৈধ ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করতে থাকেন। "যে-বৃদ্ধ পাহাড় তুলেছিল এবং নর্মান বেথুন স্মরণে— এই প্রবন্ধ দুটি পাঠ করেই যদিও মাওকে বোঝা যায়, তবে মাও আর তেং শিয়াও-শিং একই স্তরের লোক।" একবার বলেছিলেন তেং।

কিন্তু লিন পিয়াওরা "বুর্জোয়া চিন্তাবিদদের প্রভাব নির্মূল করো" এই আওয়াজ তুলে ক্রমশঃ লিউ শাও-চি এবং তেং শিয়াও-পিং-এর নাম একত্রে যুক্ত করে তীব্র প্রচার অভিযান চালাতে থাকে। তেং বিন্দুমাত্র পিছু হটেন না। ১৯৬৪ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটের এক সভায় তেং বলেন : "আজকাল কেউ আর লিখতেই সাহস পাচ্ছে না। নূতন চীন সংবাদ সংস্থা দিনে দুটোর বেশী প্রবন্ধ পাচ্ছে না। যেসব নাটক অভিনীত হচ্ছে তাতে শুধুই সৈনিক আর যুদ্ধ। প্রতিটি চলচ্চিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হবে এটা আশা করেন কেন? একটার পর একটা নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে আমরা নাটক-অপেরা-চলচ্চিত্রকে কোনঠাসা করছি।... কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা আশা করেন অন্যের সমালোচনা করেই বিখ্যাত হবেন। তাঁরা ভাবেন অপরকে পায়ে দলে ওপরে ওঠা যাবে। যদিচ আক্রান্ত ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁরা দু-চারটে খাপছাড়া তথ্য ছাড়া কিছুই জানেন না, তবু বিখ্যাত হবার তাগিদে তা থেকেই এক বিরাট কাহিনী খাড়া করেন।

আজ যদি শিক্ষা-সম্বন্ধে পণ্ডিত-ব্যক্তিদের বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতামত থেকে থাকে, তাকে কিছুই এসে যায় না। এখন কিছুকালের জন্য নানা ধরনের মত তো থাকবেই।' (১৯৬০-র নভেম্বরের রেড ফ্ল্যাগ বুলেটিনে মুদ্রিত)

পরবর্তী কালে লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে চীনাকে যে শ্মশান বানিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে তাকালে তেং-এর ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব বোঝা

যায়। উপরন্তু এটাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে চেয়ারম্যান মাও-এর "শতপুষ্প বিকশিত হোক, শত চিন্তাধারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক" কথাক'টি সত্যিই বুঝেছিলেন তেং শিয়াও-পিং, তাঁর মহাবিপ্লবী প্রতিপক্ষ নয়।

১৯৬৩-র জুলাই এ মস্কোর চীন' ও সোভিয়েৎ পার্টির আলোচনায় তেং শিয়াও-পিং চীনা প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন এবং দু-সপ্তাহের তীব্র বাদানুবাদে এমন বলিষ্ঠ দ্ব্যর্থহীনভাবে চীনের বক্তব্য উপস্থিত করেন যে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময়ে পিকিং বিমানবন্দরে সহস্র সহস্র উৎফুল্ল মানুষ স্লোগান দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। এবং সামনের সারিতে চু এন-লাই, চু-টে, রাষ্ট্রপতি লিউ শাও-চি, তু পিং-উ প্রভৃতির সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন দীর্ঘদেহ মাওৎসে-তুং।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনের নামে হঠকারীরা সেই ১৯৬৫ সালেই স্থানে স্থানে বিতর্ককে ঘুরিয়ে নিয়ে যায় ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের দিকে। পেই-তা বা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সময়ে এক শোচনীয় কাণ্ড ঘটে; দর্শনের ছাত্রী নিয়ে ইউয়ান-ৎসে এক বৃহৎ হরফের পোস্টার লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লু-পিং এবং পার্টি সম্পাদক পেং পেইয়ুনকে আক্রমণ করেন এবং লু পিং ছাত্রসভার উত্তর দিতে এলে তাঁর গায়ে হাত দেয়া হয়। প্রথমেই ছুটে আসেন পেং চেন, তারপর তেং শিয়াও-পিং। তাঁরা ছাত্রদের বোঝাতে থাকেন এবং অচিরে তাঁদের টীমের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ হয়।

[বিশেষ স্মর্তব্য— ইউয়ান-ৎসে পিকিং-এ পারি কমিউন সৃষ্টি করতে চেয়ে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু অচিরে তাঁর অতিবাম বিচ্যুতি কঠোর সমালোচনায় জর্জরিত হয়। তাঁর লু-পিং বিরোধী পোস্টার স্বয়ং মাও-এর প্রশংসা অর্জন করে।]

এ প্রসঙ্গে ৩ রা মার্চ, ১৯৬৫, কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েট-এ তেং বলেন পেই-তার কিছু ছাত্র-ছাত্রী তিনটি মারাত্মক ভুল করেছে : (১) তারা সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনের চরিত্র বুঝতে পারেনি, তারা পেই-তাকে শত্রুপুরী গণনা করেছে। (২) তারা বিতর্কের প্রথম শর্তই মানেননি, যথা লু-পিং ও অন্যান্য অধ্যাপক-ছাত্রদের সঙ্গে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়নি, মাও-এর পথ ভিন্ন, মাও বলেছিলেন— ঐক্য, সমালোচনা, পরিবর্তন এই হচ্ছে বিতর্কের সঠিক ধাপ। (৩) তারা লু-পিং ও অন্যান্যদের প্রতি হিংস্র আচরণ করেছে।

পরে পেই-তার ঘটনা নিয়ে তেংকে প্রবল আক্রমণ সইতে হয়। যদিও তেং-এর টীমেরও উচিত হয়নি ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া, তবু বিতর্কের যে পথ তেং নির্দেশ করেছিলেন, সেটাই যে মাও-এর অভিপ্রেত পথ ছিল সেটা আজ স্বীকৃত।

[স্মর্তব্য— সাংস্কৃতিক বিপ্লবে লু-পিং লাঞ্ছনার চূড়ান্ত ভোগ করলেও সেই ১৯৭৫ সালেই তাঁকে সসম্মানে নিজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন মাও এবং চু এন লাই। এই কার্যের দ্বারা চেয়ারম্যান মাও পরোক্ষে পেই-তার ঘটনায় তেং-এর ব্যবস্থাগুলিকে সমর্থন জানান।]

কিন্তু লিউ শাও-চির নেতৃত্বে পার্টির অভ্যন্তরেই আমলাতন্ত্র ও বুর্জোয়া শক্তির যে ক্রমবিকাশ ঘটছিল তাকে অস্বীকার করার কোনো কারণ এখনো পর্যন্ত কেউ দেখায়নি। প্রধানত এই শক্তিকে চূর্ণ করে বৃহত্তম চীনা জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক সংগ্রামে টেনে আনার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দেন মাও, এবং লিন পিয়াও চার দুর্বৃত্তের অত্যাচার সত্ত্বেও ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৬ চীনের ইতিহাসে এক মহান অধ্যায়। এটা গণজাগরণের অধ্যায়।

কিন্তু তেং শিয়াও-পিংকে লিউ শাও-চির দোসর বানিয়ে যে কুৎসিত প্রচার এবং শারীরিক নির্যাতন চলে তার সঙ্গে মাও ৎসে-তুং যে মুহূর্তের জন্যও একমত হননি তার প্রমাণ ১৯৭৩-এ চার দুর্বৃত্তকে সম্পূর্ণ হতচকিত ক'রে 'বুর্জোয়া', 'দলত্যাগী', 'বিশ্বাসঘাতক' তেংকে তিনি সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং পার্টির ভাইস-চেয়ারম্যান করে বসিয়ে দেন। মাও-এর মতে তেং ভুল করেছিলেন, অপরাধ করেননি কদাচ।

মাও এর ভাষায় "যে-কমরেডরা ভুল করেছেন তাঁদের প্রতি আমাদের মনোভাব হবে এই— আমরা শুধু তাদের ওপর নজর রাখবো না, আমরা তাঁদের সাহায্য করবো যাতে তাঁরা ভুল সংশোধন করতে পারেন। অর্থাৎ আমরা শুধু তাকিয়ে দেখব না তাঁরা ভুল সংশোধন করেন কিনা, আমরা সেই সংশোধনের সাহায্য করবো। প্রত্যেকেরই সাহায্য দরকার হয়।"

এর পাশে দেখুন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হঠাৎ-নবাবদের উক্তি ও আচরণ, বলপ্রয়োগ-প্রহার-কুৎসা। পার্টির সব পুরাতন নেতাদের ওরা পথ থেকে সরাতে চাইছিল, প্রয়োজনে পরে ইহলোক থেকে সরিয়ে দিত। এবং জনপ্রিয়তা ও কর্মক্ষমতার সমন্বয়ে যে দুজন ব্যক্তি অধ্যক্ষ মাও-এর সবচেয়ে দক্ষ সহকারী ছিলেন তাঁরা হলেন চু এন-লাই এবং তেং শিয়াও-পিং।

ইয়েনান

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, সকাল সাড়ে এগারোটায় একটি ট্রাইডেন্ট বিমানে আমরা পাহাড়ে-ঘেরা ইয়েনান বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। মাটিতে পা দিয়েই অনুভব করলাম আমরা ব্যক্তিগত জীবনের মাঝখান দিয়ে বয়ে-যাওয়া একটি নদী পেরুলাম যেন। ফেলে-আসা তীরে যেমনটা ছিলাম এখন আর আমি তেমন নেই। ওধারে যখন ছিলাম তখন ইয়েনান তো আসিনি, শুধু ছোটবেলা থেকে পড়েছি, ভেবেছি, প্রেরণা কেড়েছি, আবার হয়তো দূর থেকে অভিমানের কিছু গালমন্দ ছুঁড়ে দিয়ে ভুলতে চেয়েছি। কিন্তু এখন আমি ইয়েনানে দাঁড়িয়ে আছি পঞ্চাশ বছরের পরিচিতিটা উত্তর শানসির হলদে পাথরে ঘষে যাচাই করতে। আমারো একটা লং মার্চ শেষ হলো।

একটা ছবির পরিপ্রেক্ষিতে দুমড়ে মুচড়ে দিলে, দূরকে কাছে, নিকটকে সুদূরে ঠেলে

দিলে যেমনটা হয়, বিমানবন্দর থেকে হোটেলে যাওয়ার পথে রোদ-কুয়াশায় জড়ানো ইয়েনান তেমনি উল্টোপাল্টা নিকোলাই রোরিখের হাতে-আঁকা বলে বোধ হতে লাগলো। ইয়ান হে নদীর ওধারে বাওতা পাহাড়ের ওপর লাল প্যাগোডাটা ঝুঁকে এল গাড়ির ছাদ ছুঁতে। আর ডান দিকে হাত বাড়ালে যাকে ছুঁতে পারি সেই পাহাড়ের গা চলে গেল যোজন দূরে। অতি উচ্চগ্রামের জাজ্ সংগীতের দৃষ্টিগ্রাহ্য ধ্বনির মতন চারিদিকে পাহাড় যেন হুমড়ি খেয়ে, গড়িয়ে, আকুল হয়ে নেমে আসছে শীর্ণ নদীটির দিকে। সবচেয়ে অচলকে ইয়ানানে সচল মনে হয়।

১৯৩৫ সালে ২৫,০০০ লি পায়ে হেঁটে অধ্যক্ষ মাও-এর পেছনে পেছন লালফৌজ এল উত্তর শানসির উৎসি শহরে। ১৯৩৭ সালে সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হোলো ইয়েনানে। যুদ্ধের সদর দপ্তর, বিপ্লবের দপ্তর, বিশ্বশান্তির দপ্তর। "চীন আজ বিশ্বের ইয়েনান"— একটা গান বেঁধেছিল কলকাতায় কারা যেন, সেটা মুখ থেকে বেসুরো কণ্ঠে বেরুতে ওয়াং চেংশু বললেন, "কী গাইছেন?" অনুবাদ করতেই সবাই প্রতিবাদ করে উঠলেন।

"বিশ্ববিপ্লবের নেতা চীন নয়", বললেন, স্থানীয় কমরেড ইয়াং "সে দাবী আমরা কখনো করতে পারি না।"

হোটেলের সন্নিকটে ফেং-হুয়াং পাহাড়। মানে ফিনিকস্ পাহাড়। সেই পৌরাণিক পাখী, আগুনে দগ্ধ হলে ভস্ম থেকে যে আবার জন্ম নেয়। এখানে অধ্যক্ষ মাও-এর গুহাগৃহ, এখানে এসেছিলেন ৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৭, ক্রমান্বয়ে শত্রুর বোমাবর্ষণের ফলে ছেড়ে যান ২০ শে নভেম্বর, ১৯৩৮। সব তেমনি সাজানো আছে, এখুনি ফিরতে পারেন চেয়ারম্যান। এখানে চু এন-লাই এসেছিলেন শিয়ান থেকে ফিরে রিপোর্ট করতে। এখানে এসেছিলেন নর্মান বেথুন। তাঁকে যে কেদারাটি ছেড়ে দিয়েছিলেন মাও সেটা সেখানেই আছে, যে টুলে নিজে বসেছিলেন সেটিও আছে। মধ্যিখানে টেবিল, চায়ের দুটি এলুমিনিয়ামের পেয়ালা।

এখুনি ফিরবেন তাঁরা, ফিরতে পারেন। গোল কোরো না কেউ। দোহাই কমরেড গাইড, ফুলের মতন সুন্দরী কিশোরী তুমি— বোলো না, আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এখানে ইতিহাস কথা কইছে।

এখানে মাও বসে লিখছেন "দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে" এবং " প্রয়োগ সম্বন্ধে"। এখানে প্রাঙ্গণে মাও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বোঝাচ্ছেন যুবক সদস্যদের আর কাছেই এক মিস্তিরি প্রবল শব্দে হাতুড়ি ঠুকছে। শব্দ হয়, চেয়ারম্যান থামেন। শব্দ থামে, চেয়ারম্যান বলেন। আবার শব্দ আবার থামেন। তারপর বললেন, "এ-ও দ্বন্দ্বের এক উদাহরণ, শব্দ ও নীরবতার মধ্যে দ্বন্দ্ব।" সকলে হেসে উঠছেন, ফিনিকস পাহাড় ফিরে হাসছে।

এখানে লেখার সরঞ্জামের পাশে রয়েছে একখণ্ড লোহা, লিখতে লিখতে মাও-এর হাত গরম হয়ে ওঠে, তখন শীতল ঐ ধাতু কিছুক্ষণ মুষ্টিতে চেপে হাতটাকে বিশ্রাম

দেন। এখানে পায়ের কাছে মালসায় আগুন জ্বলছে, বাইরে বরফ পড়ছে, চেয়ারম্যান লিখছেন "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্বন্ধে"। কখন যেন তাঁর জুতোয় আগুন ধরে গেছে তাঁর খেয়াল নেই, পায়ে ছ্যাঁকা লাগতে ধ্যান ভাঙলো ধূর্জটির।

এখানে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে এক বার্তাবহ রজনীগভীরে, বলেছে, দক্ষিণের হাসপাতালে আনা হয়েছে এক আহত লাল সৈনিককে, সে জ্বরের ঘোরে শুধু বলছে, আমি মাওকে দেখব। বোধ হয় বাঁচবে না।

শিহরিত মাও ৎসে-তুং লাফিয়ে উঠলেন তাঁরা শাদা ঘোড়ায়, দু কু ঝর্ণার ধারে হাসপাতালের গুহাগুলির দিকে ছুটে চললেন, পাহাড়ে অশ্বক্ষুরধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলে।

আহত সৈনিকটি যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে আর মৃদুস্বরে মাও-এর নাম উচ্চারণ করছে, কখনো দেখিনি, একবার দেখব। একবার চোখ মেলেছিল সৈনিক, দেখে জীবন্ত স্বপ্নের মতন সামনে মাও ৎসে-তুং। সে ধড়মড় ক'রে উঠতে যাচ্ছিল, মাও তাকে ধরে শুইয়ে দিলেন, তারপর শয্যাপাশে হাঁটু গেড়ে বসে ছেলেটার কড়া-পড়া হাতটা নিজের হাতে নিয়ে কানের কাছ মুখ নিয়ে ফিস ফিস ক'রে অনেক কথা কইতে লাগলেন। এক ঘণ্টা মাও ৎসে-তুং থাকলেন আহত যোদ্ধার শয্যার পাশে, তারপর ছেলেটি নেতার হাতে হাত রেখে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো।

কী বলেছিলেন মাও ছেলেটির কানে কানে? কেউ জানে না। ছেলেটি কি বেঁচে উঠেছিল। না, বাঁচেনি। তাতে এই গুহার মধ্যে বজ্রকঠিন পেশাদার-বিপ্লবী অধ্যক্ষ মাও কেঁদেছিলেন আর পায়চারি করেছিলেন সারা রাত। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায়।

রূপকথা সৃষ্টি হয়েছে এই সব গুহায়। অপ্রাকৃতকে ছাড়িয়ে গেছে ঘটনা। তাই কথা ক'য়ে ব্যাখ্যা ক'রে সাদা ঘোড়ায় সওয়ারকে কেন নামিয়ে আনছ কঠিন ভুঁয়ে, কমরেড গাইড?

ইয়াং-চিন-লিঙের গুহায় মাও-এর দ্বিতীয় বাসস্থানে যাচ্ছি, ইয়ান হে নদীর ওপর নিঃসঙ্গ এক পোল অতিক্রম ক'রে। পথে সারি সারি গুহা অতি উচ্চে, অথচ নিকটে (পরিপ্রেক্ষিতে এই গোলমালটা কেন হচ্ছে কে জানে?)। কিন্তু গুহায় ছিল পার্টি স্কুল, কিছুতে মেয়েদের কলেজ। আর জামা খুলে ওপর থেকে ইয়ান হে-র জলে ঝাঁপিয়ে পড়তো যুবক কমরেডরা স্কুলের ছুটি হলেই।

ইয়াং-চিন-লিঙে আস্ত একটি পাহাড় জুড়ে, ওপরে-নীচে এপাশে-ওপাশে বহু গুহা। কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তরে ঢুকে— না, কমরেড ওয়াং য়ুন, আমাদের কিশোরী গাইড, তোমায় কিছু বলতে হবে না— এখানে ১৯৪২ সালে শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে মহাসম্মেলন হয়েছিল, সেটা আমি জানি। কেন তুমি অধ্যক্ষ মাও-এর ভাষণটা বোঝাতে চাইছো? ও বই আমাদের মুখস্ত, ছেলেবেলা থেকে পড়ছি।

এই ঘরে এই বেঞ্চিগুলোয় বসেছিলেন শিল্পী-লেখকরা, আর এই নড়বড়ে

চেয়ারটিতে বসে মাও মৃদুস্বরে কথা কয়েছিলেন ২ রা এবং ৮ই মে, তারপর আবার ২৩শে মে। আনমনা ছোট ছোট কথায় রূপরেখা গড়ে উঠেছিল বিপ্লবী সাহিত্যের নাটকের। দেশকে ভালবাসে যে শিল্পী, মজদুরের পেশল বাহুতে যে শিল্পী দেখেছে দেশের আসন্ন মুক্তি, তা সে ভারতে হোক, হোক আফ্রিকায় বা আর্জেন্টিনায়, ফিরে ফিরে তাকে মাও-এর ইয়েনান ভাষণ পড়তে হবে। কথা কয়ো না কমরেড ওয়াং যুন, এখানে বসে চেয়ারম্যান মাও বাইরের তৃণখণ্ডদের ফিস ফিস শুনতে পেতেন।

মাও-এর ভাষণ শেষ হতে না হতে পিকিং অপেরা "ওয়াটার মার্জিন" সংশোধিত হয়ে বিপ্লবের স্বপক্ষে শাশ্বত শিল্পকে ব্যবহারের নজীর সৃষ্টি করলো। প্রাচীন লোকনাট্য ইয়াংকো বিপ্লবী আইডিয়ার বাহন হোলো। লি ইউ-ইউয়ান নামে এক চাষী পাহাড়ে সূর্যোদয় দেখে চেয়ারম্যান মাও-এর নামে গান বাঁধলো: "লাল পূর্বকোণ" (The East is Red) এবং এটা বসিয়ে দিল সকলের পরিচিতি শানসি লোকগীতি চি-পাই-মার-সুরে। চি-পাই-মা মানে সাদা ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে। মাও-এর ঘোড়ার রং ছিল সাদা। এই ইয়েনান-ভাষণ শেষে শিল্পী-লেখকরা বেরিয়ে পড়লেন শ্রমিক-কৃষকদের ঘরে গিয়ে থাকতে, তাদের বুঝতে। স্বপ্নচূড়া থেকে নাটক-উপন্যাস নেমে এল জনতার মাঝে। এইখানে, এই ইয়েনানে জন্ম হোলো পথনাটিকার, কমরেড, চুইয়াং শি শং মেং পো, ইয়েন চেন-শুয়ান প্রভৃতির নেতৃত্বে। আজ সেই ইয়েনান ভাষণ ছড়িয়ে গেছে বিশ্বে, সর্বত্র শিল্পীরা সংগ্রামে নেমেছেন। আজ বাংলার নারিকেল-কুঞ্জবনে তোমার জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

কাঠের একটি পুল দিয়ে ওপাশের পাহাড়ে গিয়ে পাশাপাশি মাও এবং চু-টের গুহা। সামনের প্রাঙ্গণে পাথরের কটি খণ্ড, মাও বসে পড়ছেন। এখানে এসেছেন আনা লুইজ স্ট্রং, এখানে বসে মাও বলছেন, সাম্রাজ্যবাদীরা কাগুজে বাঘ মাত্র। আর বহু নীচে ইয়ান-হুই খালের ধারে এক খণ্ড সবুজ জমিতে নিজের হাতে লাঙল দিচ্ছেন অধ্যক্ষ মাও। চু-টে ওপর থেকে হাঁক পেড়ে বললেন, পার্টি না আপনাকে বারণ করেছে ওসব করতে? ঘর্মাক্ত মাও তেমনি পাহাড়ি কৃষকের দূর পাল্লার ডাক ছেড়ে বলছেন, আপনাকে কি পার্টি আমার বিরুদ্ধ গুপ্তচর নিযুক্ত করেছে?

সেটা ছিল উৎপাদন বাড়াবার সময়, পার্টির ডাকে। মাও-এর তৃতীয় গুহা ৎসাও-ইউয়ানে, খেজুরবনে। খেজুর গাছের চিহ্ন নেই, তবে পাঁচ ফুট চওড়া হ্যাপিনেস ক্যানাল অতিক্রম করে খাড়া সিঁড়ির সামনে পৌঁছুতে হয়। খালটা কেটেছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা নিজের হাতে, পর্বত শিখরের জল নীচে ধানী জমিতে পৌঁছে দিতে।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দেখলাম চারিদিকের পাহাড় যেন যে যার লম্ব ধরে দাঁড়িয়ে নেই, কেমন যেন ঝুঁকে আসছে মাথার আকাশের একেক খণ্ড নিয়ে। ফ্রাণ্টস্ কাফকার উপন্যাসের স্থানকালের শৈল্পিক বিকৃতি এখানে বাস্তবে ঘটছে। এই খেজুরবনে মাও

এসেছিলেন ১৯৫৩-এর মার্চে, ত্যাগ করেন ১৯৪৫-এর শেষাশেষি। কিন্তু গিয়েছিলেন যে একথা মাও, চু-টে, চু এন-লাই ও লং মার্চের কমিসার জেন পি শিউর গুহার সামনে দাঁড়িয়ে হলপ ক'রে বলার উপায় নেই। তাইতেই ঘটেছে কালের বিভ্রম। অতীত এখানে বর্তমানের চেয়ে বেশি বেঁচে আছে।

অথবা মাও-এর শেষ গুহা গুয়াং-চিয়া পিঙে। এখানে বসে মাও ১৯৪৬-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪৭-এর মার্চ পর্যন্ত অগ্রসরমান দু লক্ষ ত্রিশ হাজার কুওমিণ্টাং সেনাকে রুখছিলেন কুড়ি হাজার লালসেনা দিয়ে। তারপর একদিন শত্রুকে বেষ্টনের মধ্যে আরো ভাল ক'রে নেওয়ার জন্য মাও এবং লালফৌজ ইয়েনান ছেড়ে চলে গেলেন। শত্রুসেনা তখন মোটে দশ কিলোমিটার দূরে। চু এন-লাই এসেছেন মাও-এর গুহায়, দেখেন অধ্যক্ষ বেশ ক'রে ঝাঁট দিচ্ছেন মেজে। চু বললেন, এবার যেতে হয়। মাও বললেন, অবশ্য। এবং ঝাঁটই দিতে থাকলেন। চু প্রশ্ন করলেন, আর ওসব কেন? মাও বললেন, ওরা এসে দেখবে না? ওরা তো জানে এখানে কমিউনিস্টরা থাকতো।

মুক্তি-যুদ্ধের সদর দপ্তর অতঃপর সরে গেল শি-বাই-বো-তে। এবং যথারীতি ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে দখলদারী কুওমিণ্টাং ফৌজকে নিশিন্ত ক'রে লালফৌজ ইয়েনান মুক্ত করে।

* * *

ইয়েনানে ছবি দেখতে গেলাম। নাম ঝড়ের যাত্রী। (Stromy Voyage) ১৯৭৮-এর অক্টোবরে তৈরী। পরিচালক ৎসুই ওয়েন। রেলশ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক, কর্মচাঞ্চল্যকে বানচাল করতে চায় চার দুর্বৃত্তের অনুচররা উপস্থিত। ঘুষ ভীতিপ্রদর্শন, শেষ পর্যন্ত পার্টি-সেক্রেটারিকে অপসারণ ক'রে নির্দয়ভাবে মুখ থেকে মাংস খুবলে নেয়া— কিছুতেই হাত কাঁপে না মদ্যপ অধঃপতিত দুর্বৃত্তদের। তারপর রেলশ্রমিকদের প্রতিরোধ।

সঙ্গে দেখলাম ইয়েনান সম্পর্কে দুটি পুরাতন দলিল- চিত্র। সেই ৩৭-৩৮ এ তোলা মহামূল্যবান ইতিহাস। মেয়েদের অস্ত্রশিক্ষা, নান্নিওয়ান নামক অনুর্বর জমিতে লালফৌজের ৩৫৯ ব্রিগেডের সোনা ফলানো, শিশুদের কিণ্ডারগার্টেন। তারপর সিংহশাবকের ন্যায় যৌবনোদ্দীপ্ত মাও সে-তুং-এর আবির্ভাব, বক্তৃতা দিচ্ছেন ক্যাডারদের সামনে, চোখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধরতে ভুল করেননি প্রাচীন মিচেল ক্যামেরা। মাঝে মাঝে ডানহাতটি আন্দোলিত হচ্ছে ঊর্দ্ধে। কথা অবশ্য নেই। ১৯৩৭ সালে শব্দগ্রহণের যন্ত্রপাতি ছিল না ইয়েনানে। তারপর দেখছি ফেং হুয়াং-এর গুহার সামনে এক প্রস্তরখণ্ডের ওপর বসে বই পড়ছেন মাও, ইষৎ বিরক্তিভরে দুবার তাকালেন ক্যামেরার দিকে। হাতের বইটা স্তালিনের লেখা, স্তালিনের ছবিটা মলাটে স্পষ্ট। বিপ্লবের পরম্পরা।

অন্যত্র বলেছি অপেরার দুর্দশার কথা। চীনা অপেরা ছিল জেড ও স্ফটিকে তৈরী সূক্ষ্ম সবুজ ফুলদানি। চার দুর্বৃত্তের হাতুড়ির ঘায়ে সেটা সহস্র টুকরো হয়ে আছড়ে পড়েছে বিশ্ববিবেকের প্রাঙ্গণে। অধ্যক্ষ মাও-এর বড় প্রিয় "ওয়াটার মার্জিন" পালাকে এখন আবার জোড়া দিয়ে দাঁড় করাতে কত বছর লাগবে কেউ বলতে পারছেন না। "বানররাজ" পালা কবে আবার চীন দেখবে কেউ জানে না। পিকিঙে পিকিং অপেরা নেই। সেটা গিয়ে দেখলাম শাংহাইয়ে, তাও নানা পালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যাংশ। একটি আস্ত পালার জন্য যে ৪০।৫০ জন শিল্পী চাই, যারা একাধারে গাইবে, নাচবে, অভিনয় করবে এবং সার্কাসকে লজ্জা-দেয়া দৈহিক কসরৎ দেখাবে— অত শিক্ষিত লোক কোথায় পাওয়া যাবে? দেখলাম শাংহাইয়ে বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী লি চিয়া-ৎসুয়ে-কে, "মুমূর্ষু অধিপতি" পালার এক দৃশ্যে নামতে। স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, অকালে বুড়িয়ে গেছেন। তিনি মঞ্চে দেখা দিতেই তিন হাজার দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে তুমুল করতালি ও সাধুবাদে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। যেন চীনের মানুষ তাঁকে বলতে চাইছে, তুমি আমাদের শিল্পী, জনতার শিল্পী, ঐ চার দুর্বৃত্তের নির্যাতন ভুলে যাও, তুমি আবার গান করো আমাদের জন্যে।

লি-র চোখে জল এসেছিল পোষাকের বিরাট আস্তিন দিয়ে তিনি দ্রুত চোখ মুছলেন। কিন্তু পা তো চলে না। পিকিং-অপেরার এক প্রধান অঙ্গ নৃত্যছন্দে মঞ্চ-পরিক্রমা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লি গিয়ে একটি আসনে বসলেন, এবং আর উঠলেন না। বসে বসেই তিনি গাইলেন গান চীনের সাধারণ মানুষের জন্য। নীচের অক্টেভে-বাঁধা বাঁশির মতন সে-কণ্ঠে প্রাচীন মহাচীনের কত যন্ত্রণা, কত আবেগ, কত আলোড়ন! আমি যে পাষণ্ড, কেতাবী বিদ্যা ছাড়া চীনের অপেরার অ-আ-ক-খ জানি না, আমারই বার বার চোখ ফেটে জল আসছিল।

শাংহাই-এর হুয়াংপু থিয়েটারে গিয়ে দেখি অবস্থা সামলাবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রয়াস খানিক সফল হয়েছে। "চাং ইউ সমুদ্রে আগুন দিল" নামক অপেরা পালার অভিনয় দেখলাম চার হাজার দর্শকের সঙ্গে। প্রযোজনার বিশালত্বে, গানের মুন্সিয়ানায়, রঙের ব্যবহারে, আলোয়, সুবৃহৎ মঞ্চসজ্জায় পালাটি চীনা অপেরার প্রধান বৈশিষ্ট্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। রং সরব হবে, গান রঙীন হবে। দৃষ্টি ও শ্রবণকে উল্টে দিতে হবে। যা দৃষ্টিগ্রাহ্য তাক মনে হবে শব্দ, আর যা শোনার কথা মনে হবে তাকে দেখছি। চীনা অপেরার বাইরে কে ভাবতে পেরেছে, ফুটন্ত সমুদ্রে পাতালপুরীর যন্ত্রণা দেখানো যায় প্রায় পঞ্চাশজন উজ্জ্বলবর্ণ দীর্ঘ পোষাক-পরা শিল্পীর ইতস্ততঃ বিদ্যুৎগতি শূন্যে ডিগবাজি ও লাফের সাহায্যে? একটু পরে মানুষ হয়ে যায় সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। তারপর স্পষ্টত তারা হয় সংগীতগর্জন।

ক্যাণ্টনের সুয়াং ইয়াৎ-সেন দৈত্যাকার প্রেক্ষাগৃহে ক্যান্টন-অপেরা দেখেছিলাম

"আশ্চর্য প্রদীপ।" লড়াই ক'রে আবার পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে কয়েকজন প্রবীণ এবং জনাপঞ্চাশ নবীন যুবক-যুবতী আত্মমগ্ন।

কিন্তু চমকে দিল ইয়েনানের 'লান-হুয়া-হুয়া' (অর্কিড নাম মেয়েটি) পালা, শানসি অপেরার ঘরানায় প্রযোজিত। এটি প্রাচীন আংগিকে একটি আধুনিক রচনা, রচয়িতা লিউ ই। তার সঙ্গে সাক্ষাত হোলো পরদিন। অধ্যক্ষ মাও প্রাচীন অপেরাকে কিভাবে রূপান্তরিত করতে চাইছিলেন, এ-পালা তার দৃষ্টান্ত। শানসি অপেরার কঠোর ক্ল্যাসিকাল শৃঙ্খলার মধ্যে এটি প্রাক্‌বিপ্লব চীনের ভূমিদাসের কাহিনী, একটি দরিদ্র যুবক ও লান-হুয়া নাম্নী কৃষক তনয়ার প্রেমের কাহিনী। এতে ক্রমান্বয়ে এসেছে জমিদারের অত্যাচার, মহাজনের শোষণ, জমিদারের রক্ষিতার প্রতিহিংসা, ক্রীতদাসের মতন চাষী ও চাষীর পরিবারকে বেঁধে বেগার খাটানো— এবং পাশাপাশি কৃষকদের উৎসব, উত্তর শানসির গান ও বর্ণাঢ্য নৃত্য। বিশুদ্ধ মার্গ সংগীত থেকে এ-পালার অনায়াসে পল্লীগীতিতে বিচরণ, সূক্ষ্ম ক্ল্যাসিকেল নৃত্য থেকে তেমনি সমবেত লোকনৃত্যে।

ইয়েনানের শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। উপস্থিতঃ অন্ধকার চারণকবি হান চি-সং, সারা-চীন লোকসঙ্গীত সমিতির প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান; লোক সংগীত গায়িকা হান, ইয়াং মিন-চুন, ইয়েনান অপেরা ও নাটক গবেষণা দপ্তরের সহকারী প্রধান, লিউ-ই অপেরা-লেখক, লান-হুয়া-হুয়ার স্রষ্টা, লিন শিয়ান-লু, অপেরা পরিচালক, লি তিং-ওয়াং, ইয়েনান রাষ্ট্রীয় অপেরার প্রধান সংগঠক। এঁরা ছাড়া ঘর ভরে গিয়েছিল নানা অভিনেতা, অভিনেত্রী, সংগীতকারে, কিন্তু দেখলাম কথা কইলেন শুধু প্রথমোক্ত নেতৃস্থানীয়রা।

ইয়াং মিন-চুন॥ এটা হচ্ছে সেই ইয়েনান যেখান থেকে অধ্যক্ষ মাও শিল্প সাহিত্যে নবযুগের ডাক দিয়েছিলেন। এখানকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এখনো বলাবলি করেন কিভাবে মাও-এর বক্তৃতার পর শিল্পী সাহিত্যিকরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন গ্রামে গ্রামান্তরে। বিপ্লবের পর সতেরো বছর ধরে আমরা মাও-এর ইয়েনান-ভাষণের নির্দেশ মেনে চলেছি এবং জনগণের সাংস্কৃতিক জীবন উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু গত দশ বছর যা হয়েছে তা অধ্যক্ষ মাও-এর ইয়েনানের চরম অবমাননা। লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত ইয়েনানের শিল্পসাহিত্যকে ধসিয়ে দিয়েছে, সাবোতাজ করেছে। অধ্যক্ষ মাও-এর ইয়েনান ভাষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল— কার জন্য নাটক অপেরা, কার জন্য সাহিত্য? মাও বলেছিলেন— সব শ্রমিক-কৃষক-সৈন্যদের জন্য। লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত এই মূল প্রশ্নটি মুছে দিয়েছিল সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট থেকে। শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের উপযোগী, তাদের সাংস্কৃতিক তৃষ্ণা মেটাবার উপযোগী কোনো কিছু করার উপায় তারা রাখেনি। তাদের নিজেদের ক্ষমতা দখলের রাজনীতি প্রচার করা ছাড়া গত দশ বছর শিল্পসাহিত্যে আর কিছুই করতে দেয়া হয়নি।

প্রশ্ন ॥ আপনার কথা শুনে বুঝছি, নিছক রাজনৈতিক স্লোগান ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক দেশের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের আরো বহু দায়িত্ব আছে, সেগুলো পালন করতে দেখা হয়নি। সেগুলো কী দয়া ক'রে বলবেন?

ইয়াং ॥ শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের সমাজতান্ত্রিক মানস গড়ে তোলার দায়িত্বই তো সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের। চীনের মহান অতীত সম্বন্ধে তাদের সজাগ করা, অতীতের নেতিবাচক দিকগুলি দেখিয়ে দেয়া, ভূত-প্রেত-ম্যাজিকের ঐতিহ্যটাকে তাদের ঘাড় থেকে নামানো, বিদেশের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যগুলি তাদের কাছে এনে দেয়া—এমন কি প্রেম-সৌন্দর্যবোধ-মানসিক কৃষ্টি ও রুচিসৃষ্টি করা— সবই তো আমাদের দায়িত্ব। একটা কবিতা পড়ে কেন ভালো লাগে, একটি সূর্যাস্ত দেখে চিত্রকর কেন রং-তুলি নিয়ে বসে যান, এসব শ্রমিক-কৃষক সৈনিক না বুঝলে সমাজতন্ত্র গড়াই যাবে না।

লিউ-ই ॥ কাল যে দেখলেন লান-হুয়ো-হুয়া অপেরা এটা তো চিয়াং চিং-এর আমলে করাই যেত না, কারণ সেটা দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রেমের কাহিনীর ওপর। চিয়াং-চিং এর মতে প্রেম একটি বুর্জোয়া অনুভূতি।

প্রশ্ন ॥ এ-বিষয়ে মহিলা কখনো স্পষ্ট করে কিছু বলেছেন?

লিউ ॥ বহুবার। চলচ্চিত্র, নাটক, অপেরা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করার সময়ে এইসব মন্তব্যই তিনি লিখে দিতেন নির্দেশ-হিসেবে। শুধু প্রেম কেন, অশ্রুও তাঁর মতে প্রতিক্রিয়াশীল। বিখ্যাতা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী চেন-ই-কে আক্রমণ করতে গিয়ে চিয়াং চিং শাংহাইয়ে এক জনসভায় বললেন : চেন-ই ছবির পর ছবিতে কেঁদেছে, চোখের জল ফেলেছে ক্লোজ আপে, সুতরাং সে স্পষ্টতই বুর্জোয়া এলিমেন্ট।

ইয়াং ॥ আবেগ-অনুভূতি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দায়িত্ব হলেও, আমাদের প্রধান দায়িত্ব যে রাজনীতি পৌঁছে দেয়া, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কী রাজনীতি? কী রূপে সেটা আনবো মঞ্চে? রাজনীতি মানে কি শুধু তেং শিয়াও-পিংকে গাল দেয়া? লিউ শাও-চিকে নিন্দা করা? কনফুসিয়াসকে আক্রমণ করা? ওঁরা তো "লং মার্চের" মতন নাটক বে-আইনী করেছিলেন। বিপ্লব সম্পর্কে কথা কইলেই তো বে-আইনী! নাটক-অপেরায় সত্যিকারের মূল রাজনীতি আনার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর আঙ্গিক? আটটি মডেল ছাড়া আর কিছু করা তো চলবে না। অথচ মাও ইয়েনান-ভাষণে নিত্যনূতন পরীক্ষায় নাটকের রূপরীতিকে ঐশ্বর্যশালী করতে বলে ছিলেন। খড়ের পুতুল তৈরী ক'রে তাকে মানুষ বলে চালানো আর খুব খানিক পোস্টার-স্লোগানের ধাঁচে হট্টগোল করাকে মাও নাটক বলেই স্বীকার করতেন না। চিয়াং চিংদের জমানায় সব নাটকে কাহিনী এক, নায়কের চেহারা এক, কথাবার্তা এক, ভিলেনের কথা এক। আট মডেলের বাইরে যাওয়া যাবে না যে। সব খড়ের পুতুল মাও-এর ভাষায়।

প্রশ্ন ॥ ওরা তাহলে তাৎক্ষণিক স্লোগানে বেঁধে রেখেছিল নাটককে— বিপ্লব, বিপ্লবের ইতিহাস, মূল মার্কস-লেনিন-মাও-এর চিন্তা এসব থেকেও বিষয় আহরণ করতে দেয়নি?

লিন শিয়াং-লু ॥ তাৎক্ষণিক মানে দশ বছর ধরে ওদের একটাই স্লোগান ছিল— পুঁজিবাদের পথচারীর পার্টির নেতৃত্বে বসে আছে, তাদের ধরাশায়ী করো। সবাইকে সব নাটকে, সব অপেরায়, সব গল্পে এটাই বলতে হবে। প্রতি নাটক বা চলচ্চিত্রে প্রতিবিপ্লবী এজেন্ট দেখাতে হবে, পুঁজিবাদীদের একটা গুপ্তচরকে দেখাতেই হবে। এটাই ছিল হুকুম।

প্রশ্ন ॥ এ হুকুম কি প্রকাশ্য, লিখিত?

ইয়াং ॥ না, ওভাবে নয়। ব্যাপারটা ঘটতো এইভাবে— মানে আমি ইয়েনানের কথা বলছি— প্রকাশ্যে সারা এলাকায় লালরক্ষীরা "পুঁজিবাদের পথচারী" চিৎকারে আবহাওয়া উত্তপ্ত করে রেখেছিল, রোজ ডজন-ডজন লিউর স্যাওচি বা তেং-এর অনুচর আবিষ্কার ক'রে তাদের মারধোর করছিল। এই সন্ত্রাসের মাঝে ১৯৭৫ সালে ওরা এক বিচিত্র সাংস্কৃতিক উৎসবের ডাক দিল যার নাম ছিল "কৃষি থেকে শিক্ষালাভের সাংস্কৃতিক উৎসব।" সর্বত্র লালরক্ষীরা ঘুরে বলে এল, যত দল আছে, যত নাট্যকার-পরিচালক আছে সবাইকে অংশ গ্রহণ করতেই হবে। নইলে—। আর তৎকালীন সাংস্কৃতিক মন্ত্রী, প্রাক্তন সংগীতশিক্ষক প্রাক্তন চিয়াং কাইশেকের সমর্থক ইউ হুই-য়ুং বিমানে ইয়েনান এসে মিটিং ডেকে বলে দিলেন : প্রতিটি গান, নাটক, অপেরার বিষয় হবে পার্টির মধ্যেকার পুঁজিবাদের হীন কার্যকলাপ, নইলে উৎসবে যোগ দিতে দেয়া হবে না। আর সবাই বুঝলো, চারদিকে লালরক্ষীরা যা করছে, তাতে শুধু যে যোগ দিতে দেয়া হবে না, তাই নয়, হাড়গোড় ভাঙবে পরের দিন।

প্রশ্ন ॥ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিল্পীরা প্রতিবাদ করেননি?

ইয়াং ॥ সবচেয়ে বড় প্রতিবাদটা এইভাবে ব্যক্ত হোলো, ইয়েনানের লেখক-নাট্যকার অভিনেতা-গায়করা-কাজ করতে অস্বীকার করলেন। একটা জেনারেল স্ট্রাইক বলতে পারেন. এই ইয়েনানে মাও-এর ইয়েনানে ওরা একজনকেও পায়নি ওদের পুতুল-নাচের পুতুল করার মতন। মারধোর করেও কেউ টলেনি। তখন ওরা কৃষক-শিল্পী নাম দিয়ে অপেশাদার লোক দিয়ে কাজ চালাবর চেষ্টা করলো, তারপর হাল ছেড়ে থামলো। দশ বছর ইয়েনানের সাংস্কৃতিক জীবন স্তব্ধ হয়েছিল। যেমন ঐ ১৯৭৫-এর সাংস্কৃতিক উৎসব। মন্ত্রীর অতবড় ভীতি প্রদর্শনের পরও একজন পেশাদার শিল্পীও যাননি সে-উৎসবে। এখন আমরা কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে আবার সমবেত হয়েছি কাজ করার জন্য, অধ্যক্ষ হুয়া কুও-ফেঙের নেতৃত্বে দেশের সংস্কৃতি আবার গড়ে তুলতে। কিন্তু অসংখ্য সমস্যায় আমরা জর্জরিত। অনেক সময় লাগবে ১৯৬৬-র স্তরে পৌঁছাতে।

প্রশ্ন॥ লান-হুয়া-হুয়া অপেরা দেখে বলছি কমরেড, আপনারা ইতিমধ্যেই অবিস্মরণীয় সাফল্যের দোড়গোড়ায় পৌঁছে গেছেন।

লিউ॥ প্রশংসা নয়, সমালোচনা করুন।

প্রশ্ন॥ আমরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় কমরেড হান চি-সঙের কথা শুনতে চাই।

হান চি-সং॥ আমার আর কী বলার আছে? আমি এক অন্ধ গায়ক। আমি জন্ম থেকে অন্ধ। এবং আমি ছিলাম ভিখিরী। আমি শেনসি প্রদেশের লোক। চীন প্রজাতন্ত্রের অষ্টাদশ বর্ষে (১৯২৯) শেনসি দুর্ভিক্ষে ছারখার হয়। আমার ভাই-বোনেরা কে কোথায় ছিটকে গেল জানি না। আমি ভিক্ষে করতে ইয়েনান-অঞ্চলের দিকে আসি। আমি গান গেয়ে ভিক্ষে করতাম, তাই গলাটা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। মানে পেটের দায়ে গলা তৈরী হোলো। ভবঘুরে ছিলাম, উত্তর শানসির নানান গাঁয়ে অন্নভিক্ষে করতাম, আর রাত্রে কোনো মন্দিরের চত্বরে গিয়ে শুয়ে থাকতাম। ১৯৩৫ সাল থেকে যেখানে যাই, শুনি মাওৎসে-তুং-এর নাম। যত বেকার, ভিখারী, ভবঘুরে, ক্ষেতমজুর আর নিঃস্ব উচ্ছিন্ন কৃষক সবাই হাটে, পথের মোড়ে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে, মেলায় একই কথা বলে— মাও উত্তরে এসেছেন। সকলে যেন ডানা থাকলে উড়ে আসতো উৎসি আর ইয়েনান। ১৯৪০ সালে কুওমিন্টাং-এর প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে আমি ইয়েনানে চলে আসি। পার্টি বিশেষ শিক্ষক নিযুক্ত ক'রে আমায় তত্ত্বকথা শেখায়, বিপ্লব শেখায়। ১৯৪২ সালে ইয়েনান শিল্পসাহিত্য সম্মেলন এক পুরাতন অন্ধ গায়ককে নবীন চক্ষুষ্মান শিল্পী ক'রে দিল। আমি গান লিখতে শুরু করলাম। প্রথমে লিখলাম "চাং য়ু-লান ভোট দিতে গেল", নারীদের ভোটাধিকার নিয়ে একটি কথকতা। তারপর "লিউ চাও-র পুনর্মিলন"— এটা ফিউদাল-সমাজের বিবাহ-পদ্ধতি এবং নারীনির্যাতনের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধের কাহিনী। লাল সরকার, পার্টি এবং ইয়েনানের জনতা আমার প্রশংসা করেছিলেন। স্বয়ং অধ্যক্ষ মাও আমাকে ডেকে নিয়ে যান ইয়াং-চিন-লিঙের প্রেক্ষাগৃহে পার্টি-সদস্যদের সামনে গাইবার জন্য। চারবার ডাকেন আমায়। চীন মুক্ত হলে চু এন-লাই আমায় ডেকে পাঠান পিকিঙে, সেবার আমি গাই "ই চুয়ানের যুদ্ধজয়"। ১৯৫৮ সালে চু এবং মাও আমাকে পিকিং ডেকে পাঠিয়ে চারণগানকে কি ক'রে আরো জনপ্রিয় করা যায় সে-প্রসংগে আলোচনা করেন, নূতন নূতন শিল্পীকে শিখিয়ে তৈরী করতে বলেন, এবং আমাকে সারাচীন লোকসংগীত সংস্থার উপাধ্যক্ষ হতে বলেন।

প্রশ্ন॥ চার দুর্বৃত্তের অনুচররা আপনার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনে?

হান॥ আমাকে বলে প্রতিবিপ্লবী, পার্টিবিরোধী, গণবিরোধী, সমাজতন্ত্রবিরোধী, মাও-বিরোধী— যা মুখে আসে তাই। লালরক্ষীদের কথা শুনে মনে হচ্ছিল ওরা রীতিমতন শিক্ষিত মানুষ, কলেজের ছাত্রদের মতন। আমার উর্ধ্বতন যত পুরুষের কথা জানি, সবাই ক্ষেতমজুর। আমাকে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এইসব শুনতে হচ্ছিল।

তারা আরো বললো, আমার গান সব মিথ্যা, মেকি, লোকসংগীতের ভান ক'রে ভেজাল জিনিস বেচে আমি নাকি লোক ঠকাই। বললো, অধ্যক্ষ মাও এবং চুং এন-লাই-এর সঙ্গে আমার ফোটোগুলো সব জাল। আমি দশ বছর লজ্জায় মাথা তুলতে পারিনি। আর সবচেয়ে যেটা বড় আঘাত— আমাকে গান গাইতে দেয়নি, মানুষের মাঝে যেতে দেয়নি। আমাকে বললো, তুমি পুঁজিবাদের পথচারী। আমি বললাম, আমি অন্ধ, পথই দেখতে পাই না পথচারী কি ক'রে হবো? তখন তারা নূতন আওয়াজ তুললো— এই এক পুঁজিবাদের পথচারী যে সে-পথেও হাঁটতে পারে না। তারপর ওদের একজন বললো, তোমার মতন বুড়োদের দেখলে আমাদের বমি আসে। আমি বললাম, আমার মতন বুড়োরা না থাকলে তোমরা যুবকরা জন্মাতে কি ক'রে?

[হঠাৎই বিশালদেহ দৃষ্টিহীন গুণী মুখে মুখে কবিতা রচনা ক'রে আবৃত্তি করতে লাগলেন— শোনসি লোককাব্যের সেই অশ্বগমন বীরছন্দকে ধরি এমন সাধ্য আমার নেই]

মাও চ'লে গেছেন, লক্ষ মানুষ কাঁদছে—
সিংহাসনে এবার কার অভিষেক?
বসন্তে অকালে বজ্রের গর্জন,
তলোয়ার টেনেছে হুয়া আর শ্রমিক-সেনাপতিরা—
তারা বিপ্লবকে রক্ষা করেছে, রক্ষা পেয়েছে চীন,
সেই সঙ্গে রক্ষা পেয়েছে অন্ধ এক গায়ক,
আমি হান চিং-সং।

প্রশ্ন॥ আপনি আজ পর্যন্ত কত গান লিখেছেন?

হান॥ ছোট বড় মিলিয়ে পাঁচ শ' চল্লিশটা। আজ পর্যন্ত লক্ষ শব্দ লিখেছি। কি ক'রে লিখলাম?

পার্টির স্নেহ যে সমুদ্রের চেয়ে গভীর,
মাও-এর চিন্তা জ্বলে আঁধারে প্রদীপ—
আমি ঘুরে ফিরি যেথা মানুষের বাস,
সংগ্রামে-যুদ্ধে লোহাপেটা শরীর,
আমি গান শিখি মজদুর-সেনার কাছে,
সৃষ্টি আমার থামেনি কখনো মুহূর্তেকের তরে
আমার হাতে বাদ্যযন্ত্র কখনো হয়নি মূক।

আমি যা-কিছু সব মাও, পার্টি আর জনগণের স্নেহে। নইলে আমি তো একটা রাস্তার ভিখিরী ছিলাম। চার দুর্বৃত্তের জমানায়, মাঝে মাঝে মনে হোতো, এতদিনে ফুরোলাম, নিঃশেষ হলাম। কিন্তু এখন চার-আধুনিকীকরণের হাতছানিতে আমি আবার যুবক হয়েছি। আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি মোটামুটি আর কি। আমি কিছুতেই বয়সের পায়ে

মাথা নোয়াবো না। আমি অধ্যক্ষ মাও-এর রচনাবলী পাঁচ খণ্ডই বার বার পড়েছি—ব্রেল পদ্ধতিতে। কতকগুলো পাতা হাতের ক্রমাগত চাপে সমান হয়ে যায় বারবার। তাই আবার বই কিনতে হয়। দু'বার কিনেছি রচনাবলী।

প্রশ্ন। লালরক্ষীরা আপনার ওপর বলপ্রয়োগ করেছিল কি?

হান॥ [মধুর ক্ষমার হাসি হেসে] তা করেছিল। বাচ্চা তো, খুব গরম। ওদের বুঝিয়েছে আমি শ্রেণীশত্রু। প্রথমে মারলো। তারপর সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত একটা টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলো— স্বীকার করো তুমি পুঁজিপতিদের দালাল, তুমি পার্টি-বিরোধী, তুমি গণশত্রু। সে আমি স্বীকার করতে যাবো কেন? অধ্যক্ষ মাও আমাকে বলেছেন, শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের জন্য গান করো। এই ছেলেরা কারা? তখন রাত্রি ন'টা নাগাদ, কে যেন পেছন থেকে লাঠি দিয়ে মারলো, আমি একেবারে টেবিল থেকে ভূপৃষ্ঠে। তারপর ওরা আমার পা ধরে হিঁচড়ে ইয়েনানের রাস্তায় রাস্তায় খানিক ঘুরে বেড়ালো।

শোভার গলার চিরে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। খাতা থেকে মুখ তুলে দেখি হানের মুখে সেই মৃদু হাসি, অজেয় পুরাতন চীনের আশীর্বাদ যেন নবীনের প্রতি। অন্ধ বিপ্লবী শিল্পীর গায়ে হাত দিয়ে শ্রমিক-সংস্কৃতি গড়ছিলেন ওঁরা। অহো, কি বীর! নীচের মহল থেকে উঠে-আসা গণশিল্পীকে প্রহার করছেন কলেজ-পালানো মাস্তানরা। ক্রোধে কিছুক্ষণ কলম ফেলে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলাম। গায়িকা হান বোধ করি হান চি-সঙের কানে কানে কিছু বললেন। হানের উদাত্ত হাসি শুনে মুখ তুললাম।

হান॥ ও কিছু নয়। আমার একটুও লাগেনি।

প্রশ্ন॥ তারপর ওরা কী করলো?

হান॥ আমায় কয়েদ করলো। দশ বছর আমাকে কারুর সঙ্গে কথা কইতে দেয়নি, কমরেড। আমার সান-পিয়েনটা নিয়ে গেল। (সান-শিয়েন = দীর্ঘ তিন-তারের বাদযন্ত্র) টাকা, রেডিও লুঠ হ'য় বাড়ি থেকে। ব্রেলটাইপরাইটার আর ব্রেল ঘড়ি বুটের তলায় ফেলে গুঁড়িয়ে দিল। আর— আর—

হান চিং-সং থেমে গেলেন।

গায়িকা হান॥ অধ্যক্ষ মাও আর প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই এর সঙ্গে ওর যে ছবিগুলো ছিল, সেগুলো সব নিয়ে গেল। ওটাই কমরেড হান চি-সিংকে মাঝে মাঝে বিচলিত করে।

প্রশ্ন॥ আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে?

হান॥ হৃদরোগ দেখা দিয়েছে।

লিন॥ ১৯৫৬ সালে ওঁর "লিউ চাও-র পুনর্মিলন" চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়। স্বভাবতই চার দুর্বৃত্তক্ত সেটা নিষিদ্ধ করে।

হান॥ কিছু এসে যায় না, কিছু এসে যায় না। আমি গান গাইব বিদেশী বন্ধুদের জন্য।

[তিনি শান-শিয়েন তুলে নিলেন হাতে। বাঁ হাঁটুতে বাঁধলেন, পাতলা কয়েক খণ্ড কাঠ, তালে তালে বাঁ পা নাড়বেন, এবং সংগত হতে থাকবে কাঠখণ্ডগুলির শব্দে।]

হান॥ আমি আপনাদের মাও সে-তুঙের গান শোনাবো। ১৯৪৬-এর আগস্টের দিনগুলির কোনো সময়ে মাও আমার কাছে এক কমরেডকে পাঠালেন— এই দরিদ্র অন্ধ গায়ককে তিনি ডেকেছেন, গান শুনবেন। প্রতিবেশীরা এসে নানারকম মিষ্টি বেঁধে দিল পুঁটলি ক'রে। বলে, চেয়ারম্যানকে এই উপহার, মুক্ত চাষীদের উপহার। আমার বুকের মধ্যে ইয়ান-হে নদী বইছে কুলকুল ক'রে। চলেছি, আর আকাশের পাখীরা বলে যাচ্ছে, মাও-কে আমাদের প্রণতি জানিও কিন্তু। গাছেরা ফিস ফিস করছে, হাজার বছর বেঁচে থাকুন মাও। রঙ্গমঞ্চে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর ঠাহর করার চেষ্টা করছি, মাও কোথায় বসেছেন। এমন সময়ে প্রেক্ষাগৃহে গুঞ্জন উঠলো, চেয়ারম্যান এসেছেন। করতালিতে ফেটে যাচ্ছে হলঘর। আমি আকুল স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, চেয়ারম্যান মাও দীর্ঘজীবী হোন। আর হলঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল আমার অসভ্যের মতন চিৎকারে। তারপর শুনি একটু মৃদু পদশব্দ উঠে আসছে মঞ্চে, একজোড়া উষ্ণ হাত আমার হাতে চেপে ধরলো, প্রায় ফিস ফিস ক'রে সে বললো, আমি মাও ৎসে-তুং। আর আমার বড় সাধ হোলো একবার চোখ খুলে তাঁকে দেখি। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। বলি, আমি তোমাকে গান শোনাতে এসেছি, চেয়ারম্যান। এই নিয়ে আমার গান।

হান চি-সং গান ধরলেন। গলার সে জোয়ারি, কাব্যের ছন্দ, বুকের আকুলতা, সরলতম মানুষের স্পষ্ট মহৎ প্রকাশ— মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম গানের অতলে ডুবে যাওয়া বাউলের দিকে। শেষে গাইলেন।

মাও বলেছেন গানের মধ্যে অশ্রু কেন,
যুদ্ধে করো, হান।
সেই থেকে আমার সান-শিয়েন যেন
গর্জমান মেশিনগান!

সেই সঙ্গে বাঁ পায়ের প্রবল ঝাঁকুনিতে হাঁটুতে বাঁধা কাঠের ফালিগুলো মেশিনগানের মতন গর্জন ক'রে উঠলো। গান শেষ হোলো।

শোভা আর আমি উঠে দাঁড়িয়ে করতালি দিচ্ছি, আর মনে মনে প্রণাম করছি মহান লোককবিকে। আজকের দিনটা আমরা বাকি জীবনে কিছুতেই ভুলবো না। অজানা বিদেশী ভাষায় আধ ঘন্টা স্রেফ সুর, লয়, ছন্দ আর সততা দিয়ে এক বৃদ্ধ অসুস্থ কবিয়াল দৃশ্যের পর দৃশ্য এঁকে গেলেন শূন্যে। আমরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি হানের না-দেখা মাওকে।

প্রশ্ন॥ সারা বিশ্বে মার্কসবাদীরা লোকসংগীতকে শ্রদ্ধা করে, বলে তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে জনগণের বহু শতাব্দীর ব্যথা-বেদনা-আশা-নৈরাশ্য। চার দুর্বৃত্ত এ-লাইন

ধরলো কেন? কারণটা কী? লোকসংগীত কিভাবে তাদের ক্ষমতা দখলের পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে?

হান॥ জার্মানিতে ফাশিস্তরা কেন শান্তিবাদী সব সাহিত্য পুড়িয়েছিল? সেই সব নির্যাতীত লেখকরা কি হিটলারের ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার শক্তি ধরতো? এক অর্থে ধরতো বই কি কমরেড, মানুষকে মাথা উঁচু করতে শেখায় লোক সাহিত্য, আর ফাশিস্তদের প্রয়োজন মাথা-হেঁট-করা ক্রীতদাস। মানুষের মেরুদণ্ড ভাঙবার জন্যই চার দুর্বৃত্ত সব অপেরা, সব চারণগীতি নিষিদ্ধ করছিল।

লিউ॥ লোকনৃত্যও নিষিদ্ধ ছিল। কাল লান-গুয়া-হুয়া অপেরায় কিছু লোকনৃত্য দেখলেন না? সেসব নিষিদ্ধ ছিল। যেমন নৌকার নাচটা। শানসির গ্রামে গ্রামে মেয়েরা শোলার নৌকো শরীরের সঙ্গে বেঁধে নৌকার দোলা ফুটিয়ে তোলে নাচের ছন্দে। বিশেষতঃ বসন্তোৎসব এবং আলোকৎসবের এটা একটা প্রধান অঙ্গ। চিয়াং চিংরা ফতোয়া দিলেন, এটা প্রতিক্রিয়াশীল ফিউদাল আচার।

প্রশ্ন॥ ঐ নৌকোর নাচের চেয়ে সুন্দর এবং উজ্জ্বল কিছু আমাদের কল্পনায় আসছে না।

ইয়াং॥ তা ছাড়াও, আমার মনে হয় স্বৈরাচারী ফাশিস্ত চক্রের কার্যকলাপের ওপর তাদের নেতার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। হিটলারের ইহুদী-বিদ্বেষ বা গোয়েরিঙের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তৈলচিত্রগুলি লুঠ ক'রে আনার ইচ্ছা এবং ঝলমলে পোষাক-পরার বাতিক, গোয়েবল্‌স্‌-এর নারীঘটিত ব্যাপারগুলি পুরো নাৎসি পার্টির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। নইলে নাৎসি-পার্টি গোড়ায় স্ট্রাসের-এর নেতৃত্বে ইহুদী-হত্যার কথাও বলেনি, চোখ-ধাঁধানো পোষাকও পরেনি, বা রোজেনবের্গের নারীবিদ্বেষী তত্ত্বেও উপনীত হয়নি। চীনের ক্ষুদ্র ফ্যাশিস্ত চক্রের নেত্রী চিয়াং চিং নিজে লোকসংগীত সইতে পারতেন না। তিনি বলতেন ওসব নাকি হেঁড়ে গলায় বেসুরো চিৎকার। তাঁর মনোভাব ওদের সবাইকে প্রভাবান্বিত করেছে।

প্রশ্ন॥ কালকে লান-হুয়া-গুয়ার অভিনয়ের সময়ে দেখলাম আপনারা বৃহৎ অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করেছেন, যার অর্ধেকের বেশি বিদেশী যন্ত্র। বেহালা, ভিয়োলা, চেলো, ডবল-বেস, ট্রাম্‌পেট, পিকোলো, ক্ল্যারিওনেট— সব রয়েছে চীনা যন্ত্রের পাশাপাশি, এবং আমাদের মনে হয়েছে এটা একটা প্রচণ্ড সফল পরীক্ষা। চিয়াং চিঙের আমলে পাশ্চাত্য সংগীত বা বাদ্যযন্ত্র তো বে-আইনী ছিল?

লিউ॥ হ্যাঁ। পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নেতমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিল ওরা। যেসব সংগীতশিল্পী সারা জীবন পিয়ানো বা বেহালা বাজিয়েছেন, তাঁর সংগীত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্রশ্ন॥ এর কারণ কী?

লিউ।। কারণটা স্পষ্ট ক'রে কোনো দিন বলেনি ওরা। জিজ্ঞেস ক'রে দেখেছি, ওরা বলতো চিয়াং চিং বলেছে— বৎস। বেঠোফেন এবং মোৎসার্ট হচ্ছেন জঞ্জাল, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী আগাছা — ব্যাস। যুক্তিতর্কে আসতো না। বেশি প্রশ্ন করলে ঘুঁষি চালাতো। তখন প্রশ্ন বন্ধ হোতো!

প্রশ্ন।। কিন্তু ওদের আটটি মডেল অপেরায় তো শুনেছি পাশ্চাত্য যন্ত্র ব্যবহার হোতো?

লিউ।। হ্যাঁ, ওঁরা ব্যবহার করতে পারেন, আর কেউ নয়। ওঁরা বিশেষ বিপ্লবী হবার ফলে ওঁদের হাতে উঠলেই বেহালাও বিপ্লবী যন্ত্র হয়ে পড়ে।

ইয়াং।। আটটি মডেল তো পিকিং-অপেরার স্টাইলে প্রযোজিত হয়েছিল। এখানেও চিয়াং চিঙের ব্যক্তিগত পছন্দের কথা এসে পড়ে। তিনি নিজে ঐ ঘরানাটি পছন্দ করতেন। তাই যদিও প্রাচীন পিকিং-অপেরো তাঁর হাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছিল, তবু আটটি মডেল পিকিং-অপেরার পদ্ধতিতে প্রযোজিত হয়। এবং সেইসঙ্গে সোজা হুকুম— সবাইকে ঐ আটটি নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে, এবং ঐ পদ্ধতিতেই করতে হবে। অন্যসব অপেরার স্টাইল নিষিদ্ধ। এখন এটা এক অসম্ভব জুলুম। যে অপেরা-শিল্পী সারা জীবন ক্যান্টন বা শানসি ঘরানায় অভিনয় করেছেন, তিনি যে রাতারাতি পিকিং-পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেন না, এটা কিছুতেই বুঝতে চাইল না ওরা। বললো, ইচ্ছে ক'রে সাবোতাজ করছে অভিনেতারা। আর চললো বলপ্রয়োগ, জবরদস্তি, প্রহার।

লিউ।। বিখ্যাত ইয়েনান লোকনৃত্য সংস্থা ওরা ভেঙে দিল, এবং সারা জীবন যাঁরা লোকনৃত্য ও লোকসংগীত রেওয়াজ করেছেন, তাঁদের ঘাড়ে ধরে হঠাৎ পিকিং-অপেরার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মুদ্রা, তান, গলার কাজ, কসরৎ, লয়, ছন্দ শেখাতে লাগলো। সবাই অতল জলে তলিয়ে গেল। তার ওপর আমরা তো দূর মফঃস্বলের অধিবাসী, পিকিঙের কাছে যে প্রশ্ন রাখবো তারো কোনো উপায় ওরা রাখেনি।

হান।। প্রাচীন লোকগীতির ওপর ওদের কেমন ক্রোধ ছিল শুনুন। কাছেই ইয়েনান বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ইয়াংকো লোকনাট্য অভিনীত হচ্ছিল। কৃষকরা ওসব অভিনয় করে সব পরবে, উৎসবে। নাটকের মধ্যে এক কৃষক একটি প্রাচীন গানের সুরটা শুধু— কথা নয় কিন্তু— শুধু সুরটা গুন গুন করেছিল বলে, তাকে ধরে শুরু হোলো সংগ্রামী সভা— সে নাকি অতীতকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে।

লিউ।। শুধু তাই নয়। পথেঘাটে, নিজের ঘরের আঙিনায় কোনো চাষী যদি নিজের মনে কোনো পুরানো গান গাইত, আর সেটা যদি লালরক্ষীদের কাছে রিপোর্ট হোতো তাহলে সেই চাষীর ওপর চলতো জুলুম।

হান।। পুরাকাল থেকে চীনের মানুষ সব উৎসবে ড্রাম বাজায়। সেটা নিষিদ্ধ হোলো। কাড়া-নাকাড়ার শব্দ নাকি ফিউদাল আগাছা। কয়েকটি মাত্র সুর ওঁরা অনুমোদন

করেছিলেন, সে ক'টাই গাওয়া-বাজানো চলতো। নইলে গ্রামের হাটে লোকশিল্পীর হাত থেকে সান-শিয়েনটা কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলা হোতো।

প্রশ্ন॥ সব শিল্পীকে পিকিং-অপেরা শেখাবার পরিকল্পনাটা কতদূর এগিয়েছিল, ফলাফল কী হয়েছিল?

লিউ॥ হাস্যকর ফলাফল। অভিজ্ঞ শিল্পীরা সব একযোগে কাজ বন্ধ করে দিলেন। নবীন কিছু গায়ক-অভিনেতা ধ'রে শানাসি অপেরার একটি পালা নিয়ে তাকে পিকিং স্টাইলে ঢালার চেষ্টায় যা হোলো, তাতে দর্শক হেসে খুন। বলে, কেউ যাচ্ছে উত্তরে, কেউ দক্ষিণে। ওসব ইয়ার্কি বন্ধ হয়ে গেল শীঘ্রই।

লিন॥ তবে ১৯৭৪ সালে একটি ঐরকম সংশোধিত শানসি অপেরা দাঁড় করিয়েছিলেন নবীন শিল্পীরা; পালার নাম "পীচ-পাহাড়ে তিনবার যাওয়া"। সেটি পিকিঙে অভিনীত হয় উত্তর চীন নাট্যোৎসবে। এবার আঙ্গিকে কিছু খুঁজে না পেয়ে ওরা ধরলো নাটকের বিষয়বস্তু। অভিযোগ হোলো, পালাটা লিউ শাও-চিকে সমর্থন করছে। কি ক'রে জানন? লিউ শাও-চির স্ত্রী ওয়াং কুয়াং-সেই পীচ-উদ্যান নামক এক স্থানে একটি উৎপাদনী ব্রিগেডের সদস্যদের সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা দিতে গিয়েছিলেন। আসলে দিয়েছিলেন অতি জঘন্য সংশোধনবাদী শিক্ষা। কিন্তু তারপর থেকে উনি ঘনঘন পীচ-উদ্যানের অভিজ্ঞতা (তাও-ইউয়ানের অভিজ্ঞতা) সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। এখন এই শানসি পালা "পীচ-পাহাড়ে তিনবার যাওয়া" যেহেতু 'পীচ" কথাটা ব্যবহার করেছে এবং যেহেতু এ-পালাও এক উৎপাদন-ব্রিগেডকে ঘিরে, সেহেতু ওঁরা স্থির-নিশ্চয় হলেন যে পালায় কৌশলে লিউ শাও-চি এবং তাঁর স্ত্রী স্বপক্ষে সাফাই গাওয়া হয়েছে!

প্রশ্ন॥ এ তো উন্মাদের প্রলাপ দেখছি।

লিন। আর পালার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ— এতে কোনো বুর্জোয়াদের গুপ্তচরকে দেখানো হয়নি, অর্থাৎ বলা হয়েছে বুর্জোয়ারা নেই। সুতরাং এ পালা নাকি বলছে, শ্রেণীসংগ্রামের আর প্রয়োজন নেই। পালাটির বিষয় ছিল কমিউনিস্ট নৈতিকতা। এক ব্রিগেড নেতা পীচ-পাহড়ের ব্রিগেডকে একটি ঘোড়া বেচেন, যেটি ছিল রুগ্ন, কিন্তু তিনি সেটাকে সুস্থ সবল বলে চালিয়ে দিয়েছেন। পার্টি-সম্পাদক এক নারী-কমরেড অবশেষে ব্যাপারটা ধরেন, এবং তিনি ব্যাখ্যা ক'রে দেখান কিভাবে ঐ ব্রিগেড-নেতা কমিউনিস্ট নীতিবোধকে লাঞ্ছিত করেছেন। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, নৈতিকতার সমস্যা, যার বিশ্লেষণ সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু ওঁরা নাটকের মধ্যে খুঁজে বেড়ালেন বুর্জোয়ার গুপ্তচর, পুঁজিবাদের পথচারী। না পেয়ে পালা নিষিদ্ধ করলেন।

ইয়াং॥ পীচ কথাটা দেখলেই নিষিদ্ধ হোতো। শিশুদের জন্য একটি নাটক "পীচ-পাহাড়ের অঙ্কুর" বে-আইনী হয়েছিল স্রেফ পীচ কথাটার জন্য।

লিন॥ লক্ষ্য করছেন, ব্যাপারটা ক্রমশঃ প্রহসনের রূপ নিচ্ছিল? আমার ধারণা ফাশিস্তরা শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে চিরদিন শেষ পর্যন্ত ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নিষিদ্ধ করতে করতে আর ঠাহর করতে পারে না কী নিষিদ্ধ করছে। প্রবল ভয় ঢুকে যায় মনে। সবসময়ে ভাবে, নিশ্চয়ই প্রকারান্তরে ঘুরিয়ে আমাদের বিদ্রূপ করছে, ব্যঙ্গ করছে। কোনো অভিনেতা যদি কখনো উ-হানের "হাই জুই" নাটকে অভিনয় ক'রে থাকেন তাহলে পাঁচ-সাত বছর বাদে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পেং তে-হুয়াই-এর সমর্থক হিসেবে!

লিউ॥ শি-লু নামে শিয়ানের বিখ্যাত চিত্রকর আছেন। তিনি ইয়েনানে ছিলেন অধ্যক্ষ মাও ৎসে-তুং-এর সঙ্গে। ভারতে গিয়েছিলেন পঞ্চাশের দশকে, ভারতকে বিষয় ক'রে অনেক ছবি এঁকেছেন। তিনি একটি ছবি আঁকলেন— একটি ফুল নুইয়ে পড়ে বায় ভূমি স্পর্শ করছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হোলো, তিনি চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে হেয় করেছেন, শতপুষ্প প্রস্ফুটিত না দেখিয়ে একটি আত্মসমর্পণকারী ফুল দেখিয়ে বলতে চাইছেন পার্টি ফুলের মাথা হেঁট ক'রে দিচ্ছে। ক্যানভাসটা পুড়িয়ে ফেলা হোলো, শি-লুকে কয়েদ করা হোলো।

লিন॥ একজন শিল্পী তিনটি বাঘের ছবি এঁকেছিলেন। চীনা ভাষায় বাঘ হচ্ছে পিয়াও। সুতরাং শিল্পীকে লিন পিয়াওর প্রচারক আখ্যায় নির্যাতন করা হয়, কয়েদ করা হয়।

ওয়াং শেং-চু॥ একজন এঁকেছিলেন একটি প্যাঁচার ছবি, প্যাঁচার এক চোখ বন্ধ। চীনারা কথায় বলে, লোকটার এক চোখ বন্ধ, অর্থাৎ সে বিশেষ বিরক্ত। একচক্ষু পেচকের ছবি দেখে লালরক্ষীরা শিল্পীকে ধরলো এই অভিযোগে— আপনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশের এই কৌশল ধরেছেন, প্যাঁচা নিয়ে প্যাঁচ কষেছেন। শিল্পী প্রবল প্রত্যাক্রমণ চালালেন সভার পর সভায়, বললেন— প্যাঁচাদের স্বভাবই হচ্ছে এক চোখ বুঁজে ঝিমোনো, আমি তাই এঁকেছি, মোটেই এর মধ্যে কোনো গূঢ় তাৎপর্য নেই। এই একটি মামলায় দুর্বৃত্তদের পরাজয় ঘটালো, শিল্পী মুক্তি পেলেন।

প্রশ্ন॥ শিল্পীর নাম?

ওয়াং॥ ৎসাই কু।

ইয়াং॥ ইয়েনানের গ্রামে গ্রামে একরকম চীনামাটির টী-পট ব্যবহার হয় যার আকারটা বেড়ালের মতন।

প্রশ্ন॥ হ্যাঁ, দেখেছি।

ইয়াং॥ এখন চীনা ভাষায় বেড়াল হচ্ছে মাও। সুতরাং লালরক্ষীরা ঘুরে ঘুরে ঐ

টী-পট ভাঙতে শুরু করলো। অধ্যক্ষ মাও-এর নাকি অবমাননা হচ্ছে ঐ টী-পটের আকারের জন্য। মানুষ একের পর এক আক্রমণে ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। যা চীনে কেউ কখনো ভাবতে পারেনি তাই ঘটতে লাগলো, মানুষ ভয়ে মুখ বন্ধ করলো। সাংস্কৃতিক বিপ্লব যে-জন্য শুরু হয়েছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীতে এসে দাঁড়ালো। বিপ্লব শুরু হয়েছিল সারা জাতিকে মুক্ত তর্কে টেনে আনবার জন্য। চার দুর্বৃত্ত সে-বিপ্লবকে মানুষের মুখে কুলুপ আঁটার আন্দোলনে নিয়ে গেল। লোকে তখন বলতো : দুজন একত্র হলে লোকে সত্যি কথা বলে, তিনজন হলে মিথ্যা বলে আর জনসভায় বলে পার্টি লাইন। এই যে আপনাদের সঙ্গে বসে এইসব বলছি, আপনারা ক'বছর আগে এলে বলতাম না, শুধু খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তাই বলতাম।

প্রশ্ন। কিভাবে ফাশিস্ত-চক্র ক্রমশঃ কৌতুকাভিনেতা বনে যায় সেটার আন্দাজ পেলাম। এখন ঐ আটটি মডেল-অপেরা কিভাবে ওরা অন্য প্রদেশের ওপর চালিয়ে দিয়েছিল সেটা শুনতে চাই। মানে প্রক্রিয়াটা কী? শানসি অপেরার ঐতিহ্য যেখানে দৃঢ়মূল সেখানে ওদের মডেল পিকিং-অপেরা কি ক'রে চালাতে পারে বুঝতেই পারছি না।

লি তিং-ওয়াং ॥ অন্য কমরেডরা এতক্ষণ যা বলেছেন তাতে নিশ্চয়ই আপনার কাছে স্পষ্ট হয়েছে, চাপাবার চেষ্টা করেছিল স্রেফ গায়ের জোরে। এই প্রদেশে তেরোটা জেলা। প্রত্যেক জেলার আলাদ আলাদা অপেরা সংস্থা এবং লোকসঙ্গীত সংস্থা ছিল। ওরা প্রথমেই এক সরকারি আদেশে সবগুলো ভেঙে দেয়। ইয়েনানের গর্ব ছিল যে শুধু শানসি অপেরা নয়, আমাদের কুঞ্চু অপেরার দল ছিল, এমন কি পিকিং-অপেরার একটি ছোট দলও ছিল। এবং আমাদের সংগঠন ছিল লৌহদৃঢ়। আমাদের প্রদেশে একান্নটি অপেরা-গোষ্ঠী ছিল এবং সবগুলো পুরোপুরি পেশাদার। এই পেশাদার-বৃত্তি চার দুর্বৃত্ত সহ্য করতে পারতো না। চিয়াং চিং বলতেন, পেশাদার মানেই অর্থগৃধ্নু অর্থাৎ বুর্জোয়া।

প্রশ্ন ॥ আমাদের দেশেও এরকম কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্বোধ আছে যারা পেশাদার অভিনেতা সইতে পারে না। সব ফ্রন্টে পেশাদার কর্মী থাকতে পারে, কিন্তু সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে পেশার কথা কইলেই ঐ পণ্ডিতরা খাপ্পা হ'ন।

লি তিং-ওয়াং ॥ ওটা পাতিবুর্জোয়ার সুপরিচিত বৈশিষ্ট্য। পাতিবুর্জোয়ার শুচিবাই (fad)। যাই হোক, চিয়াং চিংরা এখানে পেশাদার অপেরা-গোষ্ঠীগুলি ভেঙে তছনছ করলেন, এবং সৌখীন নাট্যকলার গুণগান করতে লাগলেন। তারপর তো শুনলেন, কিছু যুবক-যুবতী ধরে পিকিং অপেরা শেখাবার চেষ্টার কথা। এবং পাছে কেউ শানসি অপেরার অভিনয় ক'রে ফেলে তাই আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার পোষাকগুলো কেড়ে নিয়ে গিয়ে ওঁরা জনসভায় সেগুলো পোড়ালেন। এবং যাঁরা এই ফাশিস্ত তাণ্ডব করলেন, চিয়াং চিং পিকিং থেকে তাঁদের প্রকৃত বিপ্লবী বলে অভিনন্দন জানালেন।

প্রশ্ন ॥ আর জনতা?

লি ॥ আমি সেরকম একটা সভায় ছিলাম। মানে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল পুঁজিবাদের পথিক হিসেবে। জনতা ছিল স্তব্ধ, একদম নীরব। একটি স্লোগান কেউ দেয়নি, একটি করতালি শুনিনি। লালরক্ষীরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেললো, জনতা কোন স্লোগানের প্রতিধ্বনি তোলেনি। তাদের প্রিয় অপেরার পোষাক ও পাণ্ডুলিপি ভস্মীভূত হতে দেখে খুব একটা পুলক না জাগাই স্বাভাবিক।

লিন ॥ শুধু কি অপেরার সামগ্রী? আমরা এখানকার হোটেল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি সাজিয়েছিলাম প্রাচীন শিল্পসম্ভার দিয়ে— তাং এবং মিং জমানার ছবি, জেড এবং পোসেলিন দিয়ে। সেসব ওরা পুড়িয়েছে। সেসব আর তৈরী হবে না। অপূরণীয় ক্ষতি।

ইয়াং ॥ এই ধ্বংস-প্রবৃত্তি চীনের আরো গুরুতর বিপদ ডেকে আনছিল। চার দুর্বৃত্তের অনুচররা নানা বৌদ্ধ মন্দির আক্রমণ ক'রে মূর্তি ভাঙতে শুরু করেছিল এবং মহামূল্য পুরানো পর্দা, আসবাব ও পুঁথি পোড়াতে শুরু করেছিল। শিয়ানের বিখ্যাত দাইয়ান প্যাগোডা এদের হাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হাংচৌর লিউহে প্যাগোডা এবং লিং-ইন মন্দিরও ওরা আক্রমণ করে। লিং ইন মন্দির তৈরী করেছিলেন চতুর্থ শতাব্দীতে এক পরিব্রাজক ভারতীয় শ্রমণ। উল্লেখযোগ্য ১৯৫৪ সালে লিউহে প্যাগোডার ছাদ ধ্বসে পড়েছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই নিজে ছুটে যান হাংচৌ এবং বৃদ্ধ বৌদ্ধ লামাদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে প্যাগোডাটি হুবহু যেমন ছিল তেমনি পুনর্নির্মাণ ক'রে দেন। সেইসব মন্দির এবার আক্রান্ত হোলো। এর পরিণাম যে কী ভীষণ হতে পারতো তা আশা করি কোনো মার্কস্‌বাদীকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। চীনের সংবিধানের ৪৬ নম্বর ধারায় প্রত্যেকের নিজ ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত। সে-অধিকারে হস্তক্ষেপ ক'রে দুর্বৃত্তরা বোধহয় বিদ্রোহের উস্কানি দেয়ার মতসব এঁটেছিল।

প্রশ্ন ॥ ৪৬ নম্বর ধারায় ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকৃত হলেও ধর্মপ্রচারের অধিকার নিশ্চয়ই দেয়া নেই।

ইয়াং ॥ না, নিশ্চয়ই না। প্রচার চলবে না, কাউকে প্রভাবান্বিত করা চলবে না, শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা হাতে নিয়ে ধর্মের বিষ ঢুকিয়ে দেয়া চলবে না। তা ছাড়াও চীনের প্রজাতন্ত্র তিনটি সংগঠিত ধর্মকেই শুধু স্বীকার করে— বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম। কিন্তু ফিউদাল কুসংস্কারকে ধর্ম বলে চালাতে আদালতে সাজা দেয়া হয়।

প্রশ্ন ॥ যথা?

ইয়াং ॥ চীনে তাও-তন্ত্রের নামে বহুবিধ অশিক্ষিত আচার পালিত হোতো। — ডাকিনী, যোগিনী, সম্মোহন, ইন্দ্রজাল, সিদ্ধিলাভ, মন্ত্রপূত পাথর ও লতাপাতা, ভূত, ভূত-নামানো, বৃষ্টির জন্য বা সন্তানলাভের জন্য পূজা— এসবে এককালে বৃহৎ জনসমষ্টির বিশ্বাস ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বহু বছর ধরে শিক্ষার মাধ্যমে ওসব দূর

করেছে। এখন ৪৬ নম্বর ধারার আশ্রয়ে ঐ সবের পুনরাবির্ভাব পার্টি কখনোই সহ্য করবে না। কিন্তু বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রে পার্টি সহনশীল। যদিও তাদের প্রভাব এখন শুধু কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এবং পার্টিও ব্যাপকভাবে নাস্তিকতা প্রচার ক'রে চলেছে, তবু ঐ তিন ধর্মের ওপর কোনো জুলুম করলে দশ বছর পর্যন্ত জেল হয়। সংখ্যালঘু যে জাতিরা আছেন তাঁদের মধ্যে অনেক তিব্বতী লামাধর্মের প্রভাবে রয়েছেন, কাজাখ-উইগুর প্রভৃতির অনেকে রয়েছেন ইসলামের প্রভাবে। চার দুর্বৃত্ত এঁদের আঘাত ক'রে অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছিল বলে মনে হয়। মন্দিরের প্রাঙ্গণে বুদ্ধমূর্তি টেনে এনে চূর্ণ করার আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বুঝি না। ধর্ম যখন এ-দেশ থেকে বিলুপ্ত হবে তখনো ঐ মন্দিরগুলো প্রাচীন শিল্পসামগ্রীর একেকটি অপূর্ব সংগ্রহশালা হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন॥ ওদের এই ট্রট্স্কিবাদী কাণ্ডকারখানা রোধ করা হয়েছিল কি?

ইয়াং॥ হ্যাঁ। প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই ১৯৭২ সালে প্রাচীন স্থাপত্য রক্ষা আইন জারি ক'রে মন্দিরগুলোর সামনে ফৌজী পাহারা বসিয়ে দেন। তখন অতি-নাস্তিকরা (super aetheists) বিরত হোলো।

লি তিং-ওয়াং॥ আবার ফিরে আসি আটটি মডেল-অপেরা চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে। কিছুতেই যখন এ-তল্লাটে কোনো শিল্পীকে ওরা পেল না, তখন ওরা মাঝে মাঝেই সব খনি, কারখানা ও কমিউনে হুকুম জারি করতো— কাজ বন্ধ করো, আটটি মডেল অপেরার গানের ও আবৃত্তির প্রতিযোগিতা হবে, অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। এমন কি সরকারী কর্মচারীরাও বার-দশেক এই কুস্তি করতে বাধ্য হ'ন। সে কি দৃশ্য! সে কি আওয়াজ। কাজ বন্ধ ক'রে সবাই প্রাণপণে গাইছে— প্রাণ ও মানের দায়ে। এতে একটা ধারণা সৃষ্টি হোতো, সারা দেশ বুঝি সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। আমাকে ওরা শ্রম করতে পাঠায় চিং-হুয়া-পিয়ান গ্রামে। সেখানকার কমিউনকে এতবার গানের প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতে হোলো, যে ১৯৭০ সালে ক্ষেত্রে চাষ হয়নি, আগাছায় জমি ঢেকে গিয়েছিল।

শাংহাই

শাংহাই নাট্যশিক্ষায়তন— ড্রামা ইনস্টিটিউট— একটি জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান, পৃথিবীর নাট্যকর্মী মাত্রেই যার খোঁজ রাখতে বাধ্য হ'ন। ১৯৪৭ সালে এর জন্ম হয়েছিল শাংহাই মিউনিসিপাল নাট্যবিদ্যালয় নামে। চীনের মুক্তির পর অধ্যক্ষ শিং ফুয়া-শির পরিচালনায় এবং পার্টির নেতৃত্বে এ প্রতিষ্ঠান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার হয়ে দাঁড়ায়। শিং ফুয়া-শি-র ছিল স্তানিসলাভ্স্কি-পদ্ধতিতে অসামান্য দখল এবং পঞ্চাশের দশকে তাঁর লেখা একাধিক প্রবন্ধ পড়ে আমরা স্তানিসলাভ্স্কি-পদ্ধতির প্রয়োগ এমনভাবে বুঝেছি

যা স্তানিলাভ্স্কির মূল গ্রন্থ পড়ে বুঝিনি। পরলোকগত শিং ফুয়াশির স্মৃতিবিজড়িত বিশাল গৃহে প্রবেশ করলাম। অধ্যাপক চেন য়ুন প্রথমে স্বাগত জানালেন। চেন য়ুনের নাটক "ইয়াংগার জেনারেশন" আলোড়ন তুলেছিল ষাটের দশকে। বললেন, প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই স্বয়ং সে-নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়ে সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। তা ছাড়াও তাঁর নাটক পড়েছিলাম "অষ্টম রুট আর্মির শিশু-যোদ্ধা"। দুটিই পরে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়।

তাঁর ঘাড়ের কাছে পোড়া দাগ দেখে বোধহয় মুখে জিজ্ঞাসা ফুটেছিল। বিরলকেশ সৌম্যমূর্তি চেন বললেন, এটা করেছিল জ্বলন্ত মোমবাতি চেপে ধ'রে। আমার দুটি নাটকই ওদের কাছে বিষাক্ত আগাছা আখ্যা পেয়েছিল।

নাটক ও থিয়েটারকে এক বিশাল সৌধ ক'রে গড়ে তোলার জন্য এখানে কি গভীর নিষ্ঠায় তার প্রতিটি ইঁট, প্রতি কণা কংক্রীট-সিমেন্ট তৈরী হচ্ছে, তা প্রত্যক্ষ ক'রে বিস্ময় মেনেছি। আরো যখন জানি প্রতি শহরে রয়েছে এমনি নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা - কুশলী তৈরী করার বিশাল বিদ্যালয়, তখন আমার দেশে সরকারি ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্যে চলা খোঁড়া অন্ধ অথর্ব পাঠশালাগুলির কথা মনে পড়েছে, যেখানে এনাটমি পড়িয়ে বছর নষ্ট করেন অক্ষম পণ্ডিতমশাই।

এখানে পাঁচ শত ছাত্র-ছাত্রী নানা বিষয়ে গভীর গবেষণায় মগ্ন। এখানে রয়েছেন ২১২ জন শিক্ষক, কেননা চীন গোয়ালঘরের ক্লাসে বিশ্বাস করে না। চীন জানে নাট্যবিদ্যায় প্রয়োজন প্রত্যেকের আলাদা অনুশীলন, শিক্ষকের একান্ত মনযোগ, নিভৃত মন্ত্রদান। এককভাবে বিদ্যা আয়ত্তে এলে তারপর আসবে সকলের মিলিত সাধনার সময়।

নাট্যরচনা ও নাট্যতত্ত্বের ক্লাস। নাট্যরচনার ক্লাসে একেকবারে মোটে তিন কি চার জন ছাত্র বসছেন রচনা নিয়ে। শিক্ষক তাদের নাট্যগঠন, চরিত্র বিশ্লেষণ, নাটকের বাঁধুনি, কতকাংশের অপ্রয়োজনীয়তা, বিষয়বস্তু, সহজবোধ্যতা প্রভৃতি সমালোচনা করছেন, প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে উত্যক্ত করছেন। ছাত্র উত্তর দিচ্ছেন, নিজের রচনাকে রক্ষা করছেন। এবং এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে দিয়ে নিজের রচনার দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন। তিনি আবার সংশোধিত নাটক পড়বেন পরের সপ্তাহে। আমরা কক্ষের এক কোণে দাঁড়িয়ে শুনছি অধ্যাপক ওয়েই চাও-কেং বলছেন, "নড়বড়ে ক্লাইমেক্স্ সৃষ্টি করার এই প্রবণতা ত্যাগ করুন। ক্লাইমেক্স্ বস্তুটা দ্বন্দ্বমূলক, ডায়ালেকটিকাল। সে ঘটনার পরের ধাপ মাত্র, আবার একই সঙ্গে সে ঘটনার ঊর্ধ্বে উঠে যায় সেই মুহূর্তের জন্যে। সে চিত্রিত সব পরিবেশ, সংলাপ, চরিত্রের মধ্যেই থাকে, অথচ সে বিশেষ অর্থবোধক হয়ে ভিন্ন হয়। আপনি বারবার প্রথম শর্তটা অবহেলা করছেন, ঘটনার মধ্যে আপনার ক্লাইমেক্স্ থাকছে না, বাইরে থেকে আসছে মনে হচ্ছে।"

নাট্যতত্ত্বের ক্লাসে জনা-পনেরো ছাত্রছাত্রী, পাঠ চলছে ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে। গ্যোয়টের নাট্যনির্দেশ প্রসঙ্গে এই পটভূমিকা অধ্যয়ন।

চীনা নাটকের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে অন্যত্র। বিদেশী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস ক্লাসে ঢুকে মলিয়ের সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের বিতর্ক শুনলাম খানিক। মলিয়ের ওদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসে গেছে, আলোচনা দার্শনিক স্তরে চলছে।

বিদেশী ভাষায় ক্লাসে— ইংরিজি, ফরাসী, জর্মন এবং রুশ।

প্রশ্ন করলাম, বিদেশী ভাষা কি আবশ্যিক?

চেন য়ুন বললেন, হ্যাঁ, পরিচালকের কোর্সই নিক, বা নাট্যরচনার, বা অভিনয়ের অথবা মঞ্চ কৌশলের, ছাত্রদের একটি বিদেশী ভাষা শিখতেই হবে।

— ক'বছরের কোর্স?

— অভিনয় এবং মঞ্চকৌশল পাঁচ বছরের। পরিচালনা ও নাট্যরচনা সাত বছরের। এই চারটে বিভাগ।

সংগীতের ক্লাস। অভিনেতাদের আবশ্যিক বিষয়। পিয়ানোর সঙ্গে গলা দিচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা। ব্যালের ক্লাস— এটাও অভিনেতাদের আবশ্যিক। আর মহলা চলছে সর্বত্র, সর্বপ্রকারের নাটক। ছাত্রদের নিজেদের লেখা নাটকেরও মহলা চলছে; এই নাটক নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা গ্রামাঞ্চল সফরে বেরিয়ে পড়বে। তিন মাস বাদে ফিরে এসে অভিজ্ঞতা আলোচনা করবে, নূতন নাটক তৈরী করবে এবং আবার বেরিয়ে পড়বে। এটা হচ্ছে পাঠক্রমের চূড়ান্ত অধ্যায়, যেখানে সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা একত্রে মিলে কাজ করে।

তিব্বতী ছাত্রদের তিব্বতী ভাষায় রচিত নাটকের মহলা খানিক দেখে গেলাম অভিনেতাদের একক অনুশীলন বিভাগে। কণ্ঠের রেওয়াজ, দেহের কসরৎ, তলোয়ার-খেলা। তারপর বিশাল পাঠাগার।

একটা ইনস্টিটিউটে চারটে প্রেক্ষাগৃহ। মঞ্চগুলিতে আলোকসম্পাতের ক্লাস চলছে। রঙের ভূমিকা বোঝাচ্ছেন শিক্ষক। ছাত্রছাত্রীদের লাইসেন্স্ প্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ান হতে হয়। তারপর মঞ্চসজ্জার ডিজাইন— আশ্চর্য সব পরিকল্পনা করছে ছাত্রছাত্রীরা, মিলসিনার-গোরেলিকের চীনা উত্তরাধিকারীরা পাশ্চাত্যের আধুনিকতম পরীক্ষা-গুলোকে চীনা রঙে-রসে ডুবিয়েছে। তারপর রূপসজ্জার ক্লাস।

এবং শেষে অবশ্যই অনিবার্য মার্কস্‌বাদ-লেনিন বাদের লেকচার।

এ-বিদ্যালয়ে ঢুকতে গেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়, ন্যূনত ক্ষমতা যাচাই ক'রে নেয়া হয়। গত বছর পনেরো জন নূতন ছাত্র নেয়া হবে ঘোষণা করা হয়, পরীক্ষা দিতে বসে পাঁচ হাজারের অধিক।

শুনেছিলাম চার দুর্বৃত্ত এই শিক্ষায়নতনটিকে গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অধ্যাপক চেন য়ুনের গ্রীবায় দগ্ধ ত্বক ছাড়া কোথাও তো তার চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

অধ্যাপকদের কক্ষে বসে আলোচনার সূত্রপাত করলাম ব্রেখ্‌ট্‌ সম্পর্কে ইন্‌স্টিটিউটের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে।

উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক লিউ হুয়াই-চিং দোভাষীকে এড়িয়ে জর্মন ভাষায় বললেন, আমি নিজেই পড়াই ব্রেখ্‌ট্‌, বিদেশী নাটকের ইতিহাস। এ-বছর পড়াচ্ছি মান ইস্‌ট্‌ মান। গত বছর ছাত্ররা ডী টাগে ডের কমিউন পড়েছে। পড়েছে মানে অভিনয় ক'রে ক'রে পড়েছে। তা ছাড়াও এ-বছর অগ্রসর ক্লাসে গালিলিও গালিলাই মহলায় পড়বে। জর্মন ভাষার ক্লাসেও আমরা ব্রেখ্‌টের নাটক পড়াই।

—এ ইন্‌স্টিটিউট পরমশ্রদ্ধেয় শিং ফুয়া-শির হাতে গড়া। তিনি স্বভাবতই স্তানিসলাভ্‌স্কি-পদ্ধতির বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আজ ব্রেখ্‌ট্‌ অভিনয় করতে গিয়ে কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি?

অধ্যাপক লিউ মৃদু হেসে বললেন, দেখুন, আমরা স্তানিসলাভ্‌স্কি-পদ্ধতিতেও শিক্ষিত নই, ব্রেখ্‌ট্‌-পদ্ধতিতেও নই। আমরা একটিই পদ্ধতি শিখেছি— দ্বন্দ্ব মূলক বস্তুবাদ। আমরা চেষ্টা করি অভিনয়কলাকে মার্ক্‌স্‌বাদী আলোকে বিচার করতে। সর্বোপরি অধ্যক্ষ মাও-এর ইয়েনান-ভাষণের ভিত্তিতে আমরা নাট্যকার-অভিনেত্ -পরিচালক গড়ে তোলার চেষ্টা করি। কে কত গভীর ভাবে চীনের শ্রমিক-কৃষক-সৈনিকদের মধ্যে মিশতে পারলো, সেটাই বড় কথা। যা কিছু ছাত্ররা এখানে শিখছে সেসব ওদের গোলাবারুদ মাত্র, লক্ষ্যভেদ অন্যত্র।— ব্রেখ্‌ট্‌-এর অভিনয়-পদ্ধতি তো শিখছে ছাত্ররা? এলিয়েশন— বিয়োজন? এপিক স্টাইল?

— হ্যাঁ, অবশ্য। আমরা চেষ্টা করছি। এবং চীনে ব্রেখ্‌ট্‌-এর পদ্ধতি শেখাতে কোনো অসুবিধে নেই। ব্রেখ্‌ট্‌ নিজের ওপর ক্যান্টন অপেরার প্রভাব স্বীকার করেছেন। ওঁর এপিক-স্টাইলটা চীনা চিরায়ত নাটকেরই স্টাইল। চীনা অপেরা ঐরকম বিয়োজিত বর্ণনার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে, ঐ রকম প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নিজ পরিচয় দিয়ে গল্পের খেই ধরিয়ে চরিত্রের নাট্যমধ্যে ঢুকে যাওয়া, এবং পরমুহূর্তে নাটকের বাইরে বেরিয়ে এসে আবার বর্ণনা— এসব চীনা অপেরার প্রাত্যহিক অভ্যাস।

—বিশেষত গানের ব্যবহারের ব্রেখ্‌ট্‌ তো পুরোপুরি চীনা অপেরার অনুসরক?

— হ্যাঁ, সম্পূর্ণ। একই উদ্দেশ্যে এবং একই ঢঙে তিনিও গান ব্যবহার করেছেন। তাই ব্রেখ্‌ট্‌-পদ্ধতিটা কোনো সমস্যাই নয় চীনে চীনা শিল্পী-মনকে বরং বাস্তববাদী নাটকে প্রবেশ করানোই কঠিন। চীনের ঐতিহ্য বাস্তবোত্তর শিল্পের— কি কাব্যে, কি উপন্যাসে, কি চিত্রকলায়, কি অপেরায়। "লাল প্রাসাদের স্বপ্ন" যাদের উপন্যাসের আদর্শ, বা "বানর-রাজার স্বর্গে অভিযান" যাদের নাটকের প্রতিরূপ, তাদের পক্ষে ইবসেন-চেকভের রস গ্রহণই অনুশীলন সাপেক্ষ। তাই আমরা ব্রেখ্‌টের চেয়ে ঢের বেশি জোর দিই আঁতোয়ান, সাক্‌স্‌-মাইনিংগেন এবং স্তানিসলাভ্‌স্কির পদ্ধতির ওপর। অভিনেতাদের মনগুলো যেন আশৈশব অভ্যাসের সহজ পথে না ছোটে, সম্পূর্ণ ভিন্ন

ও বিজাতীয় চিন্তায়ও যেন অভ্যস্ত হয়, সেটাই আমাদের চেষ্টা। অভিনেতার চিন্তাপদ্ধতিকে বার বার ভেঙে তছনছ ক'রে দেয়ায় আমরা বিশ্বাস করি, যাতে তার চিন্তা আরামপ্রিয় ও অলস না হয়। তাই আমরা পিকিং-অপেরার পরেই ওদের ৎসাও-ইউর নাটক করাই, তারপরই আবার শেক্সপিয়ার। ওদের এক জায়গায় তিষ্ঠোতে দিই না, হাঁফ ছাড়তে দিই না। ওদের বিপর্যস্ত ক'রে দিই। আমাদের মতে শিক্ষায় ডায়ালেকটিক্স্ প্রয়োগ এইভাবেই হওয়া উচিত। কূপমণ্ডূকতাই হচ্ছে প্রকৃত অশিক্ষা। গতানুগতিকতাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক চিন্তার শত্রু।

অধ্যাপক ওয়েই চাও-ফেং এসে ঢুকলেন এ-সময়ে। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, ভারতের নাট্যশাস্ত্রের বিষয়ে আমাদের একটা ক্লাস ছিল, অধ্যাপক নিয়ে তাও-সান নিতেন। এখন আর নেই। অনেক কিছু আপনাদের দেখাতে পারলাম না। ইনস্টিটিউটের যা হাল করেছে চার দুর্বৃত্ত!

আমরা কথঞ্চিৎ হতবাক হলাম। এই বিপুল শিক্ষায়তনের কর্মচাঞ্চল্যের ওপরে আরো কী দেখাতেন এঁরা কে জানে? সে কথা তুললাম, বললাম, আমাদের তো দেখে একবারো মনে হোলো না চার দুর্বৃত্তের কোনো অপকীর্তির চিহ্ন রয়েছে?

সকলে বিস্ময়সূচক ধ্বনি ক'রে উঠলেন। চেন ফুন মৃদু হাস্য সহকারে বললেন, আমাদের ছ'জন অধ্যাপক আত্মহত্যা করেছেন অত্যাচারের ফলে। ভারতের নাট্যশাস্ত্র যিনি পড়াতেন তিনিও।

অধ্যাপক শু চি-পিং, আধুনিক অভিনয় শিক্ষক, বললেন, যা দেখেছেন সব মোটে গত আড়াই বছরে পুনর্গঠিত, পার্টির যত্নে, রাষ্ট্রের সাহায্যে। সব ভেঙে দিয়েছিল।

অধ্যাপক ওয়েই চাও-ফেং বললেন, ধরুন আমি। আমাকে ওরা পুঁজিবাদী লাইনের প্রবক্তা আখ্যা দিয়ে ক্লাস থেকে মারতে মারতে বার ক'রে দিল। আমার সব বইপত্র ছিঁড়ে পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিয়েছিল। দশ বছর এ-বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি।

অধ্যাপক চি-পিং বললেন, লিন পিয়াও একটা লিখিত সার্কুলার জারি করেছিল, ১৯৪৯ সাল থেকে চীনে যা হয়েছে সব তো প্রতিক্রিয়াশীল বটেই, ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকেও একটিও বিপ্লবী ছিল না চীনে, একটিও মহৎ সৃষ্টি হয়নি-- সব জঞ্জাল। আর এই শিক্ষায়তন তো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ওদের নেকনজরে পড়লো।

—স্তানিসলাভ্স্কি নিষিদ্ধ হলেন?

—স্তানিসলাভ্স্কি-ব্রেখ্ট্ তো বটেই, ওঁরা চের্নিশেভ্স্কি, বেলিনস্কি, দ্রব্রোলিউবভ, সব বে-আইন করলো। আমরা তো অপেক্ষা করছিলাম লেনিন বে-আইনী হবেন কবে। তিন পূর্বসূরী অস্তাচলে গেলে তারপর স্বাভাবিক পারম্পর্যে লেনিনের নামটা আসা উচিত। এখানকার শিক্ষকদের শতকরা নব্বইজনকে নিয়ে গেল কয়েদখানায়, কারণ তাঁরা নাকি "ভূত ও দানব"। এবং আমরা সবাই প্রবল মারধোর খেলাম, নির্যাতন সইলাম।

—পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে ওরা যে বিপজ্জনক লাইন নিয়েছিল, তার ফলে এখানে কী হোলো? আপনাদের তো পাশ্চাত্য মার্গ সংগীতের আলাদা বিভাগ রয়েছে দেখলাম।

সংগীতের অধ্যাপক রেন-হে চুলে হাত চালিয়ে ধীরে উচ্চারণে বললেন, সে যে ক্ষতি হয়েছে আর বলবার নয়। আমাদের টেপ-এর বিরাট লাইব্রেরি ছিল। রেকর্ডও আমরা জমিয়েছিলাম চোদ্দ হাজার, সেই ৪৭ সাল থেকে। ওরা টেপগুলো ছিঁড়ে আগুন দিল ঐ খানটায়—

—বেঠোফেন, বাখ, মোৎসার্ট, ব্রামস্, চাইকভস্কি সব ছিল আমাদের। পুড়ে গেল। দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে দিল। জানেন ৩৮ স্পীডের চারটি রেকর্ডের একটা সেট ছিল, টস্কানিনি আর ফুর্টভাংলারের একটি আলোচনা, এবং তারপর দুজনেরই পরিচালনায় একই সঙ্গীত— সেটা ছিল শুবার্টের অসমাপ্ত সিম্ফনির প্রথম মুভমেন্ট, ছাত্ররা একই সঙ্গীতের দুই ব্যাখ্যা শুনে চট ক'রে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মূল একটা কথা বুঝে ফেলত। রেকর্ডগুলো বেরিয়েছিল ১৯৩৯ সালে, বিশ্বযুদ্ধের আগে। আর পাওয়া যাবে না সেসব।

সঙ্গীতসাধকের সেই যন্ত্রণায় অভিব্যক্তি কলমে ধরি এমন সাধ্য বা স্পর্ধা কোনোটাই আমার নেই।

উপাধ্যক্ষ লিউ হয়াই চিং বললেন, অধ্যাপক রেন-হে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে প্রবল নির্যাতন ভোগ করেন।

রেন-হে বললেন, হ্যাঁ, আমি গিয়ে বলতে চেষ্টা করি, যা পোড়াচ্ছেন এবং ভাঙ্গছেন তার একটা বড় অংশ মহান ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে সৃষ্ট। এ সব নষ্ট করার আগে বলুন, ফরাসী বিপ্লব প্রতিক্রিয়াশীল, তারপর এ সব ভাঙবেন। বলি বেঠোফেন প্রতিক্রিয়াশীল কিনা সে-বিচার আগে করবেন জর্মন ও অস্ট্রিয়ান শ্রমিকশ্রেণী, আপনারা অনধিকার-চর্চা করছেন।

—তারপর?

— মারধোর হোলো। ও কিছু নয়।

শু বললেন, আমাদের বাড়ি থেকে সব বই লুঠ ক'রে নিয়ে গেছে।

ওয়েই বললেন, শুধু এখানে নয়, স্কুল-কলেজ মাত্রেই মারামারির সদর দপ্তর হয়ে উঠেছিল, কারণ লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত ঘোষণা করেছিল শিক্ষকরা হচ্ছে নবম শ্রেণীর বদমায়েশ (ninth category of scoundrels), সুতরাং ছাত্রদের উচিত বিদ্রোহ করা। ছাত্রদের মধ্যে যারা পড়াশোনায় কাঁচা, যারা পরীক্ষায় ফেল করে, তারা প্রথমেই এতে নেচে উঠলো। শিক্ষককে ক্লাসের মধ্যে অপমান করার সুযোগ তারা হারাবে কেন? বিশেষত পেছনে যখন কিছু সর্বোচ্চ নেতার সমর্থন রয়েছে। আর যেসব

ছাত্র শিক্ষককে সম্মান করতো, তাদের চিয়াং চিংরা তাদের "প্রকৃত বিদ্রোহী ছাত্র" আখ্যায় বরণ করে নিলেন। পড়াশোনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল সারা চীনে।

শোভা প্রশ্ন করলো, এই ইন্স্টিটিউটের ছাত্ররাও কি অমন বিদ্রোহ করেছিল?

উপাধ্যক্ষ বললেন, দুর্ভাগ্যবশত এখানকার ছাত্রদের এক বৃহদাংশ উগ্রপন্থীদের প্রভাবে যায় এবং তারাই প্রথমে আমাদের গায়ে হাত তোলে। সেটাই মনে লাগে। আমাদের মধ্যে যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন, তাঁরা প্রধানত এই কারণেই করেছেন। নিজের হাতে-গড়া ছাত্রের হাতে লাঞ্ছনা তাঁরা সইতে পারেন নি।

*　　　　*　　　　*

ইনস্টিটিউটে আমার বক্তৃতা ছিল বিকেলে। ভারতের বর্তমান নাট্যপরিস্থিতি সম্পর্কে বললাম যথাসাধ্য। বাণিজ্যিক নগ্ননারীর বিরুদ্ধে গণনাট্য আন্দোলনের কথা, সাম্প্রতিক কালে নাটকের ওপর কংগ্রেসি ঝটিকা-বাহিনী ও পুলিশের হামলার কথা, বর্তমানে বাংলার বামপন্থী সরকার কর্তৃক নাট্যোন্নয়নের প্রয়াসের বিষয়। লু-শুনের আ-কিউ অবলম্বনে চেতনা সংস্থার জগন্নাথ, গণনাট্য সংঘের সীমান্তিক শাখা কর্তৃক প্রয়োজিত চেন চি-তুঙের লং মার্চ। পি-এল-টির কাজ, তারপর "লাল লণ্ঠন" সম্পর্কে বলবো কিনা একটু ভেবে পরীক্ষামূলকভাবে বলেই দিলাম। হাস্যরোল উঠলো প্রেক্ষাগৃহে। "লাল লণ্ঠন" চিয়াং চিঙের আটটি মডেল-অপেরার একটি যে। এই হাসির সূত্র ধরে আমি আমাদের নাট্য আন্দোলনে অধ্যক্ষ মাও-এর নাম নিয়ে চিয়াং চিঙের অনুচররা যে তাণ্ডব লাগিয়েছিল তা বিবৃত করলাম এবং পূর্বসূরী সব মনীষীদের নামে কলংকলেপনের লজ্জাকর প্রয়াসের কথা বললাম।

প্রশ্নের সময়ে বিদ্যার তীর্থক্ষেত্র শাংহাই-এর সজাগ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী মনের অবিস্মরণীয় পরিচয় পেলাম। আমার যাত্রা-পালা "মাও ৎসে-তুং" সম্পর্কে প্রশ্ন এল, এবং গোপন করব না, আমার মতন অকিঞ্চিৎকর মানুষের স্পর্ধিত এক প্রয়াসের খোঁজ তাঁরা রেখেছেন একটা ভেবে বড় গর্ব হোলো।

পরের প্রশ্ন— আপনি নাকি বান্দুং সম্মেলনে যাওয়ার পথে চু এন লাইকে হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নাটক লিখেছেন? আমরা ততক্ষণে থ হয়ে এসেছি। কাদের কাছে বাংলার নাটক সম্পর্কে বলতে এসেছি? এঁরা বোধ হয় আমাদের চেয়ে বেশি জানেন। "তুরূপের তাস" পালা সম্পর্কে খানিক বলার পর আলোচনা ক্রমশঃ যাত্রার আঙ্গিকের দিকে চলে গেল। প্রশ্নের খেই ধরে শাংহাই নাট্য শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীদের মনের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে—

— মাও ৎসে-তুং পালা আপনি বলছেন হুনান বিদ্রোহ থেকে চীনের মুক্তি পর্যন্ত। এতবড় কাহিনী তো থিয়েটারে দেখানো সম্ভব হোতো না। নিশ্চয়ই ঐ যাত্রার আঙ্গিকের বিশেষ ক্ষমতা আছে, আস্ত ইতিহাস তুলে ধরার। সেই আঙ্গিকটা কী?

— এরিনা থিয়েটারে দর্শক থাকে উঁচুতে, সে পুরো এরিনাটা দেখতে পায়। যাত্রায় দর্শক নীচে থাকে, আসরটা উঁচু। কি ক'রে এ-সসম্যার সমাধান হয়?

— দর্শক-মাটিতে বসলে স্বভাবতই আলোকসম্পাতের প্রশ্ন ওঠে না, কারুর না কারুর চোখে বিঁধবেই। তাহলে যাত্রা কি সম্পূর্ণ অভিনয়-নির্ভর?

— খোলা বড় জায়গায় অভিনয় করতে করতে অভিনেতা কি একটা কৃত্রিম স্টাইলের দিকে ঝোঁকেন না? এমন কি নিজের অজান্তে একটা স্টাইল গড়ে ওঠে না?

— যাত্রার অভিনয় আজকাল ব্যস্ত ধর্মী, আপনি বলেছেন। তাহলে অত দর্শককে অত কম আলোয় কি ক'রে অভিনেতা কথা শোনান এবং দেহ-সঞ্চালন দেখান?

— যাত্রার অভিনেতাদের রাজনৈতিক চেতনা কোন স্তরে রয়েছে? কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রভাব কি তাঁদের ওপর রয়েছে?

— তাঁদের ট্রেড-ইউনিয়ন আছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসছে উৎসুক মুখ থেকে। এসব লোক-দেখানো প্রশ্ন নয়, উত্তরগুলো লিখে নিচ্ছে তারা দ্রুত হাতে। অন্যদেশের লোকনাট্য তাদের স্বাভাবিক আগ্রহের বস্তু, আন্তরিক শ্রদ্ধার পাত্র।

* * *

শাংহাই হচ্ছে চীনের সাংস্কৃতিক রাজধানী, বিশ্বের দিকে তাকাবার বৃহৎ বাতায়ন। শাংহাই-এর সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা এককালে সঙ্গে এনেছিল য়ুরোপীয় ভাষা ও কৃষ্টি, সাম্রাজ্যবাদীদের সমুখে ছুঁড়ে ফেলে চীন তাদের সংস্কৃতিকে বুকে তুলে নিয়েছে। শাংহাই ৪ ঠা মে (১৯৭৯) আন্দোলনের পীঠস্থান। এখানে ১০৬ নম্বর ওয়াং ৎসে রোডে হয় চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস, যেখানে সাজানো রয়েছে চীন-বিপ্লবের আদিপর্বের অতি-অর্থবহ এক প্রদর্শনী। শাংহাই লু-শুনের কর্মক্ষেত্র। সিচুয়ান রোড উত্তরে গেলে হংকু পার্কের কাছে তাঁর গৃহটি এমনভাবে রক্ষিত, বই-পত্র কলম এমনভাবে অগোছাল ছড়ানো, যে মনে হয় মনীষী বাইরে গেছেন কোনো কাজে, এখুনি ফিরে এসে কলম নেবেন। হংকু পার্কেই তাঁর সমাধি। এই শাংহাই-এ ওয়েন হুয়া স্কোয়ারের কাছে ডাক্তার সুন ইয়াৎ-সেনের বাসগৃহ।

শাংহাই সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র (কনসের্ভেতোয়া) পাশ্চাত্য সংগীতে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত পাল্লা দিত মস্কো এবং পারি শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে। বর্তমানে দুর্বৃত্তদের বর্বর খেলার ফলাফল থেকে দ্রুত মুক্ত হচ্ছে এই বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এখন এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন বিপ্লবী সংগীতকার চীনের গেরিলাদের গানের রচয়িতা কমরেড হো লু-তিং, বিশ্বের সাংস্কৃতিক কর্মীমাত্রেই যাঁর উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে জানান অন্তরের প্রণাম, এবং যিনি চার দুর্বৃত্তের কারাগারে সাত বছর কাটাবার পর অধ্যক্ষ মাও-এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ মুক্তি পান।

এখানে এগারোটি শিশু-প্রাসাদে শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরা ছ'বছর বয়স থেকে খেলাচ্ছলে বিদ্যুৎশক্তির যাবতীয় রহস্য আয়ত্ত করছে, টেলিভিশন সেট তৈরী করছে, নিউক্লিয়ার জাহাজের হুবহু মডেল তৈরী করছে, বেতারে পরস্পরের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছে। এখানে তারা ছবি আঁকছে, কাগজ কেটে আশ্চর্য রঙীন নকশা তৈরী করছে, সত্তর-আশি জনের অর্কেস্ট্রায় মিলিত হয়ে ভোজাকের নিউ ওয়ার্ল্ড সিমফনি বাজাচ্ছে, চীনা বাদ্যযন্ত্রে "আনন্দ" নামে সাম্প্রতিক জনপ্রিয় সুর বাজাচ্ছে, কার্টুন চলচ্চিত্রের ছবি আঁকছে, ব্যালে নাচছে, চীনা লোকনৃত্য অনুশীলন করছে। শাংহাই জেলা-শিশু-প্রাসাদে এরকম ১৩৬০ টি শিশু ও কিশোর ৮২ টি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ৩৮ টি নানা বিষয় নিয়ে খেলছে। এখান থেকে প্রতি ছ'মাস অন্তর অনুসন্ধানী টীম চলে যায় সব বিদ্যালয়ে, সবচেয়ে ছোট ক্লাসের বাচ্চাদের কোনদিকে প্রতিভা সেটা বিচার করে, তারপর নিকটতম শিশু-প্রাসাদে তাকে সেই বিভাগে ভর্তী করে দেয়। এই সব শিশু-প্রাসাদ থেকে গলায় লাল রুমাল বাঁধা শিশুর মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে সারা দেশ সফরে বা পাহাড়ে চড়তে, সাঁতার কাটতে, কারখানার কাজে সাহায্য করতে, কমিউনের সদস্যদের সঙ্গে ট্র্যাক্টর চালাতে, বীজ বুনতে, ফসল তুলতে।

নূতন চীন গড়ে উঠছে চৌকস হয়ে পূর্ণাঙ্গ হয়ে, শরীর ও মন দুয়েরই পরিপূর্ণতা নিয়ে।

দুর্বৃত্তদের দর্শন

প্রশ্ন॥ লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত তাদের অগ্রগতির কোনো "দার্শনিক" ভিত্তি স্থাপন করার চেষ্টা করছিল কি? মার্কসবাদ "লেনিনবাদ" মাওচিন্তার কোনো গুরুতর বিকৃতি না ঘটিয়ে তাদের পক্ষে এক কদম আগে বাড়াও তো বোধ হয় সম্ভব ছিল না। তাদের তত্ত্বগত কথাবার্তাগুলো কিরকম ছিল?

উত্তর॥ তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওচিন্তার এমন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিল, যাতে মানুষ মার্কসবাদের গভীরে কখনো না যেতে পারে। ওদের হাতে মার্কসবাদ তাৎক্ষণিক সমস্যার অবিলম্ব সমাধান, মাথাধরার এসপিরিন, রোগের টোটকা ওষুধ। লিন পিয়াও অধ্যক্ষ মাও-এর উদ্ধৃতি-সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছিল : "প্রথমে মথায় রাখুন সুনির্দিষ্ট কোনো সমস্যা, তারপর মাও-এর লেখা পড়ুন এবং তার সৃষ্টিশীল প্রয়োগ করুন। পড়া এবং প্রয়োগকে যুক্ত করুন। যেটা এখুনি প্রয়োগ করতে হবে সেটা আগে পড়ুন— তবেই চট করে ফল পাবেন (so as to get quick results)"। এটা লিখতে লিন পিয়াও-র ত্রিশটি চীনা অক্ষর লেগেছিল। ত্রিশ অক্ষরের এই হোমিওপ্যাথির প্রেসকৃপশানে লিন পিয়াও মাওচিন্তার ব্যবহারিক নগর ফল বুঝিয়ে দিলেন।

প্রশ্ন॥ মাও-এর উদ্ধৃতি-সংকলন অর্থাৎ লাল-বইটি অনেকের কাছে আড়ষ্ট,

খাপছাড়া, এমন কি বিপজ্জনক মনে হয়েছিল, কারণ মাও চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি মোটেই ছিল না। চার দুর্বৃত্তও কি লিন পিয়াওর চোখেই মাও-এর রচনাবলীকে দেখত?

উত্তর॥ হ্যাঁ। ১৯৭১ সালে চাং চুন-লিয়াও সোজা ঘোষণা করে, ত্রিশ অক্ষরের ঐ ডাক্তারি নির্দেশটি তারই লেখা, লিনের নামে ছাপা। কিছু উদ্ধৃতি একত্র ক'রে তার কোনটা লাগানো যায়— লিন পিয়াওর এই আশ্চর্য অন্বেষণকে আরো বিশদ ক'রে তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছিলেন ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে সেনাবাহিনীর অফিসারদের এক সভায় : "কিভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পড়বো? আমার প্রস্তাব হচ্ছে প্রধানত কমরেড মাও ৎসে-তুঙের রচনা পড়লেই চলবে। সেটাই হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শেখার পাকদণ্ডী (Short cut)। কেন? কেননা মার্কস, এংগেলস, লেনিন ও স্তালিনের রচনাবলী বড় বিপুল (too voluminous), এবং তাতে এমন সব ব্যক্তি ও স্থানের নামের ছড়াছড়ি যার মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না (You can never make head or tail of)।... কিন্তু মাও-এর রচনা পড়লে তৎক্ষণাৎ তা প্রয়োগ করা যায়। এটা অতি লাভজনক (extremely profitable)"। মাও চিন্তা এখানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সম্প্রসারণ নয়, মার্কসবাদের হেঁয়ালীর বিরোধী। মাও এবং মার্কসবাদকে মুখোমুখি পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছেন লিন পিয়াও।

আরো শুনুন লিনের বক্তৃতা : "মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বড় দূরের জিনিষ (too far from us)। কেউ কেউ বলেন 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থটি নাকি আমাদের সব তত্ত্বের ভিত্তি। আসলে ও-বইটা শুধুমাত্র পুঁজিবাদী সমাজের নিয়মগুলির ব্যাপারটা সমাধান করেছে।... মার্কসীয় গ্রন্থগুলিতে অনেক সময় নূতন কিছুই থাকে না, থাকে পুরাতন ধারণা। পুরাতন উপাদান এবং পুরাতন উক্তির নূতন ঘন্ট (rehash)।" মার্কসবাদকে নাকচ করার ব্যাপারে লিন পাল্লা দিয়েছিলেন বিশ্বের সেরা পুঁজিবাদী প্রচারকদের সঙ্গে। মার্কসবাদকে নাকচ করে মাও পড়তে হবে, এই ছিল তাঁর তত্ত্ব। অর্থাৎ গাছের গোড়া কেটে পাতা বাঁচাতে হবে।

প্রশ্ন॥ লাল-বইটা দেখে আমাদের ধারণা হয়েছিল অধ্যক্ষ মাও-এর রচনাও গভীর অভিনিবেশ সহকারে সম্যক পড়া লিন পিয়াওর পছন্দ ছিল না।

উত্তর। ধারণা সঠিক। সেখানেও তিনি শর্টকাট আবিস্কার ক'রে বসলেন। মার্কস-এংগেলস-লেনিন-স্তালিন বড় বেশি লেখেন, তাই মাও পড়, আবার মাও বড় বেশি লেখেন বলে তাঁরও কয়েকটা উদ্ধৃতি মাত্র মুখস্থ করো। আর তিনটি মাত্র প্রবন্ধ পুরো পড়তে হবে, "জনগণের সেবা করো", নর্মান বেথুন স্মরণে" এবং "সেই নির্বোধ বৃদ্ধ যে পাহাড় সরিয়েছিল"। এই তিনটে লেখা থেকে মাও-এর দর্শন, সমাজ-বিশ্লেষণ, রণকৌশল, রণনীতি, সমাজতান্ত্রিক সমাজ-গঠন, নানা শ্রেণীর মূল্যায়ন, সব বুঝে ফেলতে হবে। যেখানে-সেখানে তখন দেখা যেত জনসমাবেশ ক'রে ঐ তিনটি ক্ষুদ্র

প্রবন্ধ পড়া হচ্ছে। ক্রমশঃ বোঝা গেল আদতে মাওচিন্তা যেন জনগণের কাছে না পৌঁছয় তাই মামুলি তিনটি ক্ষুদ্রকার রচনার তাদের বেঁধে রাখা হচ্ছে। চারিদিকে মাও-এর নামে জয়ধ্বনি, অথচ মাও-এর "দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে", "প্রয়োগ সম্পর্কে", "নয়াগণতন্ত্র প্রসঙ্গে", "জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সমাধান কিভাবে হবে," "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সম্পর্কে", "দশটি মহাসম্পর্ক" প্রভৃতি ঐতিহাসিক সৃষ্টিগুলি পড়া হবে না। তার মানে কী? তার মানে মাও শুধু একটি নাম, একটি প্রতীক, একটি অপ্রয়োজনীয় নিশানে পরিণত হবেন। যাতে প্রকৃত ক্ষমতা হাতে নিতে পারেন লিন পিয়াও।

প্রশ্ন॥ মাও চিন্তার এই অবলুপ্তির প্রতিবাদ হয়নি?

উত্তর॥ হয়েছে। সজোরে প্রতিবাদ করেছেন অনেক অভিজ্ঞ পার্টি নেতা। যেমন ধরা যাক, অধ্যক্ষমাও নিজে। লুশান সম্মেলনে লিন পিয়াও এবং চেন পো-তার মাও-প্রশস্তির মুখোস মাও নিজেই খুলে দিয়েছিলেন। তারপর কমরেড লো জুই-চিন। তিনি বললেন, "মাথায় সুনির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে মাও-এর উদ্ধৃতির দোকান থেকে তার তৈরী উত্তর (readymade answers) কিনে নেয়ার কথাটা বিশেষ অনিষ্ট করছে। অথচ যাঁরা পরম্পরায় মাও-এর সব রচনা পড়েন, এবং সংগ্রামে মাওচিন্তার অবস্থান (stand), দৃষ্টিকোণ এবং প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, তাঁদের সম্পর্কেই বলা হচ্ছে যে তাঁরা অধ্যায়ন এবং বাস্তব জীবনকে একাঙ্গ করতে পারছেন না। কিন্তু ব্যক্তি এমনভাবে মাওচিন্তা অধ্যায়ন করছেন যা মাওচিন্তাকে সরাসরি লঙ্ঘন করছে (violates)। বিচ্ছিন্ন কিন্তু অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করার আসল অর্থ হচ্ছে প্রয়োগ থেকে তত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন করা।" পরে এ-জন্য কমরেড লো জুই- চিনের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চলে।

প্রশ্ন॥ অধ্যক্ষ মাও-এর রচনা থেকে প্রসঙ্গবিহীন আধখানা কথা উদ্ধৃত করার প্রত্যক্ষ ফল কি রকম হোতো? উদাহরণ দেবেন?

উত্তর॥ নিশ্চয়ই। ধরুন, মার্কসবাদ বলে প্রতি দ্বন্দ্বের দুই পক্ষ, দুই দিক থাকে। অধ্যক্ষ মাও "দশ মহাসম্পর্ক" প্রবন্ধে এবং আরো অনেকবার রাজনীতি ও অর্থনীতি মধ্যেকার ডায়ালেকটিকাল সম্পর্কের কথা বলেছেন, বিপ্লব ও উৎপাদনের ডায়ালে-কটিকাল সম্পর্কের কথা বলেছেন। সবটা মিলে একটা তত্ত্ব, একটা থিওরী। চার দুর্বৃত্ত শুধুমাত্র এক পক্ষ বেছে নিল, এক দিক বেছে নিল। যেখানে মাও বলেছেন বিপ্লবকে বাদ দিয়ে যে উৎপাদন ব্যবস্থা সেটা বুর্জোয়া সমাজের দিকে আমাদের নিয়ে যাবে, সেই কথাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরা। তার পক্ষেই মাও অন্য দিকটা ব্যাখা ক'রে বলছেন,উৎপাদন বাদ দিয়ে যে রাজনীতি তার নাম নৈরাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র নয়। দুর্বৃত্তেরা ওদিকটা সম্পূর্ণ চেপে গেল। শুধু বিপ্লব, উৎপাদন নয়— এটাই যেন মাও-এর কথা, এমনি ধারা প্রচার শুরু করলো। বললো, "বিপ্লবের প্রয়োজনে আর সব মুলতুবি

রাখা যায়"। বললো, "বিপ্লবকে এগিয়ে নাও, উৎপাদন নিজে থেকে বাড়বে"। এসব ওদের স্লোগান ছিল। অধ্যক্ষ মাও-এর কাটা-ছেঁড়া উদ্ধৃতি দিয়ে তারা এইসব স্লোগানকে জোরদার করেছিল, এবং তার ফল হোলো এই— সারা চীন কলকারখানায়, খনিতে, গণকমিউনে উৎপাদনে বিপর্যস্ত হোলো।

তারপর ধরুন কয়েকটা উদ্ধৃতিকে বার বার উচ্চারণ করে সেগুলোকে বাইবেল বানিয়ে আর ঈশ্বরের মত অনবরত অধ্যক্ষ মাও-এর নাম ব্যবহার ক'রে ওরা মার্কসবাদকে ধর্মবিশ্বাসে (dogma) পরিণত করতে চাইল। মাও চিন্তা একটা জীবন্ত গতিশীল ধারা; তাকে ওরা মৃত কিছু উদ্ধৃতি বানালো। নদীর প্রবাহকে ওরা কিছু বদ্ধ ডোবায় (cesspools) পরিণত করলো। অন্ধ বিশ্বাস— ওরা মানুষের কাছে দাবী করলো ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস। মার্কস্‌বাদ একটা বিজ্ঞান, তাতে এধরনের অতিমানবের পায়ে মাথা কোটার কোনো স্থান নেই। কিন্তু লিন পিয়াও বলেছিলেন, "যে-কোনো কথা অধ্যক্ষ মাও-এর মুখ থেকে বেরোয়, সেটাই সত্য।" তারপর— "তাঁর একটি বাক্য সহস্র বাক্যের সমান"। আবার, "আপনারা যা বুঝেছেন তাই করুন, যা বোঝেননি তাও ক'রে যান।" মাওচিন্তার চরম লাঞ্ছনা। মাওচিন্তাকে তার গতিশীলতা ও ক্রমবিকাশ-সমেত না বুঝলে তাঁকে অগত্যা অনড়, চরম ও পরম কতকগুলি "মহাপুরুষের বাণী" আবিষ্কার করা ছাড়া পথ কী থাকে? অধ্যক্ষ মাও বারংবার এরকম অবৈজ্ঞানিক মোহান্তবাদের প্রতিবাদ করেছেন, যেমন, "কেউ যদি দাবী করে যে কোনো কমরেড— হয়তো কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো সদস্য বা আমি— গোড়া থেকেই চীন বিপ্লবের নির্ধারক নীতিগুলি সম্যক বুঝে ফেলেছিল, তাহলে সে এক চালিয়াৎ (braggart), আপনারা কখনো যেন তার কথা বিশ্বাস করবেন না।"

আরেক উদাহরণ ধরুন। মাও বলেছিলেন, "মার্কস্‌বাদী তত্ত্ব সম্পূর্ণ আয়ত্ত (master) ক'রে তা প্রয়োগ করা প্রয়োজন, প্রয়োগ করার জন্যই আয়ত্ত করা প্রয়োজন।" লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার কথাটা ছাঁটাই করে শুধু প্রয়োগের কথাটা বলতে লাগলো। লিন পিয়াও সেই সূত্রেই মাওচিন্তাকে একেবারে বুর্জোয়া বাজারের ভাষায় "লাভজনক" আখ্যা দিলেন। চাং চুন-চিয়াও আরো এগিয়ে বললো, "মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী রচনাগুলো এটম বোমার মতন, হাইড্রোজেন বোমার মতন। তার এইজন্য উপকারী (useful) যে তা দিয়ে মানুষকে ভয় দেখানো যায়।" অর্থাৎ প্রোলেতারীয় মানবিকতাবাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, সমাজতন্ত্র গঠন, সাম্যবাদে উত্তরণ— এইসব কথাবার্তার কোনো মূল্যই নেই চাং-এর কাছে। মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ তার কাছে স্থূল একটা লাঠির মতন, মাথা ফাটায় বলেই তা প্রয়োজনীয়। এইরকম নির্লজ্জ ব্যবহারবাদে (pragmatism) এসে উপনীত হয়েছিল দুর্বৃত্তরা, যার সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনের কোনো মিলই নেই।

আরো দেখুন— মাও-এর বিখ্যাত উক্তি, "বিপ্লবের মূল প্রশ্ন হোলো রাজনৈতিক ক্ষমতা (Political Power)।" ১৯৬৬ সালে লিন পিয়াও "রাজনৈতিক ক্ষমতা" কথাটার ব্যাপক, সর্বাত্মক অর্থ চেপে দিয়ে শুধু "দমন করার ক্ষমতা" হিসেবে ব্যাখা করলেন। অর্থাৎ অধ্যক্ষ মাও-এর খণ্ডিত তত্ত্বের সাহায্যে তিনি বহু মানুষকে হত্যা করার সংকল্প প্রকাশ করলেন। পরে জানা গেল সেই মৃত্যু তালিকায় স্বয়ং অধ্যক্ষ মাও-এর নামই শীর্ষস্থানে। যারা বলে রাজনৈতিক ক্ষমতা মানে শুধু দমন করার ক্ষমতা (power to suppress), তারা মাওচিন্তাকে কোন নিকৃষ্ট স্তরে নামিয়ে এনেছিল বুঝতেই পারেন। তাদের কথা যদি সত্য হয় তাহলে মাও চিন্তা আর হিটলারের চিন্তায় কোনো পার্থক্য নেই। চাং চুন-চিয়াও ১৯৭৫ সালে প্রবন্ধ লিখলো, "বুর্জোয়াদের ওপর সর্বাত্মক একনায়কত্ব কায়েম করা সম্বন্ধে।" তাতে সে উদ্ধৃতি দিল অধ্যক্ষ মাও-এর ১৯৪৫ সালের একটি বক্তৃতা থেকে যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে! তখন একটি গ্রাম মুক্ত করতে লালফৌজ কী বেগ পেয়েছিল মাও তার কাহিনী বলেছিলেন। চাং চুন-চিয়াও অবলীলাক্রমে কথাটা উদ্ধৃত করে বললো— সেরকম বুর্জোয়া দুর্গ এখনো নাকি অনেক রয়েছে। এর চেয়ে অসৎ কিছু বোধকরি শ্রমিক-সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে আর হয়নি। নজিরবিহীন এই অসাধুতার উদ্দেশ্য ছিল "বুর্জোয়া দুর্গ" রব তুলে বহু মানুষ ও পার্টি নেতাকে কোতল করা। এবং সেটা অধ্যক্ষ মাও-এর নামে করা।

প্রশ্ন॥ আপনাদের পিকিং রিভিউ পত্রিকায় সম্প্রতি পড়েছি, চার দুর্বৃত্ত নাকি হঠাৎ অভিজ্ঞতাবাদ নিয়ে খুব আন্দোলন শুরু করেছিল, এবং অধ্যক্ষ মাও তাদের তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন, যারা আজ অভিজ্ঞতাবাদের নিন্দা করছে তারা নিজেরাই অভিজ্ঞতা-বাদী। ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়নি। বুঝিয়ে বলবেন কি?

উত্তর॥ চার দুর্বৃত্তের দার্শনিক কথাবার্তা যে কতটা বাস্তব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সুবিধাবাদী তা এই আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হবে। প্রথমে "অভিজ্ঞতা" এবং "অভিজ্ঞতাবাদ" এ দুয়ের পার্থক্য বুঝতে হবে। অভিজ্ঞতা মূলত মানুষের পক্ষ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে চেতনায় গৃহীত হয়। যেকোনো তত্ত্বের মূলে থাকে অভিজ্ঞতা। এবং শুধু প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাবলীই নয়, বার বার একই প্রকার ঘটনা ঘটতে থাকলে, তাকে বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে আমরা যখন কোনো প্রতিপাদ্যে পৌঁছুই, ঘটনা থেকে সত্যে উপনীত হই, সেটাও অভিজ্ঞতা। আমরা যখন বলি, "সর্বহারা একনায়কত্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা," তখন সেটা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফল নয়, সেটা ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনা ও দৃষ্টান্ত থেকে বুদ্ধি-বিশ্লেষণের দ্বারা আহরিত।

কিন্তু "অভিজ্ঞতাবাদ" এক য়ুরোপীয় চিন্তা-পদ্ধতি যেখানে এরকম বুদ্ধি দিয়ে সত্য আহরণের স্থান নেই, তথ্য থেকে তত্ত্বে যাবার পথ নেই। সেখানে ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানই চরম।

সুতরাং চার দুর্বৃত্তেরা যখন অকস্মাৎ এই ক্ষয়িষ্ণু অভিজ্ঞতাবাদকে আক্রমণ করতে লাগলো, অনেকেই তখন মনে করলেন তারা যথার্থ মার্কস্‌বাদীর কর্তব্য করছে। কিন্তু অধ্যক্ষ মাও-এর চোখে ধুলো দিতে তারা পারেনি। মাও বললেন, "যারা শুধু অভিজ্ঞতাবাদ আক্রমণ করছে তারা নিজেরাই অভিজ্ঞতাবাদী, কেননা তারা অভিজ্ঞতাবাদকে আঘাত করার সময় গোঁড়ামির (dogmatism) বিরোধিতা করছে না।" মাও দেখেছিলেন, চার মহাদার্শনিক তাদের নিজেদের ক্ষুদ্র জীবনের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতাকে পরম জ্ঞান মনে করছে। তাদের ইন্দ্রিয়গত কিছু উপলব্ধিকে তারা অপরিবর্তনীয় এবং সামাজিক সত্য বলে মনে করছে। যেমন, নিজেদের জীবদ্দশায় তারা দেখেছে, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন যন্ত্রসভ্যতার স্বর্ণযুগে প্রবেশ করেছে এবং একই সঙ্গে সমাজতন্ত্র থেকে স্খলিত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তারা সিদ্ধান্ত টানলো, যন্ত্রের অগ্রগতিই এই পদস্খলনের কারণ, এবং চীনের সম্ভাব্য পদস্খলন নিবারণ করার জন্য এদেশে শিল্পায়নের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো। তারা বুদ্ধি-চিন্তা-বিচার বিশ্লেষণের দিক মাড়ালো না। তারা সোভিয়েৎ দেশের বিশেষ সমস্যাবলী ও পরিবেশ এবং চীনের বিশেষ পরিবেশের পার্থক্যটা বিবেচনা করলো না। তারা মার্কস্‌-এংগেল্‌স-লেনিন-স্তালিনের দ্রুত শিল্পায়নের নির্দেশগুলি অধ্যয়ন করলো না। শুধুমাত্রযন্ত্রের অগ্রগতিই যদি অনিবার্যভাবে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়, তবে মার্কস্‌, এংগেল্‌স্‌, লেনিন ও স্তালিনের রচনাবলীর এক বড় অংশ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কিন্তু চার দুর্বৃত্ত প্রকৃতই বুর্জোয়া অভিজ্ঞতাবাদী। তাদের কাছে ইতিহাসের অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই, নিজেদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই তাদের কাছে চরম নিয়ামক (determinant)। তাই অধ্যক্ষ মাও যখন তাদের অভিজ্ঞতাবাদী বলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে তাদের বামপন্থী গোঁড়ামির দায়েও অভিযুক্ত করেছেন। কোনো স্বঘোষিত কমিউনিস্ট যদি এভাবে প্রাকনির্ধারিত কোনো তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে এবং ইতিহাস ও বাস্তব পারিপার্শ্বিকের কোনো বিশ্লেষণ না করে, তবে তাকে অতিবামপন্থী মূর্খ ধর্মান্ধ (religious fanatic) ছাড়া আর কীই বা বলা যেতে পারে?

প্রশ্ন॥ কিন্তু ঐ অতিবাম দুর্বৃত্তরা হঠাৎ অভিজ্ঞতাবাদকে ঘটা ক'রে নিন্দা করতে বসলো কেন? উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর॥ তারা ইচ্ছাপূর্বক অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতাবাদ এই দুটি সংজ্ঞাকে গুলিয়ে দিচ্ছিল। ওদের উদ্দেশ্য ছিল বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং বিপ্লব-অভিজ্ঞ নেতাদের আক্রমণ করা। চু এন-লাই থেকে আরম্ভ ক'রে পার্টির শ্রেষ্ঠ নেতারা সবাই দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের বিপুল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। কেউ কেউ ১৯২১ সালের প্রথম পার্টি-কংগ্রেসের সময় থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। বেশির ভাগ নেতা, হুনান, নানচং, ক্যান্টন, শাংহাই প্রভৃতি বিদ্রোহ থেকে শুরু ক'রে, চিংকাং পাহাড়, লং মার্চ, ইয়েনান, জাপ-বিরোধী যুদ্ধ,

মুক্তিযুদ্ধ এবং কোরিয়ার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা-সমষ্টির মর্যাদা ভূলণ্ঠিত করতে চাইছিল দুর্বৃত্তরা, যাতে নেতৃত্ব তাদের মতন নবীন এবং অর্বাচীন করিৎকর্মাদের হাতে এসে পড়তে পারে। তাই অভিজ্ঞতার অসারতা প্রমাণ করা তাদের দরকার ছিল। কিন্তু মার্ক্সবাদী নাম ধারণ ক'রে বিপ্লবী অভিজ্ঞতাকে আক্রমণ করা যায় না। সুতরাং তারা বুর্জোয়া অভিজ্ঞতাবাদকে শিখণ্ডী দাঁড় করালো (set up a sitting duck), অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতাবাদের পার্থক্যটা চিৎকারে গুলিয়ে দিল, গণমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলো। লোকে ভাবতে লাগলো, প্রাচীন নেতাদের অভিজ্ঞতার দাবীগুলো হয়তো সত্যিই বিপজ্জনক ও অনিষ্টকর। এককথায় লোকে ভাবতে লাগলো, অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতাবাদ একই জিনিস। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে ইয়াও, চাং এবং চিয়াং এক ঘোষণালিপি প্রকাশ করে। তাতে এইভাবে দুটি আলাদা আইডিয়াকে ইচ্ছে ক'রে তালগোল পাকিয়ে এক ক'রে ফেলা হয়, এবং অভিজ্ঞতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বিপ্লবের মূলসূত্র (key-link) বলা হয়। মাও তাদের কঠোর সমালোচনা ক'রে বলেন—"কথাটা এইভাবে রাখা উচিত : সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো। সংশোধনবাদ বলতে অভিজ্ঞতাবাদ এবং বামপন্থী গোঁড়ামি, দুটিকেই বোঝায়। দুটিই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে সংশোধন করতে চায় : একটার উল্লেখ করছেন, অন্যটি করছেন না, এমন করবেন না।"

বামপন্থী গোঁড়মির উল্লেখ যে অতিবাম গোঁড়াদের রচনায় থাকতে পারে না, এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে অধ্যক্ষ মাও তাদের রাজনৈতিক চরিত্র নির্দিষ্ট করছেন। এভাবে মাও ৎসে-তুং অভিজ্ঞতাবাদের নামে বয়স্ক নেতৃবৃন্দের চরিত্রহননের পথও রোধ করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্বৃত্তদের অতিবাম বিচ্যুতির দিকেও তর্জনী নির্দেশ করলেন।

প্রশ্ন॥ বর্তমানে মাঝে মাঝে শুনি, লিন পিয়াও আসলে অতিবাম ছিল না, সে বামপন্থী শ্লোগানের আড়ালে দক্ষিণপন্থী পথ ধরেছিল। এর অর্থ আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় "দক্ষিণপন্থী" কথাটা চীনের মানুষের কাছে বিশেষ ঘৃণ্য বলেই লিন পিয়াওকে মূলতঃ দক্ষিণপন্থী বলা হচ্ছে। বামপন্থী বিচ্যুতির বীভৎস চেহারা চীনের মানুষের কাছে আজ স্পষ্ট হলেও তাকে তার সুনির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত না করাটা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। লিউ শাও-চি সম্পর্কেই বা কী ভাবছে পার্টি? তিনি কি "প্রতিবিপ্লবী", "বুর্জোয়ার দালাল", "রেনেগেড" ইত্যাদি ছিলেন? না, কিছু ভুল করেছিলেন মাত্র? পেং তে-হুয়াইর আনুগত্য সম্পর্কে পার্টি যদি আজ নিঃসন্দেহ হতে পারেন, তবে লিন পিয়াওর হাতে যিনি সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছিত হয়েছিলেন সেই লিউ শাও-চি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা হবে না কেন?

উত্তর॥ যথার্থ প্রশ্ন। বিশেষত লিউ শাও-চির প্রতিপক্ষ লিন, চিয়াং চিং, ইয়াও

ওয়েন-ইউয়ান, চাং চুন-চিয়াও এবং ওয়াং ছং-ওয়েন, প্রত্যেকেই যখন শেষ পর্যন্ত প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের পথ ধরলো, তখন লিউ সম্পর্কে আপনাদের এই প্রশ্ন অনিবার্য এবং যুক্তিযুক্ত। এ-বিষয়ে পার্টি চিন্তা করছে শুধু নয়, আমূল বিবেচনা করছে। আপনার সুবিধার জন্য আমি পীপল্‌স্ ডেইলি পত্রিকার একটি প্রবন্ধের ইংরাজি সংক্ষিপ্তসার দেব। সেটা পড়ে বুঝতে পারবেন পার্টির সর্বস্তরে লিন এবং লিউ সম্পর্কে এখন কি রকম আলোচনা চলছে।

সংক্ষিপ্তসারটি ছাপা হয়েছিল হংকঙের বিখ্যাত বামপন্থী পত্রিকা তা-কুং-পাও-এ, ১৯৭৯ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারির সংখ্যায়। তাতে বলা হয়েছে :

পীপল্‌স্ ডেইলিতে একটি প্রবন্ধে কমরেড উ চিয়াং লিখেছেন, যে লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্তের কার্যধারা ছিল চরম অতিবামপন্থী লাইন। সে লাইন মোটেই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদে ছিল, বা মেকি বামপন্থার আড়ালে বাস্তব দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ছিল না। উ তারপর লিন ও দুর্বৃত্তদের কার্যকলাপের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি চালিত করেছেন :

—তারা অতিবাম হঠকারিদের মতনই "গণ-আন্দোলনের" দ্বারা সব আইন, সব নিয়মাবলী (rules and regulations) ধ্বংস করেছিল। এই "গণ-আন্দোলনকে" তারা বলতো "স্বভাবতই সঠিক" (naturally rational)। [অর্থাৎ জনতা অংশগ্রহণ করলেই সেটা সঠিক রাজনীতি— এ তত্ত্ব পপুলিস্টবা জনবাদী, মার্ক্‌স্‌বাদী নয়। মার্ক্‌স্‌বাদী দেখে জনতার চেতনার স্তর, আন্দোলনের উদ্দেশ্য, নেতৃত্বের চরিত্র। নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনো মার্ক্‌স্‌বাদীর সমর্থন পায় না। আরো উল্লেখযোগ্য পপুলিস্টরাই চরমপন্থী রাজনীতির জন্মদাতা।]

—সর্বাত্মক একনায়কত্বের আওয়াজ তুলে লিন এবং চার দুর্বৃত্ত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ধ্বংস করেছিল।

—তারা রাজনীতি ও শ্রেণীসংগ্রামকে অর্থনীতির বিকল্প হিসেবে দাঁড় করাবার প্রয়াস পেয়েছিল, অর্থনীতিকে গায়ের জোরে সরিয়ে দিচ্ছিল।

—তারা বিপ্লবের অর্থনৈতিক-সামাজিক ভিত্তি অস্বীকার করেছিল, একেকটি বিশেষ বিপ্লবের বিশেষ সীমাবদ্ধতা মানতো না। বিপ্লবী বীর্যবত্তর ভূমিকাকে তারা অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছিল।

[অন্যান্য দেশে লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্তের এই তত্ত্বের বিধ্বংসী প্রভাব আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছি, বিপ্লবী পরিস্থিতি ব্যতিরেকেই দর্জয় সাহসী বিপ্লবীদের অহেতুক মৃত্যুর আমরা সাক্ষী।]

—মার্ক্‌সবাদ-লেনিনবাদ-মাওচিন্তা যে আস্ত একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এ সত্যকে বিকৃত ক'রে তারা নানা আধুনিক কুসংস্কার ও কু-আচার (superstions and fetishes) তৈরী করেছিল।

তারপর উ-চিয়াং বলছেন, যদিচ লিন পিয়াও এই রাজনীতির মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত

উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করতে চেয়েছিল এবং শেষে নিজে প্রতিবিপ্লবী হয়ে গেল তবু তার রাজনৈতিক লাইনটাকে প্রতিবিপ্লবী বলা ভুল। দুই লাইনের দ্বন্দ্ব চিরদিন বিপ্লবী শিবিরের অভ্যন্তরণী দ্বন্দ্ব, জনতার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। লিন পিয়াও নিজে পরে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের নায়ক হয়ে গেল বলে পূর্বের কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক নাকচ হয়ে যায় না, বা লিনের রাজনীতিটা হঠাৎ বুর্জোয়ার রাজনীতি হয়ে যায় না। তার লাইনও বিপ্লবের একটা পথ, সমাজতন্ত্র গঠনের একটা পথ। হয়তো ভুল পথ, ভ্রমাত্মক লাইন। কিন্তু তাই বলে সে-লাইনের মধ্যে শত্রুর গুপ্তচর বৃত্তি বা সচেতন অন্তর্ঘাত আবিষ্কার করাটা এক প্রমাদ। উ চিয়াং সেই সঙ্গে বলেছেন, লিন পিয়াওর রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন এমন সহস্র সহস্র কমরেড রয়েছেন, তাঁদের অনেকে পার্টির নানা নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁদের কারুর বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের অভিযোগ ওঠেনি, উঠতে পারে না। তাঁরা বিপ্লবী শিবিরের শক্তিবৃদ্ধি কামনা করেই লিনের রাজনীতি প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্বটা ছিল শত্রুতাহীন দ্বন্দ্ব। কিন্তু অতিবাম লাইন এমনই বিপজ্জনক একটা ভুল যে আজ সারা পার্টিতে এবং দেশে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশেষণ হওয়া উচিত। আজ যদি আমরা লিনের এবং চার দুর্বৃত্তের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের সঙ্গে তাদের রাজনীতিকে এক ক'রে দেখি, তবে কোনোদিনই সে রাজনীতির বিশ্লেষণ হবে না। লোকে ভাববে, ঐ প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত তো কয়েকটা দুর্বৃত্তের কাজ, তারা ধরাও পড়েছে, ও তো ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটা ঘটনামাত্র। সে-রাজনীতিটা থেকেই যাবে পার্টির রন্ধ্রে। প্রতিবিপ্লবীকে বাহুবলে দমন করা যায়, কিন্তু অতিবাম লাইনকে করা যায় না, তার বিপদকেও হাল্কাভাবে গ্রহণ করা চলে না।

তারপর উচিয়াং এসেছেন লিউ শাও-চির প্রসঙ্গে। একই যুক্তি প্রয়োগ ক'রে তিনি বলেছেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কালে লিউক লাইনকে "প্রতিবিপ্লবী" আখ্যা দেয়া একই রকম ভুল হয়েছিল। লিউ-এর লাইন বিপ্লবী শিবিরের অভ্যন্তরীণ একটা লাইন। তাকে "প্রতিবিপ্লবী" আখ্যা দিলে দু-ধরনের দ্বন্দ্বকে গুলিয়ে ফেলা হয়; একটা জনগণ বনাম শত্রুর দ্বন্দ্ব, অন্যটা জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। লিউ শাও-চির লাইন অতি-অবশ্য জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের এক পক্ষ। তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই বিপ্লবী শিবিরের নিজস্ব দ্বন্দ্ব।

কিন্তু লিন পিয়াওর লাইনকে উ চিয়াং যেমন নির্দ্বিধায় বিপজ্জনক ভুল আখ্যা দিয়েছেন, লিউ শাও ক্ষেত্রে তেমন কিছু বলেননি। উপরন্তু ইতিহাস সাক্ষী, লিউ কখনোই লিন পিয়াওর মতন হত্যাকাণ্ডের পথে ক্ষমতা দখলের পথ ধরেননি। সুতরাং উ চিয়াং-এর মতে লিউকে প্রতিবিপ্লবী বলার কোনো যুক্তিই নেই।

শাংহাই-এর শিল্পীরা

শাংহাই-এর শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ। উপস্থিত— বেন তে-ইয়াও, ইউথ আর্ট থিয়েটারের পরিচালক, বিখ্যাত "মা-লান-হুয়া" নাটকের রচয়িতা; পাই মু, চলচ্চিত্রাভিনেতা বহু নায়কের ভূমিকায় বিখ্যাত, লে ই-চি নাট্যপরিচালক, পীপল্‌স্ থিয়েটার; উ লি, শাংহাই আর্ট থিয়েটারের পরিচালক; অধ্যাপক চেন য়ুন, শাংহাই ড্রামা ইনস্টিটিউট; অধ্যাপক ওয়েই তাও-ফুং, শাংহাই ড্রামা ইনস্টিটিউট; চেন ই, প্রখ্যাতা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী, এবং আরো কয়েকজন।

প্রশ্ন॥ চীনের শিল্পসংস্কৃতি চার দুর্বৃত্তের হাতে ধ্বংস হয়েছে, এ সংবাদ আমরা ইতিমধ্যে বিস্তৃত জেনেছি। লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্তের প্রভাব অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে কী দুর্দিন ডেকে এনেছিল, তার হিসেবও আপনারা সংগ্রহ করছেন কি?

লো ই-চি॥ এখনো ব্যাপকভাবে সে-হিসেব নেয়া হয়নি। তবে আমরা জানতে পারছি ক্রমে ক্রমে। আপনাদের দেশে ঘটেছে তা বেশ ভাল করেই জানি, অধ্যক্ষ মাও-এর নাম ক'রে নাট্যসংস্থা ভাঙা, এবং অতীতের সর্বজনমান্য চিন্তাবিদদের নামে কুৎসা-রটনা। ফ্রান্স এবং কানাডার খবরও আমরা রাখি। জাপানেরও। জাপানের বিখ্যাত "গিয়ে" নাট্যসংস্থা চীন-সফরে আসে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গোড়াতে। সে-দল অভিজ্ঞ কমরেডদের নেতৃত্বে বহু বৎসর ধরে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে কাজ করছিল। এখানে কিছু তথাকথিত যুবক-বিদ্রোহী সে-দলের মধ্যে তাদের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা সংক্রামিত করে। গিয়ে-দল জাপানে ফিরে গিয়ে হঠকারি লাইন ধরে। দলের একাংশ বাধা দিলে দল দু-টুকরো হয়। তারপর হঠকারিরা নিজেরাই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মতানৈক্যের ফলে চার টুকরো হয়। এখন সব উঠে গেছে। একটি জগদ্বিখ্যাত দল এইভাবে শেষ হয়ে গেল।

প্রশ্ন॥ শাংহাই তো ছিল চার দুর্বৃত্তের শক্তিকেন্দ্র। তাই এখানকার শিল্পীরাই বোধকরি সবচেয়ে বেশি নির্যাতীত হয়েছিলেন?

লো॥ হ্যাঁ। শাংহাই-এর ওপর ওদের ক্রোধ ছিল অপরিসীম। শুধু এ-শতকের সংস্কৃতি ধ্বংস করেই ওরা ক্ষান্ত হয়নি, আঠারো এবং উনিশ শতকের শিল্প সাহিত্যেও ওরা হস্ত প্রসারিত করেছিল। পুরাতন বই, পুরাতন নাটক-অপেরা, পুরাতন সমাজ সংস্কারক, কেউ ওদের হাত এড়াতে পারেনি। একেক বাক্যে একেকটি ক্ল্যাসিক বা একেকজন মনীষী ধসে গেছেন।

প্রশ্ন। আপনার নাট্যশালা পীপলস্ থিয়েটারের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলুন। আমরা কখনো ভুলব না, ১৯৬৩ সালে কলকাতায় মিনার্ভা থিয়েটারে যখন "কল্লোল" নাটকের ওপর প্রতিক্রিয়াশীলরা হামলা করছিল, তখন শাংহাই পীপল্‌স্ থিয়েটারের শিল্পীরা তারবার্তা পাঠিয়ে আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছিলেন।

লো॥ হ্যাঁ, তখন আমাদের প্রধান পরিচালক ছিলেন কমরেড হুয়াং ৎস-লিন। তিনি

আমাদের বললেন, শিল্পীদের সংগ্রাম সারা বিশ্বে এক এবং অখণ্ড। কমরেড হুয়ান ভীষণভাবে নির্যাতীত হন লালরক্ষীদের হাতে। এখন তিনি পিকিং ইউথ থিয়েটারে ব্রেখ্ট্-এর গ্যালিলিও পরিচালন করছেন। আমাদের পীপলস্ থিয়েটার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। সে নাট্যশালার ওপর দমন-পীড়নের আর শেষ ছিল না, কেননা চীনমুক্তির পর এ নাট্যশালা পুনর্গঠিত করেন শিয়া ইয়েন স্বয়ং এবং এর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন প্রথমে শিয়া ইয়েন এবং তারপর হুয়ান ৎসু-লিন। ঐ দুজনের সঙ্গে যা-কিছু জড়িত ছিল তাকেই তছনছ করেছে চিয়াং চিংরা। আমাদের নাট্যশালায় শিল্পী-কর্মী মিলিয়ে ছিলাম তিন শ'জন, কেউই মার এড়াতে পারেনি। পাঁচজন অভিনেতা মরে গেছে অত্যাচারে। মৃতদের একজন হলেন কাউ চাং-শি, যিনি পোগোদিনের নাটক "রাইফেল হাতে লোকটি"-তে লেলিনের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

প্রশ্ন॥ কি পদ্ধতিতে তারা পীপল্স্ থিয়েটারের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়?

লো॥ প্রথমে আমরা যেসব নাটক অভিনয় করেছি বা ১৯৬৬ সালে করছিলাম, সেগুলিকে "আবর্জনা" অ্যাখ্যা দিয়ে ওরা মিটিং করতে লাগলো প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে। এসব নাটকের মধ্যে ছিল পোগোদিন, তলস্তইর "রেজারেকশন" আলেকসান্দ্রে দুমার "লা দাম ও কামেলিয়া", মলিয়েরের "ল্য মারি জালু", ৎসাও ইউর "সূর্যোদয়" এবং "ঝড়", একটি আর্জেনটাইন নাটক "এক ফুটবল খেলোয়াড়ের মৃত্যু" ইত্যাদি। ক্রমশঃ মিটিঙে সাব্যস্ত হোলো, এ সব হচ্ছে ফিউদাল এবং বুর্জোয়া সভ্যতার উচ্ছিষ্ট। এবং এও স্থির হোলো যে পীপল্স্ থিয়েটারের সব পরিচালক-অভিনেতা-কুশলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কারণ এই গোটা নাট্যশালাই প্রতিবিপ্লবের আখড়া। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হোলো মঞ্চের ওপর এবং খুনী অপরাধীদেরও যা করা হয় না তেমনি শারীরিক নির্যাতন শুরু হোলো। পাঁচজন মরে গেল মারের চোটে আর আমরা সবাই একপ্রকার পঙ্গু হয়ে গেলাম। এখনো পঙ্গু আছি। আমার বাঁ হাত এবং বাঁ পা ভাঙা। তবু আমার থিয়েটার এখনো আছে। আগে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই ফিরে এসেছেন, মৃতরা বাদে, এবং কয়েকজন সম্পূর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য বাদে। দশ বছর নষ্ট হোলো। ইতিহাসে দশ বছর একটা বিজুরি-চমক মাত্র। কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা ছিল যুবক, কর্মময় জীবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তাদের আয়ু থেকে এই দশটা বছর চলে যাওয়া মানে বিরাট বিপর্যয়।

প্রশ্ন॥ এখন আপনাদের থিয়েটার কী করছে?

লো॥ এখন দ্রুত পুনর্গঠনে আমরা সবাই নিযুক্ত। বিশেষত নবীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রশিক্ষণ হয়নি দশ বছর। আমরা নিজস্ব শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছি, তাতে দেড়শ শিক্ষার্থী হাতেকলমে অভিনয় শিখছে। আমরা নূতন নাটক করেছি "নদীর ওপারে"; নাট্যশালার পুরাতন অভিনেতারা ক্ষতচিহ্নে জর্জরিত দেহ নিয়ে এ-নাটক অভিনয় করছেন। বর্তমানে তাঁরা গেছেন পিকিং সফরে। অন্য কয়েকটি দল গড়ে আমরা শাংহাইয়ে নিয়মিত অভিনয় করছি ৎসাও ইউর "ঝড়", তিং শি-লিয়েনের একটি

কমেডি এবং শেক্স্পিয়ারের "মাচ এডু এবাউট নাথিং"। এবং এখন মহলা দিচ্ছি একটি সায়েন্স্ ফিকশনের, চীনের নাট্য-ইতিহাসে যা কখনো হয়নি। শতপুষ্প বিকশিত হোক। চেয়ারম্যান হুয়ার আধুনিকীকরণে ডাক জনগণের কাছে দেয়ার দায়িত্ব নাট্যশালার ওপরও রয়েছে, বিদেশী এবং চীনা শাশ্বত নাটকের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ প্রচার নাটকও আমাদের করতে হবে; সে-কাজটা এখনো পীপল্স্ থিয়েটার ক'রে উঠতে পারেনি। সমাজগঠনের কাজে নামাতে আমাদের দেরি হচ্ছে, কারণ নবীন স্বাস্থ্যবান কুশীলবের অভাব।

প্রশ্ন ॥ লালরক্ষীর দল যে আপনাদের থিয়েটারে ঢুকে কাজির বিচার (inquisition) শুরু করে, এর পিছনে চার দুর্বৃত্তের উস্কানি ছিল নিশ্চয়ই। কিভাবে ওরা প্ররোচনা দেয় এবং কেন?

লো ॥ চিয়াং চিং পীপল্স্ থিয়েটারের নামোল্লেখ ক'রে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, পীপল্স্ থিয়েটারের "বুড়োগুলো" চিরদিন বুর্জোয় লাইনের বাহক। ইয়াও ওয়েন-ইউনান শাংহাই-এর থিয়েটারগুলোকে হাংগেরির পেতোফি ক্লাবের সঙ্গে তুলনা ক'রে প্রবন্ধ লেখে, বলে পেতোফি ক্লাবের থেকে যেমন প্রতিবিপ্লবী ফৌজ বেরিয়ে এসে বুদাপেস্ত শহরে আগুন লাগিয়েছিল, তেমনি শাংহাই-এর থিয়েটারগুলো থেকেও যে কোনো সময়ে সশস্ত্র গুণ্ডার দল বেরুতে পারে। স্বভাবতই লালরক্ষী এবং মিলিশায়র বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো এতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

চেন য়ুন (ড্রামা ইনস্টিটিউট) ॥ আমাদের শিক্ষায়তনে চিয়াং চিংদের প্রবন্ধাদি পৌঁছুতেই খুব সঙ্গত কারণে দাবানল জ্বলে উঠল। আপনারা আগেই শুনেছেন, আমাদের ছাত্রদের বড় এক অংশ উগ্রপন্থী রাজনীতির প্রভাবে ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো পীপল্স্ থিয়েটারের উদ্দেশ্য। যাওয়ার সময়ে লাঠিসোটা, লোহার রড, লাইটের স্ট্যাণ্ড, যে যা হাতের কাছে পেল বাগিয়ে নিল। যেন প্রতিবিপ্লবী গুণ্ডার দল ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমেছে, মোকাবেলা করতে হবে।

লো ॥ হ্যাঁ, লালরক্ষীদের মিছিলও এল এই স্লোগান দিতে দিতে— পীপল্স্ থিয়েটারে ক্ষমতা দখল করো (capture power)। তারপর তো বিচার বসলো। অভিযোগের পর অভিযোগ ছুঁড়ে দিচ্ছে একের পর এক ক্রোধকম্পিত কিশোর ও কিশোরী — উদ্ভট সব অভিযোগ— তলস্তই অভিনয় ক'রে আমরা নাকি সোভিয়েতের গুপ্তচরবৃত্তি করেছি, প্রধান পরিচালক হুয়ান ৎস-লিন নাকি প্রতিবিপ্লবী যোদ্ধাদের গোপনে অস্ত্রশিক্ষা দিয়ে থাকেন, আমি নাকি পোগোদিনের নাটক পরিচালন ক'রে বুর্জোয়া ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচার করেছি। হিংস্র বুদ্ধিহীন তাদের আক্রমণ, যার সঙ্গে তুলনা চলে নাৎসি ঝটিকা-বাহিনীর বল-মদমত্ততার (power drunk frenzy), কমিউনিস্ট সমালোচনা ও বিতর্কের ধারার সঙ্গে সেই তাণ্ডবের কোনোই সাদৃশ্য নেই। অভিযোগের জবাব দিতে উঠলেই প্রবল প্রহারে ধরাশায়ী হচ্ছি আমরা, বিতর্ক তাকে

বলা যায় কোন মুখে? আক্রমণের আকস্মিকতায় এবং প্রাবল্যে আমরা প্রথমটা যেন বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেলাম। প্রচার মাধ্যমগুলি সব ওদের হাতে। সংবাদপত্রে, রেডিওতে, টেলিভিশনে দিনের পর দিন সমানে শাংহাই-এর থিয়েটার-কর্মীদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে বলা হতে লাগলো। এই সময়ে জানলাম, পার্টিতে যারা চার দুর্বৃত্তের চেয়ে ঢের ওপরে ছিলেন, সেই চু-ইয়াং এবং শিয়া ইয়েনকেও ওরা দৈহিক নির্যাতন করছে। তখন ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম ওরা লাল ঝাণ্ডা নাড়ছে লাল ঝাণ্ডা উপড়ে ফেলার জন্য। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক বিরল নজীর সৃষ্টি হোলো, কমিউনিস্ট পার্টিতে ফাশিস্তদের অনুপ্রবেশ এবং সর্বাত্মক ক্ষমতাদখলের অভিযান।

প্রশ্ন॥ প্রহার এবং নির্যাতনের পর কী করলে ওরা?

বো॥ আমাদের অনেককে নিয়ে গেল নির্জন কয়েদে। আর কিছু অভিনেতাকে দিয়ে থিয়েটার ওদের ঢঙে চালাবার চেষ্টা করলো। কার্যকরী হয়নি।

ওয়েই তাও ফুং (ড্রামা ইনস্টিটিউট)॥ নির্জন কয়েদের কথা শুনেছেন আশা করি। অনেকে পাগল হয়ে গেছেন সাত থেকে দশ বছর একলা থেকে থেকে। নির্জন কয়েদীরা সকলে কামনা করতো সাধারণ জেলের কয়েদী হয়ে ঘানি টানার অধিকার। সেটা অনেক কম কষ্টসাধ্য।

প্রশ্ন॥ প্রখ্যাত চলচ্চিত্র তারকা চেন-ই এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের বিশেষ সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁর অভিজ্ঞতা শুনতে চাই।

চেন-ই॥ আমি মোটে দু'বছর জেলে ছিলাম। সাধারণ জেল, যেখানে দশটা লোকের সঙ্গে কথা বলা যায়, হোক না তারা খুনী, ডাকাত বা চোর। যেটাতে সত্যিই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই— শাংহাই চলচ্চিত্র দপ্তরে বিপ্লবের আগুনে দগ্ধ আটজন মাত্র পুরাতন সদস্য ছিলেন, বেছে বেছে সেই আটজনকে ওরা প্রথমে প্রতিবিপ্লবী আখ্যা দিয়ে রাস্তায় বার ক'রে প্রহার করতে লাগলো। এর পেছনে কী অভিসন্ধি কাজ করছিল জানেন? ওরা দেশ এবং পার্টিকে বয়সের ভিত্তিতে দু-টুকরো করতে চাইছিল। যুবাদের লেলিয়ে দিচ্ছিল প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের বিরুদ্ধে। শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তে পূর্ব বনাম উত্তর পুরুষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালু করতে চাইছিল। এই আত্মঘাতী যুদ্ধ দিয়ে ওরা পার্টি ও দেশকে সম্পূর্ণ নেতৃত্বহীন করতে চাইছিল। সব সহযোগী হারিয়ে অধ্যক্ষ মাও যেন অসহায় বন্দীর মতন ওদের বেষ্টনীতে বাঁধা পড়েন, এটাই ছিল উদ্দেশ্য। আর অভিনেতা-অভিনেত্রী-নাট্যকার পরিচালকরা এবং দেশের তাবৎ বুদ্ধিজীবীরা ওদের হাতে ছিল নাৎসিদের হাতে ইহুদের মত গণ-উন্মাদনা জাগাবার একটা উপলক্ষ্য, শিক্ষাহীন শিক্ষাবিরোধী প্রগতিবিরোধী বর্বর একদল গুণ্ডা তৈরী করার সুবিধাজনক টার্গেট। সকলে লাঠি হাতে বুদ্ধিজীবী খুঁজে বেড়াচ্ছিল ঠিক বার্লিনে যেমন নাৎসিরা খুঁজেছিল ইহুদীদের। চীনের চলচ্চিত্র-জগতের শতকরা আটানব্বই জন অভিনেতা ও কর্মী ওদের রোষের বলি হয়েছিল— শতকরা আটানব্বই! শাংহাই জুড়ে মিছিলের পর

মিছিলে বুদ্ধিজীবীদের গাধার টুপি পরিয়ে মার্চ করাতে ব্যস্ত ছিল উত্তেজিত যুবক-যুবতীরা— তাদের দৃষ্টি সরে গেছে আসল শত্রু থেকে যারা ওদেরই রাষ্ট্রটা বেমালুম চুরি করার মতলব আঁটছে। বুদ্ধিজীবীরা ছিল দৃষ্টিভ্রম করার চাড় (red herring), লালরক্ষী ও মিলিশিয়ার লক্ষ লক্ষ স্বাধীনচেতা ও উন্নতমনা ছেলেমেয়েগুলোকে বিপথে ছুটিয়ে দেবার আলেয়া।

ওয়েই (ড্রামা ইনস্টিটিউট)॥ তা ছাড়াও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ওপর চিয়াং চিঙের নিজস্ব একটা জাতক্রোধ (inbuilt hatred) ছিল, কেননা, তিনি নিজে ছিলেন ব্যর্থ অভিনেত্রী। এবং ফাসিস্তদের মধ্যে নেতাদের খেয়ালখুশিগুলো সংক্রামিত হয়, এটা জানা কথা। অভিনেতারা একে বুদ্ধিজীবী তায় অভিনেতা— ডবল অপরাধী। বিশেষ ক'রে, যাঁরা চিয়াং চিং-এর সঙ্গে থিয়েটারে এককালে কাজ করেছেন, এবং স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁর লাঞ্ছনা, পরিচালকের কটু মন্তব্য শুনেছেন, দেখেছেন চিয়াং-চিংকে থিয়েটার ছেড়ে অন্য জীবিকার সন্ধানে চলে যেতে, সেইসব প্রত্যক্ষদর্শীদের ওপর অত্যাচার হয় দ্বিগুণ, চতুর্গুণ।

চেন য়ুন॥ অধ্যাপক ওয়েই নিজের সম্বন্ধে বলেছেন।

প্রশ্ন॥ সত্যি?

ওয়েই॥ হ্যাঁ। আমি যখন অভিনেতা ছিলাম তখন চিয়াং চিং আমার সহকর্মী ছিলেন শাংহাই ন্যাশনাল থিয়েটারে। আমার সামনেই তিনি নাটকের পর নাটকে ব্যর্থ হ'ন এবং থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাকে শেষ অবধি অন্য পেশায় যেতে নির্দেশ দেন। সেটা চিয়াং কাইশেকের আমলে। আমরা আরো অনেক কিছুই দেখেছিলাম। আমরা যারা ছিলাম গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য তারা দেখেছি পার্ট পাওয়ার জন্য মাদাম চিয়াং-এর আকুলতা এবং শাংহাইয়ের উগ্র কমিউনিস্ট-বিরোধী চিয়াংপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলে তাঁর অবাধ মেলামেশা। পরে যখন জানলাম তিনি ইয়েনানে কমিউনিস্ট নেত্রী হিসেবে উদিত হয়েছেন তখন শাংহাইয়ে আমরা প্রথমে অবাক হয়েছি, তারপর ভেবেছি মানুষের পরিবর্তন হতেই পারে। বিশেষতঃ যখন জানলাম তিনি আমাদের প্রিয়তম নেতার সহধর্মিণী হয়েছেন, তখন আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। যাই হোক, তাঁর সঙ্গে পুরাতন পরিচয়ের ফলাফল আমার পক্ষে কিছু দুর্ভাগ্যজনক হয়েছে, আমার ডান চোখটি গেছে।

চরম বিপর্যয়ের পর, প্রহারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুইয়েও চীনা শিল্পীরা যেভাবে হাসেন, দেখে মনে হয় ঈষৎ কাঁধ ঝাড়া দিয়ে যেন অনেক বেদনা ফেলে দিলেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হোলো না, ওয়েই-র কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

চেন-ই॥ অধ্যাপক কমরেড ওয়েই সঠিক বলেছেন। "আফিমের যুদ্ধ" ছবিটির নায়ক চাও তান-কে আমি খুব ভালভাবে জানতাম। যখন খুব মারধোর চলছে, তখন শুটিঙের ফাঁকে একদিন চুও তান আমায় বললেন, আমি ন্যাশনাল থিয়েটারে চিয়াং চিঙে পদচ্যুতির প্রত্যক্ষদর্শী, আমাকে মহিলা ছাড়বেন না। ঠিক তাই হোলো। পরদিন

তাঁকে ধরে নিয়ে গেল স্টুডিও থেকে। স্টেডিয়ামে নিয়ে গিয়ে প্রবল মারধোর হোলো, তারপর জেলে নিয়ে গেল। তিনি পাঁচ বছর জেলে ছিলেন। আমিও সেই জেলেই দু-বছর ছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আমায় দেয়া হয়নি।

ওয়েই॥ হ্যাঁ, ন্যাশনাল থিয়েটারে এককালে চাও তান ছিলেন বালক অভিনেতা।

চীনের মানুষ লোকসমক্ষে শোক প্রকাশ বড় একটা করে না। তাঁদের আশৈশব শিক্ষা আবেগপ্রকাশের বিরুদ্ধে। অশ্রুতে মানুষে ব্যক্তিগত অধিকার, কিন্তু অন্যের সামনে অশ্রুপাতে অশ্রুর মর্যাদা হানি হয়, এটাই শিষ্টতা বলে চীনের সমাজ মানে। কিন্তু হঠাৎ চেন-ইর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা থমথম করতে লাগলো, চোখে টলটল করতে লাগলো ক'ফোঁটা জল, সামাজিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না রেখেই।

চেন-ই॥ চেং জুন-লি আমাদের প্রিয় পরিচালক, আমার শিক্ষাগুরু, "আফিমের যুদ্ধ" ছবির স্রষ্টা। তাঁকে জেলে নিয়ে গিয়ে শুধু প্রহার করেনি, তাঁর খাওয়া একরকম বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু শুকনো রুটি আর জল খেয়ে তিনি তিন বছর অনাহারমৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ১৯৬৯ সালে শুকিয়ে মারা যান। তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে এই তিন বৎসর তাঁকে দেখা দেয়া হয়নি। কিন্তু কিছুতেই চেং জুনলি কি দিয়ে ওরা স্বীকারোক্তি করাতে পারেনি। একবার যদি চেং লিখে দিতেন "আমি বুর্জোয়া লাইন প্রচার করেছি, আমি অনুতপ্ত", তাহলেই ওরা অন্ততঃ খেতে দিত। কিন্তু চেং যে পার্টির পুরোনো সদস্য, আত্মসমর্পন তো ধাতে নেই।

প্রশ্ন॥ পীপল্‌স্ থিয়েটারে ওরা কিভাবে জবরদস্তি ঢুকে দখল ক'রে বসলো তার বিবরণ শুনলাম। আপনার ওপর আক্রমণটা কিভাবে ঘটে?

চেন-ই॥ থিয়েটারগুলো আক্রান্ত হতেই আমরা বুঝেছিলাম এবার ফিল্‌ম স্টুডিওর পালা। এমন সময়ে একদিন কাগজে পড়লাম, চিয়াং-চিং নানা চলচ্চিত্র কর্মীর সঙ্গে আমাকেও নাম ধরে গাল দিয়েছেন। আমি একটি ছবিতে অভিনয় করেছিলাম, তার নাম "দক্ষিণের নিসর্গ উত্তরে"। আমি একজন নারী কমিউনিস্টের পার্ট করেছিলাম, যাকে চিয়াং-এর পুলিশ নির্যাতন করতে করতে অন্ধ করে দেয়। ছবি শেষ হয় সারা চীন মুক্ত হবার মুহূর্তে যখন নায়িকা দৃষ্টি ফিরে পায়, চোখ খুলে লাল নিশানের মেলা দেখে সে আবেগে কেঁদে ফেলে। চিয়াং-চিং বললেন— চেন-ই যথার্থই এক অন্ধ কমিউনিস্ট, সে চোখের জল দেখিয়েও মানুষকে বোকা বানায়। সে বুর্জোয়ার দালাল।

প্রশ্ন॥ এ কথা আমরা আগেই শুনেছি। আপনি পার্টির সদস্য হয়েছিলেন কোন সালে?

চেন-ই॥ উনিশ বছর বয়সে, ১৯৪৫ সালে, চিয়াং-অধিকৃত শাংহাই-এ।

প্রশ্ন। আপনারাই শাংহাই-এর সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অগ্রণী সৈনিক, সেইজন্যই কি চিয়াং চিংদের আক্রমণ?

চেন-ই॥ হ্যাঁ।

প্রশ্ন॥ চিয়াং চিং-এর বক্তৃতা কাগজে বেরুবার পর কী হোলো?

চেন-ই॥ দিনকয়েক বাদে ওরা এল স্টুডিওতে, শুটিং-এর মাঝখান থেকে আমাকে টেনে নিয়ে গেল রাস্তায়। তারপর ধাক্কা মারতে মারতে এবং নানা বিদ্রূপ-উপহাস করতে করতে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল শহরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে শিয়াংইন রোডে। চিয়াং-ওয়ান স্টেডিয়ামে। সেখানে অন্তত দশ-হাজার মানুষ বসেছিলেন। তাঁদের সমবেত ধিক্কারধ্বনি আর লালরক্ষীদের একেকটা উদ্ভট অভিযোগ, ধাক্কা-চড় চাপড়, সারা মাঠে দৌড় করানো — অস্বীকার করবো না, প্রথমটা মানসিক আঘাত বড় তীব্র হয়েছিল। এরকম চলতে লাগলো রোজ— বোধহয় দশ দিন পর পর। এরপর জেল। আর আমি ভাবতে লাগলাম, নিশ্চয়ই আমি প্রতিবিপ্লবী, জীবনের কোথাও না কোথাও আমি অবশ্যই বুর্জোয়ার দালাল ক'রে থাকাবো, নইলে আমার পার্টি আমার বিরুদ্ধে ওকথা কইবে কেন? কিন্তু জেলে বসে যখন শুনলাম ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৫ যে পঁচিশ ছবি চীনে তৈরী হয়েছিল সবগুলিই নিষিদ্ধ হয়েছে, যখন শুনলাম শতকরা আটানব্বই জন চলচ্চিত্র-কর্মীকে বুর্জোয়ার দালাল বলা হয়েছে, তখনি প্রথম বুঝলাম এই পুরো আক্রমণটা যারা চাপিয়েছে তারাই বুর্জোয়ার দালাল। আরো বুঝলাম আমাদের পার্টি, দেশ, নেতৃবৃন্দ, চেয়ারম্যান মাও— সবাই বিপন্ন। ব্যক্তিগত ক্ষতটাকে তখন অতি তুচ্ছ মনে হোলো।

প্রশ্ন॥ দুর্বৃত্তদের পতনের পর থেকে আপনি কী করছেন?

চেন-ই॥ দু'বছর জেল খাটার পর আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আমার মাইনে নির্ধারিত হোলো মাসিক কুড়ি ইউয়ান মাত্র। নেহাৎ এদেশে—আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়ই—খাবারদাবার অতিশয় সস্তা, তাই না খেয়ে মরিনি। আমার আরো বিপদ লোকে মুখ চেনে। উগ্রপন্থীরা রাস্তায় দেখলেই কুৎসিত ভাষায় গাল দিত। আর সাধারণ মানুষ কেউ এসে চুপি চুপি হাতে রুটি গুঁজে দিত, কেউবা একমুঠো টাকাই ভরে দিত পকেটে, কেউ বা মৃদুস্বরে বলে যেত শাবাশ মেয়ে। কিন্তু এরও বিপদ ছিল। উগ্রপন্থীরা দেখতে পেলে রব তুলতো আমি উস্কানি দিতে লোক খেপাচ্ছি। তাই আমি ঘরে বসে থাকতাম। চার দুর্বৃত্তের পতনের পর সোৎসাহে কাজে নামবার জন্য ছুটে গেলাম চলচ্চিত্র দপ্তরে। জেলফেরৎ পুরনো নেতারা, সহকর্মীরা জড়িয়ে ধরলেন বুকে। আর ঠিক তখুনি তাঁদের পেছনে দেয়ালজোড়া আয়নায় বহুদিন বাদে নিজের মুখ দেখলাম, আর বুঝলাম—চেন-ইর আর সেদিন নেই। দশ বছরের অপমানে একজন অভিনেত্রী যৌবন হারিয়ে ফেলেছে। এখন মাঝে মাঝে বোকার মতন ঐ হারানো দশ বছরকে শূন্যে হাতড়ে ফিরি। কারণ আমি অভিনয় ছাড়া আর কিছুই শিখিনি। সেই অভিনয়টা এখন করতে পারছি না। খুব খারাপ অভিনয় দু-একবার ক'রে ওর পাট চুকিয়ে দিয়েছি। আমি এখন চলচ্চিত্র-দপ্তরে সংগঠনের কাজ করছি। যখন অত্যাচার

শুরু হয়েছিল তখন আমার বয়স চল্লিশ। চার দুর্বৃত্তের পতন হলে পর দেখি বয়স হয়েছে পঞ্চাশ। নায়িকার পক্ষে সময়ের বিরাট ব্যবধান।

প্রপশ্ন। চলচ্চিত্রে আপনার চোখের জল নিয়ে ওরা এত জল ঘোলা করছিল কেন?

চেন-ই॥ কেননা ওরা আবেগ সহ্য করতে পারতো না। ওদের রাজনীতি যেমন যুদ্ধং দেহি (Warmongering), সংস্কৃতচিন্তাও তেমনি রসবর্জিত। সত্যিকারের ফাশিস্তদের মতনই ওরা মানুষের অশ্রু-আবেগ-ভালোবাসাকে মূল্যহীন মনে করতো। শুনেছি ট্রটস্কিও একমাত্র মৃত্যুর পরমুহূর্ত ছাড়া কখনো দরদ-স্নেহ-মমতাকে আমল দেননি। অথচ অভিনয় শিল্পী হিসেবে আমরা প্রথম যে-কথাটা শিখেছি তা হচ্ছে এই— বৈপ্লবিক বিষয়বস্তুকে এমনভাবে চলচ্চিত্রে আনতে হবে যাতে দর্শকরা বিচলিত হয় ক্রোধ-দুঃখ-আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু চিয়াং চিং ঐসব রসকে অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন, "বুর্জোয়া মানবতাবাদ"। ওরা যে ক'টা অপেরা প্রযোজনা করেছিল সেগুলোর নায়করা ছিল দেবতা। মৃদু হাসি মুখে নিয়ে সেই অমানুষিক কমিউনিস্ট যোদ্ধারা শত্রুজয় করে ফেলে তুড়ি মেরে। সে-নায়কদের কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা নেই। ভাবাবেগ নেই ভালোবাসা নেই। ছবিতে প্রেম দেখানো পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়েছিল। কাজে কাজেই ছবিতে কমিউনিস্ট নায়িকা হিসেবে আমি অশ্রু ঝরালে ওরা ক্ষেপে যাবেই। বলার চেষ্টা করেছিলেন ছবির কর্মীবৃন্দ, যে নায়িকা পুলিশের অত্যাচারে কাঁদেনি, চোখ নষ্ট হয়ে গেলেও কাঁদেনি, কেঁদেছে দৃষ্টি ফিরে পেয়ে লাল নিশান দেখে। এটা আনন্দের অশ্রু, জয়ের অশ্রু, গণমুক্তির আবেগাশ্রু। তারপর কর্মীরাও জেলে চলে গেলেন। বিতর্ক শেষ হোলো।

প্রশ্ন॥ আপনাদের স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়ার আগের সময়টা আপনি কী ছবির শুটিং করছিলেন?

চেন-ই॥ সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হবার পর বলছেন?

প্রশ্ন॥ হ্যাঁ, এবং দৈহিক আক্রমণ শুরু হবার পূর্বে?

চেন-ই॥ আমরা শুটিং করছিলাম শাংহাই-এর জাপ-বিরোধী সংগ্রামের একটি ঘটনা নিয়ে লেখা একটি ছবির। কিন্তু শুটিং আর হচ্ছিল কোথায়? শুটিং টুটিং নেই। সকালে স্টুডিওয় যাওয়া, সন্ধ্যেয় ফিরে আসা।

প্রশ্ন॥ শুটিং হোতো না তো কী হোতো?

চেন-ই॥ একেক দল উগ্রপন্থী যুবক পালা ক'রে ক'রে ফ্লোরে ঢুকতো, হৈহল্ল ক'রে শুটিং বন্ধ ক'রে পরিচালককে নানা উদ্ভট প্রশ্নে লাঞ্ছিত করতো। আর আমরা স্তানিসলাভ্স্কি-পদ্ধতির ছাত্র। বসে হয়তো চিন্তা করছি পার্টটা সম্পর্কে, যে-দৃশ্য আজ তোলা হবে তার গভীরে ঢোকার চেষ্টা করছি। হঠাৎ ওরা রব তুললো, এভাবে ধ্যানমগ্ন হচ্ছেন কেন? হাসাহাসি করুন, হৈ হৈ করুন, পার্টের গভীরে ঢোকা-ফোকা সব বুর্জোয়া অভ্যাস। জবাবে আমি স্তানিসলাভ্স্কির নাম করতেই বোমা ফাটলো— স্তানিসলাভ্স্কি

তো প্রতিক্রিয়াশীল। এরকম চলছিল রোজ। পরে শুনছিলাম যে ক'জন অভিনেতাকে ওরা দয়া ক'রে কাজ করতে দিয়েছিল, তাদের ওপর নজর রাখা হোতো, তারা বেশ চেঁচিয়ে হেসে ঘরের কথা, পাড়ার কথা, বাজে কথা আলোচনা করছে কিনা। পার্ট সম্পর্কে চিন্তা করার বিরুদ্ধে ওরা পরে রীতিমতন আন্দোলন করতে থাকে। একটা ঐতিহ্য এভাবে ধসে গেল।

লো ই-চি (পীপল্‌স থিয়েটার)॥ সৃষ্টিমূলক কাজের মৌলিক নিয়মগুলো ওরা ভেঙে তছনছ ক'রে দেয়।

উ-লি (আর্ট থিয়েটার)॥ আমাদের থিয়েটার ঢুকে ওরা প্রথম হুকুম জারি করে— পরিচালকের আধিপত্য চলবে না, অভিনেতাদের আর পরিচালকদের নির্দেশ মানার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রত্যেকে নিজেকে মঞ্চে সম্যক প্রকাশ করবে।

চেন য়ুন (ড্রামা ইনস্টিটিউট)॥ যেসব অভিনেতা ওদের প্ররোচনায় পড়ে পরিচালকের কর্তৃত্বের অস্বীকার করেছিল, তাদের ওরা "মহাবিদ্রোহী" (Great Rebel) আখ্যায় প্রশংসা করতো। যেসব অভিনেতা পরিচালককে মেনে চলতো তাদের ওরা বলতো "ভেড়া"।

রেন তে-ইয়াও (ইউথ থিয়েটার)॥ এটাকে তারা চেহারা দিয়েছিল। তারা বলতো, শিল্পসৃষ্টিকে কোনো নির্দেশাবলীর বা বিশেষ ঢং-এ বেঁধে রাখা চলবে না, স্বতঃস্ফূর্তি হচ্ছে অভিনয়ের প্রাণ। ফলটা দাঁড়ালো এই— প্রতি অভিনেতা মঞ্চে গিয়ে প্রবল বাহু সঞ্চালন সহযোগে বিকট চিৎকার করতে থাকলো। প্রত্যেকে নিজ অন্তরের যা কিছু উপলব্ধি সব স্ব স্ব পথে স্ফূর্ত করতে লাগলো।

লো ই চি॥ ওরা আরো বলতো, থিয়েটার হচ্ছে বিদ্রোহের মন্দির (temple of rebellion)। এখান থেকেই নাকি বিদ্রোহ শুরু হবে, থিয়েটার হবে বিদ্রোহের আদর্শ। অবশ্য সকলে বিদ্রোহ করলে নাটক যে আর হবে না, এ সমস্যার কোনো সমাধান মহপণ্ডিতেরা দিয়ে যান নি।

প্রশ্ন॥ চার দুর্বৃত্তের অত্যাচারের ব্যাপক আলোচনা চলছে সারা চীন জুড়ে। আমার প্রশ্ন এই— চীনে এবং অন্য দেশে এর কোনো কুফল দেখা দিতে পারে কিনা, লোকের মনে সমাজতন্ত্র সম্পর্কেই কোনো বিরূপ ধারণা হতে পারে কিনা।

ইউথ থিয়েটারের পরিচালক স্বনামধন্য উ-লি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ডান চোখটি থেকে থেকে স্পন্দিত হয়, ডান গাল হঠাৎ হঠাৎ কুঁচকে যায়। টেবিলে মৃদু করাঘাত করলেন তিনি।

উ-লি॥ কিসের বিরূপ ধারণা? অকপটে সত্য কথা কইলে কেন বিরূপ ধারণা হবে? বরং কুৎসিত ঐ দশটা বছরকে লুকোতে চাইলেই হবে অপরাধ। সমাজতন্ত্রের এক গুরুতর বিপদ সম্পর্কে আমরা জেনেছি অথচ পৃথিবীর সব কমরেডকে জানাবো না? তাঁদেরো এ-বিপদ আসতে পারে, তবু জানাবো না? তাঁদের ঠেলে দেব এরকমই

দুর্বৃত্তদের কবলে? আমরা সব কলঙ্ক বিশ্বের সামনে রৌদ্রালোকে মেলে ধরবই। তাতে চীন সম্পর্কে কারুর কারুর মনে বিক্ষোভ জমা হলেও কিছু করবার নেই, কারণ বিকল্পটা ঢের বেশি ভয়ঙ্কর। বামপন্থী হঠকারিতা বিশ্বব্যাপী আলোচনা না হওয়াটা ঢের বেশি বিপজ্জনক। যাঁদের সাময়িকভাবে বিরূপ ধারণা হবে, তাঁরাও আমাদের সত্যবাদিতা এবং আন্তরিকতায় শীঘ্রই আবার মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দেবেন, এই আত্মবিশ্বাস আমাদের আছে। এঁরা আপনাদের সব বলছেন না। বামপন্থী বিচ্যুতি যে ফ্যাশিবাদের সমতুল, সেটা এঁদের সংযত বিবরণে ফুটছে না। এঁদের মার্জিত কথা শুনে আপনারাও দেশে গিয়ে ভুল সংবাদ দেবেন, এবং আমাদের ভারতীয় কমরেডরা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার সময়ে অতিবামদের কথা ভুলে যাবেন। আমি পুরাতন পার্টি-সদস্য। আমি সাত বছর কাটিয়েছি চিয়াং কাইশেকের কারাগারে। সেখানে কোনো কয়েদি যদি বলতো সে অসুস্থ, তাকে ধরে দাঁড় করানো হোতো ওয়ার্ডেনের সামনে। যদি সে নিজের পায়ে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো, তবে ওয়ার্ডেন ঘোষণা করতেন, এ-ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ, কাজে পাঠাও একে। আমি একবার পাঁচ মিনিটও দাঁড়াতে পারিনি, পড়ে গিয়েছিলাম। তখন দেখলাম ডাক্তার এল, চিকিৎসা হোলো, জেল হাসপাতালে শয্যার ব্যবস্থাও হোলো। কিন্তু স্বাধীনমুক্ত চীনে, চেয়াররম্যান মাও-এর চীনে, হঠকারীরা মেশিন সাফ করার ইস্পাতের ঝাঁটা দিয়ে ঘষে ঘষে আমার দু-পায়ের চামড়া তুলে ফেলল, মাংস খুবলে নিল, তারপর মাটিতে ফেলে পায়ের তলারও সেই দশা করলো, তারপর ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। পায়ের তলাদুটো বৃহৎ দুই রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড হয়ে গেলে দাঁড়ানো যায় না। তার ওপর প্রহার। আমি এ-পা ও-পা লাফাচ্ছি, আর ওরা চিৎকার করছে, দেখে যাও, লাতিন আমেরিকার রুম্বা নৃত্য দেখে যাও। সিগারেটের জ্বলন্ত ডগা চেপে ধরেছে মুখে। হুকুম করেছে, ফুটপাথে থুতু চাটো, নিজের বিষ্ঠা চাটো। তারপর মারের চোটে পড়ে গেছি, কিন্তু ওরা ডাক্তার ডাকেনি। চিয়াং কাইশেকের অত্যাচারে আমার মনোবল আরো দৃঢ় হয়েছে, কিন্তু যাদের কমরেড বলে জেনেছি সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের হাতে মনুষ্যত্বের এই অবমাননা আমার মনটাকে ভেঙে চুরমার করেছিল। পলিটব্যুরোর সদস্য, অধ্যক্ষ মাও-এর সহযোগী, কমরেড তাও-চুকে যখন ওরা মারছিল, তখন তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, যদি মাও ৎসে-তুং না থাকতেন, তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ শুরু করতাম! সেটা আমারো কথা, আমাদের কথা। এস নয়া-নাৎসিদের অত্যাচার সহ্য ক'রে মানসিক স্বাস্থ্য শেষ পর্যন্ত ফিরে পেয়েছি ঐ একটি কথা ভেবে— মাও আছেন, তেং শিয়াং-পিং আছেন, পার্টি আছে।

হঠাৎ উ-লি প্রায় পাগলের মতন অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন।

উ-লি॥ ওরা অধ্যক্ষ মাও-এর নির্দেশ বিকৃত করতো, জাল করতো। অধ্যক্ষ মাও বলেছিলেন, থিয়েটার থেকে ভূত-প্রেত তাড়াও নাটকগুলোকে শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্র করো। ওরা এসে বললো, মাও নাকি বলেছেন আমরা হচ্ছি থিয়েটারের ভূত-প্রেত, এই

আমি, এই রেন ত্তে-ইয়াও, এই ওয়েই তাও ফুং। তারপর দু-পায়ে আমাদের ধুলোয় দলে দলে দিয়ে বলেছিল, এরা আর এ-জীবনে উঠবে না। আমরা কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছি, এবার ধুলোয় পড়েছে ওরাই।

কিছুক্ষণ উ-লি চুপ ক'রে রইলেন, ডান চোখের কাঁপুনি বেড়ে যেতে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন মুখ। সারা ঘরে নীরবতা থমথম করছে। পার্টি-জীবনে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ সেই উ-লি কথা কইছেন, তাই সকলে আমাদের মতন আরো শুনতে চাইছে।

উ-লি॥ আরো একটা কথা তো কই একবারো এঁরা কেউ বললেন না; সেটা হচ্ছে আমাদের স্ত্রীর-সন্তান-সন্ততির ওপর কাপুরুষোচিত প্রতিশোধের কথাটা। আমার চারটি ছেলেমেয়ের স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দিল, স্ত্রীকে বাড়ি থেকে রাস্তায় বার ক'রে দিল। সে ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠলো এক আত্মীয়ের বাড়ি। আমার মাইনে কমিয়ে ক'রে দিল বারো ইউয়ান। আমি জেলে আছি বলে আমার খাওয়া-খরচটা লাগতো না। কিন্তু ঐ কটা টাকায় চারটি ছেলেমেয়েকে কী খাওয়াবে আমার স্ত্রী? জেলে বসে ভাবি, এখন দুপুর হয়েছে, আমার স্ত্রী কারখানা থেকে বেরিয়ে খানিক তরকারি কিনে সাইকেল ছোটাচ্ছে বাড়ির দিকে। আরো এক ঘণ্টা পরে ভাবি, স্ত্রী এখন সেগুলো রেঁধে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে, তারপর আবার সাইকেলে চড়ে ছুটবে কারখানার দিকে। সেখানেও প্রতি পদে অপমান, উপহাস আর কটূক্তি সইবে উ-লির স্ত্রী, সারা দিন, দিনের পর দিন।

সবিস্ময়ে দেখি আমাদের নাট্যজগতের স্তম্ভস্বরূপ যোদ্ধা উ-লির দু-গাল বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে।

উ-লি॥ বছরের পর বছর আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে মাছ-মাংস খায়নি। আমার ছেলেমেয়ের লেখাপড়া হয়নি, আমার পেশা তাদের হোলো না। তারা নির্বোধ অশিক্ষিত নিষ্কর্মায় (good-for nothing) পরিণত হয়েছে। আমরা ছেলেবেলা থেকে মহান কমিউনিস্ট পার্টির সদসল্য, মেরে আমাদের কী করবে? পায়ের মাংস খুবলে নিতে রক্ত ঝরছে, কিন্তু অশ্রু ঝরেনি। অশ্রু ঝরেছে স্ত্রীপুত্রের ওপর ভীতু ফ্যাশিস্তদের অমানুবিক আচরণে। এদের প্রত্যেকের তাই— কিন্তু এরা বলছে না খুলে। দেখুন এদের প্রত্যেকের চুলে পাক ধরেছে। তত বয়স কিন্তু এদের কারুর নয়। চুল সাদা হয়ে গেছে জেলে বসে আত্মীয় স্বজনের কথা ভেবে। আমরা নাটক পরিচালনা করি। কেশ পাকলেই বা কী, টাক পড়লেই বা কী? কিন্তু এই পাই-মু, এই চেন-ই, এরা অভিনেতা-অভিনেত্রী। ওরা আর ওদের সবচেয়ে বিখ্যাত পার্টগুলো করতে পারবে না, এটাই চীনের সমূহ ক্ষতি।

প্রশ্ন॥ আর্ট থিয়েটারে ওদের আক্রমণের সূচনা হয় কিভাবে?

উ-লি॥ বোধকরি আমার পার্টি-পদের মর্যাদার জন্যেই আর্ট থিয়েটার ভেঙে দেয়ার চেষ্টা ওরা প্রথমেই করেনি, তবে ভেতরে ঢুকে প্রবল গোলমাল শুরু করলো। বলে, নূতন বিপ্লবী নাটক ধরতে হবে, আগের সব বাতিল হোলো। তারপর সতর্ক ক'রে দিল,

নাট্য-নির্বাচনে যেন নাট্যকার এবং পরিচালক নাক না গলান, সেটা তাঁদের অধিকারের বাইরে।

প্রশ্ন॥ তাহলে নাটক লিখবে কে?

উ-লি॥ নির্বাচিত এক কমিটি। দশজনের এক কমিটি ওরা বসিয়ে গেল থিয়েটারে, তাদের কেউ নাটক বা থিয়েটারের সম্পর্কে কিছু জানে না। নাট্যকারকে বসতে হবে এই কমিটির সঙ্গে, আলোচনা ক'রে লিখতে হবে। বিষয়ও ঐ কমিটিই বেছে নিল—হুনান-বিদ্রোহের পটভূমিকায় একটা জোরালো কিছু লিখতে হবে। সেই সঙ্গে লালরক্ষীরা বসে গেল, আটদিনের মধ্যে নাটক লিখে, মহলা দিয়ে নামাতে হবে। তার চেয়ে বেশি সময় যারা নেয় তারা নাকি বুর্জোয়া পেশাদার, অলস, অর্থগৃধ্নু। কিন্তু দশজন অতি বিপ্লবী একত্র হলে নাটক লেখা খুব কঠিন, কোনো ব্যাপার একমত হওয়াই দুরূহ। আমাদের নাট্যকার বসে বসে কলহ শোনেন, নোট নেন, বাড়ি গিয়ে সারা রাত লেখেন। সকালে লাল চোখে নিয়ে আসেন একেক দৃশ্যের খসড়া, এবং দশজন ক্ষুদে লেনিন ফের কলহে প্রবৃত্ত হ'ন, এবং খসড়া নাকচ ক'রে আবার লিখতে পাঠান। একদিন দশজনই হামলে পড়লেন নাট্যকারের ওপর— এ কি, আপনি নারীচরিত্র এভাবে এঁকেছেন কেন? আপনি কি এ-চরিত্রকে ভিলেন বানাচ্ছেন? নাট্যকার বললেন—ভিলেন না হোক, মেয়েটি লোক ভাল নয়। দশজন সমস্বরে গর্জন ক'রে উঠলেন—আপনি কি কয়েদ হতে চান নাকি? জানেন না চিয়াং চিং বলে দিয়েছেন কোনো নারীচরিত্রকে বদ দেখানো চলবে না? নাট্যকার অনিদ্রায় টলতে টলতে ফের পাণ্ডুলিপি বগলদাবা ক'রে বাড়ি চললেন ভুল সংশোধন করতে। এদিকে আমি দিনে তিনবার ক'রে রিহার্সাল দিচ্ছি প্রথম দৃশ্যের ক'টি ছিন্নপত্র সম্বল ক'রে। নাটকের ঘটনা কোন দিকে যাবে জানি না, কোন চরিত্র কি চেহারা নেবে তাও জানি না। কিন্তু মোটে আটদিন তো সময়—রিহার্সাল শুরু না করলে চলবে কি ক'রে? নাট্যকার অবশেষে একদিন ঘুমিয়ে পড়লেন, সারা দিন আর জাগলেন না। তিনি "ভূতপ্রেত" আখ্যা পেলেন, এবং কয়েদ হলেন। খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলাম মারধোরের হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে। তাই শুরু হোলো আমার বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম এই তো আর্ট থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রশ্ন॥ চিয়াং চিং বলেছিলেন মেয়ে-চরিত্রকে খারাপ দেখানো চলবে না?

উ-লি॥ হ্যাঁ। তিনি নিজে মেয়ে বলে কিনা জানি না। জানেন, কিছুক্ষণ থেকে আমি মনে করার চেষ্টা করছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটা কবিতা, যা আমার মুখস্থ ছিল। ভাবছিলাম আপনাদের শোনাবো চীনা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ধ্বনি আর ছন্দ। আশ্চর্য, একটা লাইনও মনে আসছে না। শুধু এইটুকু আবছা মনে পড়ছে, কবিতাগুলো বড় মধুর ছিল। আমার মাথার মধ্যে অনেক জট পাকিয়ে গেছে গত দশ বছরে।

প্রশ্ন॥ আপনার নাট্যশালা তো আবার চালু হয়েছে?

উ-লি॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ড্রামা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হয়েছে ফের। তবে

ওরা তো মোটে বছর-দুই শিখেছে। ওতে কি হয়? এখন যদি ধরুন শেক্‌স্‌পিয়ার করাতে চাই, পারবো না। ছেলেমেয়েরা আবৃত্তি করতে শেখেনি। ওদের মনের মধ্যে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়ে গেছে, সেটা আগে সারাতে হবে। ওদের আগে বাঁচাতে হবে হঠকারী রাজনীতির প্রভাব থেকে। তবে আমরা সফল হবোই। পরের বার যখন আপনারা চীনে আসবেন তখন ভাল নাটক দেখাবো।

প্রশ্ন। আমার ইউথ থিয়েটার কমরেড রেন তে-ইয়াওর অভিজ্ঞতা শুনতে চাই।

রেন॥ আমার কাছে গত দশটা বছর একটা দুঃস্বপ্নের মতন, রাষ্ট্র-পার্টি জাতির জীবনে একটা ট্র্যাজেডি। এখনো ভাবি, কি ক'রে এটা সম্ভব হোলো? কমরেড দত্ত এবং কমরেড সেন হয়তো মনে মনে ভাবছেন, এরা যা বলছে তা সবটা সত্যি হতে পারে না, এরা বাড়িয়ে বলছে। অন্যান্য দেশ থেকে থিয়েটারের যেসব বন্ধু সম্প্রতি চীনে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে দু-একজন প্রকাশ্যে বলেই ফেলেছেন, এসব মিথ্যা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা কমিয়ে বলছি, অনেক জিনিস বাদ দিয়ে বলছি, বাড়াচ্ছি না।

প্রশ্ন॥ চীনের মহান সংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ সজ্ঞানে মিথ্যা কইবেন, এ কথা আমরা কখনো ভাবি না।

রেন॥ ধন্যবাদ। আমার অভিজ্ঞতা জানতে চেয়েছেন তাই বলি, সব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রকাশ্যে-পত্রপত্রিকায় এবং জনসমাবেশ— ওরা নস্যাৎ ক'রে কাজ আরম্ভ করে। চীনে কোনোদিন কোনো ভাল কবিতা লেখা হয়নি, ভাল ছবি আঁকা হয়নি, উপন্যাস লেখা হয়নি, ভাল ছবি আঁকা হয়নি, উপন্যাস লেখা হয়নি, নাটক বা অপেরা সৃষ্টি হয়নি— কয়েক হাজার বছরের ঐতিহ্যকে এভাবে এককথায় উড়িয়ে দিয়ে ওরা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করে এবং আমরা অনেকে তৎক্ষণাৎ প্রমাদ গুনি। তার কয়েকদিন পরেই আমার নাটক "মা-লান-হুয়া" আক্রান্ত হয় ওদের পত্রপত্রিকায়। সেটা একটা রূপকথার ভিত্তিতে লেখা লোকনাট্য। বলা হোলো, নাটকে লিউ পাওচিকে সমর্থন করা হয়েছে। নাটকটার ভাগ্যবিড়ম্বনা বড় অদ্ভুত, অনেক চড়াই উৎরাই তার জীবনে। লিন পিয়াওর পতনের পর ঐ একই নাটক অভিযুক্ত হোলো কনফুশীয় কুসংস্কারের প্রচার। চীনের প্রতিটি রাজনৈতিক মোড়ে মা-লান-হুয়া একবার করে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, প্রথমবার দীর্ঘ প্রবন্ধে নাটকটাকে আক্রমণ করেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবীরা থিয়েটারে আনাগোনা শুরু করলো। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই, সর্বাঙ্গসুন্দর পরিচালক পৃথিবীতে নেই, ইতিহাসে হয়নি, প্রকৃতির সাম্রাজ্যে হতে পারে না। বিশেষত সমাজতান্ত্রিক কৃষ্টি গড়া খুবই কঠিন। আমি অনেক ভুল করেছি। কিন্তু সে ভ্রম সংশোধনের যে-পথ ওরা নিল তা হচ্ছে শিশুকে টবে চান করিয়ে জলটা ফেলার সময়ে শিশুটাকেও জলের সঙ্গে ফেলে দেয়া, রোগ না সারিয়ে রুগীকে মেরে ফেলা। থিয়েটারের সব সময়ে কিছু অভিনেতা ও কর্মী থাকেন যাঁরা অসন্তুষ্ট, স্থায়ীভাবে অসন্তুষ্ট। এই অসন্তোষের গূঢ় কারণটা পার্ট না পাওয়া, অভিনয়ে অপারগতা, মহলায়

তিরস্কার প্রভৃতির মধ্যে নিহিত। আমার ধারণা বিশ্বের সব থিয়েটারে কিছু অক্ষম অভিনেতা ও কর্মী দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে অসন্তুষ্ট থাকেন।

কক্ষের চতুর্দিক থেকে এ-কথার সমর্থন এল। আমরাও আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে কমরেড রেন-এর কথার যথার্থ্য উপলব্ধি করলাম।

রেন॥। ইউথ থিয়েটারেও তেমনি ছিল চিরস্থায়ী অসন্তোষের কিছু প্রবক্তা যারা বহিরাগত সাংস্কৃতিক বিপ্লবীদের বিপ্লবী কথায় খুব উৎসাহ বোধ করলো চীনের নাট্যশালা যেভাবে সংগঠিত ছিল তাতে ঐ অসন্তুষ্টের দল চিরদিনই বড় বিব্রত বোধ ক'রে এসেছে, কারণ ভাল অভিনয় করতে না পারলে এদেশের থিয়েটারে ওপরে ওঠা অসম্ভব ছিল। এখন চিয়াং চিং-এর দূতেরা এসে এক চমকপ্রদ নূতন মন্ত্র (doctrine) ওদের কানে দিল— অভিনয় না পারলে কী হয়েছে, বিপ্লবী দেশের বিপ্লবী থিয়েটারে বড় পার্ট করবে সে যে মার্কস্‌বাদ,-লেনিনবাদ-মাওচিন্তা আয়ত্ব করেছে। অধ্যক্ষ মাও একথার প্রতি ক্ষেত্রের বিশেষ বৈদগ্ধ্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, কেউ যদি বলে আমাকে বিখ্যাত অভিনেতা মেই লান-ফাঙের কাজটা করতে হবে আমি বলবো সে উন্মাদ। কিন্তু চিয়াং চিঙের বাহিনী অবশ্যই অধ্যক্ষ মাও-এর চেয়ে মাওচিন্তা বেশি বোঝে। তাই তারা আমাদের নাট্যশালার ব্যর্থ অভিনেতাদের স্রেফ মাওচিন্তার ইন্দ্রজালে রাজা ক'রে দেয়ার আশ্বাস দিল। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে কি?

প্রশ্ন॥ একদম না। আমরা চাং তিয়ে-শেং-এর কীর্তি শুনেছি। সে পরীক্ষায় সাদা কাগজ দিয়ে বলেছিল, আমি বিপ্লবী বলেই পাশ করাতে হবে।

রেন॥ যথার্থ। সুতরাং আমাদের থিয়েটারের অসন্তুষ্টরা বহিরাগত বিপ্লবীদের সহযোগিতায় এক কমিটি গঠন ক'রে চতুর্দিকে পোস্টার মারলো— নাট্যকার ও পরিচালকের ওপর কামান দাগো, ইউথ থিয়েটার মুক্ত করো! এই পরিচালকরাই তো অসন্তুষ্টদের পথের কাঁটা, রাতারাতি মেই লান-ফাং হবার পথে প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীর। তাই এহেন আন্দোলনে তাদের সোৎসাহ অংশগ্রহণ খুবই স্বাভাবিক। দু-দিন বাদে থিয়েটারে গিয়ে আমার দপ্তরে ঢুকছি, দেখি এক পোস্টার সাঁটা হয়েছে দরজায়— "মা-লান-হুয়ার প্রতিক্রিয়াশীল লেখকের প্রতি!" পড়ে দেখি তাতে, প্রথমত আমাকে দু ঘন্টার মধ্যে দপ্তর ছেড়ে দেয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত পরদিন বৈকালে আমাকে নানাবিধ ধিক্কার দিচ্ছে আর তাদের সামনের সারিতে রয়েছে ইউথ থিয়েটারের সব ফেল-করা অভিনেতারা। মা-লান-হুয়ার আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রে ওরা এলে আমার অন্য একটি নাটকের প্রসঙ্গে যার নাম "ফুটবলের কাহিনী"। তার নায়ক একটি ফুটবল টীম যার নাম পূবের হাওয়া— যে-নাম তখন চীনের ক্রীড়াজগতে খুবই প্রচলিত ছিল— এবং নাট্যকারের মুহূর্তের অন্যমনস্কতার সুযোগে সে-টীম প্রথম দৃশ্যেই ২-৩ গোলে অন্য এক দলের কাছে পরাস্ত হয়ে আসে। এখন সংগ্রামী সভায় অভিযোগ উঠলো : পূবের হাওয়া যে টীমের নাম সে হেরে যায় কোন আক্কেলে? এতে কী প্রতিভাত হচ্ছে?

স্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছে যে নাট্যকার স্বয়ং অধ্যক্ষ স্বয়ং অধ্যক্ষ মাওকে অপমান করেছে, কেননা মাও বলেছিলেন, এখন পূবের হাওয়া পশ্চিমের হাওয়াকে হারিয়ে দিচ্ছে। জবাব দেয়ার চেষ্টা করি, আর প্রহার হয়। বলতে চেষ্টা করছিলাম, পূবের হাওয়া টীম হচ্ছে নাটকের নায়ক এবং সব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে শেষ দৃশ্যে সে ৪-০ গোলে জেতে। কিন্তু প্রবল কিছু মুষ্ট্যাঘাতে আমার উত্তরটা গুঁড়িয়ে গেল (my answer was crushed by judicious use of fistcuffs)। বিশেষত ইউথ থিয়েটারের পরাজিত নায়করা যখন মারছিলেন তখন বেশি আক্রোশ অনুভব করেছিলাম মুষ্টির পেছনে। মহলায় যত তিরস্কার ও সমালোচনা ওদের করেছি, সব কিছু এখন ফিরে আসছে একেকটা বোমার মতন ঘুঁষি হয়ে। তারপর বাড়ি নিয়ে গিয়ে খানাতল্লাসি চালালো। পুলিশের উপস্থিতি বিনা, পরোয়ানা ছাড়াই, সমাজতান্ত্রিক আইনকে কলা দেখিয়ে, একদল বেসরকারী শাসনকর্তা হুড়হুড় ক'রে বাড়িতে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে সব ছত্রখান ক'রে ফেললো। টাকা, বই, টেলিভিশন সেট লুঠ হোলো। আমার পকেটে, কিছু টাকা ছিল, সেটা আমিই আগ বাড়িয়ে থিয়েটারি কুর্নিশ করে ওদের দিয়ে দিলাম। তারপর থিয়েটার-ক্যান্টিনের কুপনগুলো বাড়িয়ে ধরলাম। একজন লালরক্ষী বললো, ওগুলো থাক, আপনাকে খেতে হবে তো। চট ক'রে ছেলেটার মুখটা দেখলাম, সে বিষাদপূর্ণ একটু হাসি হেসে যেন বলতে চাইল, আমরা সবাই ফাশিস্ত নই, আমরাও আছি এদের মধ্যে, আমরা যারা চীনের ভবিষ্যৎ। এই সময়েই বোধহয় প্রথম আমার চোখে জল এল। যাই হোক, আবার মারতে মারতে—এবং অন্য নানাবিধ নির্যাতন করতে করতে, যা অকথ্য, যা বলার প্রয়োজন নেই—আমায় নিয়ে গেল জেলে। কিছুদিনের মধ্যেই দেহের সব আঘাত সেরে গেল, শুধু বাঁ কানটা কালা হয়ে গেছে একটা লোহার রডের তেরচা আঘাতে। ফলে আমি এখন জুলিয়াস সীজারের মতন অর্ধবধির।

প্রশ্ন॥ লালরক্ষীরা এরকম বে-আইনীভাবে লোকের বাড়িতে ঢুকতো, এবং চুরি করতো, একথা বারবার শুনেছি। কিন্তু পার্টির ভূমিকা কী ছিল? দেশের সেরা ছেলেদেরই তো লালরক্ষী দলে সংগঠিত করার কথা ছিল?

রেন॥ কথা ছিল, এবং গোড়ায় তাই ছিল। লালরক্ষীরা ছিল সবচেয়ে সৎ, সবচেয়ে রাজনীতি-সচেতন, সবচেয়ে পরিশ্রমী। তারপর লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্ত ব্যবস্থাটা ওলট-পালট ক'রে দিল। তারা দাঙ্গার উস্কানি দিতে লাগলো, লালরক্ষীদের দশ-বারোটা উপদলে বিভক্ত ক'রে আত্মঘাতী রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত ক'রে দিল, যাতে সেরা ছেলেমেয়েগুলো পরস্পরকে মারতে ব্যস্ত থাকে। ১৯৬৭ থেকে লালরক্ষী দলে আমাদানী হতে লাগলো যত ফেল-করা ছাত্র, জেল-ফেরৎ কয়েদি, গ্রামের কমিউন থেকে বিতাড়িত লম্পট। এরাই লিন এবং চার দুর্বৃত্তের প্রধান সহায়। সেরা ছেলেরা মাও চিন্তার একেকটা শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে পরস্পরের ওপর গুলি চালাচ্ছে— আর সেই সুযোগে মাস্তান আর গুণ্ডার দলকে সুসংহত ক'রে ফেললো দুর্বৃত্তরা। ফ্যাশিবাদের এক

প্রধান অস্ত্র হচ্ছে লুমপেনরা, এ নিশ্চয়ই আপনার জানা। নিজেরাই সর্বত্র উৎপাদন বন্ধ ক'রে বেকার, ভবঘুরে আর কর্মবিমুখ যুবক সৃষ্টি করলো ওরা। ইস্কুল-কলেজে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে সৃষ্টি করলো আরেকদল বেকার। এবং এইসব কর্মহীনদের একত্র করলো লালরক্ষী বাহিনীতে। ইতিহাসে এর নজীর আর নেই। সমাজতান্ত্রিক দেশে বেকারি থাকে না, তাই ফাশিস্ত বাহিনী গড়ার সাধ্য কারুর থাকে না। চীনে তাই ওরা কৃত্রিম উপায়ে বেকার সৃষ্টি করলো, এবং তারপর গড়লে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী। ১৯৬৭ সালের পর থেকে বাহুতে একটা লাল পট্টি বেঁধে নিলেই যে-কেউ লালরক্ষী হতে পারতো। আগেকার দলভুক্ত করার সব নিয়মাবলী নাকচ করা হোলো। তাই দেখলাম চাবুক হাতে একেকটা দল বাড়ি খানাতল্লাসি করতে যাচ্ছে, বাধা দিলে মুহূর্তে ছোরা টানছে পেশাদার মাস্তানের মতন, খুন করছে, এমন কি ধর্ষণ পর্যন্ত করছে ওরা। সেসব মামলা এখন আদালতে উঠেছে, ধর্ষণকারী কয়েকটাকে গুলি ক'রে মারা হয়েছে। সংখ্যায় লালরক্ষীরা ছিল নগণ্য। অথচ এত অল্পসংখ্যক লোক এমন একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পেরেছিল শুধু সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত লিন পিয়াও এবং চার দুর্বৃত্তের চিৎকৃত সমর্থনে। লোকে পার্টিকে ভালবাসে আর পার্টির কিছু নেতার চিৎকার শুনে ভাবতো এইসব নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডারাই বুঝি বা প্রকৃত বিপ্লবী। ট্রাজেডিটা বুঝছেন? ফাশিস্তদের কৌশলটা দেখেছেন? যে লালরক্ষী বাহিনী ছিল বিপ্লবের প্রহরী, তাকেই ওরা লুমপেনদের ঘাঁটিতে পরিণত ক'রে প্রতিবিপ্লবের অগ্রণী সেনা বানিয়েছিল। ধরুন শাংহাই-এর লালরক্ষীরা হঠাৎ স্লোগান তুলেছিল, পার্টির পুরোনো সদস্যদের আর প্রয়োজন নেই (no more old cadres)! "প্রয়োজন নেই" মানে যে তাদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা হবে, এ-চেতনা আমাদের এল অনেক পরে— জনা-পঁচিশ অভিজ্ঞ সদস্যকে রাস্তায় এবং জেলে খুন করার পর। লালরক্ষী দিয়ে ওরা পার্টিকে শেষ করার চক্রান্ত করছিল। পার্টিরই মানসপুত্র লালরক্ষী বাহিনী পৃতিহন্তার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করছিল। বিবেকহীন লুমপেন ছাড়া, সুসংগঠিত সশস্ত্র লুমপেন ফৌজ ছাড়া ইতিহাসে কখনো স্বেচ্ছাচারীরা কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করতে পারেনি, তা সে ১৯৪৮ সালে ফ্রানসেই হোক, বা ১৯৩৩-এর জার্মেনিতেই হোক। চীনে গত দশ বছর হচ্ছে তাদের সাম্প্রতিকতম প্রয়াসের কাল।

প্রশ্ন॥ আপনাকে ওরা কতদিন জেলে রাখে?

রেন॥ মোটে তিন বৎসর। তারপর নেতিবাচক এক চলমান দৃষ্টান্ত লেবেল মেরে ছেড়ে দিলে বটে কিন্তু নাটক আর করা গেল না।

প্রশ্ন॥ কেন?

রেন॥ আমার থিয়েটারকে ওরা বানিয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদের কেন্দ্র। সারাদিন নির্যাতীত মানুষের চিৎকার জাগতো প্রেক্ষাগৃহ থেকে। সন্ধ্যেবেলা সেই থিয়েটারে মহলা দিতে আমরা মানবিকতায় বাধলো। ফলে ফের সংগ্রামী সভা, পুনরায় মারধোর,

আবার মুক্তি। এইরকম চললো আর কী। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা একটি তথাকথিত শ্রমিক-টীম আমাকে পাহার দিত, আমি কী বলছি বা করছি টুকে নিত, এবং থেকে থেকে বিশ্রী ভাষায় গাল দিত।

উ-লি॥ তা ছাড়া থিয়েটারে ফিরে গিয়ে হোতোটা কী? ওদের আটটি মডেল অপেরার যে কোনো একটিকে মহলায় ফেলতে হোতো, আধুনিক নাট্যশালার বাস্তব-বাদী অভিনেতাদের পিকিং-অপেরার গান-নৃত্যের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হোতো। অন্য কিছু ধরলেই তো আবার জেল।

রেন॥ তা তো বটেই। আমাকে ঘাড়ে ধ'রে কতবার যে ঐ আটটি অপেরা দেখিয়েছে হিসেব নেই। একবার লাল লণ্ঠন দেখতে বসেছিল বোধ করি দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বার, এবং প্রথম অঙ্কের শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। প্রচণ্ড হৈ হৈ শুনে ঘুম ভাঙলো। আমার চিরসাথী শ্রমিক-টিম ধরে ফেলেছে আমার নিদ্রাপন্থী বিচ্যুতি (somnolent deviation)। ফলে আবার সংগ্রামী সভা এবং আবার—ইত্যাদি।

উ-লি॥ কোনো কোনো থিয়েটার মারের ভয়ে আট মডেলের এক-আধটা ধরেছিল. তাতে আবার নূতন বিপদ দেখা দিল। কেউ পার্ট-টার্ট ভুলে গেলেই সাবাতোজের অভিযোগ উঠতো, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার মামলা হোতো।

পাই-মু (চলচ্চিত্রাভিনেতা)॥ এখানে একটা করুণ ঘটনা বলি। অতিবামদের একটা ঘাঁটি ছিল শাংহাই-এর উপনগরী চুয়াংশা। সেখানে একটি অপেশাদার দলকে নিয়ে ওর শাচিয়াপাং- মডেল-অপেরা অভিনয় করায়। সে-পালায় একজন নবীন-অভিনেতার গলা ভেঙে গিয়েছিল, এবং কব্জি থেকে রিস্ট-ওয়াচটি খুলতে সে ভুলে গিয়েছিল। তাকে সরেজমিনে গ্রেপ্তার ক'রে মডেল-অপেরাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করার অভিযোগ আনা হয়। ছেলেটিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং দু ঘণ্টা পরে গুলি ক'রে মারা হয়।

উ-লি॥ হাঁ, মনে আছে। টেলিভিশনে তার বিচারের খানিকটা দেখানো হয়।

প্রশ্ন॥ তাহলে আপনাদের জেল থেকে মুক্তি দিলেও কাজ করতে দেয়া হয়নি।

রেন॥ ওদের হুকুম মানলেই কাজ করতে আমরা পারতাম। শাংহাই-এর শিল্পীদের গৌরব, একজনও ওদের হুকুমবরদার হতে রাজি হননি। মার খেতে খেতে মরে গেছেন, তবু মাথা নোয়ায়নি।

চেন-য়ুন॥ যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অপেরার নায়ক কাও চাও-তিয়েনের নাম আপানার নিশ্চয়ই শুনেছেন?

প্রশ্ন॥ হাঁ।

চেন-য়ুন॥ আরো একজন— কমরেড চু শিং-ফাং, শাংহাই অভিনেতৃ সংঘের সভাপতি, পিকিং-অপেরার বিরাট প্রতিভাদের একজন। জাপানিরা শাংহাই দখল করলে তিনি নিজ দলের অভিনয় বন্ধ ক'রে দেন, বলেন, পরাধীন শাংহাই-এ আমরা অভিনয় করি না। জাপানিদের মত নির্যাতনেও চু শিং-ফাং টলেননি। তিনি "হাই জুই" পালায়

অভিনয় করার অপরাধে চিয়াং চিঙের ধিক্কার লাভ করেন, এবং ৬৭ বছরের ঐ বৃদ্ধকে পিটিয়ে মারে লালরক্ষীরা। তারপর ধরুন— লি শাও-চুন—

প্রশ্ন॥ তাঁকে তো আমরা কলকাতায় দেখেছি বানর-রাজার ভূমিকায় সেই ৫২-৫৩ সালে?

চেন-য়ুন॥ হ্যাঁ, তিনি ভারত-সফরে গিয়েছিলেন। তিনিও আর নেই। অত্যাচার সইতে না পেরে ১৯৭০ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন। চীনে এ-শতাব্দীতে তাঁর মতন বানর-রাজা আর কেউ করতে পারেননি। তাঁকেও কাও চিয়াও-তিয়েনের মতন আবর্জনা-ফেলার ট্রাকে চড়িয়ে শহর ঘোরানো হয়, এবং চাবুক মারা হয়। এটা চলে পনেরোদিন ধরে। তারপর তিনি আত্মহত্যা ক'রে জ্বালা জুড়োলেন, কিন্তু কিছুতেই ফাশিস্তদের প্রচারক হ'ননি।

রেন॥ আমি বলি, পরাজয়ের কথা শেষ হোক, শেষ বিজয় আমাদেরই হয়েছে তার কথা হোক। অধ্যক্ষ মাও ইয়েনান-ভাষণে শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে যা বলেছিলেন, ১৯৬১ সালের জুন মাসে চু এন-লাই যা বলেছিলেন, যেসব এখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে আমাদের মতন যুবকদের।

উ-লি॥ আপনি যুবক? বয়স ভাঁড়াবেন না কমরেড।

রেন॥ অবশ্য যুবক। চার দুর্বৃত্তের পতনের দিন দশ লক্ষের বেশী মানুষ শাংহাই-এর রাজপথে নেচেছিল। আপনি জানেন কমরেড উ, যে আমিও নেচেছিলাম? সেদিন থেকে আমি আবার যুবক। সেই উৎসবের দিনে শাংহাই-এর এক সত্তর বছরের বৃদ্ধ বলেছিলেন, আমার বয়স সত্তর নয়, ষাট। গত দশটা বছর আমি স্বীকার করি না।

* * *

হাংচৌ-এ গিয়ে পেলাম কমরেড শি-শংকে। মাঠে-ঘাটে-চৌরাস্তার মোড়ে যাঁরা নাটক করতে শিখিয়েছেন তাঁদের অন্যতম শি-শং। ১৯৩৬ সালে শি-শিং হেঁটে চলে যান ইয়েনান, বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে। অধ্যক্ষ মাও দেখেছিলেন, নবাগত এই যুবক গাইতে পারে, লিখতে পারে, অভিনয় করতে পারে। তাঁকে পাঠালেন লু শুন আকাদেমিতে। তারপর শি-শিং-এর সাংস্কৃতিক দল ক্রমশঃ এক জীবন্ত রূপকথা হয়ে উঠেছিল। তাঁরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করতেন, ইয়েনানের গ্রামে গ্রামে ঘুরে নাচ-গান-নাটকের মাধ্যমে বিপ্লব প্রচার করতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে জাপ সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রচার করতেন, জাপ যুদ্ধবন্দীদের জন্য নাচ-গান-নাটক করতেন, লালফৌজের আহত সেনার প্রাথমিক চিকিৎসা করতেন, পথে কোনো গ্রাম পড়লে সেখানকার রোগীদের চিকিৎসা করতেন, আবার অনেক সময়ে বাদ্যযন্ত্র ফেলে বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করতেন এবং জাপানি লাইনের পেছন গিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালাতেন। এই বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে বছরে বার-দুই ফিরতে হোতো ইয়েনান শাশ্বত নাটক প্রয়োজন করার জন্য। যুদ্ধফেরৎ-নাট্যদল বন্দুক রেখে, ঘাম মুছে পর পর অভিনয়

করেছেন, গোর্কি, চেকভ, লু শুন। অবিশ্বাস্য এক অভিযানের নেতা শি-শাং, মাউও ৎসু-তুং-এর সাংস্কৃতিক লাইনের প্রথম প্রয়োগবিদদের একজন, পথনাটিকার জন্মদাতাদের অন্যতম। মুক্তির পর অধ্যক্ষ মাও-এর নির্দেশে তিনি নাট্যরচনা এবং অভিনয়ে মনোনিবেশ করেন। হাংচৌ ছুটে গেছি তাঁর সঙ্গে কথা কইতে। তাঁকে দেখে চমকে উঠেছি। বিধ্বস্ত দেহ তাঁর যেন কে হাতুড়ি দিয়ে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙেছে। সহাস্যে বললেন, কাঁধে জোয়াল এঁটে হাতদুটো ছড়িয়ে জোয়ালের দু-মাথায় বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটিয়েছে। আর বলেছে, দেখ জেট-বিমান মস্কো চললো!

* * *

আরেক পথপ্রদর্শক গণশিল্পী মেং-পো, বর্তমানে শাংহাই চলচ্চিত্র দপ্তরের ডাইরেক্টর। তিনিও ইয়েনানে সংগঠিত করেছিলেন আরেক দল সব্যসাচী শিল্পী-যোদ্ধাকে, যারা অষ্টম রুট আর্মির সৈনিকও ছিল, আবার ছিল গায়ক-নর্তক-অভিনেতা-অপেরাশিল্পী। মেং-পোর লেখা গান গাইতে গাইতে লালফৌজ আক্রমণ করতো শত্রুসেনাকে।

হৃদরোগ ধরেছে তাঁকে সংস্কৃতিক বিপ্লবের নির্যাতনে। তবু হাসছেন আর বলছেন আমি ছিলাম প্রখ্যাত বিপ্লবী-সুরকার "নিয়ে-এরে"র জীবনীমূলক ছবিটির চিত্রনাট্য-কার। পরিচালনা করেছিলেন চেং চুন-লি, যিনি পরে "আফিমের যুদ্ধ" ছবিটি পরিচালনা করেন, এবং যাঁকে হঠকারী অতিবামরা খেতে না দিয়ে হত্যা করেছে। ও ১৯৬৬ সালে "নিয়ে-এর" ছবিটি নিষিদ্ধ হোলো। কী অভিযোগ? আমরা নাকি পার্টিবিরোধী কুচক্রী ওয়াং মিং-এর প্রচারক। কেন? না, "নিয়ে এরে"র জীবনী দেখাতে গিয়ে এমন একটা যুগের কথাও ছবিতে এসেছে যখন ওয়াং মিং ছিল পার্টির নেতা। যদিচ ওয়াং মিঙের নামগন্ধও ছবিতে ছিল না, তবু সেই বছর ক'টা তো ছিল। সুতরাং নিষিদ্ধ।

—গলায় কার্ডবোর্ডের বিজ্ঞপ্তি : বুর্জোয়ার দালাল। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাচ্ছে আর মারছে। হঠাৎ সব থেমে গেল। তাকিয়ে দেখি, সামনে এক মিলিশিয়ার সৈনিক। সে আদেশ এনেছে মাও ৎসে-তুং-এর : মেং-পোর গায়ে হাত দেবে না কেউ। তখন আমাকে গ্রামে পাঠালো শ্রম করতে, শূকর পালনের কাজে। জানেন, এমন আনন্দে আর কখনো কাটাইনি। আগে শুধু শুয়োর খেতাম। এখন আমি শুয়োর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। শ্রমের চেয়ে ভাল জিনিস পৃথিবীতে নেই।

* * *

কমরেড ইয়েন চেন-শুয়ান, মেং-পোর জীবনসঙ্গিনী, ইয়েননের গণনাট্য আন্দোলনের আরেক নিরলস শিল্পীযোদ্ধা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে নাটক করতে করতে পথশ্রমে একবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরলে দেখেছিলেন তিনি শুয়ে আছেন এক কৃষকের কুটিরে আর সামনে দাঁড়িয়ে ইনজেকশন দিচ্ছেন নর্মান বেথুন। এক ভাই শহীদ হয়েছিলেন চিয়াং কাইশেকের হাতে।

— আমার অপরাধ? আমি ১৯৬২ সালে সারা চীন থেকে বাছাই করা এক নৃত্যগীতের দল নিয়ে হংকং-সফরে গিয়েছিলাম। পার্টিবিরোধী দেশদ্রোহী চাং কুও-তাও তখন হংকং-এ থাকতো। সে টিকিট কিনে নাকি একদিন আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে আসে। সুতরাং আমি অবশ্যই চাং-কুও-তাওর গুপ্তচর।

—আমার স্বামীকে নির্যাতন করলো আমার চোখের সামনে। তারপর আমাদের ন'জনের একটা দলকে রোদের মধ্যে দৌড় করাতে লাগলো। আমি অষ্টম রুট আর্মির সৈনিক, ইয়েনানের কমিউনিস্ট, আমাকে দৌড় করিয়ে ক্লান্ত করবে কয়েকটা সেদিনের ছোঁড়া? দলে আটজন ছিলেন পুরুষ, আমি একা মেয়ে। আটজনের মধ্যে সাতজনের পড়ে গেলেন দুপুর নাগাদ— মানে ঘণ্টা-ছয়েক দৌড়ের পর। পড়লেন না ইউথ থিয়েটারের কমরেড রেন তে-ইয়াও, আর পড়িনি আমি। তখন আমাদের দুজনের পিঠে ইঁটের বোঝা চাপিয়ে দৌড় করাতে লাগলো। বিকেল চারটে নাগাদ বুঝলাম আমার বয়স হয়েছে বিয়াল্লিশ, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

* * *

চার দুর্বৃত্তের রণকৌশল ছিল নির্ভুল। সাংস্কৃতিক জগতে যাঁরা ছিলেন কমিউনিস্ট, যাঁরা ছিলেন ইয়েনানে মাও ৎসে-তুং-এর হাতে-গড়া সৈনিক-শিল্পী, যাঁরা বিশ্বের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সর্বজনমান্য শিক্ষক, তাঁদের ওপরই দুর্বৃত্তরা প্রথম আঘাত হানে হিংস্র প্রতিশোধস্পৃহায়।

চার দুর্বৃত্ত ও তেং শিয়াও-পিং (১৯৭৩-৭৬)

এমনো প্রশ্ন শোনা যায়, চীনের পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব দশ বছর ধরে কী করছিলেন? তখন চার দুর্বৃত্তকে নেতা মেনে সেলাম ঠুকে, এখন সুযোগ বুঝে গাল দিচ্ছেন না তো?

এ প্রশ্ন চীনের নেতৃত্ব এবং ক্রুশ্চভ-চক্রকে এক ক'রে ফেলছে। ক্রুশ্চভরা যখন অকস্মাৎ কমরেড স্তালিনের বিপ্লবী-জীবনে কালি লেপতে শুরু করলেন, তখন এ-প্রশ্ন ছিল অতি-স্বাভাবিক : খুনীই যদি হবে স্তালিন, তাহলে আপনারা সেসব খুনের ফসল দু-হাতে কুড়িয়ে, দেশশাসকের নানা পদ অলংকৃত ক'রে ক্রমশঃ স্ফীতোদর হচ্ছিলেন কেন? তখন "মহান স্তালিন" বলে গলা ফাটিয়ে এখন খুনী স্তালিনের পরিচয় দিতে ব্যগ্র হয়েছেন কেন? কোথায় আপনাদের কমিউনিস্ট সততা ও সাহস?

কিন্তু চীনের পার্টি-নেতাদের সম্পর্কে অমন তোষামোদ, কাপুরুষতা ও বেইমানির অভিযোগ তোলাটা ইতিহাসকে উপেক্ষা না ক'রে সম্ভব নয়। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু ক'রে প্রতিটি ফ্রন্টে, প্রতিটি প্রদেশে ও জেলায়, প্রতি শহরে চার দুর্বৃত্ত দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে অনবরত। আমরা জানি প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ কোনো না কোনো ভাবে নির্যাতন বরণ করেছেন দশ বছরে। আমরা এ দৃশ্যও দেখেছি, দুর্বৃত্তের পতনের পর সোজা কারাগার থেকে পার্টির সভায় আসছেন সদস্যবৃন্দ, কারুর

হাত-ভাঙা, কারুর পা, কারুর চোখ নেই, কারুর বা সারা শরীরে ব্যাণ্ডেজ। তাঁরা কেউ চার দুর্বৃত্তের পদসেবা করেননি, সরকারি সুখসুবিধা ভোগ করেননি, এমন কি নীরবতার সুযোগ নিয়ে প্রাণ-বাঁচাবার চেষ্টাটুকু করেননি। প্রকৃত কমিউনিস্টের মতন তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন, প্রত্যাক্রমণ করেছেন, নির্যাতনে অটল থেকেছেন, নির্জন কারাবাসে দশ বছর মাথা সোজা রেখেছেন। অনেক অত্যাচারে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন অটুট বিদ্রোহী মনোবল সঙ্গে নিয়ে। তাঁরা বিশ্বের সামনে যা বলেছেন এবং বলছেন, তার যাথার্থ্যের প্রমাণ তাঁদের শরীরের ক্ষতগুলি তাঁদের আয়ুর দশটা বছর। একটা বৃহৎ মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে বিলাসলালিত সুখভোগী মেদবহুল কুশচভরা আরো ঐশ্বর্য কেড়ে নেয়ার অজুহাত সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু মিথ্যার জন্যে কেউ জীবন দেয়? জীবনের দশটা বছর দেয়? প্রতারণা-প্রবঞ্চনার জন্য কেউ অকাতরে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করে?

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় আমরা সেই প্রতিরোধের সাহসিক কাহিনী কিছুটা ধরার চেষ্টা করছি। সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বাধিকারপ্রমত্ত ফাশিস্তদের আস্ফালন যে ব্যর্থ হতে বাধ্য, সেই প্রত্যয় আজ চীনের সর্বত্র। চার দুর্বৃত্তের অটোমেটিক রাইফেলের চেয়ে ঢের বেশি শক্তিমান হচ্ছে পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ। দুর্বৃত্তদের চেয়ে ঢের বেশি শক্তি ধরেন সেই স্থিতধী বয়জ্যেষ্ঠ কমিউনিস্টরা যাঁরা মরে গেছেন। আমাদের মনে হচ্ছে, তেং শিয়াও-পিং-এর দৃঢ় প্রতিরোধের ঘটনাগুলি মনে রাখলে আর কেউ ভাবতে সাহস করবেন না যে দুর্বৃত্তেরা ভীত নীরবতার মাঝে স্বেচ্ছাচার করে গেছে। তেং-এর সংগ্রাম কোনো একক ও নিছক বীরপনা নয়, তিনি হয়ে উঠেছিলেন লক্ষ লক্ষ পার্টি-সদস্য ও মেহনতী জনতার মুখপত্র, তাঁর পেছনে দানা বাঁধছিল চীনের প্রতিবাদ।

পূর্বে এক পরিচ্ছেদে ("তেং শিয়াং-পিং ও মাও ৎসে-তুং") আমরা দেখেছি কিভাবে দুর্বৃত্তদের চমকে দিয়ে অধ্যক্ষ মাও ১৯৭৩ সালে তেংকে অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরিয়ে এনে পার্টি ও রাষ্ট্রের শীর্ষে বসিয়ে দেন। এই পরিচ্ছেদে আমার ১৯৭৩ থেকে তেং-এর দ্বিতীয় পদচ্যুতি পর্যন্ত চীনের পার্টির তীব্র অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করবো।

লিন পিয়াওর উপদল কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে তেং শিয়াং-পিং একটি "৭ই মে" কেডার স্কুলে কায়িক শ্রম করেছিলেন, এবং মার্কস্‌বাদের অ-আ-ক-খ পুনরায় শিখতে বাধ্য হচ্ছিলেন তাঁর দৌহিত্রের সমবয়সী কমরেডদের কাছে। সেখান থেকে অধ্যক্ষ মাও তাঁকে নিয়ে আসেন পিকিং-এ এবং ১৯৭৩-এর আগস্ট মাসে দশম পার্টি-কংগ্রেসের তেং পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হ'ন। ১৯৭৪-এর গোড়ায় হ'ন পলিটব্যুরোর সদস্য এবং রাষ্ট্রের সহকারী প্রধানমন্ত্রী। অধ্যক্ষ মাও এবং প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই এইভাবে চার দুর্বৃত্তের উচ্চাশার মারাত্মক আঘাত হানলেন!

১৯৬৩-এর শেষভাগে অধ্যক্ষ মাও এক অভিনব পরীক্ষা করলেন। তিনি চার

দুর্বৃত্তের এক দুর্বৃত্ত ওয়াং হুং-ওয়েন এবং তেং-শিয়াও-পিংকে একত্রে সারা দেশ সফরে পাঠালেন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। দুজনে পিকিঙে ফিরে এলে মাও প্রশ্ন, করলেন : আমার মৃত্যুর পর চীনে কী হবে?

ওয়াং হুং-ওয়েন উত্তর দিল : পুরো দেশ অধ্যক্ষ মাও-এর বিপ্লবী লাইন অনুসরণ করবে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে সে-লাইনের তার অনিবার্য পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

স্পষ্টবক্তা তেং শিয়াও-পিং বললেন : গৃহযুদ্ধ শুরু হবে এবং সারা দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

অধ্যক্ষ মাও সমর্থন করলেন তেংকে এবং চীন ১৯৭৪-এর দোরগোড়ায় পা দিয়েই শুনলো তেং সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদেও অভিষিক্ত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে মাও এবং চু-র প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশ্য সমর্থনে তেং শিয়াও-পিং ফৌজের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আমূল রদবদল করতে শুরু করলেন, সন্দেহজনক অফিসারদের হটিয়ে দিলেন, পার্টির মিলিটারি কমিশনের একচ্ছত্র আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন, এবং চার দুর্বৃত্ত তাদের পেটোয়া অফিসারদের দূরাঞ্চলে বদলি হতে দেখে হতচকিত হয়ে পড়লো। গৃহযুদ্ধের যে সম্ভাবনার কথা তেং বলেছিলেন, তাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে মাও এবং চু-তেং-এরই সাহায্যে সামরিক বাহিনীকে দৃঢ়ভাবে পুনর্গঠিত করলেন। এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, তেং-এর এই ব্যবস্থাগুলিই পরে চিয়াং চিংদের সৈন্যব্যবহারের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে দেয়।

১৯৭৪-এই কমরেড চু এন-লাই ক্রমশঃ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকেন, এবং মন্ত্রীসভায় তাঁর বহু ও বিভিন্ন দায়িত্ব তেং শিয়াং-পিং-এর ওপর ন্যস্ত হতে থাকে। ঐ বছরই তেং জাতিসংঘের অধিবেশনের চীনে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং অধ্যক্ষ মাও-এর তিন দুনিয়ার তত্ত্বের দীর্ঘ ব্যাখ্যা করেন। কোনঠাসা হবার সম্ভাবনায় এই সময়ে চার দুর্বৃত্ত প্রত্যাক্রমণের পথ খুঁজতে থাকে। সে-সুযোগ এল ফেংকিং জাহাজের ঘটনায়। যদিও চীন পূর্বে বহু জাহাজই নির্মাণ করেছে, তথাপি এই সময়ে আনকোরা নূতন জাহাজ ফেংকিং-এর যাত্রারম্ভ উপলক্ষ্যে চার দুর্বৃত্ত সারা চীন-ব্যাপি প্রচারের ধুমধাম শুরু করে। কিন্তু পরিবহণ মন্ত্রকের একটি রিপোর্টে স্পষ্ট বলা হয়, ফেংকিং জাহাজের কোনো কোনো যন্ত্রাংশ আশানুরূপ তৈরী হয়নি, এ-বিষয়ে জাহাজ-নির্মাণ বিভাগকে তাঁরা সতর্ক করেন। তেং তখন পরিবহণ মন্ত্রকেরও দায়িত্ব নিয়েছেন, সুতরাং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনিও উন্নততর যন্ত্রপাতি তৈরীর প্রয়োজন সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা পত্রিকায় ছাপবার জন্য প্রেরিত হলে সেটি ওয়াং হুং-ওয়েনের হাতে আসে এবং জালিয়াতিতে সুদক্ষ সেই নেতৃপ্রবর তৎক্ষণাৎ "কোনো কোনো যন্ত্রাংশ" কথা ক'টি বাদ দিয়ে এমনভাবে বক্তৃতাটা পরদিন পরিবেশন করলেন যে মনে হোলো তেং শিয়াং-পিং চীনের জাহাজ-তৈরীর ক্ষমতা সম্বন্ধেই সন্দিহান। সারা চীন যখন ফেংকিং জাহাজকে আত্মনির্ভরতার এক দৃষ্টান্ত ভেবে গর্ব অনুভব করছে, তখন তেং-এর ঐ বিকৃত ও

"সংশোধিত" মন্তব্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করলো, এবং চিয়াং চিং পলিটব্যুরোতে হিংস্র আক্রমণ চালালেন তেং-এর বিরুদ্ধে। এমন কি তিনি অধিবেশন ছেড়ে চলে গেলেন তেং-এর দেশদ্রোহিতার প্রতিবাদে, এবং এক মাসকাল ধরে পলিটব্যুরোর সভা ডাকতে দিলেন না। এই একমাস উপদল বসে থাকেনি, তারা আগামী পীপল্‌স্ কংগ্রেসের অধিবেশনে (জানুয়ারি, ১৯৭৫) চং চুন-চিয়াওকে তেং-এর স্থলে সহকারী প্রধানমন্ত্রী বানাবার গোপন প্রয়াসে লিপ্ত ছিল।

জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অতিবাম উপদলের সব প্রয়াস ব্যর্থ ক'রে, তেং শিয়াং-পিং অধ্যক্ষ মাও-এর প্রস্তাবক্রমে পার্টির ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। এই পদাধিকারের তিনি চং চুন-চিয়াওর চেয়ে উচ্চস্থলে প্রতিষ্ঠিত হলেন, এবং চক্রীরা বুঝলেন, আগামী পীপল্‌স্ কংগ্রেসে তেং-কে পদচ্যুত করা সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। ঘটলোও তাই। পীপল্‌স্ কংগ্রেসকে তেংকে শুধু সহকারী প্রধামন্ত্রী নয়, প্রথম সহকারী হিসেবে অনুমোদন করলো।

এই পীপল্‌স্ কংগ্রেসে চু এন-লাই চার আধুনিকীকরণের প্রস্তাব রাখেন এ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বে চীনের শিল্প, কৃষি, যন্ত্রবিদ্যা এবং প্রতিরক্ষাকে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত করার উদ্দীপনায় পরিকল্পনা পেশ করেন। কংগ্রেসে সমাবিষ্ট গণপ্রতিনিধিদের বিপুল হর্ষধ্বনি কুচক্রীদের মুখে চপেটাঘাতের মতন এসে লেগেছিল, কেননা উৎপাদনী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা ১৯৬৬ সাল থেকে সমানে প্রচার চালাচ্ছিলেন, বলছিলেন উৎপাদন বাড়ালেই পুঁজিবাদ দেখা দেবে। তার ওপর সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তাঁরা দেখলেন, তেং শিয়াও-পিংই আধুনিকীকরণের মহাযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হয়েছেন। পর পর ছ'টি সারা-চীন জাতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন তেং— ইস্পাত, কয়লা, রেল, হিসাব, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং কৃষিতে অগ্রগতির মানচিত্র তৈরী করার জন্য। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অতিবাম বাড়াবাড়ির আত্মঘাতী বিশৃঙ্খলা দমন ক'রে চীন যেন আবার সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছে— এ দৃশ্য দেখে কুচক্রীরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, কেননা এতে তাদের সামাজিক ভিত্তি ধসে যাচ্ছিল তার ওপর এই সময়ে "তাচাই থেকে শিক্ষা নাও" নামে এক কৃষি-সম্মেলন ডাকা হয়, যার সভাপতিত্ব করেন হুয়া কুও-ফেং সেই সম্মেলন থেকে উৎসাহী কর্মীবৃন্দ বেরিয়ে সারা চীনে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, কমিউনগুলোকে তাচাই-এর মতন ক'রে গড়ে তোলার জন্য, হঠকারিতার বিপর্যয় রোধ ক'রে উৎপাদন বাড়াবার জন্য।

চিয়াং চিং এবং তাঁর সহযোগীগণ বুঝলেন, এই মুহূর্তে প্রবল আঘাত হানতে না পারলে, এই বিপুল কর্মযজ্ঞের উদ্দীপনা তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে খড়কুটোর মতন। ১৯৭৫-এর শেষার্ধে তাঁরা "দক্ষিণ বিচ্যুতির হাওয়ার" বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। তাঁরা ঘুরিয়ে কথার মারপ্যাঁচে পার্টি ও রাষ্ট্রের এই নূতন পরিকল্পনাগুলির বিরুদ্ধে নূতন আক্রমণের সূচনা করলেন তাঁরা বললেন, জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে চীনে

এক বিষাক্ত বাতাস বইছে এবং অনেক উদ্ভট মতামত (absurd views) শোনা যাচ্ছে। ক্রমশঃ ফাশিস্ত কুচক্রীরা প্রধানত তেং-এর বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ সুসংহত এবং শাণিত করতে লাগলো। অবশ্য স্মর্তব্য, তেং ছিলেন তাদের প্রথম লক্ষ্য কেননা মাও এবং চু-র অবর্তমানে তিনিই পার্টি এবং রাষ্ট্রের অবিসংবাদী নেতা, কিন্তু তেং-এর পেছনে সমাবিষ্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণী ও গ্রামাঞ্চলের সব সুস্থমস্তিষ্ক চীনের উন্নয়নকামী প্রতিটি কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট ছিল তাদের আপসহীন শত্রু। তেং আক্রান্ত হলেন একটি লাইন, একটি চিন্তাধারা, একটি বিপুল পরিকল্পনা প্রতিনিধি হিসেবে।

এখন ঐ "উদ্ভট মতামতগুলো" কী? তেং শিয়াও-পিং-এর নানা বক্তৃতা ও মন্তব্যকে কেন্দ্র ক'রে কুচক্রীরা যেভাবে সারা দেশ তোলপাড় ক'রে বেড়াতে লাগলো, তাতে শীঘ্রই মনে হতে লাগলো, তেং বুঝি বা দক্ষিণপন্থী প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করতে চলেছেন, পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করছেন। কিন্তু সেইসব মন্তব্যকে তেং-এর নিজস্ব ভাষায় এবং প্রসঙ্গ-সহ বিচার করলে দেখা যাবে সেগুলির মধ্যে বিপজ্জনক কিছু তো নেই-ই, উপরন্তু সেগুলি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আতিশয্যের সঠিক ও নির্ভুল সমালোচনা। বিশেষতঃ তখন পার্টির মধ্যে এবং বাইরে কুচক্রীদের কালাপাহাড়ি কাণ্ডের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, তেং তাকেই বাণী দিয়েছেন। এইখানেই মন্তব্যগুলির গুরুত্ব। ফাশিস্ত কুচক্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যে কখনই থামেনি, এগুলো তারই প্রমাণ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে তেং নাকি বুর্জোয়া-ব্যবস্থায় পুনঃপ্রবর্তন চাইছিলেন, বললেন, চিয়াং চিং। বাস্তবিক পক্ষে তেং যা বলেছিলেন তা হচ্ছে এই : "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে, এমন কি শিক্ষার মূল দিক নির্ধারণেও (orientation)। শিক্ষার পুরো প্রশ্নটির পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন।"

আবার "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের থেকে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মান সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগী নয়। পরিবর্তে হাতেকলমে কাজের ওপর বড় বেশি ঝোঁক দিয়েছে। ছাত্রদের তত্ত্বগত জ্ঞান এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রের বিশেষ নৈপুণ্যের প্রশ্ন উপেক্ষিত হয়েছে। শিক্ষার মানের এই অবনতির শেষ পর্যন্ত ফল হবে এই— বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষিত কর্মী আর থাকবে না।"

আরো, "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাল থেকে শিক্ষকরা ছাত্রদের দায়িত্ব দৃঢ়হাতে নিতে ভয় পাচ্ছেন। বিদ্যালয়গুলির কোনো নির্দিষ্ট নিয়মাবলীও আর নেই, পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, ওপরের শ্রেণীতে ওঠার প্রশ্ন নেই, কোনো পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নেই। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ছাত্রদের হাজিরারও হিসেবে রাখা হচ্ছে না। ফলে হয়েছে ব্যাপক ছাত্র নৈরাজ্য (student anarchy) যা বেশি দিন চললে গুরুতর এক সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে। এরকম যুবদল কি চীন বিপ্লবের উত্তরাধিকারী হতে পারে?"

তেং-এর প্রতিটি কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিধ্বস্ত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চীন আজ সত্যিই উত্তরাধিকারীর খোঁজে প্রাণপাত করছে। দশ বছর যারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে তারা প্রকৃতই আজ এক সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুচক্রী যে ছাত্রসমাজকে মস্তান বানিয়ে পার্টির অভিজ্ঞ সদস্যদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছিল, দেখা যাচ্ছে তেং সে-খেলা ধরে ফেলেছিলেন।

অথচ তাঁর কথাগুলোর যে ব্যাখ্যা চিয়াং চিংরা করলেন তাঁর সারাৎসার দাঁড়ালো এই : "কেউ কেউ বলছেন বিজ্ঞান এক বিশেষ ক্ষেত্র যেখানে সর্বহারা একনায়কত্ব প্রযোজ্য নয়", এবং "মার্কসবাদ প্রকৃত-বিজ্ঞানের বিকল্প হতে পারে না, এই কথার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ ক'রে দক্ষিণপন্থীরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কস্‌বাদের নির্দেশক-ভূমিকা নাকচ করতে চাইছে" অথবা "কেউ কেউ এমন প্রস্তাবও করছেন যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব থাকা উচিত বাইরের লোকেদের (পার্টির বাইরের) হাতে"। এর একটি কথাও সত্য নয়। কস্মিনকালেও তেং শিয়াও-পিং এসব বলেননি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে তেং শিয়াও-পিং-এর নেতৃত্বে পার্টির শ্রেষ্ঠ সদস্যগণ যেসব প্রশ্ন তুলেছিলেন তা মোটামুটি এই : সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কালে যে বলা হয়েছিল বৈজ্ঞানিকদের "খোড়া মাঠে" যেতে হবে, কায়িক শ্রম করতে হবে, তার মানে কি এই যে তাদের অধ্যয়ন, পাঠ, চিন্তা, লেখা এসব বন্ধ থাকবে? তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য ঘটানোর অর্থ কি তত্ত্বকে বিসর্জন দেয়া? এসব প্রশ্নও অবধারিতভাবে ফাশিস্ত জালিয়াতদের ভাষ্যে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস হয়ে দাঁড়ালো।

তেং-এর চ্যালেঞ্জের উত্তরে দুর্বৃত্তরা শিক্ষা-সম্পর্কে নিজেদের মহাবিপ্লবী চিন্তাও এ-সময়ে প্রকাশ করতে শুরু করলো। ৮ই নভেম্বর, ১৯৭৫ , চাং চুন চিয়াও এক ভাষণে বললো , 'কী ধরনের মানুষ তৈরী করতে চান আপনারা? শিক্ষিত শোষক যার চিন্তাধারা বুর্জোয়া?' না, সংস্কৃতিহীন (uncultured) শ্রমিক, যার চেতনা সমাজতান্ত্রিক? আমি চাইব অশিক্ষিত মজদুর, শিক্ষিত শোষক নয়।" হাস্যকর এই দুই বিকল্প। যেন শিক্ষা হলেই বুর্জোয়া হয়! যেন অশিক্ষা এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনা সমার্থক! এই ধরনের মত্তমহিষবৃত্তির বিরুদ্ধেই ছিল তেংদের অভিযান তেংরা যেন এইসব নাটকীয় প্রশ্নের উত্তরেই বলছিলেন, আমাদের শিক্ষিত শোষকও দরকার নেই, আবার অশিক্ষিত মজদুরেরও দরকার নেই, আমরা চাই শিক্ষিত মজদুর।

১৯৭৫-এর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর চিয়াং চিং পলিটব্যুরোর সভায় প্রচণ্ড সমালোচনায় নাজেহাল হতে থাকেন। এই সময়ে তিনি এবং তাঁর দোসররা লিখিত আত্মসমালোচনা করতে বাধ্য হন। ১৯৭৬-এর সেপ্টেম্বরে তিয়েৎসিনে এক বক্তৃতায় চিয়াং চিং কথাটা প্রকাশ্যে স্বীকারই ক'রে ফেলেন। তিনি বলেন, ১৯৭৫-এর কয়েক মাস পলিটব্যুরোর মধ্যেকার দক্ষিণপন্থীরা তাঁকে বিপর্যস্ত harass) করেছিল এবং দেশে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল।

"বিষাক্ত হাওয়া" এভাবে চক্রীদের পাল্টা সদর দপ্তর কাঁপিয়ে দিত, তারাও প্রত্যাঘাত করলো ১৯৭৫-এ নভেম্বরে। সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিন বাম রাজনীতির লীলাক্ষেত্র। শ্রমিক নয়, কৃষক নয়, ছাত্রসমাজই চার দুর্বৃত্তের প্রধান ভরসাস্থল। সে-বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্টি-সম্পাদক চি-চুন এবং সহকারী সম্পাদক শিয়ে চিং-ই শুরু করলেন প্রত্যাক্রমণ, কেননা তারা হঠকারী উপদলের সদস্য। তাঁরা ছাত্রদের দিয়ে বড় হরফের পোস্টার লেখা শুরু করলেন শিক্ষামন্ত্রী চু জুং-শিনের বিরুদ্ধে, কারণ পার্টির সিদ্ধান্তক্রমে তিনি শিক্ষাজগতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেই-তা, অর্থাৎ পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে গেল "বিষাক্ত হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণ।" ১৯৭৫ এর নভেম্বর থেকে ১৯৭৬-এর মার্চ পর্যন্ত চলে এই হিংস্র যুক্তিহীন ক্রোধোন্মত্ত আস্ফালন। সিং হুয়াকে দুর্বৃত্ত-কবলিত সব প্রচার-মাধ্যম প্রত্যাক্রমণের আদর্শ বলে ঘোষণা করে। সারা দেশ থেকে চার দুর্বৃত্তের সমর্থকরা এসে সিংহুয়া থেকে প্রত্যাক্রমণের কৌশল শিখে যেতে থাকে। সমর্থকের তখন অভাব নেই। ন'বছরে এত কারখানা বন্ধ হয়েছে, এত কমিউন অলস হয়ে গেছে, যে বেকার ও ভবঘুরের সরবরাহে কোনো ঘাটতি নেই। শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে চুরমার হয়েছে যে বখাটে ছোঁড়ার কোনো কমতি নেই। তা ছাড়া এত রক্ত তারা ঝরিয়েছে, এত বিপ্লবী বয়োজ্যেষ্ঠকে তারা জেলে পুরেছে বা নির্বাসনে পাঠিয়েছে যে এখন পার্টির কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনাতেই তারা সিংহুয়ায় ছুটে এল চিয়াং চিংদের হাত শক্ত করতে। চিয়াং চিংরাই এখন তাদের একমাত্র আশ্রয়, নইলে যে পার্টিকে তারা অমন হিংস্র আঘাতে ন'বছর জর্জরিত করেছে, সে আবার দেশের হাল ধরলে অতিবাম যোদ্ধারা দাঁড়াবে কোথায়? সিংহুয়ায় গড়ে উঠলো প্রত্যাক্রমণের জাতীয় সদর দপ্তর।

সিংহুয়ায় বিতর্ক হবে, বিষয় : চার আধুনিকরণের গতি মন্থর ক'রে দিয়েছে কারা? আপাতদৃষ্টিতে অতিশয় সুবিবেচনার পরিচয়। কার্যক্ষেত্রে একতরফা বক্তৃতা হোলো, দ্বিমত ভয়ে লুকিয়ে রইল। সাব্যস্ত হোলো, চু এন-লাই এবং তেং শিয়াং-পিংই চীনের বৈষয়িক অগ্রগতি রুখে রেখেছেন? পোস্টারগুলির স্বর চড়তে শুরু করলো : "ইতিহাসের রায় উল্টে দেয়ার এই দক্ষিণপন্থী প্রয়াসের উদ্দেশ্য কী? আধুনিকীকরণ, না পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা?" "দক্ষিণপন্থী হাওয়া আধুনিকরণের ধুয়া তুলে সমাজতন্ত্রকে শেষ করতে চাইছে!" ওরা উপগ্রহ তুলবে মহাকাশে আর লাল ঝাণ্ডা ফেলবে ধুলায়!" "দক্ষিণপন্থীরা চাইছে নিছক পেশাদারী বৃত্তি, নিছক অর্থনীতিবাদ, সুতরাং তারা শ্রেণীসংগ্রামের বিরোধী।"

সেইসঙ্গে সংবাদপত্রগুলি, দুর্বৃত্তদের আয়ত্তে থাকায় এক দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করলো ওরা। প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে "পুনর্জাগ্রত দক্ষিণপন্থী শত্রুর" বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দেয়া হতে লাগলো। এইরকম একটি অর্থবহ প্রবন্ধ বেরোয় পীপলস, ডেইলিতে,

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬ শিরোনাম "মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অগ্রগতি" তাতে মোটামুটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্থাপিত হোলো :

(১) শিক্ষা ও কারিগরিবিদ্যার ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী বিপদ দেখা দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হচ্ছে দুই শ্রেণী, দুই পথ, দুই লাইনের মধ্যে সংগ্রাম। দক্ষিণপন্থীরা অধ্যক্ষ মাও এবং কেন্দ্রীয় কমিটিকে আক্রমণ করছে এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরোধিতা করছে।

(২) এই দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির উদ্ভব হয়েছে পার্টির ভেতরকার পুঁজিবাদের পথিকদের ষড়যন্ত্র থেকে। তারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কালে ইতিবাচক শক্তিই ছিল, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তারা সর্বহারার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। "পুঁজিবাদের পথিকরা অভিযান শুরু করেছে, তারা পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চাইছে।"

(৩) আমাদের প্রত্যাক্রমণ এক মহান বৈপ্লবিক আন্দোলন, যা বহু বাধার সম্মুখীন হবে, পার্টির ভেতরকার পুঁজিবাদের পথচারীরা লড়াই করবে। জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐ পুঁজিবাদী শক্তিগুলির স্বরূপ উদঘাটন করুন।

এই প্রবন্ধ বেরুবার চীনের মানুষ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন একটা বিরাট সংঘর্ষের। তাচাই-সম্মেলনের পরে যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, সব নির্বাপিত। উৎপাদন বাড়াবার কথা কইলেই এখন লালরক্ষীরা "উদ্ভট মতামত" রব তুলে মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করছে। এমনকী "চীন কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে" এরকম কোনো কথা বলারও অনেক বিপদ। আবার পুঁজিবাদের প্রবক্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে সশস্ত্র বেকারের দল।

১৭ই ফেব্রুয়ারি পীপলস্ ডেইলিতে প্রবন্ধ বেরুলো "এখন প্রধান বিপদ হচ্ছে পুঁজিবাদ-পুনঃপ্রতিষ্ঠা"। ১৮ই "সমাজতান্ত্রিক সমাজের মুখ্য দ্বন্দ্ব সর্বসময়ে স্মরণ রাখুন"। ১৯ শে "তিন নির্দেশকে মূল সূত্র বলার সমালোচনা"। এই তিন প্রবন্ধ হচ্ছে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা, চু এন-লাই, তেং, হুয়া প্রমুখ পার্টির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে খোলাখুলি সংগ্রামের আহবান। ["মূল সূত্রের" বিতর্ক সম্পর্কে এ পুস্তকে আগেই আলোচনা হয়েছে]

মার্চ মাসে তেং শিয়াও-পিং-এর নাম ধরে গালাগাল শুরু হোলো। রেড ফ্ল্যাগ পত্রিকার চিং হেং-এর নামে প্রবন্ধ বেরুলো "বুর্জোয়া গণতন্ত্রী থেকে পুঁজিবাদের পথিক"। ৩রা মার্চ "পার্টির মধ্যেকার নির্লজ্জ পুঁজিবাদীটিকে সমালোচনা করুন", ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলিতে বলা হয় : গোড়ায় সিং হুয়া ও পেই-তার ছাত্ররা শুধুমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার পুনরাবির্ভাব দেখে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু এখন জানা গেছে দক্ষিণপন্থীরা দেশের সর্বস্তরে ব্যাপক প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত করেছে। পার্টির মধ্যেকার পুঁজিবাদী দেশের সর্বস্তরে মূল লাইন বিকৃত করতে চাইছে। সে বলছে "শ্রেণীসংগ্রাম ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে যায়"। সে শুধুমাত্র উৎপাদনী শক্তিগুলিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। দক্ষিণপন্থীদের এই আক্রমণের পেছনে পরিকল্পনা আছে, সংগঠন আছে, দৃঢ় কার্যসূচী এবং তত্ত্বগত ভিত্তি আছে। সুতরাং এটা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে

একাদশ অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম। আক্রমণের নেতা তেং শিয়াও-পিংকে উচ্ছেদ করতে হবে।

এ ছাড়াও এই সময়ে তেং-এর তিনটি প্রবন্ধকে "তিন বিষাক্ত আগাছা" আখ্যা দিয়ে, চক্রীদের স্বভাবসিদ্ধ জালিয়াতি মারফৎ যা তেং বলেন নি তা তেং-এর কথা বলে চালিয়ে প্রবল আক্রমণের মহড়া সাজানো হয়। কিন্তু এ-ও আজ দিবালোকের মতন স্পষ্ট যে এসবে চীনের মানুষ বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ননি। অনুগামীদের গগনবিদারী হুহংকার এবং কুচকাওয়াজে বোধকরি দুর্বৃত্তরা নিজেরাই প্রতারিত হয়েছিল, নিজেদের শক্তি সম্পর্কে মিথ্যা আত্মতুষ্টিতে ভুগছিল। তাদের স্বপ্নভঙ্গ হোলো তিয়েন-আন-মেনের অভ্যুত্থানে (পূর্বে দেখুন)। তারা আর দেশব্যাপি "বিতর্ক" ও প্রচারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আস্থা রাখতে পারলো না। স্রেফ পশুশক্তি প্রয়োগে যেমন তিয়েন-আন-মেনের সমাবেশ ভেঙে দিল, তেমনি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তেং শিয়াও-পিংকে দ্বিতীয়বার পদচ্যুত করলো। তাদের "তত্ত্বগত" প্রস্তুতির এমনই বৃদ্ধং দেহি পরিণতি, ঘন ঘন মাও ৎসে-তুং এর উদ্ধৃতি থেকে অকস্মাৎ লাঠিবাজিতে উত্তরণ।

তেং-এর দ্বিতীয় অজ্ঞাতবাস শুরু হলে দুর্বৃত্তরা যে পার্টি ও সাধারণ মানুষের থমথমে মুখে এক বিরোধী প্রতিজ্ঞা দেখতে পেয়েছিল তার প্রমাণ হচ্ছে, ক্রমান্বয়ে তারা তেং-এর "তিন বিষাক্ত আগাছা" থেকে টুকরো টুকরো বিকৃত কথা উদ্ধৃত ক'রে তেং-বিরোধী প্রচার অপ্রতিহত রাখে। তাদের ভাষায় "ঐ তিনটি আগাছা হচ্ছে তেং-এর সংশোধনবাদী লাইনের সুসংবদ্ধ উপস্থাপনা"। কী ছিল ঐ প্রবন্ধ তিনটিতে যে দুর্বৃত্তরা এত ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল? আদ্যোপান্ত দলিল তিনটি পাঠ ক'রে বোঝা যায় যে তেং-এর জবানিতে ধ্বনিত হয়েছে ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত চীনের পার্টি জনসাধারণের সামগ্রিক সমালোচনা ও ইচ্ছা, দুর্বৃত্তদের বিধ্বংসী লাইনের বিরুদ্ধে তাদের সধৈর্য অনমনীয় প্রতিরোধ।

দলিল তিনটি তৈরী হয় তেং-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৭৫-এর দ্বিতীয়ার্ধে পূর্বোক্ত ছ'টি জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশনের পর। সেগুলির শিরোনাম যথাক্রমে—

—"পার্টি ও রাষ্ট্রের সাধারণ কার্যসূচী সম্পর্কে" বা "কার্যসূচী"

— "বিজ্ঞান আকাদেমির কাজ সম্পর্কে খসড়া রিপোর্ট" বা "রিপোর্ট",

— "শিল্পোন্নয়নের গতিবৃদ্ধি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন", যাকে 'বিশদফা নির্দেশ" ও বলা হয়।

প্রথমটি (কার্যসূচী) চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে সর্বহারার একনায়কত্বের সব দিক গভীরভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে, মার্কসবাদী পরিপ্রেক্ষিত ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অপরিহার্যতার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এসব আয়ত্ত না করলে, সর্বহারা একনায়কত্বের অতীত অভিজ্ঞতা স্মরণ না রাখলে, শ্রমিকশ্রেণী মেকি বিপ্লবীদের দ্বারা প্রতারিত হবে, যার লাল ঝাণ্ডা নেড়ে লাল ঝাণ্ডার বিরোধিতা করে তাদের হাতে বিপর্যস্ত হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বহুদিন বাদে চীনে অধ্যক্ষ মাও-এর "ঐক্য এবং স্থিতিস্থাপকতা" সম্পর্কে দীর্ঘ মন্তব্য উধৃত হয়েছে। মাও-এর ঐক্য সমালোচনা ঐক্য, জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব মেটানোর শত্রুতাহীন কৌশল এবং সম্ভাব্য সকল শক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। চার দুর্বৃত্তের চীনে মাওচিন্তার এই দিকটা সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছিল। এ পরিচ্ছেদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, পার্টির সর্বজনবিদিত লাইন লঙ্ঘন করা চলবে না, পার্টি সদস্যদের প্রতি ও বুদ্ধিজীবীদের প্রতি স্বীকৃত রীতিতেই আচরণ করতে হবে (অর্থাৎ জোরজবরদস্তি চলবে না) এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সমাধানে বৈরিতার আশ্রয় নেয়া চলবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে জাতীয় অর্থনীতি অগ্রগতি সম্পর্কে অধ্যক্ষ মাও-এর চিন্তা লিপিবদ্ধ হয়েছে, এবং তাঁর নির্দেশ কার্যে রূপায়িত করার উপায় আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে নেতৃত্বের প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সর্বস্তরে নেতৃস্থানীয় সংগঠনগুলিকে সাহসের সঙ্গে সব মার্কসবাদবিরোধী শক্তির মোকাবেলা করতে হবে, বিশেষ ক'রে উপদল সৃষ্টির সব অপপ্রয়াস ব্যর্থ করতে হবে, পার্টির রাজনৈতিক লাইন ও নির্দেশাবলীর বিরোধী সব ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। পুরো পার্টিকে কাজের ঢং (work-style) উন্নততর করতে হবে, ভাববাদী সর্বপ্রকার দম্ভোক্তি ও বাগাযম্বর পরিহার করতে হবে।

এই দলিলেই মাও-এর তিন নির্দেশকে মূলসূত্র বলে তেং কুচক্রীদের কূটতর্কের কবলে পড়েন; শ্রেণীসংগ্রামকেই মূলসূত্র ধরে মাও-এর তিন-নির্দেশকে তার অধীন ধরা তাঁর উচিত ছিল, এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবার মতন কিছু ঘটেনি। বিশেষত প্রবন্ধটি যখন ক্ষুরধার যুক্তিবিস্তার ক'রে, মাও-এর প্রায় বিস্মৃত কিছু চিন্তা তুলে ধরে, চার দুর্বৃত্তের মার্কসবাদবিরোধী নানা কীর্তিকলাপের স্বরূপ ফাঁস ক'রে দিচ্ছে। মাও-এর "দশ মহাসম্পর্ক" প্রবন্ধ অবলম্বনে এই দলিল বিপ্লব ও উৎপাদনের ডায়ালেকটিকাল সম্পর্ক রাজনীতি ও অর্থনীতির, চিন্তাসৌধ ও অর্থনৈতিক ভিতরে ডায়ালেকটিকাল সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছে অন্যসাধারণ প্রাঞ্জলতায়। প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্টির নানা নির্দেশের পুনরুল্লেখ ক'রে দলিলটি চার দুর্বৃত্তের স্বেচ্ছাচার ও জুলুমবাজিই শুধু প্রকাশ করেনি, স্থিতি ও গতি, স্থিতা বস্থা এবং জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের মধ্যেকার দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের বিশেষ মার্কসবাদী বিশ্লেষণ করেছে। প্রত্যেক পার্টি ইউনিটকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে— দৃঢ়ভাবে নিয়মনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, অথবা নূতন নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করতে। সেইসঙ্গে বলা হয়েছে সর্বস্তরে নেতৃস্থানীয় কমরেডদের কর্তব্য হচ্ছে, শুধু কর্মীদের রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা নয়, কর্মীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং জীবনমানের দিকেও দৃষ্টি রাখা।

এক জায়গায় চার দুর্বৃত্তের প্রতি সরাসরি আঘাত হানা হয়েছে, "কিছু মার্কসবাদবিরোধী শ্রেণীশত্রু আছে যারা লিন পিয়াওর কাজটাই করে চলেছে। তারা নিজ

স্বার্থে বিপ্লবী স্লোগান ব্যবহার ক'রে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তারা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে সংশোধনবাদই প্রয়োগ করছে। কোনে কোনো এলাকা ও পার্টি-সংগঠনে নেতৃত্বদখলের অভিপ্রায়ে তারা ভাল সদস্য ও প্রগতিশীল কর্মীদের আক্রমণ করছে।... যেটা আমাদের বুঝতে হবে তা হচ্ছে এই -উপদলগুলির নেতারা শ্রমিক বনাম বুর্জোয়ার মূল গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামটাকে একপাশে সরিয়ে রাখে। যেসব শ্রেণীশত্রু সমাজতন্ত্রকে আক্রমণ করছে তাদের প্রতি উপদলীয় নেতাদের কোনো ঘৃণা নেই, সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের যে ক্ষতি হচ্ছে তার সম্বন্ধেও নেই কোনো দুশ্চিন্তা। যে-ব্যাপারটায় তাদের উৎসাহ, সেটা হচ্ছে পার্টির ভেতরে উপদলীয় সংঘর্ষ বাধিয়ে ওপরে ওঠা, কখনো 'বিদ্রোহী' বনাম 'রক্ষণশীল' কখনো নূতন বনাম পুরাতন সদস্য; কখনো বা কনফুসিয়াপন্থী বনাম আইনবাদী। নিজেদের স্বার্থপর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এদের কারুর কারুর মার্ক্সবিরোধী শ্রেনীশত্রুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়তেও আপত্তি নেই। মার্ক্সবাদ, মাওচিন্তা, কমিউনিস্ট পার্টি বা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোনো শ্রদ্ধা নেই। এদের কাছে জাতীয়তাবাদ পর্যন্ত অর্থহীন।"

শেষাংটি স্পষ্টতই ওয়াং হং-ওয়েন সম্বন্ধে। ওয়াং সত্যিই সমাজবিরোধী ওয়েং সেন-হোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চেকিয়াং প্রদেশে দাঙ্গার মহোৎসব লাগিয়েছিল। তারা কারাগার খুলে দিয়ে খুনী অপরাধীদের হাতে অস্ত্র দিয়ে লেলিয়ে দিয়েছিল পার্টি-সদস্যদের বিরুদ্ধে। মাও-এর হস্তক্ষেপে ওয়েং গ্রেপ্তার হয়।

দলিলে তারপর বলা হয়েছে, "এইএসব কমরেডদের প্রতি (তাঁদের এখনো আমরা কমরেড বলছি) শেষ শতর্কবাণী উচ্চারণ করার সময় হয়েছে। তাঁরা যেন খুব বেশিদূর যাওয়ার আগেই থামেন, পিছু হটেন। তাঁরা যেন উপলব্ধি করেন যে দুটি মাত্র পথ আছে, একটি তাদের নিতেই হবে— তাঁরা ভুল সংশোধন ক'রে পার্টির ভাল সদস্য হতে পারেন, অথবা তাঁদের বর্তমান পথ ধরে সোজা প্রতিবিপ্লবে পৌঁছুতে পারেন।"

উৎপাদন ও বিপ্লবের সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে দলিল পুনরায় চার দুর্বৃত্তকে চ্যালেঞ্জ জানায়, "'এখনো এমন সব কমরেড আছেন যাঁরা রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্পর্ক, বিপ্লব ও উৎপাদনের সম্পর্ক বিচার করার সময়ে অবৈজ্ঞানিক মনোভাব গ্রহণ করেন। তাঁরা শুধু রাজনীতি ও বিপ্লব বিবেচনা করেন, অর্থনীতি ও উৎপাদনকে অবহেলা করেন। যেই মুহূর্তে কেউ উৎপাদনবৃদ্ধির কথা বলেন, বা অর্থনীতি-গঠনের প্রশ্ন উত্থাপন করেন, সেই মুহূর্তে তাঁরা 'উৎপাদনী শক্তির তত্ত্বের' অভিযোগ তোলেন, সংশোধনবাদের অভিযোগ আনেন। এটা নির্বোধসুলভ (preposterous) । ... কোনো এলাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা চুরমার হয়ে গেছে (in shambles), অথচ বলা হচ্ছে সেখানকার বিপ্লবী পরিস্থিতি খুব ভাল, এটা হাস্যকর। যাঁরা মনে করেন শুধুমাত্র বিপ্লবে মনোনিবেশ করলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, তাঁরা দৈব ঘটনায় বিশ্বাসী।

পার্টি-সদস্যদের প্রতি মনেভাব ও আচরণের ক্ষেত্রে, দলিলে পুনরায় চার দুর্বৃত্তের

হিংস্রতাকে আক্রমণ করা হয়েছে, "লিন পিয়াওর লাইন লিউ শাওচির দক্ষিণপন্থী লাইনের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। লিউ-এর মতনই লিন পিয়াও পার্টির মূলনীতিগুলো বিকৃত করেছিল এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রধান দ্বন্দ্বকে স্বীকার করেনি। সেও বলেছিল, সাংস্কৃতিক বিপ্লব হচ্ছে যাঁর প্রথম বিপ্লব করেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে বিপ্লব। ফলে বহু অভিজ্ঞ সদস্য ও সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলেন।.. বিপ্লবী কমরেডদের প্রতি তার কৌশল ছিল তীব্র সংগ্রাম ও নির্দয় আক্রমণ।"

কথাগুলো চার দুর্বৃত্তকেই বলা, কেননা লিন পিয়াওর রণকৌশল সৃষ্টি হয়েছিল চিয়াং চিং-এর সঙ্গে যোগসাজসে যৌথভাবে। যাঁরা প্রথম বিপ্লব করেছেন তাঁদের বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিপ্লব চাই — এই কথাগুলো চিয়াং চিং-এর। লিন পিয়াওর পর দুর্বৃত্তরা চিয়াং চিং-এর রণকৌশল ব্যাপকভাবে প্রয়োগ ক'রে সহস্র সহস্র বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ পার্টি-সদস্যকে প্রহার-কারাদণ্ড-অনাহার-ধিক্কারে জর্জরিত করছিল। তেং শিয়াও-পিং-এর নেতৃত্বে পার্টির সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ীরা এই সময়ে অনেক পুরাতন সদস্যকে কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে কাজের মাঝে ফিরিয়ে আনছিলেন; অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যর্থ হচ্ছিলেন অতিবামদের সমবেত বাধাদানে। এই সংগ্রামের মাঝেই "কার্যসূচী" নামক এই দলিলটি রচিত হয়। প্রত্যাগত নির্যাতীত সদস্যদের উদ্দেশ্যে তেং-এর একটি উক্তি নিয়েও দুর্বৃত্তরা তখন অনেক তোলপাড় করে। তেং বলেছিলেন, "ওরা আপনাদের অনেক নিন্দা করবে, কান দেবেন না। ওরা বলবে, আপনারা হচ্ছেন পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বাহিনী। আমি বলছি আপনারা সর্বহারার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বাহিনী।"

দলিলের শেষের দিকে কয়েকটি কথায় বোঝা যায় দুর্বৃত্তদের ক্ষমতাদখলের চক্রান্ত সম্পর্কে তেংরা অবহিত হয়ে গিয়েছিলেন, "কোনো পার্টি-সদস্য বা নেতাকে আমরা উপদল গঠন করতে পারি না, বা পদাধিকার ও প্রভাবের জোরে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে দিতে পারি না। সব পার্টি-সদস্যকে, বিশেষ ক'রে নেতাদের হতে হবে সং এবং অকপট, এবং পার্টির প্রতি অনুগত। প্রত্যেককে খোলাখুলি কথা কইতে হবে, মতামত গোপন করা চলবে না। শঠতার (double-dealing) বিরোধিতা করতেই হবে।"

"কার্যসূচী" দলিল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় পার্টি ও দেশকে রক্ষা করার জন্য বিরাট সংখ্যক মানুষ বহুদিন থেকে দুর্বৃত্তদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন, সন্ত্রাসের মাঝেও নীরব থাকেননি।

দ্বিতীয় দলিল (খসড়া রিপোর্ট) প্রথমে প্রস্তুত করেন বিজ্ঞান আকাদেমির সহ-সভাপতি হু ইয়াও-বাং, যিনি পূর্বে ছিলেন কমিউনিস্ট যুব সংঘের সাধারণ সম্পাদক। আগস্ট মাসে তেং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ খসড়াটি সংশোধন করেন এবং দলিল অনুমোদিত হয় ২৬ শে সেপ্টেম্বর। এতে ছ'টি পরিচ্ছেদ রয়েছে :

— বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রের সাফল্যগুলির অনুমোদন,

— বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ক্ষেত্রে সংগঠন ও নেতৃত্ব,
— ঐ ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ মাও-এর কর্ম কিভাবে ভাল ক'রে বোঝা যায়,
— ঐ ক্ষেত্রে কর্মরত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি মনোভাব,
— আগামী দশ বছর ঐ ক্ষেত্রে কাজের নকশা,
— বিজ্ঞান আকাদেমি ও তার অধস্তন সংস্থাগুলির ভ্রম-সংশোধনের প্রশ্ন।

এই দলিলটি বিদ্যা, অধ্যয়ন, তত্ত্বগত জ্ঞান এবং বিশেষজ্ঞতার প্রশ্নটির চূড়ান্ত উত্তর, দুর্বৃত্তদের ফ্যাসিস্ত পুস্তক-বিরোধী মনোভাবে সমুচিত জবাব। এই দলিল আলোচনা কালে তেং বলেন, "বিদেশী ভাষা, গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে জ্ঞান ছাড়া আমরা কোন গিরিটা লঙ্ঘন করবো? পাহাড়ে ওঠাই অসম্ভব হবে। উই-এর ঢিপিতে চড়াও মুস্কিল হবে।" এ কথাগুলো নিয়ে দুর্বৃত্তরা যথারীতি বহু কুৎসা রটায়।

তৃতীয় দলিলের নাম "বিশদফা নির্দেশ"। সারা ১৯৭৫ সাল জুড়ে চীনের সব কলকারখানায় মিটিং হয় এবং সেইসব মিটিং থেকে রিপোর্ট আসে শিল্পমন্ত্রণালয়ে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে এই বিশদফা নির্দেশ গৃহীত হয় ২ রা সেপ্টেম্বর। বিগত বিপর্যয় এবং আগামী অগ্রগতির এমন বিশদ ও বৃহৎ দলিল পৃথিবীতে খুব কমই রচিত হয়েছে।

স্বভাবতই দুর্বৃত্তরা ত্রস্ত হয়ে দলিলটির আদ্যশ্রাদ্ধ করতে লেগেছিল। তাদের প্রধান কুৎসা ছিল এই— দলিলটি উৎপাদনে মনোনিবেশ করেছে, বিপ্লবকে অবহেলা করেছে। চীনের বাইরেও অনেকে আছেন যাঁরা তেং ও তাঁর সহযোদ্ধাদের মনে করেন ক্রুশ্চভের মতন নিরেট বৈষয়িক প্রগতির কেরানী, বিপ্লব-টিপ্লবের হাঁড়ি বুঝি তাঁরা ফাটিয়ে দিয়েছেন।

দলিলের প্রথমেই আছে, "আমাদের প্রধান কাজ হবে সর্বহারা একনায়কত্বের বিষয়টি সম্যক অধ্যয়ন করা, ঐক্য দৃঢ়তর করা এবং উৎপাদনে উৎসাহ দেয়া। দুই শ্রেণী ও দুই লাইনের সংগ্রামকে অবহেলা ক'রে যদি আমরা উৎপাদনের ওপরে জোর দিই, তবে আমাদের কাজ হবে দিকহীন এবং সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে অপ্রয়োজনীয়। তাই বলে উৎপাদনকে অবহেলা বা অবজ্ঞাও করা চলে না, কেননা উৎপাদনী শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি না পেলে আমরা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোটাকে দৃঢ়মূল করার মতন অর্থনৈতিক ভিত্তিই পাবো না। বিপ্লবকে দিগদর্শক নীতি হিসেবে মানবো, অথচ উৎপাদন বৃদ্ধির সব প্রয়াসকে 'পেশাদারী বৃত্তি' বলে উপহাস করবো এ চলতে পারে না।"

এই ডায়ালেকটিকাল পথেই চীন আজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। দশ বছরের ধ্বংসলীলার প্রভাব ঝেড়ে ফেলে সে আজ সামনের দিকে দ্রুত ধাবমান। সে বিপ্লবকে করেছে মূলমন্ত্র, কিন্তু সেই বিপ্লবকেই শক্ত ক'রে গড়ে তোলবার জন্য সে আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থার উপাসক। দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ চীন দেখতে পাচ্ছে না।





ISBN 978-81-949406-5-6